বার্ষিক রিপোর্ট

২০১৯-২০২০

বাংলাদেশ ব্যাংক

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
দেশী পণ্যের ব্যবহার"

বার্ষিক রিপোর্ট

জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রেরণ পত্র
বাংলাদেশ ব্যাংক

ঢাকা
২৩ ডিসেম্বর ২০২০

সিনিয়র সচিব
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

প্রিয় সিনিয়র সচিব,

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ (পি.ও. নম্বর ১২৭) এর ৪০(২) নং ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক রিপোর্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট প্রেরণ করা হলো। ব্যাংকের উক্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ২৭ আগস্ট ২০২০এ প্রেরণ করা হয়েছে।

আপনার বিশ্বস্ত,

(ফজলে কবির)
গভর্নর

পরিচালক পর্ষদ

জনাব ফজলে কবির	সভাপতি
জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম	পরিচালক
জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম (i)	পরিচালক
জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার	পরিচালক
জনাব এস. এম. মনিরুজ্জামান	পরিচালক
জনাব মাহবুব আহমেদ (ii)	পরিচালক
জনাব এ. কে. এম. আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ	পরিচালক
জনাব মোঃ নজরুল হুদা (iii)	পরিচালক
জনাব কাজী ছাইদুর রহমান	সচিব

*৩০ জুন, ২০২০ তারিখ ভিত্তিক তথ্য।

(i) জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম ০৯ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ থেকে পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি এর স্থলাভিষিক্ত হন এবং জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি ০৮ জানুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

(ii) জনাব মাহবুব আহমেদ ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ থেকে পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

(iii) জনাব মোঃ নজরুল হুদা ০৫ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ থেকে পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

গভর্নর

ফজলে কবির

ডেপুটি গভর্নর

এস. এম. মনিরুজ্জামান

আহমেদ জামাল

বিএফআইইউ প্রধান

আবু হেনা মোঃ রাজী হাসান

নির্বাহী পরিচালক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান*

অশোক কুমার দে

কাজী ছাইদুর রহমান

এ. কে. এম. ফজলুল হক মিঞা**

মোঃ হুমায়ুন কবির

মোঃ শফিকুল ইসলাম

ড. আবুল কালাম আজাদ

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

জোয়ারদার ইসরাইল হোসেন

মোঃ মাসুদ বিশ্বাস

মোঃ শাহ আলম

লাইলা বিলকিস আরা

এ, কে, এম, ফজলুর রহমান

মোঃ ইস্কান্দার মিয়া

সৈয়দ তারিকুজ্জামান

আবু ফরাহ মোঃ নাছের

মোঃ মোশাররফ হোসেন খান

দেবদুলাল রায়***

মনোজ কুমার বিশ্বাস

নূরুন নাহার

এ, কে, এম, মহিউদ্দিন আজাদ

স্বপন কুমার রায়

আশীষ কুমার দাশগুপ্ত****

কাজী এনায়েত হোসেন

মোঃ সুলতান মাসুদ আহমেদ

মোঃ আওলাদ হোসেন চৌধুরী

ড. মোঃ হাবিবুর রহমান****

নূর-উন-নাহার

মোহাম্মদ জাকির হাসান*****

মোঃ আশরাফুল আলম

মোঃ রেজাউল ইসলাম

মোহাম্মদ আহমদ আলী

লীলা রশীদ

---

৩০ জুন ২০২০ তারিখ ভিত্তিক তথ্য।

* নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এ মহাপরিচালক পদে প্রেষণে নিয়োজিত আছেন।

** নির্বাহী পরিচালক (পরিসংখ্যান)

*** নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রামিং)

**** নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা)

***** নির্বাহী পরিচালক (মেইনটিন্যান্স)

প্রধান কার্যালয়ের বিভাগসমূহ ও বিভাগীয় প্রধানগণ*

একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	মোঃ ফোরকান হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ রজব আলী, মহাব্যবস্থাপক
কৃষি ঋণ বিভাগ	মোঃ হাবিবুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক
এসএমএপি প্রজেক্ট (কৃষি ঋণ বিভাগ)	মোঃ আমজাদ হোসেন খান, প্রকল্প পরিচালক (মহাব্যবস্থাপক)†
বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি	নূরুন নাহার, নির্বাহী পরিচালক
	মোঃ জামাল মোল্লা, মহাব্যবস্থাপক
	এ. বি. এম. সাদেক, মহাব্যবস্থাপক
	এস. এম. আব্দুল হাকিম, মহাব্যবস্থাপক
	দীপংকর ভট্টাচার্য্য, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ সাইফুল আলম, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার, মহাব্যবস্থাপক
	মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, মহাব্যবস্থাপক
	চন্দন সাহা, সিস্টেম্স ম্যানেজার
	মোঃ মনজুরুল হক, মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট	মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ শওকাতুল আলম, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়	আরিফ হোসেন খান, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ	মোঃ নজরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
চিফ ইকোনোমিস্ট'স ইউনিট-২১	ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-১	অসীম কুমার মজুমদার, মহাব্যবস্থাপক
কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-২	মোঃ তফাজ্জল হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো-১৮	মানসুরা পারভীন, মহাব্যবস্থাপক
ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	মোঃ খুরশীদ আলম, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১	মোঃ আনোয়ার হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২	জীবন কৃষ্ণ রায়, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩	মোঃ মর্তুজ আলী, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪	মোহাম্মদ মামুনুল হক, মহাব্যবস্থাপক
	মোহাম্মদ আলী, মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স	জি এম আবুল কালাম আজাদ, মহাব্যবস্থাপক (এক্স-ক্যাডার)
ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট	মোঃ গোলাম মোস্তফা, মহাব্যবস্থাপক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ	মোঃ জুলকার নায়েন, মহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ	রূপ রতন পাইন, মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন	মোঃ সহিদুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্ট	এ, এফ, এম শাহীনুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
এক্যুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্র্যানারশিপ ফান্ড (ইইএফ) ইউনিট	পরিমল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মহাব্যবস্থাপক†
এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১০	মোহাম্মদ মুরশীদ আলম, মহাব্যবস্থাপক
এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১১	মোঃ রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ	শেখ মোঃ সেলিম, মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট	মোঃ শফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট এন্ড স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট	সাইফুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট	ড. মোঃ কবির আহাম্মদ, মহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ	জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষ, মহাব্যবস্থাপক
Foreign Direct Investment Promotion Project	এ,কে, এম, এহসান, প্রকল্প পরিচালক (মহাব্যবস্থাপক)†
ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট	মাকসুদা বেগম, মহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ	মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব, মহাব্যবস্থাপক
ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	কাজী রফিকুল হাসান, মহাব্যবস্থাপক
	মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক
গভর্নর সচিবালয়	মোঃ আব্দুল হাকিম, মহাব্যবস্থাপক
	রোকেয়া খাতুন, মহাব্যবস্থাপক
গৃহায়ন তহবিল এন্ড ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ইউনিট	মোঃ শাহীন উল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক†
হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১	কাজী আকতারুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-২	মোঃ মাহবুবউল হক, মহাব্যবস্থাপক
আইসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটিন্যান্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	পংকজ কুমার মল্লিক, চিফ মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
ইনফরমেশন সিস্টেম্স ডেভেলপমেন্ট এন্ড সাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট	মুহাম্মদ ইসহাক মিয়া, সিস্টেম্স ম্যানেজার
	মোঃ আমির হোসেন পাঠান, সিস্টেম্স ম্যানেজার
ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	মোঃ হানিফ মিয়া, মহাব্যবস্থাপক
ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট	মোঃ সদরুল হুদা, মহাব্যবস্থাপক@
আইন বিভাগ	মোঃ আবুল বশর, মহাব্যবস্থাপক
মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট	মোঃ জুলহাস উদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক
পেমেন্ট সিস্টেম্স ডিপার্টমেন্ট	মোঃ মেজবাউল হক, মহাব্যবস্থাপক
গবেষণা বিভাগ	মাহফুজা আকতার, মহাব্যবস্থাপক
	ড. সায়েরা ইউনুস, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ মাহবুবার রহমান খান, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ আব্দুল কাইউম, মহাব্যবস্থাপক
	লুৎফে আরা বেগম, মহাব্যবস্থাপক
গবেষণা বিভাগ- গ্রন্থাগার	তাসনিম ফাতেমা, মহাব্যবস্থাপক
সচিব বিভাগ	মাঈন উদ্দিন আহমদ, মহাব্যবস্থাপক
নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগ	লেঃ কর্ণেল মোঃ শামীমুর রহমান পিএসসি (অবঃ), মহাব্যবস্থাপক@
এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রাম্স বিভাগ-২	হুসনে আরা শিখা, মহাব্যবস্থাপক
এসআরইইউপি-পিআইইউ (এসএমইএসপিডি)-৩	মোঃ আব্দুল মান্নান, প্রকল্প পরিচালক (মহাব্যবস্থাপক)†
ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম (সিজিএস) ইউনিট	মোঃ নূরুল আমীন, প্রকল্প পরিচালক (মহাব্যবস্থাপক)†
স্পেশাল স্টাডিজ সেল	মোহাম্মদ ইব্রাহীম ভূঁইয়া, মহাব্যবস্থাপক
পরিসংখ্যান বিভাগ	সবিতা ইয়াসমীন, মহাব্যবস্থাপক
	তরুন কান্তি ঘোষ, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ মহিব উল্ল্যাহ মিয়া, মহাব্যবস্থাপক
	মৃনাল কান্তি সরকার, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ তৌহিদুজ্জামান চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ কোহিনূর হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
	ড. মোহাম্মদ আমির হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
সাসটেইনেবল ফ্যাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট	খন্দকার মোরশেদ মিল্লাত, মহাব্যবস্থাপক

*৩০ জুন, ২০২০ তারিখ ভিত্তিক তথ্য,† প্রেষণে, @চুক্তিভিত্তিক।

নোটঃ ১. মোঃ জাকের হোসেন, মহাব্যবস্থাপক; বিষ্ণুপদ বিশ্বাস, মোঃ আলী আকবর ফরাজী এবং মোঃ রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক; প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগী, মহাব্যবস্থাপক; এবং মোঃ আজিজুল হক, মহাব্যবস্থাপক যথাক্রমে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, দি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ এবং দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এ প্রেষণে নিয়োজিত আছেন।

২. ওয়াহিদা নাসরিন, মহাব্যবস্থাপক এবং মোঃ রুহুল আমিন, মহাব্যবস্থাপক হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর সাথে সংযুক্ত আছেন।

অফিসসমূহ ও অফিস প্রধানগণ*

বরিশাল অফিস	স্বপন কুমার দাশ, মহাব্যবস্থাপক®
	শেখ জাকীর হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
বগুড়া অফিস	মোঃ আশরাফুল আলম, নির্বাহী পরিচালক
	মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম-২, মহাব্যবস্থাপক
	ড. মোঃ সিরাজুল হক, মহাব্যবস্থাপক
চট্টগ্রাম অফিস	মোহাম্মদ আহমদ আলী, নির্বাহী পরিচালক
	এ, বি, এম, জহুরুল হুদা, মহাব্যবস্থাপক
	এস, এম, রেজাউল করিম, মহাব্যবস্থাপক
খুলনা অফিস	স্বপন কুমার রায়, নির্বাহী পরিচালক
	এস, এম, হাসান রেজা, মহাব্যবস্থাপক
	গোবিন্দ লাল গাইন, মহাব্যবস্থাপক
মতিঝিল অফিস	মোঃ মোশাররফ হোসেন খান, নির্বাহী পরিচালক
	মোঃ আওলাদ হোসেন চৌধুরী, কারেন্সি অফিসার (নির্বাহী পরিচালক)
	মোঃ ওবায়দুল হক, মহাব্যবস্থাপক
	নির্ম্মল কুমার সরকার, মহাব্যবস্থাপক
	শান্তনু কুমার রায়, মহাব্যবস্থাপক
	ডাঃ মাকসুদা বেগম, চীফ মেডিকেল অফিসার (মহাব্যবস্থাপক)
	ডাঃ রাবেয়া আকতার, চিফ কনসালট্যান্ট (গাইনোকলজি), মহাব্যবস্থাপক
ময়মনসিংহ অফিস	মোঃ শহীদুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
রাজশাহী অফিস	মোঃ সুলতান মাসুদ আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক
	সমীর কুমার বিশ্বাস, মহাব্যবস্থাপক
	সুধা রানী দাশ, মহাব্যবস্থাপক
রংপুর অফিস	নূর-উন-নাহার, নির্বাহী পরিচালক
	মোঃ সাইফুল ইসলাম খান, মহাব্যবস্থাপক
	মনোজ কুমার হাওলাদার, মহাব্যবস্থাপক
সদরঘাট অফিস	তুলসী রঞ্জন সাহা, মহাব্যবস্থাপক
সিলেট অফিস	কাজী এনায়েত হোসেন, নির্বাহী পরিচালক
	মোঃ আবুল কালাম, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক

*৩০ জুন, ২০২০ তারিখ ভিত্তিক (নির্বাহী পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক)।

® চলতি দায়িত্ব (নির্বাহী পরিচালক)।

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রত্যাশা	১
	বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা	১
	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি	৩
	প্রবৃদ্ধির গতিধারা	৩
	সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	৪
	মূল্য পরিস্থিতি	৫
	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	৫
	সরকারি অর্থসংস্থান	৭
	বৈদেশিক খাত	৮
	বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা	৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	দেশজ প্রকৃত অর্থনীতি	১১
	জিডিপির খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির হার	১১
	কৃষি খাত	১২
	শিল্প খাত	১২
	সেবা খাত	১৪
	জিডিপির খাতভিত্তিক কাঠামো	১৬
	ব্যয় ভিত্তিক জিডিপি	১৭
	সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	১৭
	প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা	১৮
তৃতীয় অধ্যায়	মূল্য ও মূল্যস্ফীতি	১৯
	সারসংক্ষেপ	১৯
	বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি	১৯
	বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি	২০
	গ্রামীণ ও শহর এলাকার মূল্যস্ফীতি	২২
	সার্ক এবং অন্যান্য এশীয় দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি	২৩
	মজুরি হারের গতিধারা	২৩
	স্বল্পমেয়াদি মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস	২৩
চতুর্থ অধ্যায়	মুদ্রা ও ঋণ	২৫
	অর্থবছর ২০-এ মুদ্রা এবং ঋণনীতির অর্জনসমূহ	২৫
	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	২৭
	রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি	২৮
	মুদ্রার আয় গতি	৩২
	ব্যাংক ঋণ	৩২
	ব্যাংক আমানত	৩২
	ঋণ/আমানত অনুপাত	৩৩
	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণ	৩৩
	বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জমা এবং তাদের নিজস্ব ভল্টে রক্ষিত তহবিল	৩৩
	নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (সিআরআর)	৩৩
	সংবিধিবদ্ধ তরল সম্পদ হার (এসএলআর)	৩৪

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	ব্যাংক রেট	৩৪
	আমানত ও ঋণের উপর সুদের হার	৩৪
	তারল্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো	৩৫
পঞ্চম অধ্যায়	ব্যাংকিং খাতের অর্জন, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংকসমূহের তদারকি	৩৬
	ব্যাংকিং খাতের কাঠামো ও অর্জন	৩৭
	শাখাভিত্তিক ব্যাংকসমূহের নেটওয়ার্ক	৩৮
	সমন্বিত স্থিতিপত্র	৩৮
	মূলধন পর্যাপ্ততা	৩৯
	সম্পদের গুণগত মান	৩৯
	সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা	৪১
	মুনাফা ও উপার্জনশীলতা	৪২
	তারল্য	৪৩
	ইসলামিক ব্যাংকিং	৪৪
	আইনি কাঠামো ও প্রবিধিগত বাধ্যবাধকতা	৪৫
	ব্যাংকসমূহের জন্য ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা	৪৫
	ঋণ শ্রেণিকরণ	৪৭
	ব্যাংকসমূহের তদারকি কার্যক্রম	৪৭
	ব্যাংকসমূহের অফ-সাইট মনিটরিং	৪৮
	ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৪৮
	ব্যাংকসমূহের অন-সাইট মনিটরিং	৪৮
	ফাইন্যান্সিয়াল স্টাবিলিটি ও ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল সুপারভিশন	৫১
	আর্থিক স্থিতিশীলতা ও গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ব্যাংকিং খাতের অবকাঠামো	৫২
	বাংলাদেশের আমানত বীমা স্কিম	৫২
	ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) এর কার্যক্রম	৫৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং	৫৫
	পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং	৫৫
	নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহ	৫৫
	পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন	৫৬
	পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৫৬
	জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল	৫৭
	অনলাইন ব্যাংকিং ও জ্বালানি দক্ষতা	৫৭
	বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা	৫৭
	পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৫৭
	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)'র আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন ফাইন্যান্সিং ব্রিক কিলন ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট	৫৮
	গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ)	৫৮
	পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগে বিনিয়োগের নিমিত্তে ইসলামিক শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৫৯
	কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা	৫৯
	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর কার্যক্রম	৬০
	বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিজস্ব কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম	৬১

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম	৬১
	বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রারম্ভিক ধাপসমূহ	৬২
	প্রথাগত পদ্ধতিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি	৬৩
	ব্যাংক শাখার বিস্তৃতি	৬৩
	উপশাখা এবং ব্যাংক বুথ	৬৩
	বিকল্প মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি	৬৩
	এজেন্ট ব্যাংকিং	৬৩
	অটোমেটেড টেলার মেশিনের (এটিএম) সূচনা	৬৪
	ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সার্ভিসেস	৬৪
	মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস	৬৪
	পিএসপি এবং পিএসও সমূহের অনুমোদন	৬৫
	প্রান্তিক এবং বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত উদ্যোগ	৬৫
	নো-ফ্রিল একাউন্ট	৬৫
	স্কুল ব্যাংকিং	৬৬
	সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য ব্যাংকিং	৬৬
	পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি	৬৭
	১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৬৭
	কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ৩,০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৬৭
	আর্থিক সাক্ষরতা এবং ভোক্তাধিকার	৬৮
	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও জ্ঞান বিনিময়	৬৮
	আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অন্যান্য পদক্ষেপসমূহ	৬৯
	ই-কেওয়াইসি ও সরলীকৃত ব্যাংক হিসাব খোলার ফরম এর প্রবর্তন	৬৯
	কৃষি ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থিক অধিগম্যতা বৃদ্ধিকরণ	৬৯
	লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসকরণ	৬৯
	আর্থিক অধিগম্যতা জোরদারের লক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য জামানতের আওতা বৃদ্ধি	৭০
	অর্থবছর ২০-এ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নীতিগত পরিবর্তনসমূহ	৭০
	ই-কেওয়াইসি গাইডলাইন্স ইস্যুকরণ	৭০
	কোভিড-১৯ এর কারণে গৃহীত নীতিগত ব্যবস্থা	৭০
সপ্তম অধ্যায়	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা, প্রবিধান এবং তত্ত্বাবধান	৭১
	লাইসেন্স এবং প্রবিধান	৭১
	সম্পদ	৭২
	বিনিয়োগ	৭২
	আমানত	৭২
	অন্যান্য দায় ও ইক্যুইটি	৭৩
	বন্ড ও সিকিউরিটাইজেশন কার্যক্রম	৭৩
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা ও রেটিং	৭৩
	মূলধন পর্যাপ্ততা	৭৩
	সম্পদের গুণগত মান	৭৪
	উপার্জন এবং মুনাফা সক্ষমতা	৭৪
	তারল্য পরিস্থিতি	৭৪

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	বাজার ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতা	৭৪
	সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং	৭৫
	আইনি কাঠামো ও প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স	৭৫
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা এবং ব্যাসেল চুক্তি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	৭৫
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্পোরেট সুশাসন	৭৫
	সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস ও প্রভিশনিং	৭৫
	ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালা	৭৬
	মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৭৬
	স্ট্রেস টেস্টিং	৭৬
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন	৭৬
	গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধিমালা	৭৬
	চার্জ-এর তালিকা	৭৬
	বাংলাদেশে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য ও সেবা, এবং কমার্সিয়াল পেপারের গাইডলাইন্স	৭৭
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য তহবিল খরচ সূচক	৭৭
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট মেমোরি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রবিধি	৭৭
	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব প্রশমনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	৭৮
অষ্টম অধ্যায়	আর্থিক বাজার	৭৯
	অর্থবছর ২০-এ আর্থিক বাজারের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ	৭৯
	আর্থিক বাজারের সামগ্রিক চিত্র	৭৯
	ক. মুদ্রা বাজার	৮০
	কলমানি মার্কেট কার্যক্রম - অর্থবছর ২০	৮০
	পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম - অর্থবছর ২০	৮০
	বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম - অর্থবছর ২০	৮১
	বাংলাদেশ ব্যাংক বিল নিলাম - অর্থবছর ২০	৮২
	সরকারি সিকিউরিটিজ মার্কেট	৮২
	সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম	৮২
	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি) এর নিলাম	৮৪
	ফ্লোটিং রেট ট্রেজারি বন্ড (এফআরটিবি)	৮৪
	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ইসলামিক বন্ড)	৮৫
	এনআরবি সেভিংস বন্ড	৮৫
	খ. পুঁজি বাজার	৮৬
	অর্থবছর ২০-এ পুঁজি বাজারের কার্যক্রম	৮৬
	প্রাথমিক ইস্যু	৮৬
	সেকেন্ডারি বাজার কার্যক্রম	৮৭
	অনিবাসী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	৮৭
	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ-এর কার্যক্রম	৮৭
	পুঁজি বাজার সিকিউরিটিজে তফসিলি ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ	৮৮
	অর্থবছর ২০-এ পুঁজি বাজার উন্নয়নে সহায়ক পদক্ষেপ	৮৮
	গ. ঋণ বাজার	৮৯
	অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আগাম	৮৯

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়াদি শিল্প ঋণ	৯০
	ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (আইপিএফএফ II) প্রকল্প	৯১
	ইক্যুইটি এন্ড এন্টারপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ)/ এন্টারপ্র্যানারশীপ সাপোর্ট ফান্ড (ইএসএফ)	৯১
	গৃহ নির্মাণ অর্থসংস্থান	৯২
	ঘ. বৈদেশিক মুদ্রা বাজার	**৯৩**
	বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার	৯৪
	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৯৪
নবম অধ্যায়	কৃষি এবং কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন	৯৫
	অর্থবছর-২০ এ কৃষি ঋণ কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ	৯৫
	কৃষি ঋণ বিতরণ	৯৬
	ঋণ আদায়	৯৭
	কৃষি ঋণের উৎসসমূহ	৯৭
	সরকারের সুদ ভর্তুকি (বাজেট বরাদ্দ)	৯৭
	বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে সুদ ভর্তুকি	৯৮
	বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা	৯৮
	সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা	৯৮
	দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৯৮
	পাট খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৯৯
	কৃষি খাতে পুনঃঅর্থায়নের বিশেষ প্রণোদনা স্কিম	৯৯
	ডিমান্ড লোন	৯৯
	বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় দাতা সংস্থা কর্তৃক গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য অর্থায়নকৃত আবর্তনশীল তহবিল	৯৯
	সুইডিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (এসআইডিএ)-র অনুদান	৯৯
	নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (এনওআরএডি) গ্রান্ট	১০০
	গ্রামীণ ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ ঋণ স্কিম	১০০
	বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে কৃষিঋণ সম্পর্কিত প্রকল্প/ কর্মসূচি	১০০
	স্মল এন্ড মার্জিনাল সাইজড ফার্মারস এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড ডাইভার্সিফিকেশন ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট (এসএমএপি)	১০০
	এডিবি ফান্ডেড সেকেন্ড ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন প্রজেক্ট (এসসিডিপি)	১০১
	মার্জিনাল এন্ড স্মল ফার্ম সিস্টেমস্ ক্রপ ইন্টেনসিফিকেশন প্রজেক্ট (এমএসএফএসসিআইপি)-কুড়িগ্রাম জেলা	১০১
	সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে প্রাক অর্থায়ন	১০২
	আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	১০২
	কর্মসংস্থান ব্যাংক	১০২
	কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন	১০২
	লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ	১০৩
	পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০৪
	সিএমএসএমই প্রচারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন/প্রাক অর্থায়ন সুবিধা	১০৪
	কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০৪
	ক্ষুদ্র শিল্প পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০৪
	কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পের নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	১০৫
	ইসলামি শরীয়াহ্‌ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০৫

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ/পূর্ব অর্থায়ন স্কিম	১০৫
	আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট (ইউবিএসপি)	১০৬
	নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন	১০৬
	নতুন প্রকল্পের বাস্তবায়ন	১০৬
	বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতের নিরাপত্তাজনিত সংস্কার ও পরিবেশগত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প	১০৬
	বাংলাদেশে এসএমই খাতের সহায়তায় স্থানীয় অর্থায়ন উদ্যোগ (এলএফআই)	১০৭
	জুন ২০২০ পর্যন্ত সিএমএসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	১০৭
	নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা	১০৮
	নারী উদ্যোক্তাদের জন্য নীতিগত উদ্যোগ	১০৯
	এসএমই ঋণ বিতরণে অন্যান্য স্থানীয় তফসিলি ব্যাংকের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতিটি জেলায় লীড ব্যাংক নির্বাচন	১১১
	গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	১১২
দশম অধ্যায়	সরকারি অর্থসংস্থান	১১৩
	অর্থবছর ২০-এর বাজেট এবং রাজস্ব পরিস্থিতি	১১৩
	আয়	১১৩
	ব্যয়	১১৪
	অর্থবছর ২০-এর বাজেট ঘাটতি এবং এর অর্থায়ন	১১৫
	অর্থবছর ২০-এর বাজেটে রাজস্ব আদায়ে প্রধান পদক্ষেপসমূহ	১১৫
	প্রত্যক্ষ কর	১১৫
	অসংশোধিত ব্যক্তিগত আয়ের উপর কর অর্থবছর ২০-এ অপরিবর্তিত থাকে	১১৫
	কর্পোরেট আয়ের উপর কর	১১৬
	মূল্য সংযোজন কর (মূসক)	১১৭
	মূসক আরোপ ও বর্ধিতকরণ	১১৭
	মূসক অব্যাহতি	১১৭
	আমদানি শুল্ক ও কর	১১৮
	অর্থবছর ২১-এর বাজেট এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা	১২০
	অর্থবছর ২১-এর রাজস্ব প্রাপ্তি	১২১
	অর্থবছর ২১-এর ব্যয়	১২১
	অর্থবছর ২১-এর বাজেট ঘাটতি ও এর অর্থায়ন	১২২
একাদশ অধ্যায়	বৈদেশিক খাত	১২৩
	বহিঃবাণিজ্য এবং লেনদেন ভারসাম্য	১২৩
	সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	১২৪
	রপ্তানি	১২৫
	রপ্তানি পণ্যসমূহ	১২৫
	রপ্তানি পণ্যের গন্তব্যসমূহ	১২৬
	রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)	১২৬
	আমদানি	১২৭
	বাণিজ্য শর্ত	১২৭
	প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ	১২৮
	বৈদেশিক সাহায্য	১২৮
	বৈদেশিক মুদ্রা বাজার কার্যক্রম ও মুদ্রা বিনিময় হারের গতিবিধি	১২৯
	বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ	১২৯

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	১৩০
	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (ACU) এর আওতায় লেনদেন	১৩০
	আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন	১৩১
	বৈদেশিক মুদ্রা নীতিমালার মুখ্য পরিবর্তন	১৩১
	মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ তত্ত্বাবধান	১৩৬
	রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এবং তাদের পরিপালনীয় বিধি বিধান	১৩৬
	সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট	১৩৬
	জাতীয় উদ্যোগ	১৩৭
	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	১৩৭
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন	১৩৭
	আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় বিভিন্ন সম্মেলন/ সভা/ কর্মশালায় অংশগ্রহণ	১৩৮
দ্বাদশ অধ্যায়	পেমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্	১৩৯
	পেমেন্ট সিস্টেমের কার্যপরিধি	১৩৯
	বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH)	১৩৯
	বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS)	১৩৯
	BACPS ট্রানজেকশন অবস্থা	১৪০
	বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN)	১৪০
	BEFTN এর লেনদেনের অবস্থা	১৪০
	মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS)	১৪১
	কোভিড-১৯ মহামারিকালীন মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এর বিশেষ ব্যবহার	১৪২
	মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) সংক্রান্ত উপাত্তের সারাংশ	১৪৪
	ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি)	১৪৫
	রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (BD-RTGS) সিস্টেম	১৪৬
	অল্টারনেট ডেলিভারি চ্যানেল এবং লাইসেন্সিং	১৪৬
	আইনি এবং প্রবিধিগত কাঠামো	১৪৬
	পেমেন্ট সিস্টেম ওভারসাইট	১৪৭
	অন্যান্য পেমেন্ট সিস্টেমস্ উদ্যোগ	১৪৮
	রেগুলেটরি ফিনটেক ফ্যাসিলিটেশন অফিস (আরএফএফও)	১৪৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়	মানব সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	১৪৯
	পরিচালনা কাঠামো	১৪৯
	পরিচালক পর্ষদ	১৪৯
	নির্বাহী কমিটি	১৪৯
	পর্ষদের অডিট কমিটি	১৪৯
	এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম	১৫০
	মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ	১৫০
	বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ	১৫০
	নতুন পদ সৃষ্টি/পদ অবলুপ্তকরণ	১৫০
	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মঞ্জুরীকৃত পদবল ও কর্মরত জনবল	১৫১
	পদোন্নতি	১৫১
	প্রেষণ/লিয়েনে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা	১৫১

সূচিপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
	পুনর্গঠন/ব্যাংকের নতুন প্রতিষ্ঠিত ইউনিট/উপবিভাগ	১৫১
	নিয়োগ কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়করণ উদ্যোগ	১৫১
	অবসর গ্রহণ, স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, মৃত্যুবরণ, বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, অপসারণ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ	১৫২
	কল্যাণমূলক কার্যাবলী এবং বৃত্তি অনুমোদন	১৫২
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন	১৫২
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন	১৫২
	অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি (বিবিটিএ) কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার	১৫২
	ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)	১৫৪
	আর্থিক বাজারের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ	১৫৪
	প্রবিধি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	১৫৫
	দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান	১৫৫
	সক্ষমতা উন্নয়ন	১৫৭
	তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)	১৫৭
	আইসিটি স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়ন	১৫৭
	আইটি সিকিউরিটি এবং সচেতনতা তৈরি	১৫৭
	ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ডেভেলপমেন্ট	১৫৭
চতুর্দশ অধ্যায়	বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব	১৫৯
	আয়	১৫৯
	বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ হতে আয়	১৫৯
	স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে আয়	১৫৯
	বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়	১৫৯
	ব্যয়	১৬০
	আর্থিক ব্যয়	১৬০
	অন্যান্য ব্যয়	১৬০
	মুনাফা	১৬০
	অন্যান্য সামগ্রিক আয়	১৬০
	মুনাফা আবণ্টন	১৬০
	আর্থিক অবস্থার বিবরণী	১৬১
	সম্পদসমূহ	১৬১
	দায়সমূহ	১৬১
	প্রচারণকৃত নোট	১৬১
	ইক্যুইটি (Equity)	১৬১
	বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ	১৬২
	একীভূতকরণ	১৬২
	নিরীক্ষক	১৬২
	বাংলাদেশ ব্যাংক: নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী : ৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য	১৬৩

সূচিপত্র

সারণিসমূহ		পৃষ্ঠা
১.১	২০২০ ও ২০২১ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রক্ষেপণ	১
১.২	মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির হার	৪
২.১	জিডিপির খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধি	১২
২.২	জিডিপির খাতওয়ারী অবদান	১৭
২.৩	ব্যয় ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদন	১৮
২.৪	জিডিপির শতকরা হিসেবে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ	১৮
৩.১	ভোক্তা মূল্য সূচক ভিত্তিক বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি	২০
৩.২	জাতীয় পর্যায়ে ভোক্তা ঝুড়ির উপ-খাতভিত্তিক বার্ষিক গড় ভোক্তা মূল্যসূচক	২২
৩.৩	সার্কভুক্ত এবং অন্যান্য এশীয় দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি	২২
৩.৪	মজুরি হার সূচকের গতিধারা	২৩
৩.৫	বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি	২৩
৪.১	মুদ্রা ও ঋণের প্রক্ষেপণ এবং প্রকৃত উন্নয়ন	২৫
৪.২	রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উপাদানসমূহের প্রকৃত ও প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি	২৮
৪.৩	মুদ্রার আয় গতি	৩১
৪.৪	ব্যাংক ঋণ ও এর উপাদানসমূহের ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি	৩২
৪.৫	ব্যাংক আমানত: ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি-অর্থবছর ২০	৩২
৪.৬	তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হারের গতিধারা	৩২
৪.৭	নির্বাচিত কিছু তারল্য নির্দেশক	৩৩
৪.৮	ব্যাংকে বিরাজমান উদ্বৃত্ত তরল সম্পদের পরিমাণ	৩৩
৫.১	ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো, সম্পদ এবং আমানত	৩৬
৫.২	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন ও ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অনুপাতের গতিধারা	৩৮
৫.৩ (ক)	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত	৩৯
৫.৩ (খ)	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিবিস্যানিত ঋণ ও মোট নিট ঋণের অনুপাত	৩৯
৫.৪	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	৪০
৫.৫	প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন-সকল ব্যাংক	৪০
৫.৬	প্রভিশন পর্যাপ্ততা হারের তুলনামূলক চিত্র	৪১
৫.৭	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ	৪১
৫.৮	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত	৪২
৫.৯	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার	৪৩
৫.১০	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ আয়	৪৩
৫.১১	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের হার	৪৩
৫.১২	ইসলামিক ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র (ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে)	৪৫
৫.১৩	DITF এর সাম্প্রতিক অবস্থা	৫৪
৬.১	অর্থবছর ২০-এ পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন	৫৫
৬.২	পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর বিতরণ চিত্র	৫৭

সূচিপত্র

সারণিসমূহ		পৃষ্ঠা
৬.৩	পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় পরিবেশ পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের/প্রকল্পের তালিকা	৫৯
৬.৪	অর্থবছর ২০-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর ব্যয়	৬২
৬.৫	বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিকদায়বদ্ধতা তহবিল হতে অর্থবছর ২০-এ ব্যয়ের বিবরণ	৬৩
৭.১	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো	৭১
৭.২	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায় ও আমানত	৭২
৭.৩	মোট ঋণ/লীজ এবং শ্রেণিকৃত ঋণ/লীজ	৭৩
৭.৪	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা অর্জনের হার	৭৪
৭.৫	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শনসমূহ	৭৫
৮.১	কলমানি মার্কেটের লেনদেনের পরিমাণ ও ভারীত গড় সুদের হার	৮০
৮.২	পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম- অর্থবছর ২০	৮১
৮.৩	বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ২০	৮১
৮.৪	বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলাম- অর্থবছর ২০	৮২
৮.৫	সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম - অর্থবছর ২০	৮২
৮.৬	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড এর নিলাম - অর্থবছর ২০	৮৩
৮.৭	বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক বন্ড	৮৪
৮.৮	ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এর কার্যক্রম	৮৬
৮.৯	চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এর কার্যক্রম	৮৬
৮.১০	অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আগাম	৮৯
৮.১১	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়াদি শিল্প ঋণ	৮৯
৮.১২	গৃহায়ন খাতে ঋণের স্থিতি	৯৩
৯.১	কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী	৯৫
৯.২	কৃষি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম	৯৬
৯.৩	আমদানি বিকল্প ফসলসমূহে ঋণ বিতরণ	৯৮
৯.৪	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ	১০০
৯.৫	বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের অধীনে সিএমএসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ (জুন ২০২০ পর্যন্ত)	১০১
৯.৬	খাত ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়নের চিত্র (কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ) জুন ২০২০ পর্যন্ত	১০২
৯.৭	ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০২
৯.৮	নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ	১০৩
৯.৯	ইসলামি শরীয়াহ্‌ভিত্তিক তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০৩
৯.১০	গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	১১২
১০.১	সরকারের রাজস্ব আয় এবং ব্যয়	১১৩
১০.২	খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়	১১৪
১০.৩	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন খাতের অংশ	১১৫
১০.৪	বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের ধারা	১১৬
১০.৫	রাজস্ব ব্যয়ের ধারা	১১৭
১০.৬	সামাজিক খাতে রাজস্ব ব্যয়ের খাতসমূহ	১১৭

সূচিপত্র

সারণিসমূহ		পৃষ্ঠা
১১.১	রপ্তানি কাঠামো	১২৫
১১.২	আমদানি কাঠামো	১২৭
১১.৩	বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত	১২৮
১১.৪	বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি এবং দায় পরিশোধ	১২৯
১১.৫	বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ	১৩০
১১.৬	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতাধীন বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ	১৩১
১১.৭	আইএমএফ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদির বিপরীতে বকেয়া দায়ের স্থিতি	১৩১
১২.১	মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) লেনদেনের সীমা	১৪২
১২.২	বাংলাদেশে এমএফএস-এর বর্তমান চিত্র	১৪২
১২.৩	বাংলাদেশে কার্ড, এটিএম, পিওএস এর সংখ্যা	১৪২
১৩.১	অর্থবছর ২০-এ বিবিটিএ-তে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার এর বিবরণী	১৫৩
১৩.২	অর্থবছর ২০-এ সম্পাদিত ইনফরমেশন সিস্টেমস্ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট কাজ	১৫৮
১৪.১	বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়	১৫৯
১৪.২	বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যয়	১৬০

চার্টসমূহ		পৃষ্ঠা
১.১	অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধানের গতিধারা	৫
১.২	জাতীয় সিপিআই মূল্যস্ফীতির গতিধারা	৫
১.৩	আর্থিক সমষ্টির গতিধারা	৬
১.৪	ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উৎসের গতিধারা	৬
১.৫	রাজস্ব আয়, রাজস্ব ব্যয় এবং সার্বিক বাজেট ঘাটতির গতিধারা	৭
১.৬	ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের গতিধারা	৭
১.৭	লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা	৮
১.৮	রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধির গতিধারা	৯
১.৯	নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের গতিধারা	৯
১.১০	নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের মাসিক গতিধারা	১০
২.১	অর্থবছর ২০-এ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের জিডিপি প্রবৃদ্ধি	১১
২.২	বাংলাদেশের প্রকৃত জিডিপির প্রবৃদ্ধির গতিধারা	১১
২.৩	খাতওয়ারী জিডিপির প্রবৃদ্ধির গতিধারা	১২
২.৪	সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের গতিধারা	১৮
৩.১	আন্তর্জাতিক পণ্যমূল্য সূচক	১৯
৩.২	অর্থবছর ২০-এ ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক মূল্যস্ফীতির গতিধারা	১৯
৩.৩	অর্থবছর ২০-এ ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক মূল্যস্ফীতির গতিধারা	২০
৩.৪	ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক মুখ্য (core) মূল্যস্ফীতি	২১
৩.৫	ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক গ্রামীণ মূল্যস্ফীতি	২১
৩.৬	ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক শহুরে মূল্যস্ফীতি	২১
৩.৭	সার্কভুক্ত দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি	২২
৩.৮	মজুরি সূচকের প্রবৃদ্ধির হার	২৩

সূচিপত্র

চার্টসমূহ		পৃষ্ঠা
৪.১	ব্যাপক মুদ্রা (এম২) এর উপাদানসমূহের গতি	২৭
৪.২	অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং এর উপাদানসমূহের গতি প্রকৃতি	২৭
৪.৩	অর্থবছর ২০-এ এম২ ও আরএম এর প্রক্ষেপিত এবং প্রকৃত পরিস্থিতি	২৮
৪.৪	জিডিপি প্রবৃদ্ধি, এম২ প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির হার এবং মুদ্রার আয়গতির চিত্র	৩১
৪.৫	তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হারের গতিধারা	৩২
৪.৬	তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম-অর্থবছর ২০	৩৪
৫.১	ব্যাংকিং খাতে সমন্বিত সম্পদ	৩৭
৫.২	ব্যাংকিং খাতে সমন্বিত দায়	৩৭
৫.৩	সমন্বিত মূলধন পর্যাপ্ততার গতিধারা	৩৮
৫.৪	একীভূত শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের তুলনামূলক অবস্থা	৩৯
৫.৫	সকল ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের একীভূত চিত্র	৪১
৫.৬	সমন্বিত উপার্জনশীলতা - সকল ব্যাংক	৪২
৬.১	গ্রিন ব্যাংকিংয়ের নীতিমালা উদ্যোগ	৫৬
৬.২	অর্থবছর ২০-এ খাত ভিত্তিক পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের বিবরণ	৫৭
৬.৩	মোট পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের প্রবণতা	৬০
৬.৪	মোট ফান্ডেড ঋণ বিতরণে পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের অংশের প্রবণতা	৬০
৬.৫	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ESRR এর প্রবণতা	৬০
৬.৬	বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা	৬১
৬.৭	অর্থবছর ২০-এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় পণ্য/উদ্যোগ ভিত্তিক বিতরণ	৬১
৬.৮	ব্যাংকসমূহের খাতওয়ারী সিএসআর আয়	৬২
৬.৯	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতওয়ারী সিএসআর ব্যয়	৬৩
৬.১০	এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম এর ধারাবাহিক চিত্র	৬৪
৬.১১	নো-ফ্রিল একাউন্ট এর ধারাবাহিক চিত্র	৬৬
৬.১২	স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম এর ধারাবাহিক চিত্র	৬৭
৭.১	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদ, দায় ও তাদের অনুপাত	৭২
৭.২	৩০ জুন ২০২০ অনুযায়ী অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতভিত্তিক বিনিয়োগ	৭৩
৭.৩	অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট ও শ্রেণিকৃত ঋণ/লীজ এবং তাদের অনুপাত	৭৩
৮.১	কলমানি সুদের হার	৮০
৮.২	ডিএসই এর বাজার কার্যক্রমের গতিধারা	৮৫
৮.৩	মোট আগামের খাত ভিত্তিক অংশ: অর্থবছর ২০	৯০
৮.৪	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণ: অর্থবছর ২০	৯০
৮.৫	টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে): অর্থবছর ২০	৯৪
৯.১	অর্থবছর ২০-এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	৯৭
৯.২	অর্থবছর ২০-এ প্রকৃত কৃষি ঋণ বিতরণ	৯৭

সূচিপত্র

চার্টসমূহ		পৃষ্ঠা
১০.১	কর রাজস্ব আয়ের বণ্টন অর্থবছর ২০ (সংশোধিত)	১১৪
১০.২	অর্থবছর ২১-এর কর রাজস্ব আয়ের বণ্টন	১১৫
১০.৩	বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (অনুদানসহ): অর্থবছর ২০ (সংশোধিত)	১১৬
১০.৪	বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (অনুদানসহ): অর্থবছর ২১	১১৯
১১.১	বহিঃখাতের প্রধান নির্দেশকসমূহ	১২৩
১১.২	বাণিজ্য, চলতি হিসাব ও সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য-এর গতিধারা	১২৪
১১.৩	রপ্তানি আয়ের গতিধারা	১২৪
১১.৪	অর্থবছর ২০-এ রপ্তানি আয়ের গন্তব্য-ভিত্তিক চিত্র	১২৬
১১.৫	আমদানি ব্যয়ের গতিধারা	১২৮
১১.৬	অর্থবছর ২০-এ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ	১২৮
১২.১	অর্থবছর ২০-এর রেগুলার ভ্যালু চেকের সংখ্যা ও মূল্যমান	১৪০
১২.২	অর্থবছর ২০-এর হাই ভ্যালু চেকের সংখ্যা ও মূল্যমান	১৪০
১২.৩	অর্থবছর ২০-এর ক্রেডিট এন্ট্রির সংখ্যা ও মূল্যমান	১৪১
১২.৪	অর্থবছর ২০-এর ডেবিট এন্ট্রির সংখ্যা ও মূল্যমান	১৪১
১২.৫	৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত এমএফএস-এর মাধ্যমে প্রদেয় বিভিন্ন আর্থিক সেবার মার্কেট শেয়ার	১৪৪
১২.৬	অর্থবছর ২০-এর এটিএম এর মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক লেনদেনের গতিধারা	১৪৫
১২.৭	অর্থবছর ২০-এর আন্তঃব্যাংক পিওএস এর লেনদেনের গতিধারা	১৪৫
১২.৮	অর্থবছর ২০-এর আইবিএফটি এ লেনদেনের গতিধারা	১৪৬
১২.৯	অর্থবছর ২০-এর আরটিজিএস এ লেনদেনের গতিধারা	১৪৬
১৪.১	বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়, ব্যয় ও মুনাফার ধারা	১৫৯
বক্সসমূহ		
২.১	বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতি: সম্ভাবনা এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ	১৩
২.২	কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব এবং বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবধান	১৫
৪.১	সুদ হার ভিত্তিক মুদ্রানীতি কাঠামোতে রূপান্তর	২৬
৪.২	কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতি ব্যবস্থা	২৯
৫.১	ব্যাংকিং ও গ্রাহক সেবা : বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	৪৬
১২.১	বাংলাদেশে ডিজিটাল ব্যাংকিং এর সম্ভাবনা	১৪৩
১৩.১	সাইবার নিরাপত্তা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা	১৫৬
পরিশিষ্টসমূহ		
পরিশিষ্ট-১	প্রধান নীতিমালার পর্যায়ক্রমিক ঘোষণা : অর্থবছর ২০	২৫৫
পরিশিষ্ট-২	অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা কার্যক্রম	২৬৯
পরিশিষ্ট-৩	বাংলাদেশ : কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান	২৭৫

সূচিপত্র

পরিশিষ্টসমূহ		পৃষ্ঠা
১।	প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহের গতিধারা	২৭৭
২। (ক)	মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো : প্রধান নির্দেশকসমূহ	২৭৮
২। (খ)	কোভিড-১৯ পরিস্থিতি উত্তরণে এবং অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিতকরণে প্রণোদনা প্যাকেজ	২৭৯
৩।	মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের গতিধারা	২৮০
৪।	প্রবৃদ্ধি ও জিডিপির খাতওয়ারী অংশের (অর্থবছর ০৬'র স্থির মূল্যে) গতিধারা	২৮১
৫।	সরকারের বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রমের গতিধারা	২৮২
৬।	মুদ্রা ও ঋণের গতিধারা	২৮৩
৭।	ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) এবং মূল্যস্ফীতির হার - জাতীয় (ভিত্তি: অর্থবছর ০৬=১০০)	২৮৪
৮।	বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক (ভিত্তি: অর্থবছর ০৬ =১০০)	২৮৫
৯।	রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উপাদানসমূহের গতিধারা	২৮৬
১০।	রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উৎসসমূহের গতিধারা	২৮৭
১১।	সরকারি এবং বেসরকারি খাতের আমানতসমূহের গতিধারা	২৮৮
১২।	তফসিলি ব্যাংকসমূহের নির্বাচিত পরিসংখ্যানের গতিধারা	২৮৯
১৩।	নির্বাচিত সুদের হারের গতি (বছর শেষে)	২৯০
১৪।	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের বিবরণ	২৯১
১৫।	সরকারের ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ	২৯৩
১৬।	লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা	২৯৪
১৭।	প্রকারভিত্তিক পণ্য রপ্তানির গতিধারা	২৯৫
১৮।	প্রকারভিত্তিক পণ্য আমদানির গতিধারা	২৯৬
১৯।	আমদানি ঋণপত্র খোলা, নিষ্পত্তি ও আমদানি ঋণপত্র বাতিলকরণের খাতভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণী	২৯৭
২০।	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের গতিধারা	২৯৮
২১।	টাকা-মার্কিন ডলার বিনিময় হারের গতিধারা	২৯৯
২২।	দেশভিত্তিক প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের গতিধারা	৩০০
২৩।	তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা	৩০১
২৪।	আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা	৩০৩
পরিশিষ্ট-৪	ব্যাংকিং খাতের কর্মদক্ষতার সূচকসমূহ (সারণি:১-১৩)	৩০৫
১।	ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য	৩০৭
২।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন ও ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদের অনুপাতের গতিধারা	৩০৭
৩।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত	৩০৭
৪।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিবিন্যাসিত ও মোট ঋণের অনুপাতের গতিধারা	৩০৮
৫।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	৩০৮
৬।	প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন- সকল ব্যাংক	৩০৮
৭।	প্রভিশন পর্যাপ্ততার তুলনামূলক চিত্র	৩০৯
৮।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ	৩০৯
৯।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত	৩০৯
১০।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার	৩১০
১১।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ আয়	৩১০
১২।	ব্যাংকের শ্রেণিভেদে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের হার	৩১০
১৩।	ব্যাংক ব্যবস্থায় শাখা, আমানত এবং অগ্রিমের গতিধারা - গ্রাম ও শহর	৩১১
বাংলাদেশ ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাসমূহের তালিকা		৩১২

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রত্যাশা

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনা

১.১ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মূলতঃ দুর্বল চাহিদা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার বাণিজ্য বিরোধের কারণে ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে হ্রাস পায়। কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাব এবং এর ব্যাপক প্রতিকূল প্রভাবের ফলে ২০২০ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক বলয়ের মধ্যে নিপতিত হয়। ভাইরাসের প্রভাব বিস্তার রোধের উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপি সরকারসমূহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ ঘোষণা, লকডাউন ও রোগাক্রান্তদের পৃথকীকরণ এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবহন চলাচলের ওপর ব্যাপক বিধি-নিষেধ আরোপ করে। ফলে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে গভীর বিশ্ব মন্দার সূত্রপাত ঘটায় এবং ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শতকরা ৪.৪ ভাগ সংকোচন হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। তবে আর্থিক ও রাজস্ব প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন, স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পুনরুদ্ধার এবং মহামারি নিরসন সাপেক্ষে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালে শতকরা ৫.২ ভাগে দাঁড়াতে পারে বলে প্রত্যাশা করা হয়। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের ২০১৮ সালের প্রবৃদ্ধি শতকরা ২.২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে শতকরা ১.৭ ভাগে দাঁড়ায়, যা ২০২০ সালে আরও হ্রাস পেয়ে শতকরা -৫.৮ ভাগ ও ২০২১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৩.৯ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে ২০২০ সালে শতকরা -৩.৩ ভাগ এবং ২০২১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৬.০ ভাগ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয় (সারণি ১.১)।

১.২ যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালের শতকরা ৩.০ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে শতকরা ২.২ ভাগে দাঁড়ায়। দেশটির প্রবৃদ্ধি ২০২০ সালে আরও হ্রাস পেয়ে শতকরা -৪.৩ ভাগ এবং ২০২১ সালে পূর্বের ধারায় শতকরা ৩.১ ভাগ অর্জিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। ইউরো অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালের শতকরা ১.৮ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে শতকরা ১.৩ ভাগে দাঁড়ায় এবং তা ২০২০ সালে আরও হ্রাস পেয়ে শতকরা -৮.৩

সারণি ১.১ ২০২০ ও ২০২১ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রক্ষেপণ

(বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন)

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
বিশ্ব উৎপাদন	**৩.৫**	**২.৮**	**-৪.৪**	**৫.২**
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	**২.২**	**১.৭**	**-৫.৮**	**৩.৯**
যুক্তরাষ্ট্র	৩.০	২.২	-৪.৩	৩.১
ইউরো অঞ্চল	১.৮	১.৩	-৮.৩	৫.২
জার্মানি	১.৩	০.৬	-৬.০	৪.২
ফ্রান্স	১.৮	১.৫	-৯.৮	৬.০
ইতালি	০.৮	০.৩	-১০.৬	৫.২
স্পেন	২.৪	২.০	-১২.৮	৭.২
জাপান	০.৩	০.৭	-৫.৩	২.৩
যুক্তরাজ্য	১.৩	১.৫	-৯.৮	৫.৯
কানাডা	২.০	১.৭	-৭.১	৫.২
অন্য উন্নত অর্থনীতির দেশ সমূহ[১]	২.৭	১.৭	-৩.৮	৩.৬
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ	**৪.৫**	**৩.৭**	**-৩.৩**	**৬.০**
এশিয়ার উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ	৬.৩	৫.৫	-১.৭	৮.০
চীন	৬.৭	৬.১	১.৯	৮.২
আসিয়ান-৫[২]	৫.৩	৪.৯	-৩.৪	৬.২
দক্ষিণ এশিয়া				
বাংলাদেশ	৭.৯	৮.২	৩.৮	৪.৪
ভারত	৬.১	৪.২	-১০.৩	৮.৮
পাকিস্তান	৫.৫	১.৯	-০.৪	১.০
শ্রীলংকা	৩.৩	২.৩	-৪.৬	৫.৩
বিশ্ব বাণিজ্য (দ্রব্য ও সেবা)	**৩.৯**	**১.০**	**-১০.৪**	**৮.৩**
আমদানি				
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	৩.৬	১.৭	-১১.৫	৭.৩
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ	৫.০	-০.৬	-৯.৪	১১.০
রপ্তানি				
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	৩.৫	১.৩	-১১.৬	৭.০
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ	৪.১	০.৯	-৭.৭	৯.৫
দ্রব্যমূল্য (মার্কিন ডলারে)				
জ্বালানি তেল	২৯.৪	-১০.২	-৩২.১	১২.০
জ্বালানি তেল-বহির্ভূত	১.৩	০.৮	৫.৬	৫.১
ভোক্তা মূল্য				
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	২.০	১.৪	০.৮	১.৬
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ[৩]	৪.৯	৫.১	৫.০	৪.৭
দক্ষিণ এশিয়া				
বাংলাদেশ	৫.৮	৫.৫	৫.৬	৫.৯
ভারত	৩.৪	৪.৮	৪.৯	৩.৭
পাকিস্তান	৩.৯	৬.৭	১০.৭	৮.৮
শ্রীলংকা	৪.৩	৪.৩	৪.৭	৪.৬

উৎস : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২০, আইএমএফ।

১ গ্রুপ অব সেভেন (কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র) ও ইউরো অঞ্চলের দেশসমূহ ব্যতীত।

২ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম।

৩ ভেনিজুয়েলা ব্যতীত এবং আর্জেন্টিনা অন্তর্ভুক্ত।

ভাগ এবং ২০২১ সালে পূর্বের ধারায় তা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৫.২ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। তবে যুক্তরাজ্যের প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালের শতকরা ১.৩ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে শতকরা ১.৫ ভাগে দাঁড়ায় এবং ২০২০ সালে হ্রাস পেয়ে শতকরা -৯.৮ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। জাপানের অর্থনীতি ২০২০ সালে শতকরা ৫.৩ ভাগ সংকুচিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।

১.৩ চীনের প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালের শতকরা ৬.৭ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে শতকরা ৬.১ ভাগে দাঁড়ায়। ২০২০ সালে চীনের প্রবৃদ্ধি আরও কমে শতকরা ১.৯ ভাগ এবং তারপর তা বেড়ে ২০২১ সালে শতকরা ৮.২ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালের শতকরা ৬.১ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে শতকরা ৪.২ ভাগে দাঁড়ায়, যা ২০২০ সালে আরো হ্রাস পেয়ে শতকরা -১০.৩ ভাগ এবং ২০২১ সালে তা আবার বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৮.৮ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

১.৪ উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে প্রধানত পণ্য-দ্রব্যের মূল্য নিম্ন থাকার কারণে মূল্যস্ফীতি ২০১৮ সালের শতকরা ২.০ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে শতকরা ১.৪ ভাগে দাঁড়ায়। দুর্বল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূত্রে মূল্যস্ফীতি ২০২০ সালে আরও হ্রাস পেয়ে শতকরা ০.৮ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। পূর্বাভাসকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূত্রে মূল্যস্ফীতি ২০২১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১.৬ ভাগ হবে বলে ধারণা করা হয়। ভেনেজুয়েলা ব্যতিত ও আর্জেন্টিনাসহ উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি ২০১৮ সালের শতকরা ৪.৯ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে শতকরা ৫.১ ভাগে দাঁড়ায়, যেখানে তা হ্রাস পেয়ে ২০২০ সালে শতকরা ৫.০ ভাগ এবং ২০২১ সালে শতকরা ৪.৭ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

১.৫ বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালের শতকরা ৩.৯ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে মাত্র শতকরা ১.০ ভাগে দাঁড়ায়। মূলত পণ্য ও সেবার দুর্বল চাহিদার ফলে ২০২০ সালে এর প্রবৃদ্ধি শতকরা -১০.৪ ভাগ এবং ২০২১ সালে শতকরা ৮.৩ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে আমদানি প্রবৃদ্ধি হার ২০১৮ সালের শতকরা ৩.৬ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে শতকরা ১.৭ ভাগে দাঁড়ায়। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী আমদানি ২০২০ সালে শতকরা ১১.৫ ভাগ হ্রাস এবং তা ২০২১ সালে শতকরা ৭.৩ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে আমদানি প্রবৃদ্ধির হার ২০১৮ সালের ৫.০ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে শতকরা -০.৬ ভাগে দাঁড়ায়। এ দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধির হার ২০২০ এবং ২০২১ সালে যথাক্রমে শতকরা -৯.৪ ভাগ এবং ১১.০ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালের শতকরা ৩.৫ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে শতকরা ১.৩ ভাগে দাঁড়ায়। এ দেশসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০২০ এবং ২০২১ সালে যথাক্রমে শতকরা -১১.৬ ভাগ এবং ৭.০ ভাগ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালের ৪.১ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে শতকরা ০.৯ ভাগে দাঁড়ায়। উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২০২০ এবং ২০২১ সালে যথাক্রমে শতকরা-৭.৭ ভাগ এবং ৯.৫ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

১.৬ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক (ডব্লিওইও), অক্টোবর ২০২০ অনুযায়ী, ২০২১ সালের বিশ্ব অর্থনীতির পূর্বাভাস সম্পর্কে ব্যাপক অনিয়শ্চয়তা রয়েছে। এ পূর্বাভাস নির্ভর করে জনস্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক নিয়ামকের উপর, যা প্রকৃতিগতভাবেই অনুমান করা কঠিন। অনিয়শ্চয়তার প্রথম উৎস মহামারির গতিপথ, প্রয়োজনীয় জনস্বাস্থ্যজনিত প্রতিক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট দেশীয় কর্মকাণ্ডের ব্যত্যয়, বিশেষতঃ অধিক সংক্রমিত খাতগুলোয়। অনিশ্চয়তার দ্বিতীয় উৎস হলো স্বল্প চাহিদা, ভঙ্গুর পর্যটন শিল্প এবং স্বল্প প্রবাসী আয়ের বৈশ্বিক বাড়তি প্রভাবমাত্রা।

অনিশ্চয়তার তৃতীয় উৎস আর্থিক বাজারের সংবেদনশীলতা এবং বৈশ্বিক মূলধন প্রবাহের প্রভাবের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া, সরবরাহ সক্ষমতার ক্ষতিজনিত অনিশ্চয়তা রয়েছে যা নির্ভর করে মহামারির অভিঘাতের স্থায়িত্ব, প্রণোদনা কর্মসূচির আকার ও কার্যকারিতা এবং খাতওয়ারি সম্পদ বন্টনের গরমিলের ওপর। মহামারির তীব্র প্রভাবের ফলে ২০২০ সালে সকল অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ প্রথমবারের মতো ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

১.৭ গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট (জিএফএসআর) অক্টোবর, ২০২০ অনুযায়ী ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে আর্থিক পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতির মাধ্যমে আর্থিক সংকট এড়ানো এবং অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ এর প্রভাব প্রতিহত করতে সহায়তা করেছে। নজিরবিহীন ও সময়োচিত নীতি পদক্ষেপের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী বৈশ্বিক আর্থিক স্থিতিশীলতার ঝুঁকি মোকাবেলা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা অর্থনীতিতে ঋণ প্রবাহ বহাল রাখা এবং সামষ্টিক আর্থিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফাঁদ এড়ানোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের সুযোগ সৃষ্টি করে। তবে নাজুকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা কতিপয় দেশে আর্থিক স্থিতিশীলতায় তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো নগদ তহবিলের ঘাটতি মোকাবেলায় অধিক ঋণ গ্রহণের ফলে অ-আর্থিক কর্পোরেট খাতে এবং অর্থনীতিকে সহায়তার জন্য রাজস্ব ঘাটতি বেড়ে যাওয়ায় সরকারি খাতে নাজুকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংকট বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে পুনরুদ্ধারে বিলম্ব হওয়ার কারণে কর্পোরেট খাতে তারল্যের চাপের ফলে দেউলিয়া সংকট তৈরি হতে পারে। ঊর্ধ্বমূখী বাজার মূল্য এবং অর্থনীতির ক্রমবিকাশের মধ্যে এখনও অসংযোগ বিদ্যমান। নীতি সহায়তা বজায় থাকা সাপেক্ষে চলতি সম্পদের মূল্যমান কিছু সময়ের জন্য অব্যাহত থাকতে পারে। তবে নীতি সহায়তা পুনর্মূল্যায়িত হলে অথবা পুনরুদ্ধার বিলম্বিত হলে অধিক সমন্বয়ের প্রয়োজন হতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

১.৮ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) অর্থবছর ২০-এ প্রকৃত মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি শতকরা ৫.২ ভাগ প্রাক্কলন করে, যা অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ৮.২ ভাগ হতে অনেক কম। যদিও বাংলাদেশ গত কয়েক বছর ধরে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, অর্থবছর ২০-এর শেষ প্রান্তিকে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে জাতীয় অর্থনীতি বিরূপভাবে প্রভাবিত হয় যার ফলে প্রবৃদ্ধি হ্রাস পায়। কোভিড-১৯ এর ঋণাত্মক প্রভাবের কারণে প্রধান খাতসমূহ নিম্নতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। তবে অর্থবছর ২০-এ প্রবৃদ্ধি দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব মনিটারি প্রোগ্রামের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য তথা বার্ষিক গড় ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই)-এর মাধ্যমে হিসাবায়িত মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৫ ভাগের মধ্যে সীমিত রাখা এবং অর্থবছর ২০-এ প্রবৃদ্ধি হার শতকরা ৮.২ ভাগ অর্জনে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বার্ষিক গড় সিপিআই মূল্যস্ফীতি ২০২০ সালের জুন মাস শেষে শতকরা ৫.৭ ভাগে দাঁড়ায়।

প্রবৃদ্ধির গতিধারা

১.৯ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) অর্থবছর ২০১৯-এর শতকরা ৮.২ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৫.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার সারণি ১.২ এ দেওয়া হলো।

১.১০ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-তে কৃষি খাতের অবদান শতকরা ১৩.৩ ভাগ এবং এই খাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ৩.৯ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৩.১ ভাগে দাঁড়ায়। মূলত মৎস্য, বনজ এবং পশু সম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির ফলে কৃষি খাতে এই প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

১.১১ মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান শতকরা ৩৫.৪ ভাগে দাঁড়ায় এবং অর্থবছর ২০২০-এ এই খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ৬.৫ ভাগ, যা অর্থবছর ২০১৯-এর শতকরা ১২.৭ ভাগের কম। এ উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি মূলত ম্যানুফ্যাকচারিং ও নির্মাণ উপখাতের প্রবৃদ্ধির মাধ্যমেই অর্জিত হয়। কোভিড-১৯ এর ফলে বৃহৎ ও মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প উপখাতগুলোয় প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে শতকরা ৫.৫ ভাগ এবং শতকরা ৭.৮ ভাগে দাঁড়ায়।

১.১২ মোট দেশজ উৎপাদনে সেবা খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি। অর্থবছর ২০২০-এ মোট দেশজ উৎপাদনে এ খাতের অবদান দাঁড়ায় শতকরা ৫১.৩ ভাগ, যা অর্থবছর ২০১৯-এ ছিল শতকরা ৫১.৪ ভাগ । সেবা খাত শতকরা ৫.৩ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, যা অর্থবছর ২০১৯-এর শতকরা ৬.৮ ভাগ হতে অনেক কম। অর্থবছর ২০২০-এ সেবা খাতের সকল উপখাত যেমন- স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা, আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান, পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটরগাড়ি, মোটরসাইকেল মেরামত ও ব্যক্তিগত গৃহস্থালি সামগ্রী, হোটেল ও রেস্তোরাঁ এবং পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ উপখাতে নিম্নতর প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

১.১৩ চাহিদার দিক থেকে অর্থবছর ২০-এ ১৮.২ বিলিয়ন ডলারের সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়ের দরুন বেসরকারি খাতে ভোগ শতকরা ৪.০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া সরকারি খাতে ভোগ একই সময়কালে শতকরা ৭.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ফলে মোট ভোগ-ব্যয় শতকরা ৪.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধিতে ২.৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট অবদান রাখে। অপরদিকে, প্রবৃদ্ধিতে মোট বিনিয়োগের অবদান দাঁড়ায় ২.৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট। মোট দেশজ উৎপাদনে রপ্তানি আয়ের অবদান আমদানি ব্যয়ের সমভারের মাধ্যমে নিরসিত হওয়ায় নিট রপ্তানির অবদান শূণ্যে দাঁড়ায়।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

১.১৪ যদিও সাময়িক তথ্য মোতাবেক অর্থবছর ২০-এ বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি গত বছরের তুলনায় কমেছে,

সারণি ১.২ মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির হার

(অর্থবছর ০৬ এর স্থির বাজার মূল্যে শতকরা হার)

	অর্থবছর ১১-২০ (গড়)	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০[সা]
১। **কৃষি**	**৩.৪৬**	**৩.৯২**	**৩.১১**
ক) কৃষি ও বনজ	২.৬৫	৩.১৫	২.০৮
১) শস্য ও শাক-সবজি	১.৯৬	১.৯৬	০.৮৯
২) পশু সম্পদ	৩.০৪	৩.৫৪	৩.০৪
৩) বনজ সম্পদ	৫.৭৬	৮.৩৪	৬.৩৬
খ) মৎস্য সম্পদ	৬.২০	৬.২১	৬.১০
২। **শিল্প**	**৯.৮৫**	**১২.৬৭**	**৬.৪৮**
ক) খনিজ ও খনন	৭.৩২	৫.৮৮	৪.৩৮
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.৫৫	১৪.২০	৫.৮৪
১) বৃহৎ ও মাঝারি	১১.০৬	১৪.৮৪	৫.৪৭
২) ক্ষুদ্র	৮.২৮	১০.৯৫	৭.৭৮
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৯.০৪	৯.৫৮	৬.১৬
ঘ) নির্মাণ	৮.৬৭	১০.২৫	৯.০৬
৩। **সেবা খাত**	**৬.১২**	**৬.৭৮**	**৫.৩২**
ক) পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মোটরগাড়ি ও মোটর সাইকেল মেরামত, ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি সামগ্রী	৬.৭১	৮.১৪	৫.০২
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৬.৮০	৭.৫৭	৬.৪৬
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৮৭	৭.১৯	৬.১৯
ঘ) আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রাতিষ্ঠান	৮.৬০	৭.৩৮	৪.৪৬
ঙ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকাণ্ড	৪.৪৮	৫.২৩	৪.৮৫
চ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৮.১১	৬.৪০	৬.০২
ছ) শিক্ষা	৭.৮৯	৭.৬৬	৬.১৯
জ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৬.৯১	১১.৭৯	৯.৯৬
ঝ) কমিউনিউটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৩.৪২	৩.৭২	৩.৬১
জিডিপি (অর্থবছর০৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	**৬.৭৬**	**৮.১৫**	**৫.২৪**

[সা] সাময়িক

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

জিডিপির শতকরা হিসেবে মোট বিনিয়োগ অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ৩১.৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৩১.৮ ভাগে দাঁড়ায়। উল্লিখিত সময়ে, সরকারি বিনিয়োগ জিডিপির অনুপাত এবং বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপির অনুপাত উভয়ই প্রায় ১০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ যথাক্রমে শতকরা প্রায় ৮.১ এবং ২৩.৬ ভাগে দাঁড়ায়।

১.১৫ জিডিপির শতকরা হিসেবে মোট জাতীয় সঞ্চয় অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ২৯.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৩০.১ ভাগে দাঁড়ায়। একইভাবে, উল্লিখিত সময়ে জিডিপির শতকরা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ২৮ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২৫.৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে। চলতি বাজার মূল্যে মোট

অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধির হার (শতকরা ১১.২ ভাগ) মোট অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার (শতকরা ১০.৬ ভাগ)-এর তুলনায় কিঞ্চিত দ্রুত হওয়ায় জিডিপির শতকরা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-বিনিয়োগের ব্যবধান অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ৬.৫ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৬.৪ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১.১)।

মূল্য পরিস্থিতি

১.১৬ অর্থবছর ২০-এ বার্ষিক গড় সিপিআই মূল্যস্ফীতি ক্রমান্বয়ে প্রায় ১৭ বেসিস পয়েন্ট বেড়ে জুন ২০২০ এ শতকরা ৫.৭ ভাগে দাঁড়ায়, যা মূল্যস্ফীতির নির্ধারিত সর্বোচ্চ লক্ষ্যমাত্রা- শতকরা ৫.৫ ভাগের চেয়ে বেশি (চার্ট ১.২)। তুলনামূলক উচ্চ খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি রেমিটেন্সের উচ্চ প্রবাহ এবং কোভিড-১৯ জনিত সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ায় উচ্চ মূল্যস্ফীতি দেখা যায়। বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় জুন ২০২০ এ খাদ্য মূল্যস্ফীতি প্রায় অপরিবর্তিত থাকলেও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। সামান্য উঠানামাসহ খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৯ শেষের ন্যায় জুন ২০২০ শেষেও ৫.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকে; যেখানে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার জুন ২০১৯ শেষের শতকরা ৫.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০ শেষে শতকরা ৫.৯ ভাগে দাঁড়ায়। সিপিআই মূল্যস্ফীতির খাদ্য ও জ্বালানি বহির্ভূত 'মূখ্য' উপাদানেও উঠানামা পরিলক্ষিত হয় এবং জুন ২০১৯-এর শতকরা ৫.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০-এ শতকরা ৫.৮ ভাগে দাঁড়ায়; যা বর্ধিষ্ণু মূল্যস্ফীতি চাপের ইঙ্গিত বহন করে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

১.১৭ অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রা ও আর্থিক নীতিতে মূল্যস্ফীতি ও আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির কর্মসূচিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি কর্মসূচিতে কর্মসংস্থান বান্ধব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও

চার্ট ১.১ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধানের গতিধারা

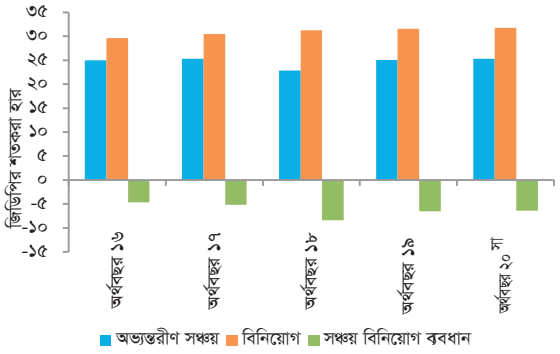

সা সাময়িক
উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ১.২ জাতীয় সিপিআই মূল্যস্ফীতির গতিধারা
(১২ মাসের গড় ভিত্তিঃ অর্থবছর ০৬ = ১০০)

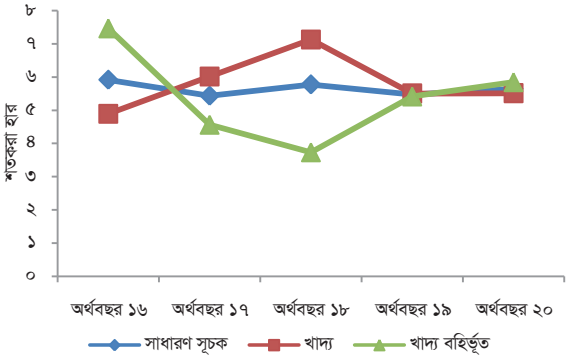

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

মূল্যস্ফীতির লক্ষ্য অর্জনে পর্যাপ্ত পরিমাণ মানসম্মত ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ও বহিঃখাতে আর্থিক স্থিতিশীলতা লক্ষ্য স্থির করা হয়। করোনা ভাইরাস মহামারিজনিত অর্থনীতির নিম্নমুখী প্রবণতা মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন সহজতর করার জন্য মুদ্রাবাজারে পর্যাপ্ত তারল্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নীতিপদক্ষেপ গ্রহণ করে। অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের রেপো হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের হার থেকে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে শতকরা ৫.২৫ ভাগে নির্ধারণ করা হয়। একই সাথে,

দ্বি-সাপ্তাহিক গড়ভিত্তিক ও দৈনিক নগদ জমা হার (সিআরআর) উভয়ই অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ৫.৫ ভাগ ও ৫.০ ভাগ থেকে ১৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে যথাক্রমে শতকরা ৪.০ ভাগ ও শতকরা ৩.৫ ভাগে নির্ধারণ করা হয়।

১.১৮ ব্যাপক মুদ্রা (এম২) বৃদ্ধির হার অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ৯.৯ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ১২.৭ ভাগে দাঁড়ায়, তবে এই হার অর্থবছর ২০-এর মনিটারি কর্মসূচিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৩.০ ভাগের চেয়ে সামান্য কম। ব্যাপক মুদ্রার বৃদ্ধি মূলত সরকারি খাতে ঋণ প্রবাহে ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (এনডিএ) বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যমে চালিত হয়েছে। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (এনডিএ) অর্থবছর ২০-এ শতকরা ১৫.৫ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতকরা ১৩.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে অর্থবছর ১৯-এ এর বৃদ্ধি ছিল শতকরা ১২.৩ ভাগ (চার্ট ১.৩)। মূলত কোভিড-১৯ এর ফলে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশে আইএমএফ এর দ্রুত অর্থসংস্থান উপকরণ (Rapid Financing Instrument) ও দ্রুত ঋণ সুবিধা (Rapid Credit Facility) বৃদ্ধির আওতায় প্রদত্ত সহযোগিতার কারণে নিট বৈদেশিক সম্পদ অর্থবছর ২০-এ নির্ধারিত শতকরা ৪.২ ভাগ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতকরা ১০.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.১৯ প্রধানত ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি (শতকরা ৫৩.৪ ভাগ) পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ ঋণ শতকরা ১৩.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা অর্থবছর ২০-এর লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৭.৪ ভাগের চেয়ে কম এবং বিগত অর্থবছরের প্রকৃত বৃদ্ধি শতকরা ১২.৪ ভাগ থেকে কিছুটা বেশি।

১.২০ অর্থবছর ২০-এ বেসরকারি খাতে ঋণ শতকরা ৮.৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা অর্থবছর ২০-এর নির্ধারিত বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৪.৮ ভাগ এবং অর্থবছর ১৯-এর প্রকৃত বৃদ্ধি শতকরা ১১.৩ ভাগ থেকে অনেক কম। তবে, ব্যাংকগুলোর ঋণের গুণগত মানের প্রতি মনোযোগী হওয়া ও কোভিড-১৯ জনিত লকডাউনের কারণে

চার্ট ১.৩ আর্থিক সমষ্টির গতিধারা

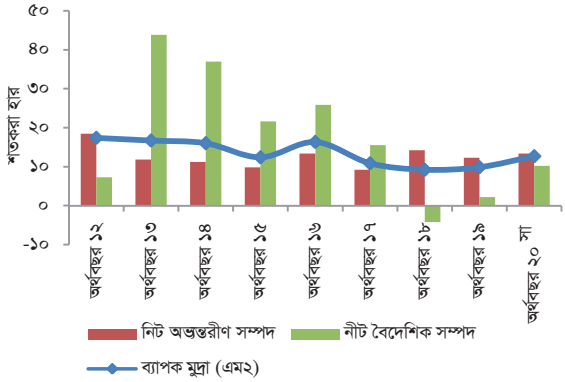

সা সাময়িক
উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১.৪ ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উৎসের গতিধারা

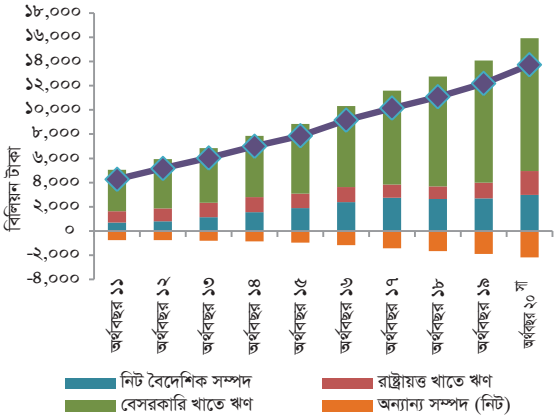

সা সাময়িক
উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে বলে মনে করা হয়। ব্যাপক মুদ্রার উৎসগুলো চার্ট ১.৪ এ দেখানো হয়েছে।

১.২১ অর্থবছর ২০-এ রিজার্ভ মুদ্রা (আরএম) শতকরা ১৫.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১২.০ ভাগ থেকে বেশি, এবং অর্থবছর ১৯-এর প্রকৃত বৃদ্ধি শতকরা ৫.৩ ভাগ থেকে অনেক বেশি। নিট বৈদেশিক সম্পদ (এনএফএ) এর প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রার বৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার স্তরকে ছাড়িয়ে গেছে।

১.২২ ব্যাংকের আগামের উপর সুদের ভারীত গড় হার অর্থবছর ১৯ এর শতকরা ৯.৬ ভাগ থেকে বেশ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০ শেষে শতকরা ৮.০ ভাগে দাঁড়ায়। আমানতের উপর প্রদেয় সুদের ভারীত গড় হার অর্থবছর ১৯ এর শতকরা ৫.৪ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০ শেষে শতকরা ৫.১ ভাগে দাঁড়ায়। ফলে, একই সময়ে দু'টি হারের ব্যবধানও অর্থবছর ১৯-এর শেষে শতকরা ৪.২ ভাগ থেকে অনেকটা হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০-এর শেষে শতকরা ২.৯ ভাগে দাঁড়ায়।

সরকারি অর্থসংস্থান

১.২৩ অর্থবছর ২০-এ সরকারের রাজস্বনীতিতে এসডিজিসমূহ ও এদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থবছর ২০ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছর হওয়ায় জাতীয় বাজেটেও এর বাস্তবায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাজেটে সরকারি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে অর্থবছর ২০-এর প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে সরকার সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদানসহ) জিডিপির শতকরা ৪.৮ ভাগে নির্ধারণ করে। যাহোক, অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে এই ঘাটতি বাড়িয়ে জিডিপির শতকরা ৫.৩ ভাগে নির্ধারণ করা হয়, যা অর্থবছর ১৯-এ জিডিপির শতকরা ৫.৪ ভাগ ছিল। এই ঘাটতি প্রধানত অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থায়ন করা হয়েছে, যার আকার অর্থবছর ১৯-এর জিডিপির শতকরা ৪.২ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০-এ জিডিপির শতকরা ৩.৫ ভাগে দাঁড়ায়। ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের অর্থায়ন অর্থবছর ১৯-এর জিডিপির শতকরা ১.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ জিডিপির শতকরা ২.৯ ভাগে দাঁড়ায়, যেখানে একই সময়ে ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস হতে সরকারের অর্থায়ন জিডিপির শতকরা ২.৮ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে শতকরা ০.৫ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১.৫ এবং ১.৬)।

১.২৪ মোট রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২০-এর প্রস্তাবিত বাজেটের শতকরা ৪৯.৯ ভাগ থেকে কমিয়ে

চার্ট ১.৫ রাজস্ব আয়, রাজস্ব ব্যয় এবং সার্বিক বাজেট ঘাটতির গতিধারা

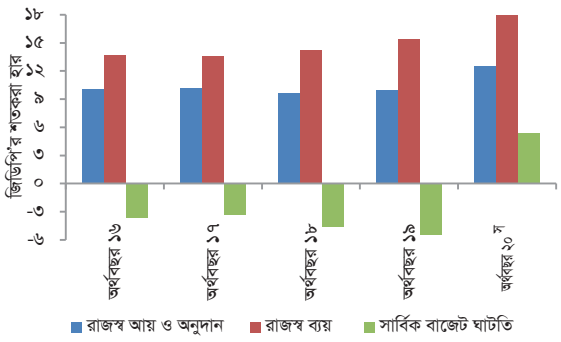

স সংশোধিত বাজেট
উৎস : অর্থ মন্ত্রণালয়।

চার্ট ১.৬ ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের গতিধারা

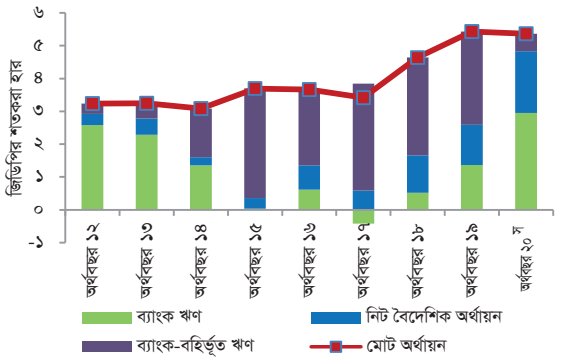

স সংশোধিত বাজেট
উৎস : অর্থ মন্ত্রণালয়।

সংশোধিত বাজেটে শতকরা ৩৮.২ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা অর্থবছর ১৯-এর প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৬.৩ ভাগ থেকে বেশি। অর্থবছর ২০-এর মোট রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত প্রস্তাবিত বাজেটের শতকরা ১৩.৫ ভাগ থেকে কমিয়ে সংশোধিত বাজেটে শতকরা ১২.৪ ভাগে স্থির করা হয়েছে, যা অর্থবছর ১৯-এর প্রকৃত অনুপাত শতকরা ৯.৯ ভাগের তুলনায় বেশি।

১.২৫ সরকারি ব্যয়-জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ১৫.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৭.৯ ভাগে

দাঁড়ায়। অর্থবছর ১৯-এর তুলনায় অর্থবছর ২০-এ সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ শতকরা ২৮.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে পৌনঃপুনিক ব্যয় জিডিপির শতকরা ৯.৮ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৯-এ জিডিপির শতকরা ৮.৪ ভাগ ছিল (চার্ট ১.৫)। সরকারি ঋণের মোট স্থিতি অর্থবছর ১৯-এর জিডিপির শতকরা ২৯.৬ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৩১.৭ ভাগে দাঁড়ায়।

বৈদেশিক খাত

১.২৬ অর্থবছর ২০-এ আমদানির চেয়ে রপ্তানি বেশি হারে হ্রাস পায়। রপ্তানি শতকরা ১৭.১ ভাগ হ্রাস পায়, যেখানে আমদানি হ্রাসের পরিমাণ শতকরা ৮.৬ ভাগ। অর্থবছর ২০-এ মোট রপ্তানির (এফওবি) পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২৮৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল ৩৯৬০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, অর্থবছর ১৯-এর ৫৫৪৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানির (এফওবি) তুলনায় অর্থবছর ২০-এ আমদানির পরিমাণ ছিল ৫০৬৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর ফলে, বাণিজ্য ঘাটতি আরো বৃদ্ধি পায় এবং অর্থবছর ২০-এ ১৭৮৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১৫৮৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি হিসাব স্থিতি অর্থবছর ২০-এ দাঁড়ায় (-) ৪৮৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল (-) ৫১০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ২০-এ ১৮২০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবাসী আয় উন্নত চলতি হিসাব পরিস্থিতির জন্য ভূমিকা রাখে। বিপুল পরিমাণ আর্থিক হিসাব গড়ে ওঠায় অর্থবছর ২০-এ সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য (৩৬৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) পূর্ববর্তী অর্থবছরের ভারসাম্যের তুলনায় অনেক বেশি হয় (চার্ট ১.৭ এবং পরিশিষ্ট-৩, সারণি-৭)।

১.২৭ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)'র রপ্তানি চালানের তথ্য অনুসারে অর্থবছর ২০-এ রপ্তানি আয় শতকরা ১৬.৯ ভাগ হ্রাস পায়। অন্যদিকে, পূর্ববর্তী অর্থবছরে শতকরা ১০.৬ ভাগ রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ২০-এ রপ্তানি মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর শতকরা ১০.২ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল শতকরা

চার্ট ১.৭ লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা

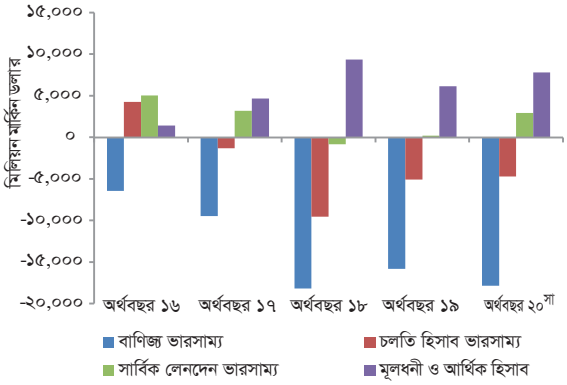

সা সাময়িক
উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৩.৪ ভাগ। আলোচ্য অর্থবছরে শুধুমাত্র ছয় ধরণের পণ্য যেমন, সব্জি, ফলমূল, তামাক, মাছ, কাঁচা পাট, এবং পাটজাত দ্রব্য এর রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, বাকী পণ্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন, পেট্রোলিয়াম উপজাত, ওভেন পোশাক পরিচ্ছদ, নিটওয়ার দ্রব্যাদি, হোম টেক্সটাইল এবং চিংড়ি রপ্তানি হ্রাস পায়।

১.২৮ অর্থবছর ২০-এ আমদানি (এফওবি) শতকরা ৮.৬ ভাগ হ্রাস পায়, যা অর্থবছর ১৯-এ শতকরা ১.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল (চার্ট ১.৮)। অর্থবছর ২০-এ আমদানি মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ১৫.৪ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল শতকরা ১৮.৩ ভাগ। অর্থবছর ২০-এ খাদ্যশস্য, প্রধানত গম, আমদানি ব্যয় শতকরা ৭.৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ২০-এ আমদানি ব্যয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অন্যান্য পণ্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, তেলবীজ, ডাল, ঔষধ সামগ্রী, মসলা, এবং চিনি। অন্যদিকে, আলোচ্য অর্থবছরে মূলধনী যন্ত্রপাতি, সুতা, সার, এবং বিভিন্ন প্রকার ধাতুর আমদানি ব্যাপক হ্রাস পায়।

১.২৯ জুন ২০২০ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ৩৬,০৭৩ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়, যা দ্বারা ৮.৫ মাসের আমদানি ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব। শতকরা ১০.৯ ভাগ হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রবাসী আয় এই মজুদ সৃষ্টিতে মূল স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে।

১.৩০ বৈদেশিক মুদ্রার বার্ষিক গড় বিনিময় হার জুন ২০১৯ শেষে মার্কিন ডলার প্রতি ৮৪.০ টাকার তুলনায় জুন ২০২০ শেষে ৮৪.৮ টাকায় দাঁড়ায়। ফলে, অর্থবছর ২০-এ গড় বিনিময় হারের শতকরা ০.৯ ভাগ অবচিতি হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের শতকরা ২.৩ ভাগ অবচিতির তুলনায় কম। স্থানীয় বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২০-এ ৮৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় ও ৮৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে। অর্থবছর ২০-এ ১৫-মুদ্রা ঝুড়িভিত্তিক নামিক কার্যকর বিনিময় হার (নিয়ার) সূচক (অর্থবছর ১৬ = ১০০) শতকরা ২.৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। একইভাবে, একই অর্থবছরে প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (রিয়ার) সূচক (অর্থবছর ১৬ = ১০০) শতকরা ৬.৯ ভাগ বৃদ্ধি পায় (চার্ট ১.৯ ও ১.১০)। অর্থবছর ২০-এ নিয়ার ও রিয়ার সূচকসমূহের বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক বাজারে টাকার মূল্যমান বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

১.৩১ বৈদেশিক ঋণের স্থিতি অর্থবছর ১৯ শেষের ৩৮৪৭৫.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০ শেষে ৪৪০৯৫.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। একইভাবে, আলোচ্য সময়ে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি এবং মোট দেশজ উৎপাদনের অনুপাত শতকরা ১২.৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৩.৪ ভাগে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

১.৩২ অর্থবছর ২০-এ দূর্বল প্রবৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার অর্থবছর ২১-এ প্রকৃত মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৮.২ ভাগ নির্ধারণ করেছে। দৃঢ় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চাহিদার পুনরুদ্ধার সম্ভাবনা এই প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তি। অর্থবছর ২০-এর শেষ প্রান্তিকে কোভিড-১৯ মহামারি দেখা দেয়, যা মে ২০২০ পর্যন্ত দেশব্যাপী লকডাউন আরোপে ভূমিকা রাখে। সরকার অফিস-কারখানা বন্ধ ও পরিবহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করার ফলে লকডাউন সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে। তবে, সরকারের গৃহীত দ্রুত ব্যাপকভিত্তিক প্রণোদনা কর্মসূচি অর্থনৈতিক

চার্ট ১.৮ রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধির গতিধারা

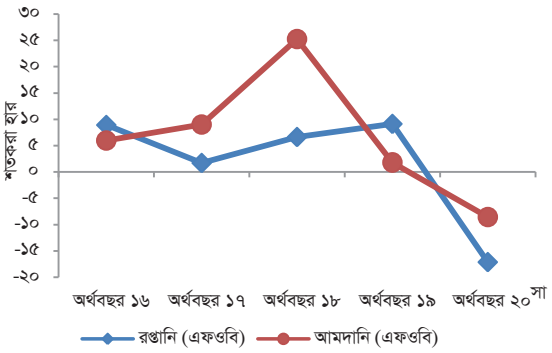

সা সাময়িক
উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ইপিবি।

চার্ট ১.৯ নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের গতিধারা (ভিত্তি : অর্থবছর ১৬=১০০, ১৫ মুদ্রা ঝুড়ি)

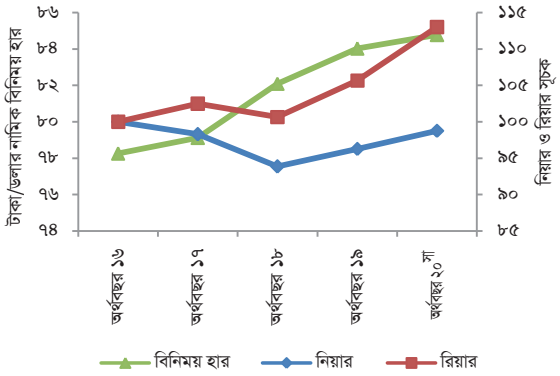

সা সাময়িক
উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ক্ষয়ক্ষতি পূরণে সহায়তা করে। প্রণোদনা কর্মসূচির প্রধান উপাদান ছিল ভর্তুকী হারে মহামারির কারণে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সেবাখাতে নতুন চলতি মূলধন সরবরাহ করা। শ্রমিক কর্মচারীদের ভোগ চাহিদা বজায় রাখার লক্ষ্যে কর্মসূচিতে শ্রমিকদের মজুরি বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়। কৃষি খাতের জন্য বিশেষ ঋণ প্রস্তাব করা হয়। নিম্ন আয়ের জনগণের খাদ্যশস্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ভর্তুকী যোগান দেয়।

১.৩৩ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার বহুলাংশে প্রণোদনা কর্মসূচির কঠোর বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে।

অর্থনীতিকে প্রবৃদ্ধির ধারায় ফেরাতে সরকারের বিচক্ষণ পদক্ষেপ প্রত্যাশা করা হয়। অর্থবছর ২০-এ রপ্তানি আয়ের বিপুল হ্রাসের পর অর্থবছর ২১-এর প্রথম তিন মাসে রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের আয়ের তুলনায় বেশি দাঁড়ায়। একইভাবে, অর্থবছর ২০-এ কৃষি এবং অ-কৃষি গ্রামীণ ঋণ বিতরণের পরিমাণ হ্রাস পায়। অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত বিতরণকৃত কৃষি এবং অ-কৃষি গ্রামীণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণের চেয়ে বেশি ছিল। সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে প্রেরিত অর্থের তুলনায় অধিক। অক্টোবর ২০২০ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪০.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে, যা অর্থবছর ২০-এর একই সময়ের তুলনায় শতকরা ২৫.৮ ভাগ বেশি।

১.৩৪ অর্থবছর ২১-এর গড় মূল্যস্ফীতির হার শতকরা ৫.৪ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক স্তিমিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে আগামী মাসগুলোয় মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম। পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য ও জ্বালানির মূল্যহ্রাস মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতির উপর ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে। এসব বিষয়াদি বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২১-এ গড় মূল্যস্ফীতির পরিসীমা শতকরা ৫.০-৫.৯ ভাগ এবং অর্থবছর ২২-এ শতকরা ৫.০-৫.৯ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। তবে, প্রণোদনা কর্মসূচির ফলে অতিরিক্ত তারল্য আগামীতে মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যার কারণে কঠোর নজরদারীর প্রয়োজন হবে।

১.৩৫ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২১-এর জন্য মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে। এ মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতি

চার্ট ১.১০ নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারের মাসিক গতিধারা (ভিত্তি : অর্থবছর ১৬ = ১০০, ১৫ মুদ্রা ঝুড়ি)

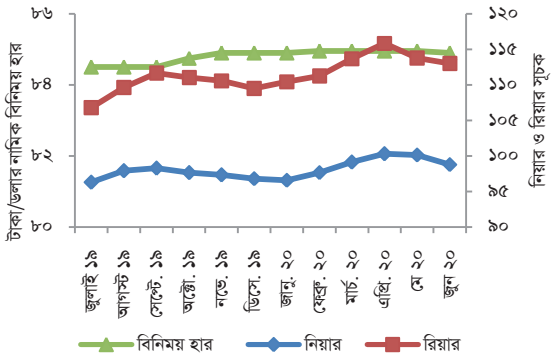

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি প্রবৃদ্ধি সহায়ক চাহিদা পূরণে আবশ্যিকভাবেই ছিল সম্প্রসারণমূলক ও সংকুলানমুখী। অর্থবছর ২১-এর মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হলো মহামারির আঘাত থেকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও উৎপাদন ক্ষমতা পুনরায় সচল করা। অগ্রাধিকারযুক্ত খাতসমূহ যেমন, কৃষি, কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, এবং উৎপাদনমুখী শিল্পে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা দেয়ার জন্য মুদ্রানীতিটি কৌশল গ্রহণ করেছে।

১.৩৬ স্বাভাবিক প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু করার লক্ষ্যে সরকার জুন ২০২০-এ লকডাউন প্রত্যাহার করে। কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মেনে ধীরে ধীরে বিধিনিষেধ সহজ করা হয়। স্বাস্থ্য পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়েছে। তবে, মহামারির পরবর্তী ধারাবাহিক আঘাত অর্থনীতির জন্য গভীর ঝুঁকির আশংকা সৃষ্টি করছে। বহির্বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক মন্দা, জ্বালানি তেলের মূল্যের উঠানামা, এবং বাণিজ্য সংঘাত অভ্যন্তরীণ পুনরুদ্ধারের গতি মন্থর করতে পারে।

দেশজ প্রকৃত অর্থনীতি

২.১ অর্থবছর ২০-এর ফেব্রুয়ারির পূর্ব পর্যন্ত ব্যাপক-ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহায়তায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি সুনির্দিষ্ট গতিপথ সমুন্নত রাখে এবং প্রকৃত মোট দেশজ উৎপাদনে দ্রুত গতির প্রবৃদ্ধি বজায় রাখে। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে স্থবিরতাসহ ২০২০ সালের মার্চে স্থানীয়ভাবে প্রাদুর্ভাব নিশ্চিত হওয়ায় অর্থবছর ২০-এর প্রকৃত মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৮.২ ভাগ অর্জনে মারাত্মক বাঁধার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট দেশজ প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৬৩৭.৪ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৫.২ ভাগ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। যাহোক, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে এই প্রবৃদ্ধিটি ছিল সর্বোচ্চ (চার্ট ২.১)। মহামারির প্রাক্কালে, গত কয়েক বছর যাবত বাংলাদেশ সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছিল এবং অর্থবছর ১৯-এ স্মরণকালের সর্বোচ্চ শতকরা ৮.২ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, যা ছিল এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সবগুলো দেশের মধ্যে প্রবৃদ্ধির দিক থেকে সর্বোচ্চ।

২.২ যদিও অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের কার্যক্রম বছরের প্রথম তিন-প্রান্তিকে প্রত্যাশানুযায়ী ছিল না, তথাপি রেমিটেন্স এবং শিল্প উৎপাদন সূচকের প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৮.২ ভাগ প্রবৃদ্ধির লক্ষমাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তারপরেই, মার্চ মাসে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রথম ঘটনা চিহ্নিত হয় এবং এর বিস্তার রোধকল্পে সরকার ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত জাতীয়ভাবে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। ফলে, অর্থবছর ২০-এর শেষ প্রান্তিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং অর্থবছর ২০১৯-এর তুলনায় প্রবৃদ্ধি ২.৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কমে যায়, যা ছিল অর্থবছর ৯১-এর পরে প্রবৃদ্ধির সবচেয়ে বড় একক-বার্ষিক পতন।

২.৩ বিবিএস এর সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী অর্থবছর ২০-এ চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি ২৭৯৬৩.৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা গত অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ১০.০ ভাগ বেশি। অর্থবছর ২০-এ মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি ও জিএনআই যথাক্রমে ৬৯৪৫২.১ ও ৭২৭৮১.৪ টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। একই সময়ে, চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি এবং জিএনআই যথাক্রমে ১৬৬৮৮৮.২ (১৯৭০.১ মার্কিন ডলার) এবং ১৭৪৮৮৮.২ (২০৬৪.৬ মার্কিন ডলার) টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে।

চার্ট ২.১ অর্থবছর ২০-এ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের জিডিপি প্রবৃদ্ধি

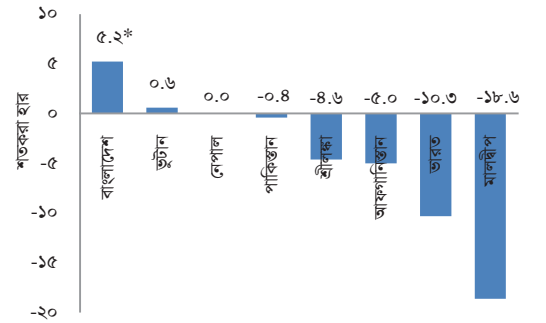

উৎস: *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।
ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২০, আইএমএফ (প্রক্ষেপণ ২০২০)।

চার্ট ২.২ বাংলাদেশের প্রকৃত জিডিপির প্রবৃদ্ধির গতিধারা

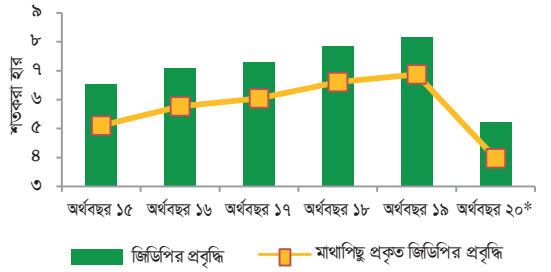

* সাময়িক
উৎস : বিবিএস।

জিডিপির খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির হার

২.৪ খাতভিত্তিক জিডিপিতে দেখা যায় যে, অর্থবছর ২০-এ কোভিড-১৯ এর কারণে প্রবৃদ্ধির হার সংযত হলেও সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে শিল্প খাতে এবং

তারপরই রয়েছে যথাক্রমে সেবা ও কৃষি খাত। এটি অর্থনীতির টেকসই প্রবৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে।

কৃষি খাত

২.৫ কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ৩.৯ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৩.১ ভাগে দাঁড়িয়েছে। কৃষি খাতের সকল উপখাত যেমন শস্য ও শাক সবজি, পশু সম্পদ, বনজ ও এতদ্‌সম্পর্কিত সেবাসমূহ এবং মৎস্য সম্পদ এর সংযত প্রবৃদ্ধিই মূলত এই হ্রাসের জন্য দায়ী।

২.৬ কৃষির উপখাতগুলোর মধ্যে, মৎস উপখাত অর্থবছর-২০ এ শতকরা ৬.১ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে যা অর্থবছর-১৯এ ছিল শতকরা ৬.২ ভাগ। কৃষি ও বনজ উপখাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ৩.২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ২.১ ভাগে দাঁড়ায়। কৃষি ও বনজ উপখাতের মধ্যে বনজ এবং এর সাথে সম্পর্কিত সেবাসমুহ অর্থবছর ২০-এ সর্বোচ্চ শতকরা ৬.৪ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল শতকরা ৮.৩ ভাগ। অধিকন্তু, পশু সম্পদ, এবং শস্য ও শাক সবজি উপখাতের প্রবৃদ্ধিও অর্থবছর-১৯ এর শতকরা ৩.৫ ও ২.০ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০-এ যথাক্রমে শতকরা ৩.০ ও ০.৯ ভাগে পৌঁছায়।

শিল্প খাত

২.৭ অর্থনীতির মোট মূল্য সংযোজনের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক আসে শিল্প খাত থেকে যার প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ১২.৭ ভাগ থেকে বেশ কমে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৬.৫ ভাগে দাঁড়ায়। প্রবৃদ্ধির এই পতন মূলত চলমান কোভিড-১৯ এ সকল শিল্প উপখাতের নিম্ন প্রবৃদ্ধির কারণে হয়েছে। উপখাতসমূহের মধ্যে, খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ; এবং নির্মাণ উপখাত অর্থবছর ২০-এ যথাক্রমে শতকরা ৪.৪, ৫.৮, ৬.২ ও ৯.১ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৫.৯, ১৪.২, ৯.৬ ও ১০.৩ ভাগ। ম্যানুফ্যাকচারিং এর উপখাত হিসেবে বৃহৎ ও মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্প উপখাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৯-এর যথাক্রমে শতকরা ১৪.৮ ও ১১.০ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ২০-এ নিম্ন প্রবৃদ্ধি (যথাক্রমে শতকরা ৫.৫ ও ৭.৮ ভাগ) অর্জন করেছে।

চার্ট ২.৩ খাতওয়ারী জিডিপির প্রবৃদ্ধির গতিধারা

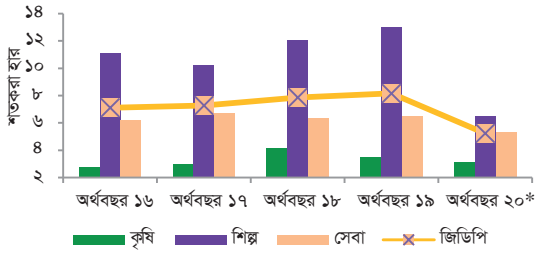

* সাময়িক
উৎস : বিবিএস।

সারণি ২.১ জিডিপির খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধি

(অর্থবছর ০৬'র স্থির মূল্যে শতকরা হার)

	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর[সা] ২০
১। কৃষি	**২.৯৭**	**৪.১৯**	**৩.৯২**	**৩.১১**
ক) কৃষি ও বনজ	১.৯৬	৩.৪৭	৩.১৫	২.০৮
১) শস্য ও শাকসবজি	০.৯৬	৩.০৬	১.৯৬	০.৮৯
২) পশু সম্পদ	৩.৩১	৩.৪০	৩.৫৪	৩.০৪
৩) বনজ ও এর সাথে সম্পর্কিত সেবাসমুহ	৫.৬০	৫.৫১	৮.৩৪	৬.৩৬
খ) মৎস্য সম্পদ	৬.২৩	৬.৩৭	৬.২১	৬.১০
২। শিল্প	**১০.২২**	**১২.০৬**	**১২.৬৭**	**৬.৪৮**
ক) খনিজ ও খনন	৮.৮৯	৭.০০	৫.৮৮	৪.৩৮
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.৯৭	১৩.৪০	১৪.২০	৫.৮৪
১) বৃহৎ ও মাঝারি	১১.২০	১৪.২৬	১৪.৮৪	৫.৪৭
২) ক্ষুদ্র	৯.৮২	৯.২৫	১০.৯৫	৭.৭৮
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৮.৪৬	৯.১৯	৯.৫৮	৬.১৬
ঘ) নির্মাণ	৮.৭৭	৯.৯২	১০.২৫	৯.০৬
৩। সেবা	**৬.৬৯**	**৬.৩৯**	**৬.৭৮**	**৫.৩২**
ক) পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা মোটরগাড়ি/ মোটর সাইকেল মেরামত, ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালিসামগ্রী	৭.৩৭	৭.৪৫	৮.১৪	৫.০২
খ) হোটেল ও রেস্তোরা	৭.১৩	৭.২৮	৭.৫৭	৬.৪৬
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৭৬	৬.৫৮	৭.১৯	৬.১৯
ঘ) আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান	৯.১২	৭.৯০	৭.৩৮	৪.৪৬
১) মনিটারী প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক)	৯.৯৫	৮.৫১	৭.৩৮	৪.১৯
২) বীমা	২.০৫	১.৬৩	৪.৯৬	৪.০৫
৩) অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৯.০৬	৯.০৫	১১.৫৫	৯.৪৮
ঙ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকাণ্ড	৪.৮০	৪.৯৮	৫.২৩	৪.৮৫
চ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৯.১৫	৮.৪৭	৬.৪০	৬.০২
ছ) শিক্ষা	১১.৩৫	৭.০১	৭.৬৬	৬.১৯
জ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৭.৬৩	৭.০২	১১.৭৯	৯.৯৬
ঝ) সম্প্রদায়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৩.৬২	৩.৬৫	৩.৭২	৩.৬১
মোট মূল্য সংযোজন স্থির মূল্যে	**৭.২৩**	**৭.৯০**	**৮.৩৬**	**৫.৪২**
জিডিপি (অর্থবছর ০৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	**৭.২৮**	**৭.৮৬**	**৮.১৫**	**৫.২৪**

[সা] সাময়িক
উৎস : বিবিএস।

বক্স ২.১ বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতি : সম্ভাবনা এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে মহাসাগর, সমুদ্র এবং সামুদ্রিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য সুনীল অর্থনীতি হিসেবে পরিচিত সামুদ্রিক অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহের মধ্যে, এসডিজি-১৪ লক্ষ্যটি টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সমুদ্র এবং সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সামুদ্রিক সম্পদ খাদ্য এবং জ্বালানি সরবরাহ করে থাকে, যা মানব জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। পৃথিবীর মোট আয়তনের তিন-চতুর্থাংশকে উপেক্ষা করে, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এমতাবস্থায়, এসডিজি-১৪ সম্পর্কিত অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ মহাসাগর, সমুদ্র এবং সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বঙ্গোপসাগরের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ ৭১০ কি.মি. সুদীর্ঘ উপকূলরেখা রয়েছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা ১৯.৪ ভাগই আসে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন থেকে। এছাড়া, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক পর্যটকদের গড়ে শতকরা ৮১ ভাগ কক্সবাজার ভ্রমণ করে থাকেন। বাংলাদেশের সমুদ্র দেশজুড়ে বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের উপকূল এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একটি নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল চিহ্নিত হয়েছে। ইতোমধ্যে, বাংলাদেশ নতুন সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে সুনীল অর্থনীতির উন্নতি সাধন করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার সমুদ্র অর্থনীতির উপর কিছু সংখ্যক পরামর্শ এবং কর্মশালা গ্রহণ করেছে। উপরন্তু, একটি সমৃদ্ধশালী এবং টেকসই সুনীল অর্থনীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১২টি কার্যকলাপ উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে অন্যান্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মৎস্য চাষ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, মানব সম্পদ, ট্রান্সশিপমেন্ট, পর্যটন এবং জলবায়ু পরিবর্তন। এছাড়া, ২০১৭ সালে সুনীল অর্থনীতি সম্পর্কিত উদ্যোগগুলোর সাথে বিভাগীয় মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয় সাধনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ব্লু ইকোনমিক সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুনীল অর্থনীতির বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপকভাবে অবদান রাখার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুনীল অর্থনীতির ২৬টি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে মৎস্য চাষ, সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং শিপিং, জ্বালানি, পর্যটন, উপকূলীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা, উপকূলীয় নিরাপত্তা এবং সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য নজরদারি অন্তর্ভুক্ত।

নৌ পরিবহন: বাংলাদেশের বৈদেশিক মালবাহী বাণিজ্যের বেশিরভাগই সমুদ্র পথে সম্পন্ন হয়(২০১৮), যা দেশের মোট বহিঃ বাণিজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ। সেজন্য, ভবিষ্যতে আমাদের অর্থনীতি বহিঃ মালবাহি বাণিজ্যের উপর প্রচন্ডভাবে নির্ভর করবে বলে ধারণা করা যায়। বিপুল পরিমাণ মালামাল শুল্ক দেশের অভ্যন্তরে রাখার উদ্দেশে স্থানীয় শিপিং কোম্পানিসমূহকে প্রণোদনা প্রদান করা যেতে পারে, যাতে করে তারা বিদ্যমান জাহাজের বহরের সাথে আরো জাহাজ সংযুক্ত করতে পারে। এছাড়া, সমুদ্র উপকূলীয় জাহাজ চলাচল, সমুদ্রবন্দরসমূহ, যাত্রীবাহী খেয়া পারাপার সেবা, অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহন, জাহাজ প্রস্তুতকরণ এবং জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পসমূহ আমাদের দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আরো গুরুত্ব বহন করতে পারে।

মৎস্য সম্পদ: বিশেষজ্ঞদের মতে শামুক, শেলফিশ, কাঁকড়া, হাঙ্গর, অক্টোপাস এবং অন্যান্য প্রাণী ছাড়াও শুধুমাত্র মাছেরই ৫০০ প্রজাতি বিদ্যমান। ধারণা করা হয় প্রতি বছর বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে সহজলভ্য মোট ৮ মিলিয়ন টন মাছের মধ্যে আহরণ করা হয় মাত্র ০.৭০ মিলিয়ন টন মাছ। উল্লেখ করা যায় যে, পৃথিবীর সকল মানুষের আমিষের চাহিদার শতকরা ১৫ ভাগ আসে সামুদ্রিক সম্পদ থেকে। এছাড়াও অসংখ্য মানুষ তাদের জীবিকা এবং খাদ্যের চাহিদার জন্য যেহেতু সামুদ্রিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষার্থে আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তেল এবং গ্যাস: বাংলাদেশের উপকূলীয় গ্যাস সম্ভাবনার প্রকৃত পরিমাণ এখনো জানা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের সমুদ্রের অভ্যন্তরেও গ্যাস মজুদ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের স্থল সীমানায় কিছু গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে এবং মায়ানমারের মতো বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানায় আরও গ্যাসক্ষেত্র পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা দেশের গ্যাসের মোট মজুদের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে। এছাড়াও, তেল এবং গ্যাস, লবণ, নবায়নযোগ্য সামুদ্রিক সম্পদ (অসমোসিস) এবং বায়োমাস, বিবিধ খনন (বালু, নুড়ি ইত্যাদি) এবং সমুদ্রজাত সম্পদসমূহের অন্যান্য সামুদ্রিক সম্পদের মত আরো গুরুত্ব পাওয়া প্রয়োজন। ফলে, এসকল সম্ভাবনাময় খাতসমূহ আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

পর্যটন খাত: বিশ্বব্যাপি উপকূলীয় পর্যটন, পর্যটন বাজারের বৃহত্তম অংশ এবং বিশ্বের জিডিপির শতকরা ৫ ভাগ এবং মোট কর্মসংস্থানের শতকরা ৬-৭ ভাগ। ১৫০ টি দেশে, এটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রথম পাঁচটি খাতের মধ্যে একটি। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্ধাংশের ক্ষেত্রে এটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান খাত। উপকূলীয় ট্যুরিজমের মধ্যে রয়েছে ক) সৈকত ভিত্তিক বিনোদন এবং পর্যটন, খ) সমুদ্রের নিকটে পর্যটন কার্যক্রম এবং গ) ইয়টিং এবং মেরিনাসহ নটিকাল বোটিং। টেকসই পর্যটন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করতে পারে। অতএব, বাংলাদেশ পর্যটন খাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারে যা জিডিপি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে এবং ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। তথ্যমতে, এদেশের ৭৫টি বহিঃদ্বীপ রয়েছে যা স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যটন খাতে ব্যবহার করা সম্ভব। যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এসব সম্পদ গবেষণা এবং ব্যবহার সম্ভব হলে বাংলাদেশের অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব।

ভারত এবং মায়ানমারের সাথে দীর্ঘদিনের সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ার পর বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রসীমায় সুনির্দিষ্ট এলাকা লাভে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান এবং সামুদ্রিক সম্পদের সুরক্ষার মধ্যে টেকসই ভারসাম্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামুদ্রিক সম্পদসহ বিশাল সমুদ্র অঞ্চলকে কাজে লাগাতে সুনীল অর্থনীতির বিকাশে নজর দিতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশ সামুদ্রিক ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে আরো ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ জলজ মৎস্য পালন, জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ ভাঙ্গা, লবণ উৎপাদন এবং বন্দর সুবিধাসহ মাত্র কিছু সংখ্যক সুনীল অর্থনীতির ক্ষেত্র উম্মোচন করতে পেরেছে। তাছাড়া এ সমস্ত খাতের অধিকাংশই গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ করছে। সুতরাং এখনো বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির বিপুল সংখ্যক খাত উম্মোচন, উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন রক্ষা, পরিবেশগত পরিবর্তন মোকাবেলা, কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে আবদান রাখতে আরো উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রবর্তনের সুযোগ এবং প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

২.৮ অর্থবছর ২০-এ শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম ইনডেক্স (কিউআইআইপি) এর সাময়িক উপাত্ত কেবল শতকরা ০.৩ ভাগ প্রবৃদ্ধি দেখায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেক কম ছিল (পরিশিষ্ট-৩, সারণি-৮)। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রধান খাতগুলির মধ্যে ঔষধজাত এবং চিকিৎসা কাজে ব্যবহার্য ক্যামিকেল; মেশিনারি ও ইক্যুইপমেন্ট (এন.ই.সি); বস্ত্র; প্রিন্টিং এন্ড রিপ্রোডাক্শন অব রেকর্ডেড মিডিয়া; কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক্স এবং অপটিক্যাল প্রডাক্ট; অন্যান্য নন মেটালিক খনিজ দ্রব্য; খাদ্য দ্রব্য; কাঠ এবং কাঠ ও কর্কজাত পণ্য; এবং কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য অর্থবছর ২০-এ উচ্চতর প্রবৃদ্ধি (যথাক্রমে শতকরা ৩১.৭, ১৮.৬, ১৩.৭, ১৩.৩, ১২.৮, ৯.২, ৬.৯, ৬.১ এবং ৬.০ ভাগ) অর্জন করেছে; যেখানে তামাক পণ্য; অন্যান্য যানবাহন সরঞ্জাম; রাবার এবং প্লাস্টিক দ্রব্য; এবং মেশিনারি ব্যতীত অন্যান্য ফেব্রিকেটেড ধাতু পণ্য একই সময়ে কম প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এর বিপরীতে, অর্থবছর ২০-এ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় মোটরযান, ট্রেইলরস এবং সেমি ট্রেইলরস; কোক ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য; বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম; এবং পরিধেয় বস্ত্র খাতের উৎপাদন মারাত্মকভাবে যথাক্রমে শতকরা ৫৩.৫, ৩৬.৬, ২৩.১, এবং ১৬.৮ ভাগ হ্রাস পেয়েছে।

সেবা খাত

২.৯ মোট মূল্য সংযোজনের অর্ধেকেরও বেশি আসে সেবা খাত থেকে। অর্থবছর ২০-এ কিছু সংযমন সত্ত্বেও, সেবা খাতে শতকরা ৫.৩ ভাগ পরিমিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এ খাতে অধিকতর প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রধানত স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা (শতকরা ১০.০ ভাগ) এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান (শতকরা ৯.৫ ভাগ) উপখাতে। সেবা উপখাতসমূহের মধ্যে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মোটরগাড়ি ও মোটরসাইকেল মেরামত, ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালী সামগ্রী; হোটেল ও রেস্তোরাঁ; পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ; আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান; রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড; লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা; শিক্ষা; এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা উপখাত অর্থবছর ২০-এ যথাক্রমে শতকরা ৫.০, ৬.৫, ৬.২, ৪.৫, ৪.৯, ৬.০, ৬.২ ও ৩.৬ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৮.১, ৭.৬, ৭.২, ৭.৪, ৫.২, ৬.৪, ৭.৭ ও ৩.৭ ভাগ (সারণি ২.১)।

বক্স ২.২ কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব এবং বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবধান

একটি অর্থনীতি বাণিজ্য চক্রের কোন্ পর্যায়ে অবস্থান করছে তার একটি বহুল ব্যবহৃত নির্দেশক হলো উৎপাদন ব্যবধান (output gap), যা সম্ভাব্য উৎপাদন (potential output) হতে প্রকৃত উৎপাদন (actual output) এর পার্থক্য দ্বারা পরিমাপ করা হয়ে থাকে। মূল্যস্ফীতির উপর কোনরূপ ঊর্ধ্বমুখী চাপ সৃষ্টি ছাড়াই সর্বোচ্চ যে পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব সেটাই হলো সম্ভাব্য উৎপাদন। সাধারণত বর্তমান উৎপাদন ব্যবধানের মধ্যে আসন্ন মূল্যস্ফীতি চাপের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিহিত থাকে। ধনাত্মক উৎপাদন ব্যবধান (যখন প্রকৃত উৎপাদন সম্ভাব্য উৎপাদনের চেয়ে বেশি) অর্থনীতিতে যোগানের তুলনায় চাহিদার আধিক্য নির্দেশ করে, যা পরবর্তীতে মূল্যস্ফীতির উপর ঊর্ধ্বমুখী চাপ সৃষ্টি করে। বিপরীতক্রমে, ঋণাত্মক উৎপাদন ব্যবধান (যখন প্রকৃত উৎপাদন সম্ভাব্য উৎপাদনের চেয়ে কম) অর্থনীতিতে অব্যবহৃত উৎপাদন সক্ষমতা নির্দেশ করে, যা হতে কর্মসংস্থান ও মূল্যস্ফীতির উপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি হয়।

প্রায় এক দশক ধরে বাংলাদেশের প্রকৃত জিডিপির প্রবৃদ্ধি শতকরা ৬ ভাগের আশেপাশে স্থিতিশীল থাকার পর অর্থবছর ১৪ হতে তা বাড়তে শুরু করে এবং অর্থবছর ১৯-এ শতকরা ৮.১৫ ভাগে পৌঁছে। তবে এই উচ্চ প্রবৃদ্ধিকালেও মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল ছিল। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক এই উচ্চ প্রবৃদ্ধির স্বরূপ অনুধাবনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি জানা দরকার সেটি হলো উৎপাদনশীল বিনিয়োগের দ্বারা অর্থনীতির উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতি কি স্থায়ী উচ্চ প্রবৃদ্ধি অক্ষে প্রবেশ করেছে, নাকি সাময়িক চাহিদা বৃদ্ধিই এই প্রবৃদ্ধির কারণ। উৎপাদন ব্যবধান এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য উৎপাদনের সঠিক তথ্যের মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে।

এছাড়া, ২০২০ সালের মার্চ মাসের শেষ ভাগ থেকে সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ায় প্রলম্বিত লকডাউনের কারণে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি শ্লথ হয়ে পড়ে এবং ফলে অর্থবছর ২০-এ প্রকৃত জিডিপির প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়ে শতকরা ৫.২৪ ভাগ দাঁড়ায়। এরূপ পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে কার্যকর কৌশল প্রণয়নের জন্য অর্থনীতির বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবধানের আকার সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা জরুরি। কিন্তু সম্ভাব্য উৎপাদন কিংবা উৎপাদন ব্যবধান এর কোনটাই অন্যান্য অর্থনৈতিক চলকের মতো সরাসরি পাওয়া যায় না। তাই এদেরকে প্রাক্কলন করতে হয়। এমতাবস্থায়, এই টীকা (note) এর লক্ষ্য হলো অর্থবছর ৮২ থেকে অর্থবছর ২০ পর্যন্ত সময়কালের জন্য বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবধান প্রাক্কলন করা।

উৎপাদন ব্যবধান প্রাক্কলনে বহুল ব্যবহৃত দুটি পদ্ধতি হলো ঃ (১) ফিল্টারিং (filtering)-কোনো পরিসংখ্যানিক কৌশল (statistical technique) ব্যবহার করে প্রকৃত জিডিপির তথ্য হতে আহরণকৃত প্রবণতা ও চক্রাকার আবর্তনশীল অংশ (cyclical component)-কে উৎপাদন ব্যবধান হিসেবে বিবেচনা করা এবং (২) উৎপাদন অপেক্ষক কৌশল (production function technique)-উৎপাদনের অন্তর্নিহিত চলকসমূহ (উৎপাদন উপকরণ) এর উপর ভিত্তি করে প্রক্ষেপিত উৎপাদনকে সম্ভাব্য উৎপাদন হিসেবে বিবেচনা করে তার ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবধান পরিমাপ করা। এই টীকায় নিওক্ল্যাসিক্যাল উৎপাদন তত্ত্বের আলোকে উৎপাদন অপেক্ষক কৌশল (Production function technique) ব্যবহার করে উৎপাদন ব্যবধান প্রাক্কলন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি অনুমিতি হলো এই উৎপাদন সম্পর্ককে স্থির মাত্রাগত উৎপাদন সহকারে কব-ডগলাস উৎপাদন অপেক্ষক (Cobb-Douglas production function) দ্বারা প্রকাশ করা যায়, যা নিম্নরূপ :

$$Y_t = A_t K_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha} \qquad \text{..... (১)}$$

যেখানে Y, K, L এবং A যথাক্রমে প্রকৃত জিডিপি বা সামগ্রিক উৎপাদন, প্রকৃত পুঁজি স্থিতি (real capital stock), শ্রম উপকরণ (labor input) এবং মোট উৎপাদনশীলতা (total factor productivity) নির্দেশ করে; এবং সহগ α মোট উৎপাদনে শ্রমের অংশ নির্দেশ করে।

যেহেতু বাংলাদেশের পুঁজি স্থিতির কোনো অফিসিয়াল তথ্য নাই এবং শ্রম বাজার সংক্রান্ত তথ্যগুলো অনিয়মিতভাবে ও যথেষ্ট বিলম্বে প্রকাশিত হয়, এই টাকায় উৎপাদনের খরচ সর্বনিম্নকরণ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত বিনিয়োগ ও জিডিপির প্রবৃদ্ধির মধ্যকার স্থিতি অবস্থা (steady state) সম্পর্ক ব্যবহার করে সম্ভাব্য উৎপাদন প্রাক্কলন করা হয়েছে।

স্থিতি অবস্থায় দেখানো যায় যে,

$\Delta Y_t = \theta_1 * \Delta K_t$, যেখানে θ_1 একটি ধ্রুবক ..... (২)

$\Delta K_t = \left(\frac{g}{g+\delta}\right) I_t$, যেখানে g হলো স্থিতি অবস্থায় বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধির হার এবং δ হলো অবচয় হার ..... (৩)

(২) নং সমীকরণে (৩) নং সমীকরণ প্রতিস্থাপন করে পাওয়া যায় :

$$\Delta Y_t = \lambda I_t \quad \text{এখনে} \quad \lambda = \theta_1 * \left(\frac{g}{g+\delta}\right) \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (৪)$$

সমীকরণ (৪) হতে দেখা যায় যে, দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধির মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। বিনিয়োগ এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধির মধ্যকার এই দীর্ঘমেয়াদি ধনাত্মক সম্পর্ক ব্যবহার করে এই অনুশীলনে সম্ভাব্য উৎপাদন প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) মডেল ব্যবহার করে সমীকরণ (৪)-এর নিম্নোক্ত রূপটি[১] প্রাক্কলন করা হয়েছে :

$$\Delta(\Delta y_t) = \alpha_1 + \alpha_2 \Delta y_{t-1} + \alpha_3 i_{t-1} \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (৫)^{২}$$

	সহগ (coefficient)
α_1	-৩৩.০০ (০.০০)
α_2	-১.১২৩ (০.০০)
α_3	০.০১৪ (০.০০)
$\bar{R}^2$=০.৬২	F(-$\alpha_৩/\alpha_২$)=৮৬.৬৮

বি.দ্র. : বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা p-value নির্দেশ করে।

চার্ট ঃ উৎপাদন ব্যবধান ১৯৮২-২০২০

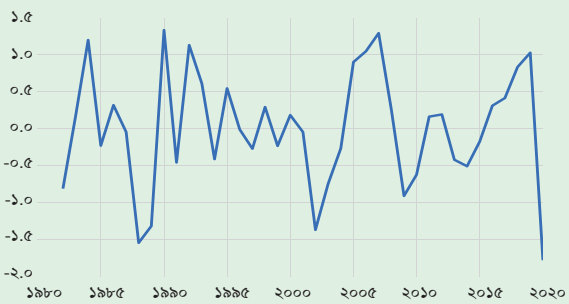

প্রাপ্ত ফলাফল হতে দেখা যায় যে, প্রাক্কলিত F-statistic এতটাই বড় (৮৬.৬৮) যে, তা দ্বারা প্রচলিত যেকোন significance লেভেলে-এ "বিনিয়োগ এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধির মধ্যে cointegration নাই" এই অনুমিতি (hypothesis) প্রত্যাখ্যান করা যায়। যার অর্থ হলো বিবেচ্য সময়কালে বাংলাদেশের বিনিয়োগ এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধির মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক রয়েছে। সমীকরণ (৫) হতে প্রাপ্ত y_t -এর প্রাক্কলিত মান ($\hat{y}t$) সম্ভাব্য উৎপাদনকে নির্দেশ করে। এই প্রাক্কলিত সম্ভাব্য উৎপাদন হতে প্রকৃত উৎপাদনের বিচ্যুতির শতকরা হার দ্বারা পরিমাপকৃত উৎপাদন ব্যবধানের আকার (size) চার্ট-১-এ দেখানো হয়েছে।

প্রাক্কলিত ফলাফল হতে দেখা যায় যে, অর্থবছর ১৬ থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ধনাত্মক উৎপাদন ব্যবধান ছিল, যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৯-এ শতকরা ১.০ ভাগ হয়। তবে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংকুচিত হয়ে পড়ায় অর্থবছর ২০-এ অর্থনীতিতে শতকরা ১.৮ ভাগ ঋণাত্মক উৎপাদন ব্যবধান দেখা দেয়, যা অর্থনীতির অব্যবহৃত উৎপাদন সক্ষমতা নির্দেশ করে।

[১] একক মূল (unit root) পরীক্ষায় দেখা যায় যে, কোন চলকই I(2) নয়।
[২] y_t এবং i_t (lowercase) হলো Y_t এবং I_t এর লগারিদম।

জিডিপির খাতভিত্তিক কাঠামো

২.১০ জিডিপির খাতভিত্তিক হিস্যা অনুযায়ী, জিডিপির সবচেয়ে বড় অংশ হচ্ছে সেবা খাত, যার পরেই রয়েছে যথাক্রমে শিল্প ও কৃষি খাতের অবস্থান।

২.১১ অর্থবছর ২০-এ জিডিপিতে সেবা খাতের অংশ শতকরা ৫১.৩ ভাগে দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল শতকরা ৫১.৪ ভাগ। সেবা খাতের উপখাতসমূহের মধ্যে, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মোটরগাড়ি ও মোটরসাইকেল মেরামত, ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালী সামগ্রী; আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান; রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড; এবং লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা উপখাতের অংশ অর্থবছর ২০-এ যথাক্রমে শতকরা ১৩.৯, ৩.৪, ৬.১ ও ৩.৭ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে। অন্যদিকে, জিডিপিতে হোটেল ও রেস্তোরাঁ; পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ; শিক্ষা; স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা উপখাতের অংশ অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ০.৭, ১১.০, ২.৪ ও ১.৯ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ০.৮, ১১.১, ২.৫ ও ২.০ ভাগে দাঁড়ায় (সারণি ২.২)।

২.১২ জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ৩৫.০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৩৫.৪ ভাগে দাঁড়ায়। শিল্প উপখাতসমূহের মধ্যে, ম্যানুফ্যাকচারিং; এবং নির্মাণ উপখাতের অংশ অর্থবছর ১৯-এর যথাক্রমে শতকরা ২৪.১ ও ৭.৬ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ যথাক্রমে শতকরা ২৪.২ ও ৭.৯ ভাগে দাঁড়ায়। কিন্তু, খনিজ ও খনন; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ উপখাতসমূহের অংশ আলোচ্য অর্থবছর-এ যথাক্রমে শতকরা ১.৭ ও ১.৬ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে (সারণি ২.২)।

২.১৩ গত কয়েক বছর যাবৎ উন্নয়নের বিধি অনুযায়ী জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান দিন দিন কমছে এবং তা সেবা ও শিল্প খাতে স্থানান্তরিত হচ্ছে। জিডিপিতে কৃষি খাতের অংশ অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ১৩.৭ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ১৩.৪ ভাগে দাঁড়ায়। কৃষি উপখাতসমূহের মধ্যে, কৃষি ও বনজ উপখাতের অংশ অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ১০.২ ভাগ থেকে কমে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৯.৮ ভাগে পৌঁছায়, যেখানে মৎস্য সম্পদ উপখাতের অংশ অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৩.৫ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে (সারণি ২.২)।

ব্যয় ভিত্তিক জিডিপি

২.১৪ অর্থবছর ২০-এ চলতি বাজার মূল্যে ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি অনুসারে, মোট দেশজ ব্যয় (জিডিই) এবং মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর মধ্যে ১২৪.৭৪ বিলিয়ন টাকার পরিসংখ্যানগত গরমিল রয়েছে। অর্থবছর ১৯-এ পরিসংখ্যানগত অসামঞ্জস্যতার পরিমাণ ছিল ১১০.৪ বিলিয়ন টাকা (সারণি ২.৩)।

২.১৫ মোট দেশজ ব্যয় (জিডিই) অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভূত সামগ্রিক চাহিদাকে প্রতিফলিত করে, যা বহিঃ খাতে সম্পদের ভারসাম্যের (রপ্তানি–আমদানি) সাথে অভ্যন্তরীণ ভোগ ও বিনিয়োগের সমষ্টি দ্বারা পরিমাপ করা হয়। অর্থবছর ২০-এ চলতি বাজার মূল্যে অভ্যন্তরীণ চাহিদা ২৯৭৬৬.৬ বিলিয়ন টাকা হিসাব করা হয়, যা অর্থবছর ১৯-এর তুলনায় শতকরা ৯.৯ ভাগ বেশী। অর্থবছর ২০-এ নিট রপ্তানি (-) ১৬৭৮.১ বিলিয়ন টাকা হিসাব করা হয়েছে।

সারণি ২.২ জিডিপির খাতওয়ারী অবদান

(অর্থবছর ০৬'র স্থির মূল্যে শতকরা অংশ)

	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর[সা] ২০
১। কৃষি	**১৪.২৩**	**১৩.৬৫**	**১৩.৩৫**
ক) কৃষি ও বনজ	১০.৬৭	১০.১৫	৯.৮৩
১) শস্য ও শাক-সবজি	৭.৫১	৭.০৬	৬.৭৬
২) পশু সম্পদ	১.৫৩	১.৪৭	১.৪৩
৩) বনজ সম্পদ	১.৬২	১.৬২	১.৬৪
খ) মৎস্য সম্পদ	৩.৫৬	৩.৪৯	৩.৫২
২। শিল্প	**৩৩.৬৬**	**৩৫.০০**	**৩৫.৩৬**
ক) খনিজ ও খনন	১.৭৮	১.৭৪	১.৭২
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	২২.৮৫	২৪.০৮	২৪.১৮
১) বৃহৎ ও মাঝারি	১৯.০৭	২০.২১	২০.২২
২) ক্ষুদ্র	৩.৭৮	৩.৮৭	৩.৯৬
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	১.৫৪	১.৫৫	১.৫৭
ঘ) নির্মাণ	৭.৫০	৭.৬৩	৭.৮৯
৩। সেবা	**৫২.১১**	**৫১.৩৫**	**৫১.৩০**
ক) পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা, মোটরগাড়ি/মোটরসাইকেল মেরামত, ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি সামগ্রী	১৩.৯৫	১৩.৯২	১৩.৮৭
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	০.৭৫	০.৭৪	০.৭৫
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১১.১৩	১১.০১	১১.০৯
ঘ) আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান	৩.৪৫	৩.৪২	৩.৩৯
১) মনিটারী প্রতিষ্ঠান(ব্যাংক)	২.৯৭	২.৯৫	২.৯১
২) বীমা	০.৩০	০.২৯	০.২৯
৩) অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান	০.১৮	০.১৮	০.১৯
ঙ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড	৬.৩১	৬.১৩	৬.০৯
চ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩.৭১	৩.৬৫	৩.৬৭
ছ) শিক্ষা	২.৪৬	২.৪৪	২.৪৬
জ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১.৮৩	১.৮৯	১.৯৭
ঝ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৮.৫২	৮.১৫	৮.০১
মোট মূল্য সংযোজন স্থির মূল্যে	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

[সা] সাময়িক

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

২.১৬ অর্থবছর ২০-এ মোট ভোগ ব্যয় ও বাণিজ্য ঘাটতি, মোট দেশজ ব্যয় (জিডিই)-এর শতকরা অংশ হিসেবে যথাক্রমে ৭৪.৪ এবং ৬.০ ভাগ হয়। আলোচ্য অর্থবছরে, নামিক অর্থে বিনিয়োগ শতকরা ১০.৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যেখানে ভোগ শতকরা ৯.৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২.১৭ চলতি বাজার মূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (জিডিএস) অর্থবছর ২০-এ জিডিপির শতকরা ২৫.৩ ভাগে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের জিডিপির শতকরা

২৫.০ ভাগ থেকে বেশি। মোট জাতীয় সঞ্চয় (জিএনএস) অর্থবছর ১৯-এর জিডিপির শতকরা ২৯.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ জিডিপির শতকরা ৩০.১ ভাগে দাঁড়ায়।

২.১৮ জিডিপির শতকরা হিসেবে বিনিয়োগ অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ৩১.৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৩১.৮ ভাগে দাঁড়ায়। বেসরকারি ও সরকারি বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ২৩.৫ এবং ৮.০ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ যথাক্রমে শতকরা ২৩.৬ এবং শতকরা ৮.১ ভাগে পৌঁছায় (সারণি ২.৪)।

২.১৯ অর্থবছর ২০-এ চলতি বাজার মূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (জিডিএস) এবং মোট জাতীয় সঞ্চয় (জিএনএস) অর্থবছর ১৯-এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১১.২ এবং ১২.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। জিডিপির শতকরা অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ৬.৬ ভাগ থেকে সংকুচিত হয়ে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৬.৪ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ২.৪)।

প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা

২.২০ সরকার অর্থবছর ২১-এ প্রকৃত দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৮.২ ভাগ নির্ধারণ করেছে। যদিও এই লক্ষ্যমাত্রাটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে হয়, তবুও সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ১২০১.৫ বিলিয়ন টাকার উদ্দীপনা প্যাকেজ, যা জিডিপির প্রায় শতকরা ৪.৩ ভাগ, এর সফলভাবে এবং যথাসময়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর সাথে সম্পর্কিত মহামারী পরিস্থিতির উত্তরণ হবে এবং অর্থনীতি একটি ইংলিশ ভি (V) আকৃতির পথ অনুসরণ করে শক্তিশালীভাবে ঘুরে দাঁড়াবে-এ মর্মে লক্ষ্যটি অর্জনযোগ্য।

২.২১ অর্থবছর ২০২০ এর শেষ মাসে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক দুরত্ব শিথিল করার সাথে সাথে অর্থনৈতিক কার্যক্রমগুলো তাদের গতি ফিরে পেতে শুরু করে যদিও তা ছিল ধীর প্রকৃতির। যদিও অর্থবছর ২১-এর শুরুতে, দেশের উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বর্ষা শুরুর বন্যার প্রাদুর্ভাব ধ্বংসাত্মক ছিল এবং তা বেড়িবাঁধসহ অনেক বাড়িঘর ও রাস্তা ধ্বংস করে দেয়। জীবিকা বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, স্থানীয় বাজারের কার্যক্রম, ফসল, প্রাণিসম্পদ এবং মৎস্যসম্পদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যা প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার প্রতি নেতিবাচক ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে।

সারণি ২.৩ ব্যয়ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদন

(চলতি বাজার মূল্যেঃ বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০[সা]
অভ্যন্তরীণ চাহিদা (১+২)	২৪৩৯৫.২২	২৭০৮৯.৩৬	২৯৭৬৬.৬০
ভোগ (১)	১৭৩৬৫.৮৭	১৯০৬২.৬৬	২০৮৮৬.৭২
বেসরকারি	১৫৯৩৫.৩১	১৭৪৬৮.২৫	১৯১৪১.৬৪
সরকারি	১৪৩০.৫৪	১৫৯৪.৪১	১৭৪৫.০৯
বিনিয়োগ (২)	৭০২৯.৩৬	৮০২৬.৭০	৮৮৭৯.৮৮
বেসরকারি	৫২৩৫.১৮	৫৯৮৫.৮৩	৬৬০৮.৩৭
সরকারি	১৭৯৪.১৭	২০৪০.৮৭	২২৭১.৫১
সম্পদের ভারসাম্য (৩-৪)	-১৯৪৫.০৮	-১৫৫৪.১৭	-১৬৭৮.০৮
রপ্তানি (৩)	৩৩৩০.৯৩	৩৮৯৫.৯১	৩৭৪২.০২
আমদানি (৪)	৫২৭৬.০১	৫৪৫০.০৮	৫৪২০.১০
মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয়	২২৪৫০.১৪	২৫৫৩৫.১৯	২৮০৮৮.৫২
মোট দেশজ উৎপাদন	২২৫০৪.৭৯	২৫৪২৪.৮৩	২৭৯৬৩.৭৮
পরিসংখ্যানগত পার্থক্য	৫৪.৬৫	-১১০.৩৬	-১২৪.৭৪

[সা] সাময়িক

উৎস : বিবিএস।

সারণি ২.৪ জিডিপির শতকরা হিসেবে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ

বিবরণ	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০[সা]
বিনিয়োগ	**৩০.৫১**	**৩১.২৩**	**৩১.৫৭**	**৩১.৭৫**
বেসরকারি	২৩.১০	২৩.২৬	২৩.৫৪	২৩.৬৩
সরকারি	৭.৪১	৭.৯৭	৮.০৩	৮.১২
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	**২৫.৩৩**	**২২.৮৩**	**২৫.০২**	**২৫.৩১**
জাতীয় সঞ্চয়	**২৯.৬৪**	**২৭.৪২**	**২৯.৫০**	**৩০.১১**

[সা] সাময়িক

উৎস : বিবিএস।

চার্ট ২.৪ সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের গতিধারা

(জিডিপির শতকরা হার)

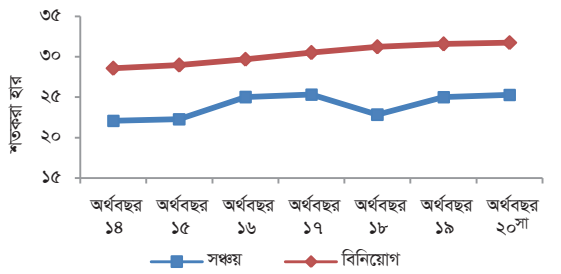

[সা] সাময়িক

উৎস : বিবিএস।

মূল্য ও মূল্যস্ফীতি

সারসংক্ষেপ

৩.১ নিম্ন দ্রব্যমূল্য এবং বিশ্বের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সংকুলানমুখী মুদ্রানীতির ফলে ২০১৯-এ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি অনুকূলে ছিল। বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ২০১৯-এ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২.৫ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ২.৩ ভাগে দাঁড়ায়। কিন্তু, ২০২০-এর প্রথমার্ধে কোভিড-১৯ এর দ্রুত ও অপ্রত্যাশিত বিস্তারের ফলে অধিকাংশ দেশ লকডাউন ব্যবস্থা গ্রহণ করায় শিল্প উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা এবং সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় বাংলাদেশে বারো মাসের পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সাধারণ মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৯-এর শতকরা ৫.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০-এ শতকরা ৬.০ ভাগে দাঁড়ায়। বারো মাসের পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৯-এর শতকরা ৫.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০-এ শতকরা ৬.৫ ভাগে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, স্থিতিস্থাপক পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় বারো মাসের পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৯-এর শতকরা ৫.৭ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২০-এ শতকরা ৫.২ ভাগে দাঁড়ায়। ফলশ্রুতিতে, খাদ্য পণ্যের পর্যাপ্ততা, সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং সমন্বিত রাজস্ব ও মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের কারণে বারো মাসের গড় ভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি[১] অর্থবছর ২০-এ লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫.৫ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৫.৭ ভাগে দাঁড়ায়।

বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

৩.২ বিশ্ব ব্যাংকের পণ্যমূল্যের তথ্য অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক বাজারে চালের দাম কিছুটা উঠানামা করে জুন ২০১৯-এর প্রতি মেট্রিক টন ৪২০.০ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০-এ ৫২০.০ মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অপরদিকে, প্রতি মেট্রিক টন গমের দামও কিছুটা উঠানামা করে জুন ২০১৯-এর ২২২.৪ মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২০-এ ২০০.৫ মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। বিশ্ব ব্যাংকের পণ্যমূল্যের মাসিক সূচক থেকে দেখা যায় যে, খাদ্য মূল্য সূচক জুন ২০১৯ হতে জুন ২০২০ সময়কালে ৮৮.০ এর কাছাকাছি স্থিতিশীল ছিল যা ৮৪.২-৯৩.৯ এর মধ্যে উঠানামা করে (চার্ট ৩.১)। খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মধ্যে কোভিড-১৯ এর পূর্বে জ্বালানি

চার্ট ৩.১ আন্তর্জাতিক পণ্যমূল্য সূচক

(ভিত্তি: ২০১০=১০০)

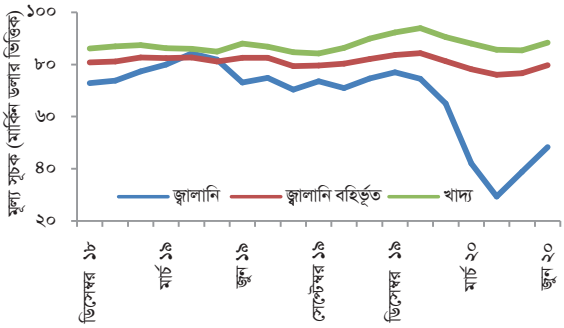

উৎস : বিশ্ব ব্যাংক দ্রব্যমূল্য উপাত্ত, বিশ্ব ব্যাংক।

চার্ট ৩.২ অর্থবছর ২০-এ ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক মূল্যস্ফীতির গতিধারা

(বারো মাসের গড় ভিত্তিক: অর্থবছর ০৬=১০০)

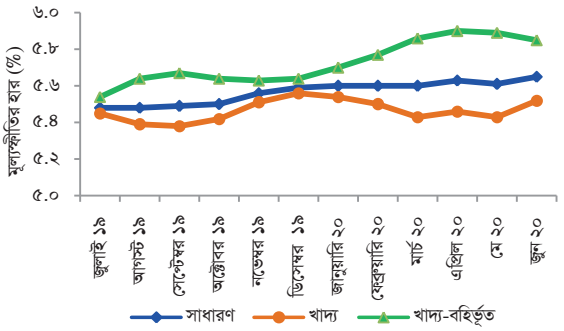

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

[১] বারো মাসের গড় জাতীয় ভোক্তা মূল্য সূচক (গ্রামীণ এবং শহর এলাকার ভোক্তা মূল্য সূচকের সমন্বয়) এর বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন করে বারো মাসের গড় ভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি পরিমাপ করা হয়; ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬=১০০।

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ডিসেম্বর ২০১৮-এর ৫৪.০ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০১৯-এ ৬৩.৪ মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। যদিও কোভিড-১৯-এর কারণে লকডাউনের নেতিবাচক প্রভাবে জানুয়ারি-এপ্রিল ২০২০-এ জ্বালানি তেলের মূল্য দ্রুত হ্রাস পায়। এপ্রিল ২০২০-এ প্রতি ব্যারেল জ্বালানি তেলের মূল্য ২১.০ মার্কিন ডলারে নেমে আসে, যা জানুয়ারি ২০১৬-এর পরবর্তী সময়কালে ঐতিহাসিকভাবে সর্বনিম্ন। তবে, জুন ২০২০-এ জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯.৫ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।

৩.৩ বিশ্বব্যাপী দ্রুত সংক্রমণকারী কোভিড-১৯ মহামারী মানুষের জীবন ও জীবিকা কেড়ে নেয়ার পাশাপাশি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চিত্র পাল্টে দিয়েছে। অর্থবছর ২০-এর তৃতীয় ত্রৈমাসিকে কোভিড-১৯ এর ব্যাপক বিস্তারের ফলে বিশ্বব্যাপী লকডাউন জারি করা হয় এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংকুচিত হয়, যা সামগ্রিক চাহিদা কমায়। সংকুচিত চাহিদা আন্তর্জাতিক পণ্য বাজারে প্রতিফলিত হয়। ফলে, ২০২০ সালের শুরুতে অনেক দেশের ভোক্তা মূল্য সূচকের মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতির উন্নতি হয়। এ সময় অনেক উন্নত অর্থনীতির পাশাপাশি উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পায় যদিও কোভিড-১৯ এর কারণে খাদ্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা দৃশ্যমান ছিল।

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি

৩.৪ কোভিড-১৯ মহামারীর ফলে উদ্ভূত অনিশ্চয়তার কারণে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় বারো মাসের পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সাধারণ মূল্যস্ফীতি কিছুটা উঠানামা করে জুন ২০১৯-এর শতকরা ৫.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০-এ শতকরা ৬.০ ভাগে দাঁড়ায়। খাদ্য পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতি সামান্য উঠানামা করে জুন ২০১৯-এর শতকরা ৫.৪ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০২০-এ শতকরা ৪.৯ ভাগে দাঁড়ায় তবে, যোগান ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ায় পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০-এ শতকরা ৬.৫ ভাগে পৌঁছায়। অন্যদিকে, রেমিট্যান্সের উচ্চ আন্তঃপ্রবাহ এবং স্বাস্থ্য সেবা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থবছর ২০-এর দ্বিতীয়ার্ধে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতিতে মৃদু

চার্ট ৩.৩ অর্থবছর ২০-এ ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক মূল্যস্ফীতির গতিধারা

(পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক: অর্থবছর ০৬=১০০)

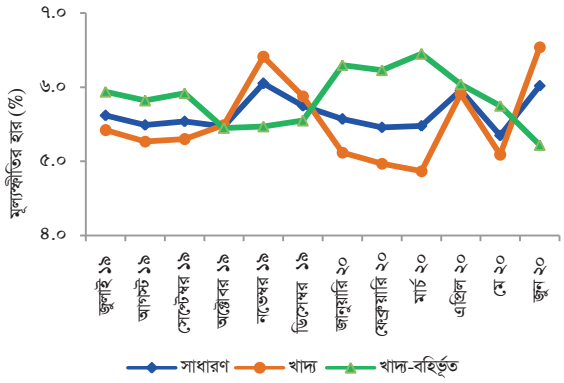

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ৩.১ ভোক্তা মূল্য সূচক ভিত্তিক বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি

(অর্থবছর ০৬ = ১০০)

শ্রেণি	ভার	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
ক) জাতীয় পর্যায়					
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২৩১.৮২	২৪৫.২২	২৫৮.৬৫	২৭৩.২৬
		(৫.৪৪)	(৫.৭৮)	(৫.৪৮)	(৫.৬৫)
খাদ্য	৫৬.১৮	২৪৮.৯০	২৬৬.৬৪	২৮১.৩৩	২৯৬.৯৬
		(৬.০২)	(৭.১৩)	(৫.৫১)	(৫.৫৬)
খাদ্য-বহির্ভূত	৪৩.৮২	২০৯.৯২	২১৭.৭৬	২২৯.৫৮	২৪৩.০০
		(৪.৫৭)	(৩.৭৩)	(৫.৪৩)	(৫.৮৫)
খ) গ্রামীণ					
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২৩১.০২	২৪৪.১৭	২৫৬.৭৪	২৭১.২০
		(৪.৯৫)	(৫.৬৯)	(৫.১৫)	(৫.৬৩)
খাদ্য	৬১.৪১	২৪৩.০৮	২৫৯.৮৬	২৭৩.৫৫	২৮৯.০৮
		(৫.৫৫)	(৬.৯০)	(৫.২৭)	(৫.৬৮)
খাদ্য-বহির্ভূত	৩৮.৫৯	২১১.৮৩	২১৯.২১	২৩০.০১	২৪২.৭৪
		(৩.৮৮)	(৩.৪৮)	(৪.৯৩)	(৫.৫৩)
গ) শহর					
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২৩৩.২৯	২৪৭.১৭	২৬২.১৭	২৭৭.০৬
		(৬.৩৫)	(৫.৯৫)	(৬.০৭)	(৫.৬৮)
খাদ্য	৪৬.৫২	২৬৩.০৯	২৮৩.১৯	৩০০.৩০	৩১৫.৮৩
		(৭.১০)	(৭.৬৩)	(৬.০৪)	(৫.১৭)
খাদ্য-বহির্ভূত	৫৩.৪৮	২০৭.৩৮	২১৫.৮৩	২২৯.০০	২৪৩.৩৪
		(৫.৫৪)	(৪.০৮)	(৬.১০)	(৬.২৬)

নোট : বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার নির্দেশক।
উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চাপ পরিলক্ষিত হয়। তবে, কর্মসংস্থান হারানো এবং বেতন হ্রাসের কারণে স্থিতিস্থাপক পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় জুন ২০২০-এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়ে শতকরা ৫.২ ভাগে দাঁড়ায়। ফলশ্রুতিতে, বারো মাসের গড় ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি জুন ২০২০-এ সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৫.৭ ভাগে দাঁড়ায়, যা জুন ২০১৯-এর প্রকৃত মূল্যস্ফীতি এবং জুন ২০২০-এর মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫.৫ ভাগ থেকে বেশি (চার্ট ৩.২ এবং পরিশিষ্ট ৩, সারণি ৭)।

৩.৫ অর্থবছর ২০-এ বারো মাসের গড় ভিত্তিক খাদ্য মূল্যস্ফীতিতে একটি স্থিতিশীল ধারা পরিলক্ষিত হয় যা শতকরা ৫.৪ ভাগ থেকে শতকরা ৫.৬ ভাগ পরিসীমার মধ্যে সামান্য ব্যবধানে উঠানামা করে এবং জুন ২০২০ এ শতকরা ৫.৫ ভাগে দাঁড়ায়, যা জুন ২০১৯ সালেও একই ছিল (চার্ট ৩.২)। বার্ষিক পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতিতে একটি মিশ্র ধারা পরিলক্ষিত হয় যা নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী, মার্চ ২০২০ পর্যন্ত নিম্নমুখী এবং পরবর্তীতে কোভিড-১৯-এর ফলে লকডাউনের কারণে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা এবং সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় ঊর্ধ্বমুখী ছিল। বার্ষিক পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৯-এর শতকরা ৫.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০ শেষে শতকরা ৬.৫ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ৩.৩ এবং পরিশিষ্ট ৩, সারণি ৭)।

৩.৬ অন্যদিকে, অর্থবছর ২০-এ বার্ষিক গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯ সময়কালে অনেকটা স্থিতিশীল ছিল যা পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ মূল্যস্ফীতিকে প্রভাবিত করে (চার্ট ৩.২)। গড় ভিত্তিক খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৯-এর শতকরা ৫.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০-এ শতকরা ৫.৯ ভাগে দাঁড়ায়। এর বিপরীতে, অর্থবছর ২০-এ বার্ষিক পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অনেকটা অস্থিতিশীল ছিল। বার্ষিক পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৯-এর শতকরা ৫.৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০২০-এ শতকরা ৬.৫ ভাগে দাঁড়ায় যা পরবর্তীতে হ্রাস পেতে থাকে এবং দুই মাসের সাধারণ ছুটি ও লকডাউনের কারণে চাহিদা কমে যাওয়ায় জুন ২০২০-এ শতকরা ৫.২ ভাগে নেমে আসে (চার্ট ৩.৩ এবং পরিশিষ্ট ৩, সারণি ৭)।

চার্ট ৩.৪ ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক মুখ্য (core) মূল্যস্ফীতি

(পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট)

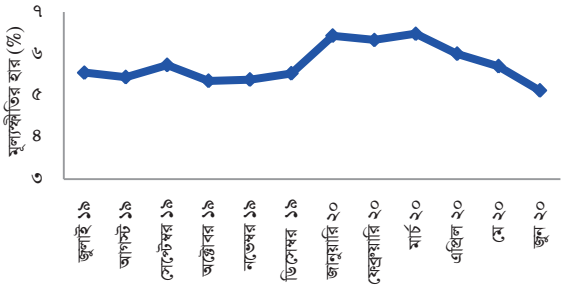

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৩.৫ ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক গ্রামীণ মূল্যস্ফীতি

(বারো মাসের গড় ভিত্তিক: অর্থবছর ০৬=১০০)

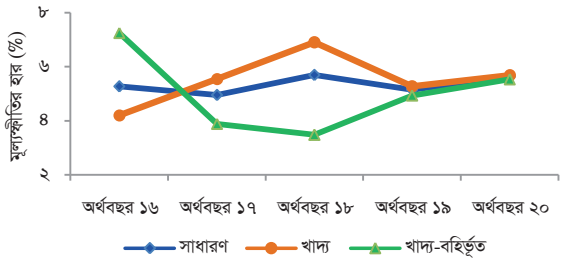

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ৩.৬ ভোক্তা মূল্য সূচকভিত্তিক শহুরে মূল্যস্ফীতি

(বারো মাসের গড় ভিত্তিক: অর্থবছর ০৬=১০০)

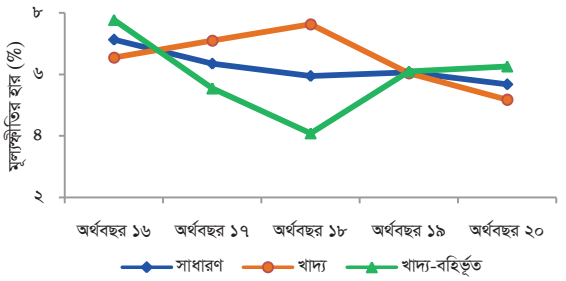

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৩.৭ অর্থবছর ২০-এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মুখ্য (Core) মূল্যস্ফীতিতে (খাদ্য ও জ্বালানি মূল্য-ব্যতীত) মিশ্র ধারা পরিলক্ষিত হয়। মুখ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৯-এর শতকরা ৫.৭ ভাগ থেকে ৫৪ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে জুন ২০২০-এ শতকরা ৫.১ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ৩.৪)।

সারণি ৩.২ জাতীয় পর্যায়ে ভোক্তা ঝুড়ির উপ-খাতভিত্তিক বার্ষিক গড় ভোক্তা মূল্যসূচক

(ভিত্তি: অর্থবছর ০৬=১০০)

খাত/ উপ-খাত	ভার	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	% পরিবর্তন অর্থবছর ১৯	% পরিবর্তন অর্থবছর ২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২৪৫.২২	২৫৮.৬৫	২৭৩.২৬	৫.৪৮	৫.৬৫
১। খাদ্য, পানীয় ও তামাক	৫৬.১৮	২৬৬.৬৪	২৮১.৩৩	২৯৬.৮৬	৫.৫১	৫.৫২
২। খাদ্য-বহির্ভূত	৪৩.৮২	২১৭.৭৭	২২৯.৫৮	২৪৩.০০	৫.৪২	৫.৮৫
ক) বস্ত্র ও পাদুকা	৬.৮৪	২৫৫.২৪	২৭৭.৬৪	২৯০.০০	৮.৭৮	৪.৪৫
খ) ভাড়া, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	১৪.৮৮	২০০.২৫	২০৬.৯৮	২২০.৭০	৩.৩৬	৬.৬৩
গ) আসবাবপত্রাদি, গৃহায়ন সামগ্রী ও পরিচালনা	৪.৭৩	২৪৯.৬৮	২৬৫.২৫	২৮২.৬৭	৬.২৪	৬.৫৭
ঘ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যগত ব্যয়	৩.৪৭	২০৯.২৮	২১৫.৩১	২৩০.০৭	২.৮৮	৬.৮৬
ঙ) পরিবহন ও যোগাযোগ	৫.৮০	২১৮.৮	২৩৫.২৩	২৪৮.৪৮	৭.৫১	৫.৬৩
চ) চিত্ত বিনোদন, আপ্যায়ন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেবা	৪.২৮	১৮৩.৬৫	১৮৬.৭২	১৯০.১৩	১.৬৭	১.৮৩
ছ) বিবিধ দ্রব্য ও সেবা	৩.৮২	২২৩.৮১	২৩৯.৮৭	২৫৯.২৭	৭.১৮	৮.০৯

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

গ্রামীণ ও শহর এলাকার মূল্যস্ফীতি

৩.৮ গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৯-এর শতকরা ৫.২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০-এ শতকরা ৫.৬ ভাগে দাঁড়ায়। গ্রামীণ এলাকায় বার্ষিক গড় খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতিও পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় জুন ২০২০-এ বৃদ্ধি পায়। গ্রামীণ এলাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৯-এর শতকরা ৫.৩ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০-এ শতকরা ৫.৭ ভাগে দাঁড়ায় এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৯-এর শতকরা ৪.৯ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০-এ শতকরা ৫.৫ ভাগে দাঁড়ায় (সারণি ৩.১ এবং চার্ট ৩.৫)।

৩.৯ অপরদিকে, শহর এলাকায় বার্ষিক গড় সাধারণ এবং খাদ্য মূল্যস্ফীতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় জুন ২০২০-এ হ্রাস পায় এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি কিছুটা উঠানামা করে সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শহর এলাকায় সাধারণ মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৯-এর শতকরা ৬.১ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২০-এ শতকরা ৫.৭ ভাগে দাঁড়ায়। শহর এলাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৯-এর শতকরা ৬.০ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২০-এ শতকরা ৫.২ ভাগে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, বার্ষিক গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৯-এর শতকরা ৬.১ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০-এ শতকরা ৬.৩ ভাগে দাঁড়ায় (সারণি ৩.১ এবং চার্ট ৩.৬)।

চার্ট ৩.৭ সার্কভুক্ত দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি

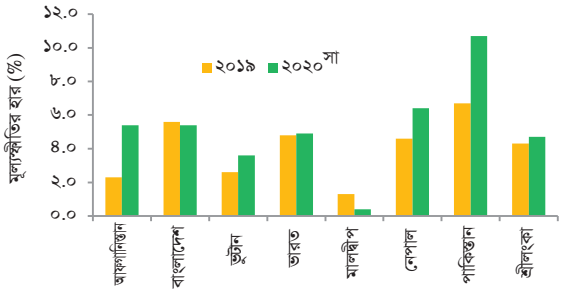

নোট : উপাত্তসমূহ বছর শেষের, সাসাময়িক।
উৎস : ১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।
২। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২০, আইএমএফ।

সারণি ৩.৩ সার্কভুক্ত এবং অন্যান্য এশীয় দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি

(বছর শেষে)

দেশের নাম	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০প্র
১। আফগানিস্তান	৪.৪	৫.০	০.৬	২.৩	৫.৪
২। বাংলাদেশ*	৫.৫	৫.৭	৫.৬	৫.৬	৫.৪
৩। ভুটান	৩.৩	৪.৩	৩.৭	২.৬	৩.৬
৪। ভারত	৪.৫	৩.৬	৩.৪	৪.৮	৪.৯
৫। মালদ্বীপ	০.৮	২.৩	১.৪	১.৩	০.৪
৬। নেপাল	৯.৯	৪.৫	৪.১	৪.৬	৬.৪
৭। পাকিস্তান	২.৯	৪.১	৩.৯	৬.৭	১০.৭
৮। শ্রীলংকা	৪.০	৬.৬	৪.৩	৪.৩	৪.৭
এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ					
৯। ইন্দোনেশিয়া	৩.৫	৩.৮	৩.৩	২.৮	২.১
১০। কোরিয়া	১.০	১.৯	১.৫	০.৪	০.৫
১১। মালয়েশিয়া	২.১	৩.৮	১.০	০.৭	-১.১
১২। মিয়ানমার	৯.১	৪.৬	৫.৯	৮.৬	৬.১
১৩। সিঙ্গাপুর	-০.৫	০.৬	০.৪	০.৬	-০.৪
১৪। থাইল্যান্ড	০.২	০.৭	১.১	০.৭	-০.৪

প্র প্রক্ষেপণ
উৎস : *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।
ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২০।

সার্ক এবং অন্যান্য এশীয় দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি

৩.১০ সারণি ৩.৩-এ বাংলাদেশের সাথে সার্কভুক্ত এবং দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার সমকক্ষ কয়েকটি অর্থনীতির মূল্যস্ফীতির গতিধারার তুলনা দেখানো হয়েছে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ২০১৯-এ পাকিস্তানে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি ছিল যা শতকরা ৬.৭ ভাগ তারপরেই বাংলাদেশ (শতকরা ৫.৬ ভাগ), ভারত (শতকরা ৪.৮ ভাগ), নেপাল (শতকরা ৪.৬ ভাগ) এবং শ্রীলংকা (শতকরা ৪.৩ ভাগ) এর পর্যায়ক্রমিক অবস্থান ছিল। এ অঞ্চলের মধ্যে, ২০১৯-এ মালদ্বীপে সর্বনিম্ন মূল্যস্ফীতি ছিল যা শতকরা ১.৩ ভাগ। ২০১৯-এ ভুটান ও আফগানিস্তানের মূল্যস্ফীতি ছিল যথাক্রমে শতকরা ২.৬ ভাগ ও ২.৩ ভাগ। কিন্তু, বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপ ছাড়া সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশগুলোতে ২০১৯-এর প্রকৃত মূল্যস্ফীতির তুলনায় ২০২০-এর জন্য মূল্যস্ফীতির উচ্চমাত্রা প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণি ৩.৩ এবং চার্ট ৩.৭)।

মজুরি হারের গতিধারা

৩.১১ অর্থবছর ২০-এ সাধারণ মজুরি সূচকের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৯-এর ন্যায় শতকরা ৬.৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মজুরি সূচকের বিভিন্ন উপ-খাতের সূচকের মধ্যে কৃষি খাতের সূচক অর্থবছর ১৯-এর তুলনায় ৬ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৬.৫ ভাগে দাঁড়ায়, কিন্তু শিল্প ও সেবা খাতের সূচকের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস পায়। তবে, অর্থবছর ২০-এ শিল্প খাতের মধ্যে উৎপাদন উপ-খাতের মজুরি সূচকের প্রবৃদ্ধি ছিল সর্বোচ্চ শতকরা ৮.২ ভাগ এবং উক্ত সময়ে নির্মাণ উপ-খাতের মজুরি সূচকের প্রবৃদ্ধি ছিল সর্বনিম্ন শতকরা ৪.৮ ভাগ (সারণি ৩.৪ এবং চার্ট ৩.৮)।

স্বল্পমেয়াদি মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস

৩.১২ সংযত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণের পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি প্রক্ষেপণেও অনেক অনিশ্চয়তা থাকে। দুর্বল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন-সংকুচিত সামগ্রিক চাহিদার কারণে পণ্যমূল্য নিম্নমুখী থাকায় (জ্বালানী তেলের ইতিহাসে সর্বনিম্ন মূল্যসহ) কিছু দেশে ২০২০ সালের জন্য মূল্যস্ফীতির হার হ্রাস করে পুনঃপ্রক্ষেপণ করা হয়।

চার্ট ৩.৮ মজুরি সূচকের প্রবৃদ্ধির হার

(ভিত্তি : অর্থবছর ১১=১০০)

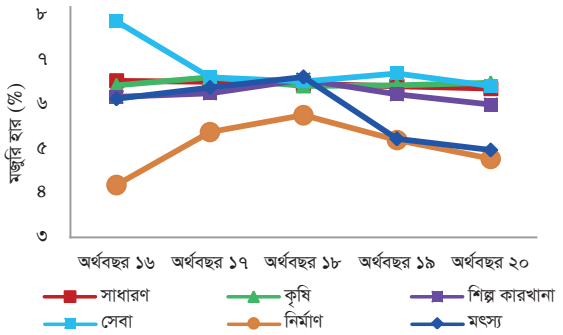

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ৩.৪ মজুরি হার সূচকের গতিধারা

(ভিত্তি : অর্থবছর ১১=১০০)

খাত	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
সাধারণ	**১৪১.৪৬**	**১৫০.৫৯**	**১৬০.২৩**	**১৭০.৩৯**
	(৬.৫০)	(৬.৪৬)	(৬.৪০)	(৬.৩৫)
কৃষি	**১৪১.২২**	**১৫০.২৭**	**১৫৯.৯২**	**১৭০.২৮**
	(৬.৫৯)	(৬.৪১)	(৬.৪২)	(৬.৪৮)
কৃষি	১৪১.১৯	১৫০.২৩	১৫৯.৯১	১৭০.৩২
	(৬.৬০)	(৬.৪০)	(৬.৪৪)	(৬.৫১)
মৎস্য	১৪৩.১৯	১৫২.৬৩	১৬০.৫৯	১৬৮.৫৮
	(৬.৩৭)	(৬.৬১)	(৫.২২)	(৪.৯৭)
শিল্প	**১৪০.২৭**	**১৪৯.৪৫**	**১৫৮.৭৪**	**১৬৮.২৪**
	(৬.২৪)	(৬.৫৫)	(৬.২২)	(৫.৯৯)
নির্মাণ	১৩৭.৪৩	১৪৫.৩২	১৫২.৮৬	১৬০.১৭
	(৫.৩৭)	(৫.৭৫)	(৫.১৯)	(৪.৭৭)
উৎপাদন	১৪৬.০১	১৫৭.৮১	১৭০.৬৬	১৮৪.৬৫
	(৭.২২)	(৮.০৮)	(৮.১৪)	(৮.২১)
সেবা	১৪৫.০১	১৫৪.৪৪	১৬৪.৭৮	১৭৫.৩৩
	(৬.৬০)	(৬.৫১)	(৬.৬৯)	(৬.৪১)

নোট : বন্ধনীস্থিত সংখ্যাগুলো শতকরা হার নির্দেশক।
উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ৩.৫ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

(বছর শেষে)

অঞ্চল/দেশ	২০১৮	২০১৯	২০২০[প্র]	২০২১[প্র]
বিশ্ব	৩.৬	৩.৫	৩.২	৩.৪
উন্নত অর্থনীতি	২.০	১.৪	০.৮	১.৬
ইউরো অঞ্চল	১.৮	১.২	০.৪	০.৯
উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.৯	৫.১	৫.০	৪.৭
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল এশিয়া	২.৭	৩.৩	৩.২	২.৯
বাংলাদেশ	৫.৮	৫.৫	৫.৬	৫.৯
চীন	২.১	২.৯	২.৯	২.৭
ভারত	৩.৪	৪.৮	৪.৯	৩.৭
পাকিস্তান	৩.৯	৬.৭	১০.৭	৮.৮
শ্রীলংকা	৪.৩	৪.৩	৪.৭	৪.৬
যুক্তরাষ্ট্র	২.৪	১.৮	১.৫	২.৮

প্র প্রক্ষেপণ
উৎস : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২০।

অন্যদিকে, লকডাউনের সময় ভোক্তারা যে সব পণ্য ক্রয় করতে পারেনি তা ক্রয়ের মাধ্যমে ভোগ বৃদ্ধি পাওয়ার বিবেচনায় চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকায় এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার কারণে অনেক দেশে ২০২০ সালে সাধারণ মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির আশংকা রয়েছে। যাহোক, উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে ২০২০-এর জন্য মূল্যস্ফীতি শতকরা ০.৮ ভাগ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। একইভাবে, উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.০ ভাগ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজস্বনীতি (প্রণোদনা ব্যয় ও অন্যান্য) এবং মুদ্রানীতি পদক্ষেপের মাধ্যমে অর্থনৈতিক গতিশীলতার অনুমিত বৃদ্ধির সাথে সামাঞ্জস্য রেখে ২০২১-এ বৈশ্বিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

৩.১৩ ২০২১-এ ভোক্তা মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে শতকরা ১.৬ ভাগ এবং ইউরো অঞ্চলের অর্থনীতিতে শতকরা ০.৯ ভাগে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয় (ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০২০)। অপরদিকে, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি এবং এশিয়ার উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি ২০২০-এর তুলনায় ২০২১-এ সামান্য হ্রাস পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণি ৩.৫)।

৩.১৪ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর 'ফুড আউটলুক, জুন ২০২০' প্রকাশনায় ইতোমধ্যে উৎপাদিত ফসল এবং ফলনের অপেক্ষায় থাকা ফসলের অবস্থার উপর ভিত্তি করে আলোচ্য বছরের বাকী সময়ের জন্য অনুকূল আবহাওয়া বজায় থাকবে ধরে নিয়ে ২০২০-এ বৈশ্বিক খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ২৭৮০.৫ মিলিয়ন টনে দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করে, যা ২০১৯-এর তুলনায় প্রায় ৬৯.৬ মিলিয়ন টন বেশি। বৈশ্বিক খাদ্যশস্যগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান খাদ্য শস্য চালের উৎপাদন ২০১৯-এর ৫০০.৬ মিলিয়ন টনের বিপরীতে ২০২০-এ ৫০৮.৭ মিলিয়ন টন প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অপরদিকে, বৈশ্বিক গমের উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের বাম্পার ফলনের তুলনায় সামান্য কমিয়ে ২০২০-এ ৭৫৮.৩ মিলিয়ন টনে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

৩.১৫ অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশে সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়ায় ১.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন যা অর্থবছর ১৯-এর তুলনায় ০.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন কম। অর্থবছর ২০-এ সরকারি এবং বেসরকারি খাদ্যশস্য আমদানির মোট পরিমাণ ছিল ৬.৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন যা অর্থবছর ১৯-এর খাদ্যশস্য আমদানি থেকে ০.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন বেশি। সরকার "সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা (পিএফডিএস)" এর আওতায় অর্থবছর ২০-এ ২.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের বিতরণের তুলনায় কিছুটা বেশি।

৩.১৬ এ প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ সরকার অর্থবছর ২১-এ বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫.৪ ভাগ নির্ধারণ করেছে। অর্থবছর ২১-এর প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) বার্ষিক গড় সাধারণ মূল্যস্ফীতি শতকরা ৫.৭ ভাগে স্থিতিশীল ছিল, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সামান্য বেশি। যদিও বার্ষিক গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০২০-এর শতকরা ৫.৫ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে আগস্ট ২০২০-এ শতকরা ৫.৬ ভাগে দাঁড়ায়, খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন ২০২০-এর শতকরা ৫.৯ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে আগস্ট ২০২০-এ শতকরা ৫.৭ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ২০-এ "বোরো" এবং "আউশ" ধানের বাম্পার ফলন হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক এলাকা জুড়ে দীর্ঘায়িত ও ভয়াবহ বন্যার ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং কোভিড-১৯ মহামারীর নেতিবাচক প্রভাবের কারণে সার্বিক মূল্যস্ফীতির বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতির এ ঊর্ধ্বমুখী চাপ আগামি কয়েক মাসও বিদ্যমান থাকবে বলে অনুমিত হয়। এছাড়াও, আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত বৈদেশিক অভিঘাত অভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতির উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তবে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত অর্থবছর ২১-এর সম্প্রসারণশীল ও সঙ্কুলানমুখী মুদ্রানীতির পাশাপাশি কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাবে বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ মূল্যস্ফীতিকে লক্ষ্যমাত্রায় স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করবে।

মুদ্রা ও ঋণ

অর্থবছর ২০-এ মুদ্রা এবং ঋণনীতির অর্জনসমূহ

৪.১ মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়ভিত্তিক ও পরিবেশবান্ধব টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এই দুই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে অর্থবছর ২০-এর মুদ্রানীতি ভঙ্গি এবং আর্থিক কর্মসূচি প্রণীত হয়েছিল। এতদুদ্দেশ্যে, ৮.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৫.৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে অর্থবছর ২০-এর জন্য সতর্ক ও সঙ্কুলানমুখী মুদ্রানীতি ভঙ্গি এবং মুদ্রা ও ঋণনীতি কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছিল।

৪.২ অর্থবছর ২০-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ব্যাপকভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি মূল্যস্ফীতি পরিমিত রাখতে এবং ঈপ্সিত হারে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাতেই ছিল। ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বিশ্ব অর্থনীতি ধারণাতীতভাবে স্থবির হয়ে পড়ে। মার্চ ২০২০ এর শেষদিকে কোভিড ১৯ এর সংক্রমণ স্থানীয়ভাবে ছড়িয়ে পড়ায় অর্থবছর ২০-এর মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্যসমূহ তথা বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রাখা এবং কাঙ্ক্ষিত হারে প্রকৃত জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন খুবই দুরূহ হয়ে পড়ে। ফলে, বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ২০-এ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৭ শতাংশে দাঁড়ায়; যেখানে অর্থবছর ১৯-এ প্রকৃত মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৫ শতাংশ। স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি এবং করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে পণ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় খাদ্য বহির্ভূত বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অর্থবছর ২০-এ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধিতেও শ্লথগতি পরিলক্ষিত হয় এবং সাময়িকভাবে তা ৫.২ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলণ করা হয়, যা লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্থবছর ১৯-এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধির (৮.২ শতাংশ) চেয়েও উল্লেখযোগ্যহারে কম।

সারণি ৪.১ মুদ্রা ও ঋণের প্রক্ষেপণ এবং প্রকৃত উন্নয়ন

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	জুন ২০১৯ শেষে	জুন ২০২০ শেষে	
	প্রকৃত	প্রক্ষেপিত	প্রকৃত
১. নিট বৈদেশিক সম্পদ	২৭০৪.৫ (২.১)	২৮১৮.২ (৪.২)	২৯৮০.৮ (১০.২)
২. নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	৯৪৮৩.৭ (+১২.৩)	১০৯৫৪.৫ (+১৫.৫)	১০৭৫০.৩ (+১৩.৪)
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ (i+ii)	১১৩৮৭.১ (+১২.৪)	১৩৩৬৫.৯ (+১৭.৪)	১২৯৪৩.১ (+১৩.৭)
i) সরকারি খাতে ঋণ[১/]	১২৮৪.৫ (২১.৭)	১৭৬৮.২ (+৩৭.৭)	১৯৭০.৪ (+৫৩.৪)
ii) বেসরকারি খাতে ঋণ	১০১০২.৬ (+১১.৩)	১১৫৯৭.৭ (+১৪.৮)	১০৯৭২.৭ (+৮.৬)
খ) অন্যান্য দায়/সম্পদ (নিট)	-১৯০৩.৪	-২৪১১.৪	-২১৯২.৭
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা যোগান (i+ii)	২৭২৫.০ (+৭.২)	-	৩২৭৬.৪ (+২০.২)
i) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	১৫৪২.৯ (+৯.৫)	-	১৯২১.১ (+২৪.৫)
ii) তলবি আমানত [২/]	১১৮২.২ (+৪.৪)	-	১৩৫৫.৩ (+১৪.৬)
৪. মেয়াদি আমানত	৯৪৬৩.২ (+১০.৭)	-	১০৪৫৪.৭ (+১০.৫)
৫. ব্যাপক মুদ্রা যোগান (১+২) বা (৩+৪)	১২১৮৮.২ (+৯.৯)	১৩৭৭২.৭ (+১৩.০)	১৩৭৩১.১ (+১২.৭)

বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বছর ভিত্তিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক,
[১/] সরকারি খাত (নিট) হিসাবায়নে Govt. lending fund আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
[২/] মনিটারি অথরিটির তলবি আমানত বাদ দেয়া হয়েছে ।
উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে বিশ্বব্যাপী দীর্ঘমেয়াদি লকডাউনের ফলে চাহিদা ও যোগানজনিত বিভিন্ন চলকের প্রভাবে অর্থবছর ২০-এ প্রকৃত জিডিপির প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়। সরবরাহজনিত কারণ হিসেবে বলা যায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে ম্যানুফেকচারিং এবং সেবা খাতের কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। একইভাবে, অর্থবছর ২০-এ অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং বৈদেশিক চাহিদা উভয়ই ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়, যা আমদানি এবং রপ্তানি হ্রাসের (যথাক্রমে -৮.৬ শতাংশ এবং -১৬.৯ শতাংশ) মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে।

বক্স ৪.১ সুদ হার ভিত্তিক মুদ্রানীতি কাঠামোতে রূপান্তর

১৯৯০ দশকের শুরু থেকে মুদ্রানীতি তত্ত্বের দ্রুত উন্নয়নের সাথে সাথে মুদ্রানীতি কাঠামোর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়। ফলে বিশ্বের অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ করে শিল্পোন্নত/উন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ ইতোমধ্যেই তাদের দীর্ঘ দিনের মুদ্রানীতি কাঠামো যা মূলতঃ অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক অবস্থা ও আর্থিক খাতের উন্নয়নের নিরিখে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুদ হার অথবা মূল্যস্ফীতিকে অপারেশনাল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে নতুনভাবে কাঠামোগত রূপান্তর করেছে। একই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিশ্বের অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অধীনে মুদ্রানীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সম্পাদন করে আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান মুদ্রানীতি কাঠামো প্রথাগতভাবেই সামগ্রিক মুদ্রা সরবরাহকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত; যেখানে-ব্যাপক মুদ্রা (এম২) সরবরাহ মূলতঃ অর্থ গুণক প্রক্রিয়ায় রিজার্ভ মুদ্রা দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে বলে ধারণা করা হয়। এই কাঠামোর অধীনে ব্যাপক মুদ্রা (এম২)-কে অন্তবর্তী লক্ষ্যমাত্রা এবং রিজার্ভ মুদ্রা, যা ব্যাংকের বাইরে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান নগদ অর্থ, ব্যাংকসমূহের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জমাকৃত অর্থের সমন্বয়ে গঠিত তাকে পরিচালন লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

রিজার্ভ মুদ্রার সরবরাহকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রেখে অর্থ বাজারে তারল্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক দৈনিকভিত্তিতে বিভিন্ন পরোক্ষ মুদ্রানীতি ইনস্ট্রুমেন্টস; যেমন- নিলাম ভিত্তিক রেপো ও রিভার্স রেপো অপারেশন, বিভিন্ন ট্রেজারি বিল ও বন্ডের সমন্বয়ে গঠিত সরকারের ডেট ইনস্ট্রুমেন্টসসহ প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব মুদ্রানীতি ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ মুদ্রানীতি ইনস্ট্রুমেন্টস; যেমন-নগদ জমা সংরক্ষণ হার (সিআরআর) এবং বিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণ হার (এসএলআর) পরিবর্তনের মাধ্যমেও অর্থ বাজারে তারল্য হ্রাস-বৃদ্ধি করে থাকে। ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের অস্বাভাবিক ওঠা-নামা হ্রাসকল্পে এবং রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বজায় রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারেও হস্তক্ষেপ করে থাকে। এছাড়া, অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহে ঋণের প্রবাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ও বাধ্যতামূলক ঋণ কোটা প্রবর্তন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করে থাকে।

গত তিন দশক বা তারও বেশি সময়কালে বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর অর্থনীতি থেকে বহির্মুখী নির্ভর শিল্প ও সেবা খাত ভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কাঠামোগত রূপান্তর এবং বৈদেশিক খাতকে ক্রমশঃ উন্মুক্তকরণের নীতি গ্রহণের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধারাবাহিকভাবে জোরালো জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং এখন একটি মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ফলে রিজার্ভ মুদ্রা ব্যবহার করে সামগ্রিক মুদ্রাকে নিয়ন্ত্রণ করা জটিল হতে পারে এবং অর্থনীতির প্রকৃত খাতের উপর মুদ্রানীতির কার্যকারিতা অপর্যাপ্ত হতে পারে। এই কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি সুদ হার ভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রণয়নের নিমিত্তে প্রস্তুতিমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, যেখানে বর্তমানের ব্যাপক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অর্থনীতির প্রকৃত খাতের মূল্যস্তর ও আর্থিক বাজারের সুদের হার নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে নীতি সুদহার হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতির প্রকৃত খাতের মূল্যস্তর ও আর্থিক বাজারের সুদের হার-কে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করা যায়। প্রস্তাবিত এ পদ্ধতিতে মুদ্রানীতির ট্রান্সমিশন চ্যানেলসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও দ্রুততর হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। প্রারম্ভিকভাবে নমনীয় আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা বা Flexible Monetary Targeting নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সুদ হার ভিত্তিক মুদ্রানীতি কাঠামোতে ধীরে ধীরে স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের দক্ষিণ এশিয়াস্থ ট্রেইনিং এন্ড টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স সেন্টার বর্তমানে এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান প্রস্তুতিমূলক কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

৪.৩ মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্যসমূহ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম অর্জিত হলেও বৈদেশিক বাণিজ্যের চলতি হিসাবে ঘাটতি অর্থবছর ১৯-এর ৫.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে অর্থবছর ২০-এ ৪.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে কমিয়ে আনতে অর্থবছর ২০-এর মুদ্রানীতি ভঙ্গি এবং কর্মসূচি সফলতা অর্জন করে, যা ব্যাংক ব্যবস্থায় নিট বৈদেশিক সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অর্থবছর ২০-এ মুদ্রা সরবরাহ ও ঋণ প্রবাহের অধিকাংশ চলকই মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। ব্যাপক মুদ্রার প্রকৃত প্রবৃদ্ধি (১২.৭ শতাংশ) মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত

লক্ষ্যমাত্রা ১৩.০ শতাংশের মধ্যে সীমিত ছিল। সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কর্মসূচির তুলনায় বেশি হলেও মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার নীচেই ছিল।

৪.৪ রেমিট্যান্সের অন্তর্মুখী প্রবাহ তরান্বিত করতে সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নানাবিধ অনুকূল নীতিমালা গ্রহণ, টাকার ধীর এবং অবিচল অবচিতি, আগাম-আমানতের নির্ধারিত অনুপাত বজায় রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর নজরদারি এবং একইসাথে অভ্যন্তরীণ এবং বৈশ্বিক চাহিদার হ্রাস আমদানি চাহিদাকে পরিমিত রাখতে এবং রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করার ফলে চলতি হিসাবে ঘাটতি হ্রাস পায়। উল্লেখ্য, সরকারের ২.০ শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনা কর্মসূচি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ডলারের বিপরীতে টাকার ক্রমশ অবচিতির নীতি অবলম্বনের পাশাপাশি বিদেশ হতে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া সহজীকরণে গৃহীত উদ্যোগসমূহ অর্থবছর ২০-এ রেমিট্যান্সের অন্তর্মুখী প্রবাহ (১০.৯ শতাংশ) বৃদ্ধিতে জোরালো ভূমিকা পালন করে। রেমিট্যান্সের বৃহত্তর অন্তর্মুখী প্রবাহ এবং মধ্য, দীর্ঘ-মেয়াদি বৈদেশিক ঋণ এবং দেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধির প্রভাবে বৈদেশিক লেনদেনের আর্থিক হিসাবে উল্লেখযোগ্য উদ্বৃত্তের ফলে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০ শেষে ৩৬.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। সিআরআর এবং রেপো রেট কমানোর পাশাপাশি, ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এবং পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাসমূহ বর্ধিতকরণসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগত পদক্ষেপসমূহের সাথে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ আন্তঃব্যাংক স্থানীয় মুদ্রা বাজার এবং বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। ফলে, জুন ২০২০ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় (মাস শেষে) হার জুন ২০১৯ শেষের তুলনায় মাত্র ০.৫ শতাংশ অবচিতি ঘটে। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের স্বস্তিদায়ক অবস্থা এবং বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা এখন বাংলাদেশের বর্ধনশীল অর্থনীতির শক্তি এবং স্থিতিশীলতার উপর বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে।

চার্ট ৪.১ ব্যাপক মুদ্রা (এম২) এর উপাদানসমূহের গতি

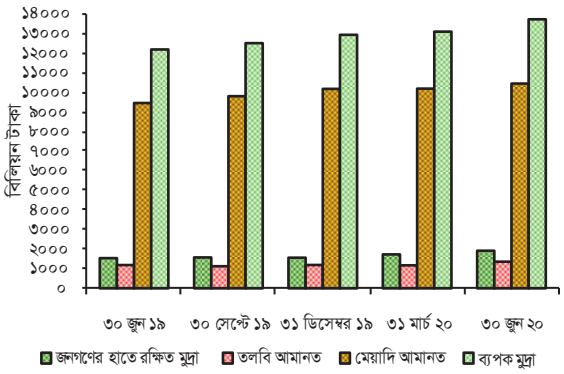

উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৪.২ অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং এর উপাদানসমূহের গতি প্রকৃতি

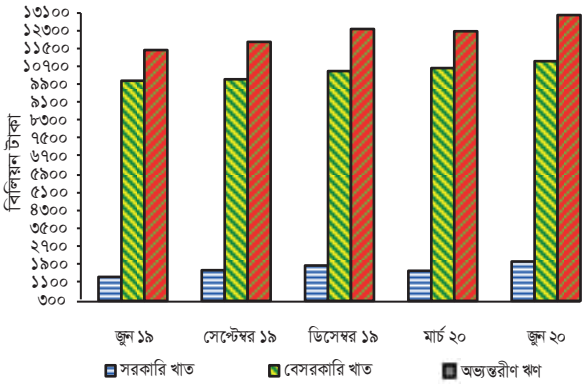

উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

৪.৫ প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি ভঙ্গি প্রণয়ন এবং মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থবছর ২০-এ মুদ্রা এবং ঋণনীতি ও কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ নিবদ্ধ চলকসমূহ (Anchor Variables); যেমন- ব্যাপক মুদ্রা (এম২), রিজার্ভ মুদ্রা ও অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১৩.০, ১২.০ ও ১৭.৪ শতাংশে প্রক্ষেপিত হয়। উল্লেখ্য, ১৩.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.৭ শতাংশে। যদিও সরকারি খাতে ঋণ এবং নিট বৈদেশিক সম্পদ (এনএফএ)-এর প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়। তবে, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি মন্থর হওয়ায়

নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (এনডিএ) এর প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার নিচে থাকে, যা ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধিকে লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি রাখতে সাহায্য করে। অর্থবছর ২০-এর শুরুতেই ব্যাংকসমূহ ঋণের গুণগত মান বজায় রাখতে সচেষ্ট হওয়ায় বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি সমগ্র অর্থবছর জুড়ে পরিমিত ছিল, যা করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে আরো নাজুক হয়ে পড়ে। ফলে, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৪.৮ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্থবছর ২০-এ ৮.৬ শতাংশে দাঁড়ায়। সরকারের নীট ঋণসহ সরকারি খাতে ঋণ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৩৭.৭ শতাংশের বিপরীতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩.৪ শতাংশে দাঁড়ায়। এ বৃদ্ধির কারণ ছিল একদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির ধীর গতি ও জাতীয় সঞ্চয় পত্রের বিক্রি হ্রাস এবং অন্যদিকে করোনা ভাইরাস মহামারীর ক্ষতি হ্রাসকল্পে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রনোদণামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি। তথাপি, বেসরকারি খাতে ঋণ, যা অভ্যন্তরীণ ঋণের মুখ্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে, তা ধীর গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৭.৪ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পরিমিতভাবে ১৩.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতির প্রক্ষেপণ ও প্রকৃত উন্নয়ন এবং ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের গতিধারা যথাক্রমে সারণি-৪.১ এবং চার্ট-৪.১ ও চার্ট-৪.২ তে দেখানো হলো।

রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি

৪.৬ মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ব্যাপক মুদ্রা (এম২)-কে নির্ধারিত গতিধারায় রাখতে এবং ব্যাপক মুদ্রার সার্বিক প্রক্ষেপণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তারল্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ মুদ্রাকে প্রায়োগিক লক্ষ্য (Operating Target) হিসেবে ব্যবহার করে। ব্যাপক মুদ্রাকে প্রক্ষেপণের মধ্যে রাখার নিমিত্তে রিজার্ভ মুদ্রাকে প্রভাবিত করতে সরকারের ট্রেজারি বিল ও বন্ড ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহৃত হয়।

সারণি ৪.২ রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উপাদানসমূহের প্রকৃত ও প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	জুন ২০১৯ শেষে	জুন ২০২০ শেষে	
	প্রকৃত	প্রক্ষেপণ	প্রকৃত
নিট বৈদেশিক সম্পদ ১/@	২৪৫৮.৮	-	২৬৯৭.৩
নিট বৈদেশিক সম্পদ ২/@	২৪৩৯.৪	২৪৭৪.০	২৭০৪.৮
নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ১/	-৪.৮	-	১৪১.৩
নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ২/	-১৪.৬	২৭৪.৫	১৩৩.৯
অভ্যন্তরীণ ঋণ	৩৩৫.০	৩৮২.৪	৪৯৮.৩
	(৪১.৪)	(+১৪.১)	(৪৮.৭)
সরকারি খাতে ঋণ ৩/	২৮১.৫	৩২৮.৯	৪৩০.৪
	(৫৫.১)	(+১৬.৮)	(৫২.৯)
তফসিলি ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ ৪/	৫৩.৫	৫৩.৫	৬৭.৯
	(-৩.৪)	(+০.০)	(২৭.০)
অন্যান্য সম্পদ (নিট)	-৩২০.৪	-১০৭.৯	-৩৬৪.৪
রিজার্ভ মুদ্রা	২৪৫৪.০	২৭৪৮.৫	২৮৩৮.৬
	(+৫.৩)	(+১২.০)	(+১৫.৭)
ইস্যুকৃত মুদ্রা	১৭০৩.৯	২০২০.৯	২০৮০.৯
	(+১০.০)	(+১৮.৬)	(+২২.১)
বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংকসমূহের জমা ৫/@	৭৫০.১	৭২৭.৬	৭৫৭.৭
	(-৩.৯)	(-৩.০)	(১.০)
মুদ্রা গুণক (এম/রিজার্ভ মুদ্রা)	৪.৯৭	৫.০১	৪.৮৪

নোট: বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বছর ভিত্তিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।
১/ মাস শেষের বিনিময় হার ব্যবহার করে আর্থিক জরিপ উপাত্ত হতে হিসাবায়িত।
২/ স্থির বিনিময় হারের (জুন ২০১৯ শেষে) ভিত্তিতে হিসাবায়িত।
৩/ সরকারি খাত (নিট) হিসাবায়নে Govt. Lending Fund আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
৪/ তফসিলি ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত কেবলমাত্র "ঋণ ও আগাম" বিবেচিত হয়েছে।
৫/ বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং স্থিতি এবং নন-ব্যাংক ডিপোজিট ব্যতীত।
@ বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং স্থিতি এবং অফশোর ব্যাংক হিসাব ব্যতীত।
উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৪.৩ অর্থবছর ২০-এ এম২ ও আরএম এর প্রক্ষেপিত এবং প্রকৃত পরিস্থিতি

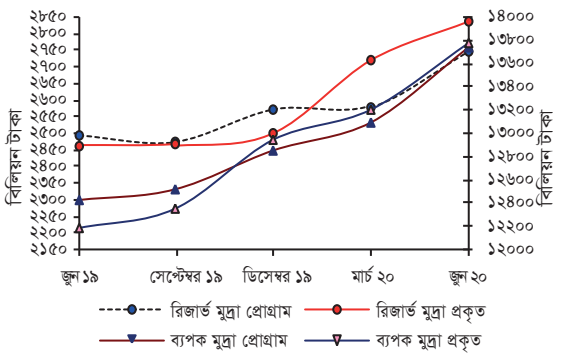

উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪.৭ ব্যাপক মুদ্রার প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে অর্থবছর ২০-এর জন্য রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয় ১২.০ শতাংশ, যেখানে এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৫.৭ শতাংশ। নিট বৈদেশিক সম্পদ (এনএফএ) এবং

বক্স ৪.২ কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতি ব্যবস্থা

কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব পৃথিবীর সকল দেশের উপর একটি বিশাল আকারের আর্থ-সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের গ্লোবাল ইকোনোমিক প্রসপেক্টস, জুন ২০২০ অনুসারে ২০২০ সালে বৈশ্বিক জিডিপি শতকরা ৫.২ ভাগ হ্রাস পাবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এবং আগামী কয়েক বছরে মহামারীটির বিরূপ প্রভাব অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চার্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০২০ সালে সব শ্রেণির অর্থনীতির দেশগুলো অর্থনৈতিক মন্দায় পতিত হবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে পুনরুদ্ধার হবে।

কোভিড-১৯ বাংলাদেশের অর্থনীতিকেও নাড়া দিয়েছে। অর্থবছর ২০-এ দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ৫.২৪ ভাগ, যা আমাদের লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৮.২ ভাগ থেকে অনেক কম। অর্থবছর-২০এ রপ্তানি শতকরা ১৬.৯৩ ভাগ এবং আমদানি শতকরা ৮.৫৬ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। নিম্ন চাহিদা এবং লকডাউনের কারণে অভ্যন্তরীণ ভোগ, বেসরকারি বিনিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্লথগতি দেখা দিয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবেলায় বাংলাদেশ মুদ্রা ও রাজস্ব উভয় নীতির সমন্বয়ে প্রায় ১.১১ ট্রিলিয়ন টাকারও কিছু বেশি (যা ২০১৯ সালের জিডিপির প্রায় শতকরা ৪ ভাগ) মোট ২১টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। অধিকাংশ প্যাকেজ বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমসমূহের সহায়তায় ও তফসিলি ব্যাংকের নিজস্ব মূলধন ব্যবহার করে ব্যাংক ঋণের সমন্বয়ে গঠিত।

চার্ট ঃ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ

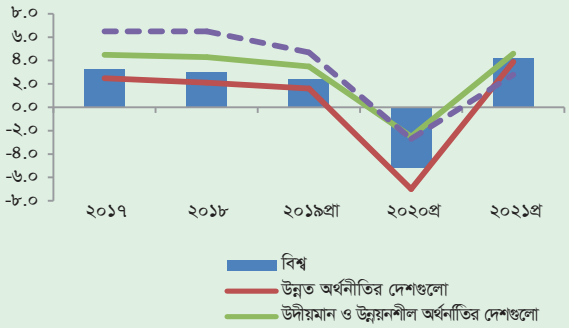

প্রা= প্রাক্কলিত, প্র=প্রক্ষেপণ
সূত্র: বিশ্ব ব্যাংক

প্যাকেজগুলোর সিংহভাগ ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ায় ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলো ক্রমবর্ধমান চাহিদার সম্মুখীন হচ্ছে। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট নেতিবাচক বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মপরিকল্পনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হলো: ক) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখার জন্য মুদ্রাবাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ তারল্য নিশ্চিত করা; খ) কোভিড-১৯ পরিস্থিতি উত্তরণে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ যাতে করে উৎপাদনশীল ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহায়ক হয় তা নিশ্চিত করা।

এ কঠিন সময়ে অর্থনীতিকে সমর্থন করতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার পরিসরে থাকা সকল হাতিয়ার ব্যবহার করেছে, যার মধ্যে আছে পুনঃক্রয় (রেপো) সুদ হার দুই ধাপে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট (বিপিএস) হ্রাস করে শতকরা ৫.২৫ ভাগে নির্ধারণ, এবং নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতার হার (সিআরআর) দৈনিক ভিত্তিতে ১৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৩.৫ ভাগে, ও দ্বি-সপ্তাহিক ভিত্তিতে গড়ে শতকরা ৪ ভাগে নির্ধারণ করেছে। একইভাবে সিআরআর হার কমিয়ে অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শতকরা ১.৫ ভাগ (দৈনিক ভিত্তিতে) ও শতকরা ২.০ ভাগে (দ্বি-সপ্তাহিক ভিত্তিতে) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (এনবিএফআই) শতকরা ১.০ ভাগ (দৈনিক ভিত্তিতে) ও শতকরা ১.৫ ভাগে (দ্বি-সপ্তাহিক ভিত্তিতে) নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক তার পুনঃক্রয় সুবিধা কার্যক্রম প্রসারিত করে ৩৬০ দিন মেয়াদ ভিত্তিক বিশেষ পুনঃক্রয় সুবিধা চালু করেছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সংবিধিবদ্ধ তরল সম্পদ সংরক্ষণ হার (এসএলআর) পূরণ করার পর বাংলাদেশ ব্যাংক ঐ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে বাজার মূল্যে সেকেন্ডারি মার্কেট থেকে সরাসরি ট্রেজারি বন্ড এবং বিল ক্রয়ের সূচনা করে। যেহেতু কিছু ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এধরনের সিকিউরিটিজগুলোর প্রাইমারি ডিলার হিসেবে কাজ করে, এটি তাদের তারল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক আগাম/বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত (এডিআর/আইডিআর) শতকরা ২.০ ভাগ বাড়িয়েছে, ফলে প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর জন্য এডিআর শতকরা ৮৭ ভাগ এবং ইসলামি শরিয়াহ ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংকগুলির আইডিআর শতকরা ৯২ ভাগে উন্নীত হয়েছে।

এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যক্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে একাধিক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম ঘোষণা করেছে। এসকল সুবিধার মধ্যে রয়েছে:

চলতি মূলধনের সুদ পরিশোধে ভর্তুকি: ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত চলতি মূলধনের (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) সুদ পরিশোধে সহায়তার লক্ষ্যে সরকার ভর্তুকি চালু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে (১) কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ শিল্প ও সেবাখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ৩৩০ বিলিয়ন টাকার ঋণ এবং (২) কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ২০০

বিলিয়ন টাকার ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ব্যাংকগুলোর পর্যাপ্ত তারল্য নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক শিল্প ও সেবাখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ১৫০ বিলিয়ন টাকার এবং কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ১০০ বিলিয়ন টাকার ২টি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করেছে।

ইডিএফে অর্থের যোগান: রপ্তানি শিল্পকে সহায়তার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইডিএফ) এর পরিমাণ ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি করে ৫.০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে এবং সুদের হারও কমানো হয়েছে।

প্রাকজাহাজীকরণ পুনঃঅর্থায়ন ঋণ তহবিল: রপ্তানিকার্যের অঙ্গিকারের প্রমাণ দাখিল সাপেক্ষে কাঁচামাল, ম্যানুফ্যাকচারিং, বীমা এবং জাহাজ ভাড়া সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে স্বল্প-মেয়াদি চলতি মূলধন ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ৫০ বিলিয়ন টাকার সমপরিমাণ প্রাকজাহাজীকরণ পুনঃঅর্থায়ন ঋণ তহবিল (প্রিশিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইনান্স স্কিম) গঠন করেছে।

নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক এবং প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম: ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের চলতি মূলধনে ঋণ প্রদানের জন্য ৫০ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন ঋণ তহবিল এবং কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ নিম্ন আয়ের পেশাজীবি, কৃষক এবং প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সহায়তার জন্য ৩০ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন ঋণ তহবিল গঠন করা হয়েছে।

কৃষি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য চলতি মূলধন প্রদান: শস্য খাত ব্যতীত চলতি মূলধন নির্ভর কৃষি ব্যবসা যেমন হর্টিকালচার, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি, ডেইরি ও প্রাণিসম্পদ খাতে নিযুক্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের জন্য ৫০ বিলিয়ন টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ চালু করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকেরা বিদ্যমান ঋণ সুবিধার সর্বোচ্চ সীমার অতিরিক্ত আরো শতকরা ২০ ভাগ ঋণগ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে শতকরা ৪ ভাগ হারে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকসমূহের উপর শতকরা ১ ভাগ হারে সুদ আরোপ করবে। এ ঋণসমূহ ৬ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ মোট ১৮ মাসের মধ্যে পরিশোধ করা যাবে। এছাড়াও কোভিড-১৯ মহামারি হতে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সকল ব্যাংকসমূহকে তাদের প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে কুইক রেসপন্স টিম গঠনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকসমূহকে তাদের নিজস্ব তহবিল হতে শতকরা ৪ ভাগ সুদ হারে শস্যখাতে ঋণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে যার বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকসমূহকে ঋণের সুদ বাবদ শতকরা ৫ ভাগ হারে ভর্তুকি হিসেবে পুনর্ভরণ করবে।

বৈদেশিক বাণিজ্য আরো সহজীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ইতোপূর্বে শিপমেন্ট খরচ নির্বিশেষে নিজস্ব কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট/বায়ার্স ক্রেডিট ব্যবহার করে বুলেট রিপেমেন্ট (আমদানি বিল পরিশোধ) এর মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি করতে পারতো। উপরন্তু ছয় মাস হতে এক বছরের ইউজেন্স সময়ের মধ্যে ০.৫ মিলিয়ন ডলার বা সমমূল্যের আমদানি বিল পরিশোধে বুলেট রিপেমেন্ট এর অনুমতি প্রদান করা ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট/বায়ার্স ক্রেডিট ব্যবহার করে অন্যান্য ব্যবহার নির্ভর আমদানির জন্যও অনুমতি প্রদান করেছে।

উপরন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ শ্রেণিবিন্যাসকরণ স্থগিত করা, ক্রেডিট কার্ডের ফি ও সুদ মওকুফ করা, ঋণের সুদ প্রদান স্থগিত করা, ব্যাংকের লভ্যাংশ প্রদানে বিধিনিষেধ আরোপ করা, বিভিন্ন ট্রেড ইন্সট্রুমেন্ট এর মেয়াদ বাড়ানো, এবং আর্থিক সেবা সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণসহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেসকল কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাংক ঋণ গ্রহণের জন্য জামানতের বিপরীতে পর্যাপ্ত সম্পদ নেই তাদের জন্য গঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য।

এই সকল নীতিমালাসমূহ গ্রহণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক পুরো অর্থনীতিতে ঋণ প্রদান সহজীকরণসহ নানাবিধ পদক্ষেপের মাধ্যমে সেতুবন্ধন তৈরি করেছে যাতে কোভিড-১৯ মহামারী সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে অর্থনীতিকে দ্রুত পুনরুদ্ধার করা যায়।

সরকারসহ সরকারি খাতে নিট ঋণ প্রক্ষেপিত মাত্রার তুলনায় উচ্চ হারে বৃদ্ধির প্রভাবে রিজার্ভ মুদ্রার প্রকৃত প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করে। জুন ২০২০ শেষে নিট বৈদেশিক সম্পদের স্থিতি ২৪৭৪.০ বিলিয়ন টাকা দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা দাঁড়ায় ২৭০৪.৮ বিলিয়ন টাকা। উল্লেখ্য, জুন ২০১৯ শেষে নিট বৈদেশিক সম্পদের প্রকৃত স্থিতি ছিল ২৪৩৯.৪ বিলিয়ন টাকা। আমদানির ধীর গতি, রেমিটেন্সের জোরালো প্রবৃদ্ধি এবং দেশে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক ঋণ বৃদ্ধির ফলে অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট বৈদেশিক সম্পদ ৩৪.৬ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পাবে প্রক্ষেপণের বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে তা বৃদ্ধি পায় ২৬৫.৪ বিলিয়ন টাকা। অন্যদিকে, জুন ২০২০ শেষে নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদের স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে ২৭৪.৫ বিলিয়ন টাকা দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩৩.৯ বিলিয়ন টাকা। উল্লেখ্য, জুন ২০১৯ শেষে প্রকৃত নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ খাতে দায়ের পরিমাণ ছিল ১৪.৬ বিলিয়ন টাকা।

অভ্যন্তরীণ ঋণ, যা নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদের মূল উপাদান হিসেবে বিবেচিত, অর্থবছর ২০-এ ১৪.১ শতাংশ বৃদ্ধির প্রক্ষেপণের বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে ৪৮.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ব্যাংকিং খাতের পাশাপাশি সরকারি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ ঋণের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। সরকারি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণের স্থিতি ৪৭.৪ বিলিয়ন টাকা বা ১৬.৮ শতাংশ বৃদ্ধির প্রক্ষেপণের তুলনায় প্রকৃতপক্ষে তা ১৪৮.৯ বিলিয়ন টাকা বা ৫২.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণের স্থিতি ৫৩.৫ বিলিয়ন টাকা প্রক্ষেপণের বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে তা ১৪.৪ বিলিয়ন টাকা বেশি বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০ শেষে দাঁড়ায় ৬৭.৯ বিলিয়ন টাকা। তবে, অন্যান্য সম্পদ খাতে নিট দায়ের স্থিতি বিগত বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়ে (-) ১০৭.৯ বিলিয়ন টাকা প্রক্ষেপণের বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে তা বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২০ শেষে দাঁড়ায় (-) ৩৬৪.৪ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের মূলধন হিসাব (Capital Account), সরকারি ইসলামী বিনিয়োগ বন্ড (GIIB) ফান্ড এবং অ-শ্রেণিকৃত দায় (Unclassified Liablility) বেড়ে যাওয়ায় প্রক্ষেপণের তুলনায় অন্যান্য সম্পদ খাতে (নিট) দায় হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য দায় (নিট) বৃদ্ধি পেলেও অভ্যন্তরীণ ঋণের জোরালো প্রবৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট বৈদেশিক সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রা প্রক্ষেপণের তুলনায় অধিকহারে বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ২০-এ রিজার্ভ মুদ্রার প্রক্ষেপণ ও প্রকৃত গতিধারা সারণি ৪.২-এ প্রদর্শিত হলো। প্রক্ষেপণের বিপরীতে ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রকৃত উন্নয়নের তথ্য চার্ট-৪.৩ এ দেখানো হলো।

৪.৮ মুদ্রাগুণক অর্থবছর ১৯-এর ৫.০১ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০-এ দাঁড়ায় ৪.৮৪। সাধারণতঃ ব্যাংকসমূহ, জনগণ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রমে রিজার্ভ-আমানত অনুপাত ও মুদ্রা-আমানত অনুপাত পরিবর্তনের দ্বারা মুদ্রাগুণক প্রভাবিত হয়। রিজার্ভ-আমানত অনুপাত অর্থবছর ১৯-এর ০.০৮৬ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ০.০৭৭ হয়, যেখানে মুদ্রা-আমানত অনুপাত অর্থবছর ১৯-এর ০.১৪৫ হতে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ০.১৬৩ হয়। মহামারী করোনা ভাইরাসের কারণে জণসাধারণের হাতে থাকা নগদ অর্থের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় মুদ্রা-আমানত অনুপাত বৃদ্ধি পায় এবং রিজার্ভ আমানত অনুপাত হ্রাস পায়; যার দরুণ, অর্থবছর ২০-এ অর্থ মুদ্রাগুণকের আকার হ্রাস পায়।

সারণি ৪.৩ মুদ্রার আয় গতি

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	চলতি বাজার মূল্যে (জিডিপি)	ব্যাপক মুদ্রা (এম২)	মুদ্রার আয় গতি
অর্থবছর ১৪	১৩৪৩৬.৭৪	৭০০৬.২৪	১.৯২ (-৩.৫২)
অর্থবছর ১৫	১৫১৫৮.০২	৭৮৭৬.১৪	১.৯২ (০.০০)
অর্থবছর ১৬	১৭৩২৮.৬৪	৯১৬৩.৭৮	১.৮৯ (-১.৫৬)
অর্থবছর ১৭	১৯৭৫৮.১৫	১০১৬০.৭৬	১.৯৪ (২.৬৫)
অর্থবছর ১৮	২২৫০৪.৭৯	১১০৯৯.৮১	২.০৩ (৪.৬৪)
অর্থবছর ১৯	২৫৪২৪.৮৩	১২১৯৬.১২	২.০৮ (২.৪৬)
অর্থবছর ২০	২৭৯৬৩.৭৮	১৩৭৩৭.৩৫	২.০৪ (-১.৯২)

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক।
উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৪.৪ জিডিপি প্রবৃদ্ধি, এম২ প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির হার এবং মুদ্রার আয়গতির চিত্র

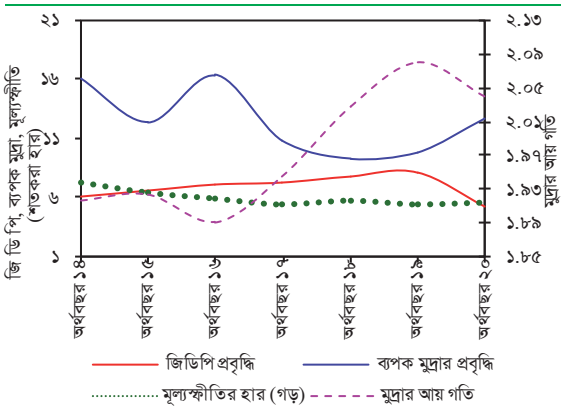

উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মুদ্রার আয়গতি

৪.৯ মুদ্রার আয়গতি (জিডিপি/ব্যাপক মুদ্রা) অর্থবছর ১৯-এর ২.০৮ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০-এ দাঁড়ায় ২.০৪ এ (সারণি-৪.৩)। স্থবির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং একইসাথে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সম্প্রসারণমূলক মুদ্রা নীতির কারণে মুদ্রার আয়গতি ধারাবাহিকভাবে পূর্ববর্তী ৩ বছরে বৃদ্ধির পর আলোচ্য বছরে হ্রাস পায়, যা নমিনাল আয় বৃদ্ধির তুলনায় ব্যাপক মুদ্রা বৃদ্ধির দ্রুততাকেই নির্দেশ করে। ফলস্বরূপ, মুদ্রার আয় গতি অর্থবছর ১৯-এর ২.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধির বিপরীতে অর্থবছর ২০-এ ১.৯২ শতাংশ হ্রাস পায়। অর্থবছর ১৪ থেকে অর্থবছর ২০ পর্যন্ত মুদ্রার আয় গতির পরিবর্তন এবং পরিবর্তনের হার সারণি-৪.৩ এ প্রদর্শিত হলো। একইসাথে, উল্লিখিত সময়কালে চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি, ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি, গড় বার্ষিক মূল্যস্ফীতি এবং মুদ্রার আয়গতি চার্ট-৪.৪ এ দেখানো হলো।

ব্যাংক ঋণ

৪.১০ অর্থবছর ২০-এ ব্যাংক ঋণের স্থিতি (বৈদেশিক বিল ও আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে) ৮৯৮.২৬ বিলিয়ন টাকা বা ৮.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০৯৪০.০৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৯-এ ১১.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ক্রয়কৃত ও বাট্টাকৃত বিলসমূহের হ্রাস সত্ত্বেও ব্যাংকসমূহের আগাম বৃদ্ধির কারণেই অর্থবছর ২০-এ ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ২০-এ তফসিলি ব্যাংকসমূহের আগামসমূহ ৯৬৪.৩৯ বিলিয়ন টাকা বা ৯.৯১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা অর্থবছর ১৯-এ ১১.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল । উল্লেখ্য, ক্রয়কৃত ও বাট্টাকৃত বিলসমূহ অর্থবছর ১৯-এর ৮.৪০ শতাংশ বৃদ্ধির বিপরীতে অর্থবছর ২০-এ ৬৬.১৩ বিলিয়ন টাকা বা ২১.৬৩ শতাংশ হ্রাস পায়। ব্যাংক ঋণ ও এর উপাদানসমূহের ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি সারণি ৪.৪-এ দেখানো হলো।

সারণি ৪.৪ ব্যাংক ঋণ* ও এর উপাদানসমূহের ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

তারিখ	আগামসমূহ	বিলসমূহ	মোট
৩০ জুন ১৯	৯৭৩৬.১৪ (৯৬.৯৬)	৩০৫.৬৮ (৩.০৪)	১০০৪১.৮১
৩০ সেপ্টেম্বর ১৯	৯৮১৮.৪৭ (৯৭.১০)	২৯৩.৬০ (২.৯০)	১০১১২.০৭
৩১ ডিসেম্বর ১৯	১০২৩০.৬৪ (৯৭.২৪)	২৯০.২৯ (২.৭৬)	১০৫২০.৯৩
৩১ মার্চ ২০	১০৪০০.৯৮ (৯৭.৬২)	২৫৩.৬৩ (২.৩৮)	১০৬৫৪.৬১
৩০ জুন ২০	১০৭০০.৫৩ (৯৭.৮১)	২৩৯.৫৫ (২.১৯)	১০৯৪০.০৭

বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো মোট ব্যাংক ঋণের স্থিতির শতকরা অংশ নির্দেশক।
* বৈদেশিক বিল এবং আন্তঃব্যাংক ঋণ বাদে
উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৪.৫ ব্যাংক আমানত*: ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি- অর্থবছর ২০

(বিলিয়ন টাকা)

তারিখ	তলবি আমানত	মেয়াদি আমানত	সরকারি আমানত	মোট আমানত
৩০ জুন ১৯	১১৮২.১৮	৯৪৬৩.১৮	৮২৭.৭৯	১১৪৭৩.১৫
৩০ সেপ্টে ১৯	১১২১.৭৯	৯৮১০.৬১	৭৬৯.২৯	১১৭০১.৬৯
৩১ ডিসে ১৯	১১৮৪.৮৩	১০১৮৪.৯৭	৮৪৯.৮৪	১২২১৯.৬৪
৩১ মার্চ ২০	১১৬৭.০৪	১০১৯৭.১৪	৮৪৬.৪৩	১২২১০.৬০
৩০ জুন ২০	১৩৫৫.২৮	১০৪৫৪.৭১	৮৮০.৯৯	১২৬৯০.৯৯

*আন্তঃব্যাংক ও রেস্ট্রিকটেড আমানত বাদে ।
উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৪.৬ তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হারের গতিধারা

খাত	জুন শেষে (শতকরা হার)					
	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
আমানত	৬.৮০	৫.৫৪	৪.৮৪	৫.৫০	৫.৪৩	৫.০৬
আগাম	১১.৬৭	১০.৩৯	৯.৫৬	৯.৯৫	৯.৫৮	৭.৯৫
ব্যাপ্তি	৪.৮৭	৪.৮৫	৪.৭২	৪.৪৫	৪.১৫	২.৮৯

উৎস: পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৪.৫ তফসিলি ব্যাংকসমূহের ভারীত গড় সুদের হারের গতিধারা

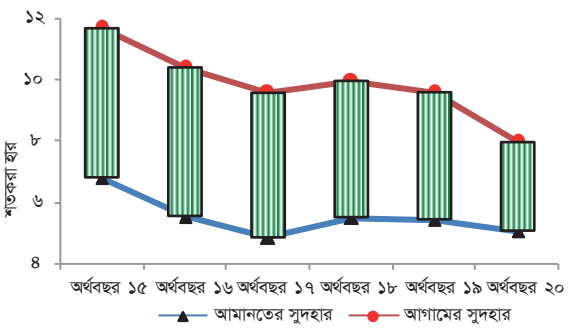

উৎস: পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংক আমানত

৪.১১ অর্থবছর ২০-এ ব্যাংক আমানত (আন্তঃব্যাংক আমানত বাদে) ১২১৭.৮৪ বিলিয়ন টাকা বা ১০.৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৬৯০.৯৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৯-এ ৯.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সব ধরনের আমানত বৃদ্ধির কারণে আলোচ্য অর্থবছরে মোট ব্যাংক আমানত উল্লিখিত হারে বৃদ্ধি পায়। তলবি আমানত ১৭৩.১১ বিলিয়ন টাকা বা ১৪.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ১৩৫৫.২৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যেখানে অর্থবছর ১৯-এ তা ৪.৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মেয়াদি আমানত ৯৯১.৫৩ বিলিয়ন টাকা বা ১০.৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ১০৪৫৪.৭১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৯-এ তা ১০.৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সরকারি আমানত ৫৩.২ বিলিয়ন টাকা বা ৬.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ৮৮০.৯৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যেখানে অর্থবছর ১৯-এ তা ৯.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্যাংক আমানতের ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি সারণি ৪.৫-এ দেখানো হলো।

ঋণ/আমানত অনুপাত

৪.১২ বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ বাদে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ/আমানত অনুপাত জুন ২০১৯ এর ০.৮৮ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২০ শেষে ০.৮৬ এ দাঁড়ায়। ঋণ/আমানত অনুপাতে কিছুটা হ্রাস নির্দেশ করে যে, ঋণ বৃদ্ধির তুলনায় আমানত বৃদ্ধি বেশি ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণ

৪.১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ আলোচ্য অর্থবছরে ১৪৯.৩০ বিলিয়ন টাকা বা ৪২.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালের জুন শেষে ৫০৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ৯.৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্যাংক বহির্ভূত উৎসের পরিবর্তে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের অধিক মাত্রায় ঋণ গ্রহণ এবং মহামারি করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে আমানতকারীগণ কর্তৃক মাত্রাতিরিক্ত নগদ অর্থ উত্তোলনের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ অধিক হারে বৃদ্ধি পায়।

সারণি ৪.৭ নির্বাচিত কিছু তারল্য নির্দেশক

(শতকরা হার)

তারিখ	এডিআর (ADR)	এলসি আর (LCR)	এনএস এফআর (NSFR)	আন্তঃ ব্যাংক সুদের হার	ঋণ আমানত অনুপাত
৩০ জুন ২০১৯	৭৭.৪৯	১৭৭.২৮	১১১.৫৬	৪.৫৪	০.৮৮
৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯	৭৬.৫৮	১৮৭.৭৯	১১২.৭০	৫.০২	০.৮৬
৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	৭৭.৩৪	২০০.৫০	১১১.২৪	৫.০৭	০.৮৬
৩১ মার্চ ২০২০	৭৭.৭৭	১৯২.৫৫	১০৯.৭৫	৫.১৭	০.৮৭
৩০ জুন ২০২০	৭৬.২২	২১৩.৫২	১১০.৫৭	৫.০২	০.৮৬

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৪.৮ ব্যাংকে বিরাজমান উদ্বৃত্ত তরল সম্পদের পরিমাণ

(শতকরা হার)

তারিখ	সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক সমূহ	বিশেঃ ব্যাংক সমূহ	বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক (ইসলামী ব্যাংক ব্যতীত)	ইসলামী ব্যাংকসমূহ	বিদেশী ব্যাংকসমূহ	সর্বমোট
৩০ জুন ২০১৯	৩৯৭.০৩	০.০০	২৭৪.৬৪	৫৮.৩৭	১২৬.১২	৮৫৬.১৬
৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯	৩৩০.৬১	০.০০	৩৫৬.১৭	৬০.৫৮	১৪২.১৮	৮৮৯.৫৪
৩১ ডিসেম্বর ২০১৯	৪২৫.৫৮	০.০০	৩৯৯.৯৪	৮৭.২৮	১৪৪.০৯	১০৫৬.৮৯
৩১ মার্চ ২০২০	৩৬৮.১৮	০.০০	৩৪০.২৬	৬১.৬৩	১২৯.৩০	৮৯৯.৩৭
৩০ জুন ২০২০	৫৪৬.৭৩	০.০০	৫৫৬.৮৫	৯৩.৫২	১৯৮.৬৮	১৩৯৫.৭৮

এডিআর (ADR)এবং আন্তঃ ব্যাংক সুদের হার শতকরায় দেখানো হয়েছে।
উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জমা এবং তাদের নিজস্ব ভল্টে রক্ষিত তহবিল

৪.১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকসমূহের গচ্ছিত জমার পরিমাণ ৭.৫৮ বিলিয়ন টাকা বা ১.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালের জুন শেষে ৭৫৭.৬৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ৩.৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অর্থবছর ২০-এ তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিজস্ব ভল্টে রক্ষিত টাকার পরিমাণ ১.২ বিলিয়ন টাকা বা ০.৭৫ শতাংশ হ্রাস পায় এবং জুন ২০২০ শেষে ১৫৯.৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৯-এ ১৪.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (সিআরআর)

৪.১৫ কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত তারল্য যোগান বর্ধিতকরণের

লক্ষ্যে অর্থবছর ২০-এ তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য নগদ জমার হার (সিআরআর) দুই দফায় ১৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ব্যাংকসমূহের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের ৪.০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৫ এপ্রিল,২০২০ হতে ব্যাংকসমূহকে দ্বি-সাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে ৪.০ শতাংশ হারে নগদ তহবিল সংরক্ষণ করতে হয়, তবে শর্ত থাকে যে, এ জমার হার দৈনিক ভিত্তিতে কোনোক্রমেই ৩.৫ শতাংশের কম হতে পারবে না মর্মে নির্দেশনা রয়েছে।

সংবিধিবদ্ধ তরল সম্পদ হার (এসএলআর)

৪.১৬ ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (২) এর সংশোধনী অনুযায়ী ব্যাংকসমূহকে সংবিধিবদ্ধ তরল সম্পদের হার (এসএলআর) পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। এ প্রেক্ষাপটে, (ক) প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে সিআরআর এর অতিরিক্ত নগদ জমাসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংবিধিবদ্ধ তরল সম্পদ সংরক্ষেণের হার দৈনিক ভিত্তিতে তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের ১৩.০ (তের) শতাংশের কম হতে পারবে না এবং (খ) শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে তা ৫.৫ (সাড়ে পাঁচ) শতাংশের কম হতে পারবে না মর্মে নির্দেশনা রয়েছে, যা ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে কার্যকর হয় এবং অর্থবছর ২০-এও তা অপরিবর্তিত থাকে।

ব্যাংক রেট

৪.১৭ ২০০৩ সালের ৬ নভেম্বর হতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এবং রিভার্স রেপো ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণে ব্যাংক রেটের ব্যবহার অনেকটা সীমিত হয়ে আসে। তবে, ব্যাংক রেট প্রধানত ব্যাংকসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দিতে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সিআরআর এবং এসএলআর পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য দণ্ড সুদ আরোপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাংক রেট অর্থবছর ২০-এ ৫.০ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকে।

চার্ট ৪.৬ তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম-অর্থবছর ২০২০

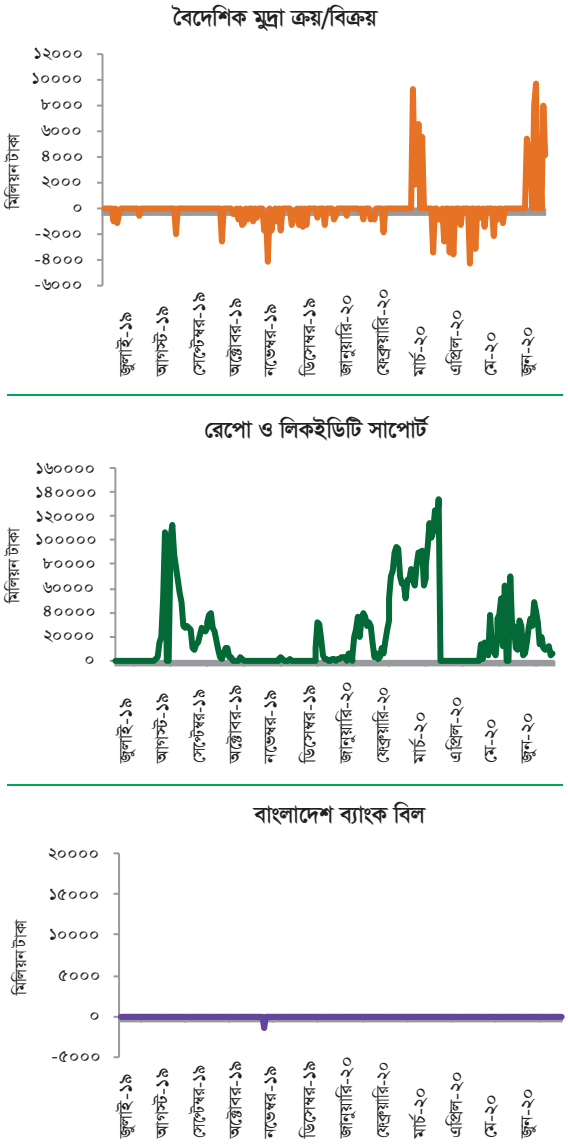

উৎস: মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

আমানত ও ঋণের উপর সুদের হার

৪.১৮ আমানত ও ঋণের সুদের হারের ব্যাপ্তি (Spread) হ্রাসের মাধ্যমে ব্যাংকসমূহের ঋণের সুদের হার যৌক্তিকীকরণ এবং ব্যাংকসমূহের মধ্যস্থতা দক্ষতা (Intermediation Efficiency) বর্ধিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অর্থবছর ২০-এ অব্যাহত

ছিল। ফলশ্রুতিতে, অর্থবছর ২০-এর শেষদিকে আমানত ও ঋণের সুদের হার-উভয়ই নিম্নমুখী ছিল। ০১ এপ্রিল ২০২০ হতে কার্যকরভাবে ব্যাংকসমূহের ঋণদান ও বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার যৌক্তিকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত নির্দেশনার কারণে ব্যাংকসমূহের মধ্যস্থতা দক্ষতা নিরূপনের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত আমানত ও ঋণের সুদের হারের ব্যাপ্তি এপ্রিল ২০২০ হতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পায়। জাতীয় সঞ্চয়পত্র ইস্যুকরণে শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক আরোপিত কঠোর বিধিবিধানের কারণে আমানত ও ঋণের সুদের হারের ব্যবধান হ্রাসের পাশাপাশি ব্যাংকসমূহের আমানত ও আগাম উভয়ই অর্থবছর ২০-এ ঊর্ধ্বমুখী ধারায় ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতির আওতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং ঋণদানের সুদের হার/মুনাফার উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের দিক-নির্দেশনার কারণে সুদের হারের ব্যাপ্তি (আমানত ও আগামের সুদের হারের ব্যবধান) অর্থবছর ১৯-এর ৪.১৫ শতাংশ হতে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ২.৮৯ শতাংশে দাঁড়ায়। সারণি ৪.৬ এবং চার্ট ৪.৫ এ অর্থবছর ১৫ থেকে অর্থবছর ২০ পর্যন্ত সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আগাম ও আমানতের ভারীত গড় সুদের হার এবং এ দুই হারের ব্যাপ্তি দেখানো হলো।

তারল্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো

৪.১৯ বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান মুদ্রানীতি ব্যবস্থা তারল্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো, বিশেষ করে আন্তঃব্যাংক (কল মানি) সুদের হার, দীর্ঘমেয়াদি সুদের হার এবং বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা রক্ষা করা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তরান্বিতকরণের পাশাপাশি মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে মুদ্রানীতির হাতিয়ারসমূহ ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রিজার্ভ মুদ্রাকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রাখার চেষ্টা করে।

৪.২০ প্রত্যাশার চেয়ে কম রাজস্ব আদায় এবং জাতীয় সঞ্চয়পত্র বিক্রিতে স্থবিরতার কারণে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) সম্পর্কিত ব্যয় মেটাতে সরকার অর্থবছর ২০-এ ব্যাংক বহির্ভূত উৎসের পরিবর্তে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে অধিক ঋণ গ্রহণ করে। ফলে, ব্যাংক ব্যবস্থায় ঋণের চাহিদা উচ্চ থাকে বিশেষকরে অর্থবছর ২০-এর প্রথমার্ধে, এবং অতিরিক্ত তরল সম্পদের (সিআরআর ও এসএলআর এর অতিরিক্ত) পরিমাণও এই সময়ে পরিমিত থাকে। অধিকন্তু, বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রাবাজারে তারল্য প্রবাহ বর্ধিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের নীতি পদক্ষেপ; যেমন-সিআরআর হ্রাস, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয়, ৩৬০-দিন পর্যন্ত দীর্ঘ-মেয়াদি রেপো সুবিধা প্রবর্তনের পাশাপাশি মুদ্রাবাজারে তারল্য সুবিধা সম্প্রসারণে বিভিন্ন ধরনের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গ্রহণ করে। ফলে, জুন ২০২০ শেষে তফসিলি ব্যাংকসমূহে অতিরিক্ত তরল সম্পদের পরিমাণ (সিআরআর ও এসএলআর এর অতিরিক্ত) বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৯৫.৭৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যদিও ব্যাংক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত এ তরল সম্পদের সিংহভাগই সরকারি সিকিউরিটিজে রক্ষিত ছিল।

৪.২১ বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি পদক্ষেপের পাশাপাশি অর্থবছর ২০-এর শেষ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাজার হতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের ফলে মুদ্রা ও বৈদেশিক বিনিময় বাজারে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় থাকে, যা আন্তঃব্যাংক কলমানি রেটকে রেপো ও রিভার্স রেপো রেটের করিডোরের মধ্যে স্থিতিশীল রাখতে এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারকে প্রতিযোগিতামূলক রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ব্যাংকিং খাতের অর্জন, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংকসমূহের তদারকি

৫.১ বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব অর্থবছর ২০-এর শেষ চার মাসে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সার্বিক পরিস্থিতি ও কর্মক্ষমতার উপর বিশেষ নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ও বিস্তার প্রতিহত করার লক্ষ্যে গৃহীত লকডাউনের কারণে বিশ্বের প্রায় সমস্ত বৃহৎ আর্থিক বাজার লক্ষ্যণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই মহামারির বিস্তার ঠেকাতে দেশব্যাপী গৃহীত ৬৬ দিনের লকডাউনের কারণে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ রপ্তানি আয়ও হারিয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকসমূহের জন্য ঋণের সুদহারের পূর্ব-ঘোষিত সিলিংও এপ্রিল ২০২০ সাল হতে কার্যকর করা হয়। ফলে আর্থিক বাজারের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিস্থিতি গোটা ব্যাংকিং খাতের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ্য, লকডাউনের মধ্যেও দেশের তফসিলি ব্যাংকসমূহ প্রতি কার্যদিবসে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গ্রাহকদেরকে নিয়মিত ব্যাংকিং সেবা প্রদান করার জন্য তৎপর ছিল। এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থিতিশীল রাখতে এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পুনরুদ্ধারে তাদের অবদানকে অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই একাধিক বিচক্ষণ নীতিমালা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে, ব্যাংকিং খাতে পর্যাপ্ত তারল্য নিশ্চিত করতে প্রবিধানগত তারল্য অনুপাতসমূহ পুনঃনির্ধারণ, লকডাউনকালে সম্মুখসারির কর্মী হিসেবে ব্যাংক কর্মকর্তাদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাসহ যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ বজায় রেখে সীমিত আকারে ব্যবসায়িক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সংক্রান্ত বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা জারি, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত বিধিসমূহের সহজিকরণ, ঋণ শ্রেণিকরণ নীতিমালা সাময়িক শিথিলকরণ, অর্থনীতির বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের বাস্তবায়ন, উক্ত প্যাকেজসমূহে তারল্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম পরিচালনা এবং মূলধন বাজারে বিনিয়োগের জন্য বিশেষ তহবিল চালুকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, তদারকি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সারা বছর ধরে নিয়মিত এবং বিশেষ সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ব্যাংকসমূহে যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্ষদ পর্যায়ে গঠিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। অধিকন্তু, তারল্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ তদারকির ফলে আলোচ্য অর্থবছর শেষে ব্যাংকিং খাতে সামগ্রিকভাবে পর্যাপ্ত তারল্য বজায় ছিল। এছাড়া, ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক

সারণি ৫.১ ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো, সম্পদ এবং আমানত

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১৮						২০১৯					
	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানত	মোট আমানতের শতকরা অংশ	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানত	মোট আমানতের শতকরা অংশ
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৬	৩৭৪৬	৩৭৩২.২	২৫.৬	২৮৬৮.৪	২৬.৬	৬	৩৭৭৩	৩৯৯৫.৪	২৪.৫	৩০৩৮.৬	২৫.০
বিশেষায়িত	৩	১৪১২	৩২৪.০	২.২	২৮৬.০	২.৬	৩	১৪৮৩	৩৫৭.৫	২.২	৩১২.৭	২.৬
বেসরকারি	৪১	৫০৬০	৯৭৬৯.৭	৬৭.০	৭১২৭.২	৬৬.০	৪১	৫২৫৭	১১০৪৮.২	৬৭.৮	৮২৬৯.৬	৬৮.১
বিদেশি	৯	৬৮	৭৪৭.১	৫.২	৫১৭.২	৪.৮	৯	৬৫	৮৯৭.২	৫.৫	৫২৪.৪	৪.৩
মোট	৫৯	১০২৮৬	১৪৫৭২.৯	১০০	১০৭৯৮.৭	১০০	৫৯	১০৫৭৮	১৬২৯৮.৪	১০০	১২১৪৫.২	১০০

নোট : ব্যাংকসমূহকে (বিকেবি এবং রাকাব ব্যতীত) ইংরেজি পঞ্জিকা বছর ভিত্তিক স্থিতিপত্র (ব্যালেন্স শীট) প্রস্তুত করে বছরান্তে তাদের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র দাখিল করতে হয়। সে জন্য ব্যাংকসমূহের তথ্য ৩১ ডিসেম্বর ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে।

উৎস: বিআরপিডি এবং ডিওএস, বাংলাদেশ ব্যাংক

চার্ট ৫.১ ব্যাংকিং খাতে সমন্বিত সম্পদ

(বিলিয়ন টাকা)

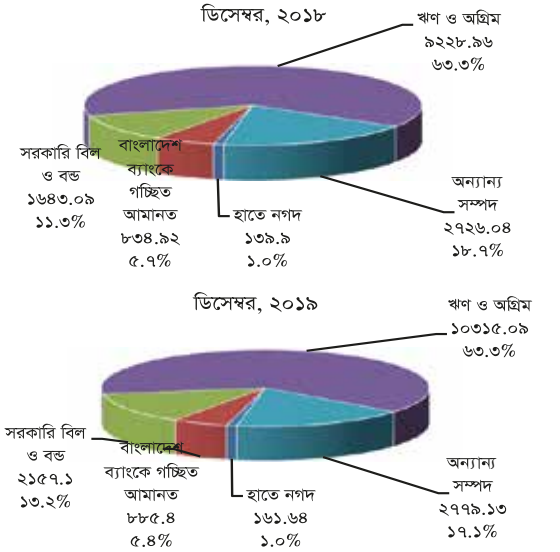

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৫.২ ব্যাংকিং খাতে সমন্বিত দায়

(বিলিয়ন টাকা)

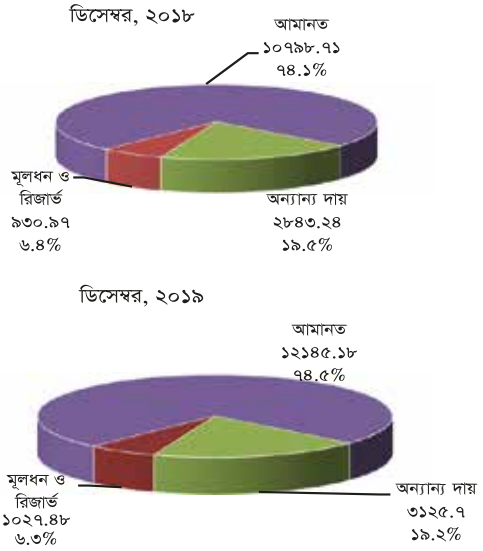

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অর্থবছর ২০ শেষে, ব্যাংকিং খাতের মোট শ্রেণিকৃত ঋণের হার এবং মূলধন পর্যাপ্ততার হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৯.৫৬ এবং ১১.৬৩ ভাগ।

ব্যাংকিং খাতের কাঠামো ও অর্জন

৫.২ মালিকানার ভিত্তিতে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে মোট চার ধরনের তফসিলি ব্যাংক রয়েছে। এগুলো হলো: রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (এসসিবি), রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (এসবি), বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (পিসিবি) এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক (এফসিবি)। ২০১৯ সালে বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৯টি-তে। আলোচ্য সময়ে দুইটি নতুন তফসিলি ব্যাংক (প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ও কমিউনিটি ব্যাংক) লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া, বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক নামে নতুন আর একটি তফসিলি ব্যাংক ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করার জন্য অনুমোদন লাভ করেছে। সারণি ৫.১ হতে দেখা যায় যে, ব্যাংকসমূহের শাখার মোট সংখ্যা ২০১৮ সালের ১০,২৮৬টি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ১০,৫৭৮টি-তে উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে, ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভিত্তিতে (প্রচলিত ধারা ও ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক) ব্যাংকিং খাতে মোট তিন ধরনের তফসিলি ব্যাংক রয়েছে। এগুলো হলো: সম্পূর্ণ প্রচলিত ধারার ব্যাংক, সম্পূর্ণ ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক এবং প্রচলিত ও ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক মিশ্র ধারার ব্যাংক। ব্যাংকের ধরন অনুসারে ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো এবং দায়-সম্পদের অংশভিত্তিক চিত্র সারণি ৫.১-এ দেখানো হলো।

৫.৩ ২০১৯ সালে ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের মধ্যে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সম্পদের পরিমাণ ছিল শতকরা ২৪.৫ ভাগ, যা ২০১৮ সালে ছিল শতকরা ২৫.৬ ভাগ। বেসরকারি ব্যাংকসমূহের মোট সম্পদ ২০১৮ সালের শতকরা ৬৭.০ ভাগ হতে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে শতকরা ৬৭.৮ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালে বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ধারণকৃত মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল শতকরা ৫.৫ ভাগ, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ০.৩ ভাগ বেশি। ২০১৯ সালে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের

মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল শতকরা ২.২ ভাগ, যা ২০১৮ সালেও একই ছিল। সার্বিকভাবে ডিসেম্বর ২০১৯ সালে ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৬২৯৮.৪ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১১.৮৪ ভাগ বেশি (সারণি-৫.১)।

৫.৪ সারণি-৫.১ হতে আরও দেখা যায়, ব্যাংকসমূহের মোট আমানত ২০১৮ সালের ১০৭৯৮.৭ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ১২.৪৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ১২১৪৫.২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ ২০১৮ সালের শতকরা ২৬.৬ ভাগ হতে সামান্য হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে শতকরা ২৫.০ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আমানত ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ৬৮.১ ভাগে দাঁড়িয়েছে, যা ২০১৮ সালে ছিল শতকরা ৬৬.০ ভাগ। বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আমানত গত বছরের শতকরা ৪.৮ ভাগ হতে সামান্য হ্রাস পেয়ে শতকরা ৪.৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের আমানতের পরিমাণ ছিল শতকরা ২.৬ ভাগ যা ২০১৮ সালেও একই ছিল।

শাখাভিত্তিক ব্যাংকসমূহের নেটওয়ার্ক

৫.৫ ২০১৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ৫৯টি তফসিলি ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ছিল ১০,৫৭৮টি (পরিশিষ্ট ৪, সারণি-১৩), তন্মধ্যে গ্রাম্য শাখার সংখ্যা শতকরা ৪৮.৫১ ভাগ (৫১৩১টি) শাখা এবং অবশিষ্ট শাখাগুলি (৫৪৪৭টি বা শতকরা ৫১.৪৯ ভাগ) শহর অঞ্চলে অবস্থিত। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট গ্রাম্য শাখার সংখ্যা ২০১৮টি এবং শহুরে শাখার সংখ্যা ১৭৫৫টি। বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের মোট গ্রাম্য শাখার সংখ্যা ১২০৫টি এবং শহুরে শাখার সংখ্যা ২৭৮টি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট গ্রাম্য শাখার সংখ্যা ১৯০৮টি এবং শহুরে শাখার সংখ্যা ৩৩৪৯টি। বিদেশি ব্যাংকসমূহের মোট শহুরে শাখার সংখ্যা ৬৫টি; তবে তাদের কোনও গ্রাম্য শাখা নেই।

চার্ট ৫.৩ সমন্বিত মূলধন পর্যাপ্ততার গতিধারা

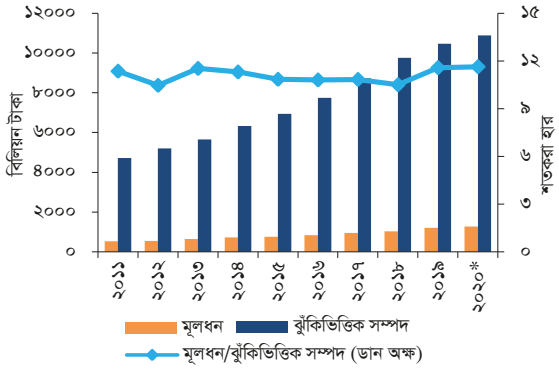

*৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.২ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন ও ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অনুপাতের গতিধারা

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	১১.৭	৮.১	১০.৮	৮.৩	৬.৪	৫.৯	৭.০	১০.৩	৫.০	৬.৯
বিশেষায়িত	-৪.৫	-৭.৮	-৯.৭	-১৭.৩	-৩২.০	-৩৩.৭	-৩২.৮	-৩১.৭	-৩২.০	-৩৬.৫
বেসরকারি	১১.৫	১১.৪	১২.৬	১২.৫	১২.৪	১২.৪	১২.২	১২.৮	১৩.৬	১৩.৩
বিদেশি	২১.০	২০.৬	২০.২	২২.৬	২৫.৬	২৫.৪	২৩.৩	২৫.৯	২৪.৫	২৪.৪
মোট	১১.৪	১০.৫	১১.৫	১১.৩	১০.৮	১০.৮	১০.৮	১২.১	১১.৬	১১.৬

উৎস: ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সমন্বিত স্থিতিপত্র

৫.৬ ২০১৯ সালের ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৬২৯৮.৪ বিলিয়ন টাকা, যা ২০১৮ সালের মোট সম্পদের তুলনায় শতকরা ১১.৮৪ ভাগ বেশি। আলোচ্য বছরে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট সম্পদ শতকরা ৭.০৫ ভাগ এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট সম্পদ শতকরা ১৩.০৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিক সম্পদে ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ১০৩১৫.১ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৬৩.৩ ভাগ), বৈদেশিক মুদ্রাসহ হাতে নগদ তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৬১.৬ বিলিয়ন টাকা; বৈদেশিক মুদ্রাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৮৫.৪ বিলিয়ন টাকা, সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২১৫৭.১ বিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৭৭৯.১ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৫.১)।

৫.৭ অর্থবছর ২০-এ ব্যাংকিং খাতের তহবিলের প্রধান উৎস ছিল আমানত এবং ২০১৯ সালে মোট দায় ও শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির মধ্যে আমানতের (আন্তঃব্যাংক আমানত ব্যতীত) হার ছিল শতকরা ৭৪.৫১ ভাগ। ২০১৯ সালে ব্যাংকসমূহের শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির পরিমাণ ছিল ১০২৭.৫ বিলিয়ন টাকা, যা ২০১৮ সালে ছিল ৯১০.০ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৫.২)।

মূলধন পর্যাপ্ততা

৫.৮ মূলধন পর্যাপ্ততা ব্যাংকসমূহের সার্বিক মূলধন অবস্থা এবং সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতি হতে আমানতকারী ও অন্য পাওনাদারদের সুরক্ষা প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করে। ব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি এবং পরিচালনগত ঝুঁকি মোকাবেলায় সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এটি সাহায্য করে থাকে। ব্যাসেল-৩ গাইডলাইন্স মোতাবেক ব্যাংকসমূহকে ন্যূনতম মূলধন হিসেবে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ১০.০ ভাগ অথবা ৪.০ বিলিয়ন টাকা, এ দু'য়ের মধ্যে যেটি বেশি তা সংরক্ষণ করতে হয়। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর ভিত্তিক হিসাবায়নে ব্যাংকিং খাতের মোট প্রবিধানগত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১২১১.৩৫ বিলিয়ন টাকা, যা জুন ২০২০-এ ১২৬৭.০৯ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে।

৫.৯ সারণি ৫.২ এ ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত (সিআরএআর) দেখানো হয়েছে। ৩০ জুন ২০২০ ভিত্তি তারিখে সমন্বিতভাবে রাষ্ট্র মালিকানাধীন (এসসিবি), বেসরকারি (পিসিবি) এবং বিদেশি ব্যাংকসমূহের (এফসিবি) মূলধন পর্যাপ্ততার হার (সিআরএআর) ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬.৯৩, ১৩.৩১ এবং ২৪.৩৫ ভাগ। ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ভিত্তিতে ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা (এমসিআর) সংরক্ষণে বিশেষায়িত ব্যাংক দুটি (এসবি) ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়াও ৪টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক এবং ৩টি বেসরকারি ব্যাংক প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। জুন ২০২০-এ ব্যাংকিং খাতের সার্বিক মূলধন পর্যাপ্ততার হার (সিআরএআর) ছিল শতকরা ১১.৬৩ ভাগ (চার্ট-৫.৩)।

চার্ট ৫.৪ একীভূত শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের তুলনামূলক অবস্থা

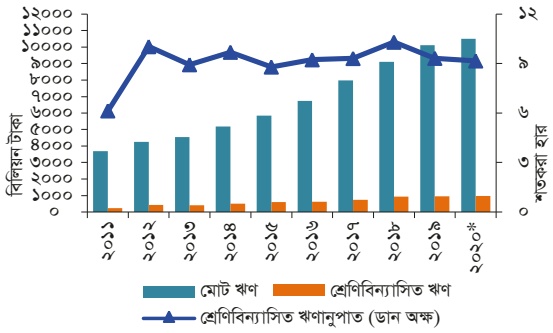

*৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.৩ (ক) ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত (শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র										
মালিকানাধীন	১১.৩	২৩.৯	১৯.৮	২২.২	২১.৫	২৫.০	২৬.৫	৩০.০	২৩.৯	২২.৭
বিশেষায়িত	২৪.৬	২৬.৮	২৬.৮	৩২.৮	২৩.২	২৬.০	২৩.৪	১৯.৫	১৫.১	১৫.৯
বেসরকারি	২.৯	৪.৬	৪.৫	৪.৯	৪.৯	৪.৬	৪.৯	৫.৫	৫.৮	৫.৯
বিদেশি	৩.০	৩.৫	৫.৫	৭.৩	৭.৮	৯.৬	৭.০	৬.৫	৫.৭	৫.৫
মোট	৬.১	১০.০	৮.৯	৯.৭	৮.৮	৯.২	৯.৩	১০.৩	৯.৩	৯.২

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.৩ (খ) ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট নিট ঋণের অনুপাত (শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র										
মালিকানাধীন	-০.৩	১২.৮	১.৭	৬.১	৯.২	১১.১	১১.২	১১.৩	৬.১	৩.২
বিশেষায়িত	১৭.০	২০.৪	১৯.৭	২৫.৫	৬.৯	১০.৫	৯.৭	৫.৭	৩.০	২.৭
বেসরকারি	০.২	০.৯	০.৬	০.৮	০.৬	০.১	০.২	০.৪	-০.১	-০.৫
বিদেশি	-১.৮	-০.৯	-০.৪	-০.৯	-০.২	১.৯	০.৭	০.৭	০.২	-০.৪
মোট	০.৭	৪.৪	২.০	২.৭	২.৩	২.৩	২.২	২.২	১.০	০.২

উৎস: ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সম্পদের গুণগত মান

৫.১০ সম্পদের গুণগত মান নির্ণয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে মোট ঋণের বিপরীতে মোট শ্রেণিকৃত ঋণের হার। ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণের বিপরীতে মোট শ্রেণিকৃত ঋণের হার ছিল শতকরা ৯.৩২ ভাগ। সারণি ৫.৩(ক) থেকে দেখা যায়, বিদেশি ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে এই হার সর্বনিম্ন এবং রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে তা

সর্বোচ্চ ছিল। ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে বিদেশি ব্যাংকসমূহের মোট ঋণের বিপরীতে শ্রেণিকৃত ঋণের হার ছিল শতকরা ৫.৭৪ ভাগ, যেখানে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে এই হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ২৩.৮৬, ৫.৭৮ এবং ১৫.১৩ ভাগ।

৫.১১ সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের হারে ২০১১ সাল হতে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত মিশ্র ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে [সারণি-৫.৩ (ক)]। ২০১১ সালে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের হার ছিল শতকরা ৬.১ ভাগ যা ২০১২ সালে নতুন ঋণ শ্রেণিকরণ নীতি গ্রহণের ফলে লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় (শতকরা ১০ ভাগ) । ২০১৩ সাল থেকে ব্যাংকিং খাতের শ্রেণিকৃত ঋণের হারে মিশ্র প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং তা ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে শতকরা ৯.৩২ ভাগে দাঁড়ায়। জুন ২০২০ শেষে এই হার শতকরা ৯.১৬ ভাগে দাঁড়িয়েছে [সারণি-৫.৩(ক); চার্ট-৫.৪]।

৫.১২ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের নিকট বিপুল পরিমাণ শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ বিদ্যমান থাকার কারণসমূহের মধ্যে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়নে অদক্ষতা এবং বিতরণকৃত ঋণের অপর্যাপ্ত তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ অন্যতম। তবে, ব্যাংকসমূহের ঋণ আদায় পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ (যেমন- আদায় ইউনিট শক্তিশালীকরণ, বিশেষ আদায় কার্যক্রম চালুকরণ ইত্যাদি) গ্রহণের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করেছে। এছাড়া, ব্যাংকিং খাতের শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ পুনর্গঠন, পুনঃতফসিলিকরণ, ঋণ আদায়, ওয়ান টাইম এক্সিট এবং ঋণ অবলোপন সংক্রান্ত বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৫.১৩ সারণি ৫.৩(খ)-এ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিকৃত ঋণ ও মোট নিট ঋণের অনুপাত দেখানো হয়েছে। উক্ত সারণি অনুযায়ী, ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের প্রভিশন ও স্থগিত সুদ

সারণি ৫.৪ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৯১.৭	২১৫.২	১৬৬.১	২২৭.৬	২৭২.৮	৩১০.৩	৩৭৩.৩	৪৮৭.০	৪৩৯.৯	৪২৯.৪
বিশেষায়িত	৫৬.৫	৭৩.৩	৮৩.৬	৭২.৬	৪৯.৭	৫৬.৮	৫৪.৩	৪৭.৯	৪০.৬	৪৫.২
বেসরকারি	৭২.০	১৩০.৪	১৪৩.১	১৮৪.৩	২৫৩.৩	২৩০.৬	২৯৪.০	৩৮১.৪	৪৪১.৭	৪৬৫.৯
বিদেশি	৬.৩	৮.৫	১৩.০	১৭.১	১৮.২	২৪.১	২১.৫	২২.৯	২১.০	২০.৬
মোট	**২২৬.৪**	**৪২৭.৩**	**৪০৫.৮**	**৫০১.৬**	**৫৯৪.০**	**৬২১.৮**	**৭৪৩.১**	**৯৩৯.২**	**৯৪৩.৩**	**৯৬১.২**

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.৫ প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন-সকল ব্যাংক

(বিলিয়ন টাকা)

সকল ব্যাংক	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	২২৬.৪	৪২৭.৩	৪০৫.৮	৫০১.৬	৫৯৪.১	৬২১.৭	৭৪৩.০	৯৩৯.১	৯৪৩.৩	৯৬১.২
প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১৪৮.২	২৪২.৪	২৫২.৪	২৮৯.৬	৩০৮.৯	৩৬২.১	৪৪৩.০	৫৭০.৪	৬১৩.২	৬৫৪.০
সংরক্ষিত প্রভিশন	১৫২.৭	১৮৯.৮	২৪৯.৮	২৮১.৬	২৬৬.১	৩০৭.৪	৩৭৫.৩	৫০৪.৩	৬৪৬.৬	৬০৯.০
উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(-)	৪.৬	-৫২.৬	-২.৬	-৭.৯	-৪২.৮	-৫৪.৭	-৬৭.৭	-৬৬.১	-৬৬.৬	-৪৫.০
প্রভিশন সংরক্ষণের হার(%)	১০৩.০	৭৮.৩	৯৯.০	৯৭.২	৮৬.১	৮৪.৯	৮৪.৭	৮৮.৪	৮৯.২	৯৩.১

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সমন্বয়পূর্বক নিট শ্রেণিকৃত ঋণের সাথে নিট ঋণের অনুপাত ছিল শতকরা ১.০২ ভাগ। ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে রাষ্ট্র মালিকানাধীন, বিশেষায়িত, বেসরকারি এবং বিদেশি ব্যাংকসমূহের নিট শ্রেণিকৃত ঋণের সাথে নিট ঋণের অনুপাত ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬.১২, ৩.০০, -০.০৭ ও ০.১৯ ভাগ। জুন ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতে নিট শ্রেণিকৃত ঋণের সাথে নিট ঋণের অনুপাত শতকরা ০.১৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

৫.১৪ সারণি ৫.৪-এ চার ধরনের তফসিলি ব্যাংকের ২০১১ সাল হতে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। উক্ত সারণি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১১ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিদেশি ব্যাংকসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৪৮.২ বিলিয়ন টাকা, ৩৬৯.৭ বিলিয়ন টাকা এবং ১৪.৭ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ২০১১ সালের ৫৬.৫ বিলিয়ন টাকা হতে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২০১৯ শেষে ৪০.৫৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। জুন ২০২০ শেষে রাষ্ট্র মালিকানাধীন, বিশেষায়িত, বেসরকারি এবং বিদেশি ব্যাংকসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল

যথাক্রমে ৪২৯.৪, ৪৫.২, ৪৬৫.৯ এবং ২০.৬ বিলিয়ন টাকা এবং সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ৯৬১.২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

৫.১৫ সারণি ৫.৫-এ ২০১১ সাল থেকে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত ব্যাংকসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের মোট পরিমাণ এবং প্রয়োজনীয় প্রভিশন ও রক্ষিত প্রভিশন দেখানো হয়েছে। উক্ত সারণি অনুযায়ী, ২০১১ সাল ব্যতীত অন্যান্য বছরগুলোতে ব্যাংকসমূহ সামগ্রিকভাবে শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ২০১১ সালে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক রক্ষিত প্রভিশনের অনুপাত ছিল শতকরা ১০৩ ভাগ। পরবর্তী বছরগুলোতে এই অনুপাত হ্রাস পেয়ে ২০১৭ সালে শতকরা ৮৪.৭ ভাগে দাঁড়ায় যা ২০১৯ সালে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৮৯.১৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। জুন ২০২০ শেষে সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণের হার ছিল ৯৩.১২ ভাগ।

৫.১৬ সারণি ৫.৬-এ চার ধরনের ব্যাংকসমূহের ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০ সালের (জুন পর্যন্ত) প্রভিশনের সর্বশেষ অবস্থার (শ্রেণিকৃত এবং অশ্রেণিকৃত উভয়) একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত সারণি হতে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য ব্যাংক যেমন বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিদেশি ব্যাংকসমূহ ২০১৮ ও ২০১৯ সালে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। জুন ২০২০ শেষেও রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে, রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের প্রভিশন সংরক্ষণের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

৫.১৭ অনাবশ্যক ও কৃত্রিমভাবে স্ফীত আর্থিক বিবরণী পরিহারকল্পে ২০০৩ সালে ঋণ অবলোপনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি সুষম নীতিমালা জারি করা হয়। ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ এতদ্‌বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরও একটি নতুন নীতিমালা জারি করা হয়। উক্ত নীতিমালার শর্তসমূহ মেনে

চার্ট ৫.৫ সকল ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের একীভূত চিত্র

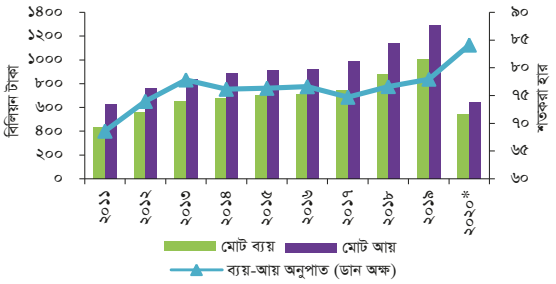

*৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.৬ প্রভিশন পর্যাপ্ততা হারের তুলনামূলক চিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বছর	আইটেম	রাষ্ট্র মালিকানাধীন	বিশেষায়িত	বেসরকারি	বিদেশি
২০১৮	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২৮৯.৩	২৩.৪	২৪১.১	১৬.৬
	সংরক্ষিত প্রভিশন	২১০.৬	২৫.৯	২৫০.২	১৭.৬
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৭২.৮	১১০.৭	১০৩.৮	১০৬.০
২০১৯	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২৭৫.৯	২১.১	৩০০.৬	১৬.০
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১৯৭.৪	২২.৫	৩০৯.৩	১৭.৫
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৭১.৭	১০৬.৭	১০২.৯	১০৯.২
জুন ২০২০	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২৭৬.৯	২৩.৯	৩৩৭.৫	১৫.৯
	সংরক্ষিত প্রভিশন	২১৬.৯	২৫.৩	৩৪৭.৮	১৯.০
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৭৮.৪	১০৫.৮	১০৩.০	১২১.১

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.৭ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	৩০ জুন ১১	৩০ জুন ১২	৩০ জুন ১৩	৩০ জুন ১৪	৩০ জুন ১৫	৩০ জুন ১৬	৩০ জুন ১৭	৩০ জুন ১৮	৩০ জুন ১৯	৩০ জুন ২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৮২.৪	৭২.৯	১০৭.২	১৫৪.৮	২১০.৩	২২০.৪	২২৪.৪	২২৬.২	২৩২.২	১৭৯.৪
বিশেষায়িত	৩২.০	২৪.৫	৩২.৬	৩৪.২	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৫.৮	৩.৮
বেসরকারি	৭৭.১	৬৪.৯	১০৯.৭	১২৭.৭	১৫৫.৫	১৮৯.৪	২১৬.৭	২৪৬.৫	২৯৪.৩	২৩৯.৪
বিদেশি	২.৪	২.৬	৩.৭	৪.৪	৫.১	৭.২	৮.৬	১০.৭	১২.৩	১০.১
মোট	১৯৩.৯	১৬৪.৯	২৫৩.২	৩২১.১	৩৭৬.৫	৪২২.৬	৪৫৫.৩	৪৮৯.০	৫৪৪.৬	৪৩২.৭

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংকসমূহ তাদের মন্দ/ক্ষতি হিসেবে শ্রেণিকৃত ঋণ ও অগ্রিম অবলোপন করতে পারে। সারণি ৫.৭-এ ব্যাংকসমূহের মন্দ ঋণের বিপরীতে মোট অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

৫.১৮ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি শক্তিশালীকরণ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পরিমাপের প্রত্যক্ষ

কোনও মাপকাঠি না থাকলেও মোট আয়-ব্যয় অনুপাত, পরিচালন ব্যয় ও মোট ব্যয় অনুপাত, কর্মচারীদের মাথাপিছু আয় ও পরিচালন ব্যয় এবং সুদ হারের ব্যবধান ইত্যাদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অধিকন্তু, ব্যবস্থাপনার গুণগত মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম এবং উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও নেতৃত্ব, ব্যাংকিং আইন/বিধি-বিধানের সঠিক পরিপালন, কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

৫.১৯ সারণি ৫.৮ থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে ব্যাংকিং খাতের ব্যয়-আয়ের অনুপাত ছিল শতকরা ৭৮.০ ভাগ। ২০১৯ সালে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের ব্যয়-আয়ের অনুপাত ছিল সর্বোচ্চ (শতকরা ১৫৯.৮ ভাগ), যার মূল কারণ ছিল উচ্চ পরিচালন ব্যয়। একই সময়ে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের অনুপাত ছিল যথাক্রমে শতকরা ৮৪.৯ ভাগ, ৭৭.৬ ভাগ ও ৪৮.৮ ভাগ। ২০১৮ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিদেশি ব্যাংক ব্যতীত রাষ্ট্র মালিকানাধীন, বেসরকারি ও বিশেষায়িত ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের অনুপাতে ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। জুন ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতের ব্যয়-আয়ের অনুপাত দাঁড়িয়েছে শতকরা ৮৪.১০ ভাগ। ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের অনুপাত বিশেষ করে মোট ব্যয়ের তুলনায় পরিচালন ব্যয়ের ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা তাদের নিট মুনাফা ও কর্মদক্ষতা হ্রাসের পরিচায়ক। চার্ট ৫.৫-এ সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের ব্যয়-আয় অনুপাতের চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

মুনাফা ও উপার্জনশীলতা

৫.২০ উপার্জনশীলতা এবং মুনাফা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকলেও সবচেয়ে ভালো এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সূচক হচ্ছে সম্পদের উপর আয় হার, ইক্যুইটির উপর আয় হার এবং নিট সুদ মার্জিন।

৫.২১ ব্যাংকের ধরনভেদে সম্পদের উপর আয় হার (ROA) এবং ইক্যুইটির উপর আয় হার (ROE) দ্বারা পরিমাপকৃত উপার্জন ক্ষমতার মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সারণি ৫.৯-এ ২০১১ সাল হতে ২০২০

চার্ট ৫.৬ সমন্বিত উপার্জনশীলতা-সকল ব্যাংক

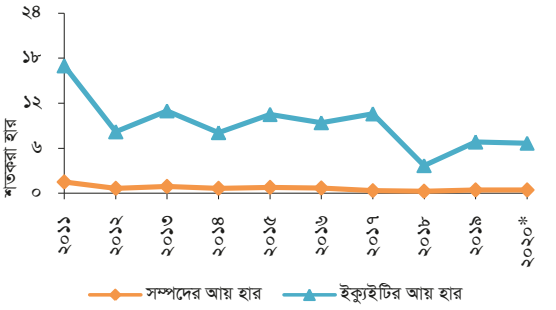

*৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.৮ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৬২.৭	৭৩.২	৮৪.১	৮৪.১	৮৪.৫	৯০.২	৮১.৩	৮০.৫	৮৪.৯	৮৫.৮
বিশেষায়িত	৮৮.৬	৯১.২	৯৪.৮	৯৯.৫	১১৩.৯	১৩৭.৮	১২৪.০	১৪৪.৬	১৫৯.৮	১৮৯.০
বেসরকারি	৭১.৭	৭৬.০	৭৭.৯	৭৫.৮	৭৫.৫	৭৩.৫	৭৩.৮	৭৬.৭	৭৭.৬	৮২.৬
বিদেশি	৪৭.৩	৪৯.৬	৫০.৪	৪৬.৮	৪৭.০	৪৫.৭	৪৬.৬	৪৭.৫	৪৮.৮	৪৫.৫
মোট	৬৮.৬	৭৪.০	৭৭.৮	৭৬.১	৭৬.৩	৭৬.৬	৭৪.৭	৭৬.৬	৭৮.০	৮৪.১

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সালের জুন পর্যন্ত চার ধরনের ব্যাংকের সম্পদের উপর আয় হার (ROA) এবং ইক্যুইটির উপর আয় হার (ROE) দেখানো হয়েছে। এ সূচকসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের সম্পদের উপর আয় হার (ROA) ছিল ব্যাংকিং খাতের গড় শতকরা হারের নিচে। ২০১৯ সালে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্পদের উপর আয় হার (ROA) কিছুটা উন্নত হয় : (শতকরা-০.৬১ ভাগ) যা ২০১৮ সালে ছিল শতকরা -১.৩০ ভাগ। অন্যদিকে, ২০১২ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সম্পদের উপর আয় হার (ROA) এর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৪ সাল হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিদেশি ব্যাংকসমূহের সম্পদের উপর আয় হার (ROA) এর ক্ষেত্রে নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও তা শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে। জুন ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতের সম্পদের উপর আয় হার (ROA) দাঁড়িয়েছে শতকরা ০.৪২ ভাগ।

সারণি ৫.৯ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	সম্পদের আয় হার (ROA)										ইক্যুইটির আয় হার (ROE)									
	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	১.৩	-০.৬	০.৬	-০.৬	০.০	-০.২	০.২	-১.৩	-০.৬	০.০৪	১৯.৭	-১১.৯	১০.৯	-১৩.৫	-১.৫	-৬.০	৩.৫	-২৯.৬	-১৩.৭	০.৮
বিশেষায়িত	০.১	০.১	-০.৪	-০.৭	-১.২	-২.৮	-০.৬	-২.৮	-৩.৩	-৫.১	-০.৯	-১.১	-৫.৮	-৬.০	-৫.৮	-১৩.৯	-৩.১	-১৩.৫	-১৭.০	-২২.৯
বেসরকারি	১.৬	০.৯	১.০	১.০	১.০	১.০	০.৯	০.৮	০.৮	০.৬	১৫.৭	১০.২	৯.৮	১০.৩	১০.৮	১১.১	১২.০	১১.০	১১.২	৮.৫
বিদেশি	৩.২	৩.৩	৩.০	৩.৪	২.৯	২.৬	২.২	২.২	২.৩	২.২	১৬.৬	১৭.৩	১৬.৯	১৭.৭	১৪.৬	১৩.১	১১.৩	১২.৪	১৩.৪	১৩.৮
মোট	১.৫	০.৬	০.৯	০.৬	০.৮	০.৭	০.৭	০.৩	০.৪	০.৪	১৭.০	৮.২	১১.১	৮.১	১০.৫	৯.৪	১০.৬	৩.৯	৬.৮	৬.৭

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫.২২ সারণি ৫.৯ হতে আরও লক্ষ্য করা যায় যে, ২০১৯ সালে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ইক্যুইটির উপর আয় হার (ROE) দাঁড়িয়েছে শতকরা-১৩.৬৮ ভাগ, যা ২০১৮ সালের (শতকরা-২৯.৬১ ভাগ) তুলনায় কিছুটা ভালো অবস্থানে রয়েছে । ২০১৯ সালে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের ইক্যুইটির উপর আয় হার (ROE) ছিল শতকরা-১৭.০৪ ভাগ। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ইক্যুইটির উপর আয় হার (ROE) কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১১.১৬ ভাগে দাঁড়িয়েছে। বিদেশি ব্যাংকসমূহের ইক্যুইটির উপর আয় হার (ROE) ২০১৪ থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে; তবে ২০১৯ সালে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৩.৪৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে। জুন ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতের ইক্যুইটির উপর আয় হার (ROE) দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬.৬৮ ভাগ। চার্ট ৫.৬-এ ব্যাংকিং খাতের উপার্জনশীলতার চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

৫.২৩ সারণি ৫.১০ হতে দেখা যায় যে, ২০১৯ সালে ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক নিট সুদ মার্জিন (NIM) ছিল শতকরা ৩.১২ ভাগ, যা ২০১৮ সালে ছিল শতকরা ৩.২২ ভাগ। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে সব ধরনের ব্যাংকে নিট সুদ মার্জিন হ্রাস পেয়েছে। সূচকসমূহের বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে, ২০১৯ সালে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিট সুদ মার্জিন ছিল ব্যাংকিং খাতের গড় নিট সুদ মার্জিনের তুলনায় বেশি। ২০১৩ সালে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিট সুদ মার্জিন ঋণাত্মক (-০.৩২ শতাংশ) হলেও ২০১৪ হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এর মিশ্র প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০১৪ সালে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের নিট সুদ মার্জিন

সারণি ৫.১০ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ আয়

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৩.৬৬	১.১৮	-০.৩২	১.৯৬	১.৬২	১.৭৫	১.৯৮	২.৩৫	১.৯৪	১.৮৭
বিশেষায়িত	৩.৭০	২.৯২	১.৯৮	১.৫০	১.৪৩	০.৭৬	২.০৫	০.৬২	০.০১	-০.৯১
বেসরকারি	৩.১৯	৩.০৬	২.৭৭	৪.১১	৩.৮৫	৩.৮৯	৩.৫২	৩.৫৫	৩.৫২	২.৯৫
বিদেশি	৫.৫৭	৫.৫৬	৩.৭৩	৫.৯৮	৬.০৮	৪.৯৯	৪.৩৫	৪.৩০	৪.২১	৪.২১
মোট	৩.৪৮	২.৭৯	২.০২	৩.৫৬	৩.২৮	৩.২৭	৩.১৩	৩.২২	৩.১২	২.৭০

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.১১ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের হার

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরণ	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪*	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৩১.৩	২৯.২	৪৪.৩	৪২.০	৪১.৪	৪০.০	৩০.৪	২৪.৮	২৭.৩	৩০.৮
বিশেষায়িত	৬.৯	১২.০	১৫.৩	৬.৬	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
বেসরকারি	২৩.৫	২৬.৩	২৮.০	২৮.২	১৯.৭	১৭.৮	১৪.৮	১৪.২	১৬.৪	১৮.০
বিদেশি	৩৪.১	৩৭.৫	৪৬.২	৫৬.৯	৫১.৮	৪৮.২	৪৩.৮	৪৮.৪	২৯.৭	৩৭.৯
মোট	২৫.৪	২৭.১	৩২.৫	৩২.৭	২৬.৫	২৪.৯	১৯.৯	১৮.২	১৯.৯	২২.৩

* সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ হতে পরিবর্তিত হারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে (এমপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৩)

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এর নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও ২০১৮ সালে তা আবার বৃদ্ধি পায়। জুন ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতের নিট সুদ মার্জিন দাঁড়িয়েছে শতকরা ২.৭০ ভাগ (সারণি ৫.১০)।

তারল্য

৫.২৪ কার্যকর তারল্য ব্যবস্থাপনা ব্যাংকের নগদ প্রবাহজনিত দায় পরিশোধের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে; তবে তারল্য ব্যবস্থাপনা বাহ্যিক পরিবেশ ও নিয়ামকের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তা মাঝে মাঝে অনিশ্চিত হয়ে যায়। ব্যাংকিং খাতের তারল্যের অবস্থা পরিমাপের সবচেয়ে কার্যকর সূচক হলো ঋণ-আমানত অনুপাত (ADR),

সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ অনুপাত (SLR), আন্তঃব্যাংক কলমানি রেট এবং রেপো রেট। অন্যদিকে, বিরূপ পরিস্থিতিতে একটি ব্যাংক কতটুকু তারল্য চাপ সহ্য করতে পারবে তা লিক্যুইডিটি কভারেজ রেশিও (LCR) ও নিট স্ট্যাবল ফান্ডিং রেশিও (NSFR) এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়।

৫.২৫ জুন ২০২০ শেষে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতে অগ্রিম-আমানতের হার ৭৬.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহের ঋণ-আমানত অনুপাত (ADR) এবং ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত (IDR) এর ঊর্ধ্বসীমা যথাক্রমে ৮৭ শতাংশ এবং ৯২ শতাংশে নির্ধারিত করা হয়েছে।

৫.২৬ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে তাদের পূর্ববর্তী দ্বিতীয় মাসের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ৪.০ ভাগের (দৈনিক ন্যূনতম শতকরা ৩.৫ ভাগ) সমপরিমাণ অর্থ দ্বিসাপ্তাহিক ভিত্তিতে গড়ে CRR হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। এছাড়া, প্রচলিত ধারার (Conventional) ব্যাংকের জন্য দৈনিক সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ (SLR) সংরক্ষণের হার তাদের পূর্ববর্তী দ্বিতীয় মাসের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ১৩.০ ভাগ এবং ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিতে পরিচালিত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জন্য এ হার শতকরা ৫.৫ ভাগ। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-কে SLR সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে; তবে উপরে উল্লিখিত হারে তাদেরকে CRR সংরক্ষণ করতে হয়।

৫.২৭ যে সকল ব্যাংকের অফশোর ব্যাংকিং অপারেশন আছে সে সকল ব্যাংকসমূহকে অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং কার্যক্রম-এর মত একই হারে সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে CRR এবং SLR সংরক্ষণ করতে হচ্ছে। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করা হয়।

৫.২৮ সারণি ৫.১১-এ ব্যাংকের শ্রেণিভেদে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের হার প্রদর্শন করা হয়েছে। উক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, জুন ২০২০ শেষে বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ (SLR) সংরক্ষণের হার সর্বোচ্চ ছিল। এরপরেই ছিল রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অবস্থান। বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহকে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ (SLR) সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

৫.২৯ জুন ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতে লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও (LCR) ছিল শতকরা ২১৩.৫২ ভাগ (ন্যূনতম রক্ষিতব্য মাত্রা শতকরা ১০০ ভাগ)। অর্থাৎ প্রায় সব ব্যাংকেরই পরবর্তী ত্রিশ দিনের ব্যাংকিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য মোট তারল্য চাহিদা (আপদকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায়) মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ উচ্চ-তারল্য মানসম্পন্ন সম্পদ (HQLA) রয়েছে। অন্যদিকে, জুন ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতে NSFR ছিল শতকার ১১০.৫৭ ভাগ, যা ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য স্বল্প মেয়াদি এবং অস্থায়ী তহবিলের তুলনায় স্থায়ী তহবিলের উপর ব্যাংকসমূহের অধিক নির্ভরশীলতা নির্দেশ করে।

ইসলামিক ব্যাংকিং

৫.৩০ অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশে ৫৯টি ব্যাংকের মধ্যে ৮টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক ব্যাংকিং এবং ১৮টি প্রচলিত ব্যাংক (দুইটি বিদেশি ব্যাংকসহ) ইসলামিক ব্যাংকিং শাখার মাধ্যমে ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। শুরু থেকেই ইসলামিক ব্যাংকিং খাত জোরালো প্রবৃদ্ধি বজায় রেখে চলেছে; যা সমগ্র ব্যাংকিং খাতে সম্পদ, অর্থায়ন এবং আমানত বিবেচনায় ইসলামিক ব্যাংকিং খাতের বর্ধিত মার্কেট শেয়ার এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে। সারণি ৫.১২-এ ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে সকল ইসলামিক ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামিক ব্যাংকিং শাখাসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭৩৪.১ বিলিয়ন টাকা; যা সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের (১২৫৪১.৩ বিলিয়ন টাকা) শতকরা ২১.৮ ভাগ। ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে সকল ইসলামিক ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামিক

সারণি ৫.১২ ইসলামি ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র (ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে)

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	ইসলামিক ব্যাংক		প্রচলিত ব্যাংক* (প্রচলিত+ইসলামিক)		ইসলামিক ব্যাংকিং খাত		সকল তফসিলি ব্যাংক	
	২০১৯	২০১৮	২০১৯	২০১৮	২০১৯	২০১৮	২০১৯	২০১৮
১	২		৩		৪=২+৩		৫	
ব্যাংকের সংখ্যা	৮	৮	১৮	১৬	২৬	২৪	৫৮	৫৭
মোট আমানত	২৫৮২.০	২১৯৬.৭	১৫২.০	১২৪.৬	২৭৩৪.১	২৩২১.৩	১২৫৪১.৩	১১১৬৫.৩
মোট বিনিয়োগ	২৪৩৩.৭	২১৫৩.৮	১২৪.৭	১১০.৮	২৫৫৮.৪	২২৬৪.৬	১০২৫৮.৯	৯২৪৬.৪
বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত	৮৯.০	৯১.৫	৭১.৯	৭৮.৪	৮৮.১	৯০.৮	৭৭.৩	৭৭.৫
তারল্য: উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(-)**	২২৪.৭	৫২.৩	১৫.৮	৩.২	২৪০.৫	৫৫.৫	১০৫৬.৮	৭৬৩.৭

* প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামিক ব্যাংকিং শাখাগুলোর জন্য আলাদাভাবে এসএলআর সংরক্ষণ করতে হয় না।
** সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় সমন্বিতভাবে এসএলআর এবং তারল্য সংরক্ষণ করে থাকে।
উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন (ডিওএস), বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংকিং শাখাসমূহের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫৫৮.৪ বিলিয়ন টাকা; যা দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের (১০২৫৮.৯ বিলিয়ন টাকা) শতকরা ২৪.৯ ভাগ (সারণি ৫.১২)।

আইনি কাঠামো ও প্রবিধিগত বাধ্যবাধকতা

ব্যাংকসমূহের জন্য ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা

৫.৩১ ব্যাসেল-৩ অবকাঠামো রোডম্যাপ অনুযায়ী ব্যাংকসমূহের জন্য ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের চূড়ান্ত সময়সীমা ছিল ডিসেম্বর ২০১৯। ব্যাসেল-৩ অবকাঠামো অনুযায়ী ব্যাংকসমূহকে গুণগতভাবে উন্নতমানের মূলধনের পরিমাণ পর্যায়ক্রমিকভাবে বৃদ্ধি করে তা সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যাংকসমূহকে ন্যূনতম শতকরা ১০ ভাগ মূলধন পর্যাপ্ততা বজায় রাখতে হবে যার মধ্যে টিয়ার-১ মূলধন থাকবে শতকরা ৬.০ ভাগ। এছাড়া ব্যাংকসমূহকে সবসময় তাদের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ৪.৫ ভাগ কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধনে (অধিকতর অভিঘাত শোষণক্ষম গুণগতমান সম্পন্ন মূলধন) সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.৩২ ব্যাংকসমূহ নতুন ব্যাসেল-৩ নীতিমালা অনুসরণে মার্চ ২০১৫ ত্রৈমাসিক হতে মূলধন পর্যাপ্ততা প্রতিবেদন/বিবরণী দাখিল করে আসছে। দাখিলকৃত বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, জুন ২০২০ শেষে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের মূলধন পর্যাপ্ততার হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ১১.৬৩ ভাগ, যেখানে কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধন ছিল শতকরা ৭.৭০ ভাগ; যা ব্যাসেল-৩ নীতিমালা অনুযায়ী মূলধন পর্যাপ্ততার জন্য প্রয়োজনীয় সংরক্ষিতব্য হার পূরণে সক্ষম হয়েছে। তবে, এককভাবে ৫৯টি ব্যাংকের মধ্যে ৭টি ব্যাংক কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধন ও ১০টি ব্যাংক ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা (CRAR) সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়নি।

৫.৩৩ ব্যাসেল-৩ অনুসারে ব্যাংকসমূহকে ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষণের (CRAR) অতিরিক্ত ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার (CCB) সংরক্ষণ করতে হবে। ২০১৯ সালে CCB শতকরা ২.৫০ ভাগ সংরক্ষণের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। জুন ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতের CCB ছিল শতকরা ১.৬৩ ভাগ। এছাড়া, এককভাবে ৩৭টি ব্যাংক কাঙ্ক্ষিত ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার (CCB) সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে।

৫.৩৪ ব্যাংকিং খাতে অতিরিক্ত অন এবং অফ ব্যালেন্স শীট লিভারেজ বৃদ্ধি এড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক লিভারেজ এর ন্যূনতম রক্ষিতব্য মাত্রা নির্ধারণ করেছে শতকরা ৩ ভাগ। ৩০ জুন ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতের লিভারেজ রেশিও এর হার দাঁড়ায় শতকরা ৪.৫৮ ভাগ, ইতোমধ্যে এককভাবে ৪৯টি ব্যাংক লিভারেজ সংরক্ষণের ন্যূনতম রক্ষিতব্য মাত্রা পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে।

৫.৩৫ ব্যাসেল-৩ নীতিমালার অংশ হিসেবে Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের সকল বস্তুগত ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে তাদের অভ্যন্তরীণ

বক্স ৫.১ ব্যাংকিং ও গ্রাহক সেবাঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নে এফআইসিএসডি (ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিগত বছরসমূহের ন্যায় অর্থবছর ২০এ বিভিন্ন প্রকার গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এফআইসিএসডি তার কর্মপরিধি প্রসারিত করেছে। অর্থবছর ২০এ এফআইসিএসডির কর্মকাণ্ডসমূহ নিম্নরূপ :

১. এফআইসিএসডি অভিযোগকারীগণের নিকট হতে দাপ্তরিক কর্মসময়ে টেলিফোন, ফ্যাক্স, ওয়েব ভিত্তিক অভিযোগ বক্স, ইমেইল এবং কিছু জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অথবা সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া, গ্রাহকগণের নিকট হতে অভিযোগ প্রাপ্তির প্রক্রিয়াটি অধিকতর সহজীকরণের জন্য "বিবি কমপ্লেইনট" নামক একটি মোবাইল অ্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এ বিভাগ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো হালনাগাদকরণে এবং ব্যবহারকারী বান্ধব সেবা সংযোজনে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে।

২. খাত অনুযায়ী অভিযোগসমূহ: সাধারণত চারটি মাধ্যমে (টেলিফোন, লিখিত, অনলাইন এবং মোবাইল এপ্লিকেশন সিস্টেম) অভিযোগসমূহ এসে থাকে। সার্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, অর্থবছর ২০এ প্রাপ্ত অভিযোগসমুহের মধ্যে রেমিট্যান্স সংক্রান্ত অভিযোগ সর্বাধিক (২৪.৩৬ শতাংশ) ছিল। সাধারণ ব্যাংকিং, বৈদেশিক বাণিজ্য বিল, ঋণ ও আগাম সংক্রান্ত অভিযোগ ছিল যথাক্রমে ১৮.০৬, ৯.৭২ এবং ৯.৬০ শতাংশ। কার্ড (ডেবিট কার্ড/ ক্রেডিট কার্ড/ এটিএম কার্ড) সংক্রান্ত অভিযোগ ৮.৭৫ শতাংশ, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিল সংক্রান্ত অভিযোগ ৫.০৩ শতাংশ, সেবায় অসন্তুষ্টি সংক্রান্ত অভিযোগ ৩.৮৭ শতাংশ, ফি ও চার্জ সংক্রান্ত অভিযোগ ২.৭৮ শতাংশ, ব্যাংক গ্যারান্টি সংক্রান্ত ২.৩৮ শতাংশ, মোবাইল ব্যাংকিং সংক্রান্ত ২.৩০ শতাংশ, নোট ও কয়েন সংক্রান্ত ১.৭৮ শতাংশ, আইনি নোটিশ সংক্রান্ত ১.৪৩ শতাংশ, চেক জালিয়াতি সংক্রান্ত ০.৬৯ শতাংশ এবং বিবিধ অভিযোগ ছিল ৯.২১ শতাংশ। উল্লেখ্য, টেলিফোন শর্টকোড (১৬২৩৬) এর মাধ্যমে ওয়ান স্টপ সেবা চালু করা হয়েছে। যথাযথ অভিযোগ ব্যবস্থাপনার কারণে এফআইসিএসডি এর কর্মপরিধি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরেও প্রসারিত হয়েছে এবং বিশ্বের নানা প্রান্ত হতে ভুক্তভোগী গ্রাহকগণ (প্রবাসী এবং বিদেশি) এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের অভিযোগ খুব সহজেই দাখিল করতে পারছেন। এ বিভাগের পক্ষ হতে অভিযোগ নিষ্পত্তির হার প্রায় ১০০ শতাংশ।

টেবিল : অর্থবছর ২০ এ খাত অনুযায়ী অভিযোগের বিবরণ

অভিযোগের খাতসমূহ	অভিযোগের সংখ্যা				
	টেলিফোন	লিখিত	অনলাইন	মোবাইল এপ্লিকেশন	সর্বমোট
সাধারণ ব্যাংকিং	২৬১	৫০৪	১১	৬	৭৮২
ব্যাংক গ্যারান্টি	১৬	৮৬	০	১	১০৩
নোট এবং কয়েন	৭৩	৪	০	০	৭৭
সেবায় অসন্তুষ্টি	৮৮	৭৪	৫	১	১৬৮
আইনি নোটিশ	৩	৫৮	১	০	৬২
মোবাইল ব্যাংকিং	৬১	৩২	৫	২	১০০
ঋণ ও আগাম	৮৮	৩২১	৪	৩	৪১৬
ফি এবং চার্জ	৮৪	৩২	৪	০	১২০
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বিল	৩৩	১৮২	৩	০	২১৮
বৈদেশিক বাণিজ্য বিল	১৮	৩৯২	৫	৬	৪২১
চেক জালিয়াতি	১১	১৮	১	০	৩০
রেমিট্যান্স	১৯৭	৮৩৭	১৩	৮	১০৫৫
কার্ড (ডেবিট/ ক্রেডিট/ এটিএম)	১৭৫	১৮৮	১৬	০	৩৭৯
অন্যান্য/ বিবিধ	৯৫	২৯৫	৬	৩	৩৯৯
মোট	১২০৩	৩০২৩	৭৪	৩০	৪৩৩০

৩. এ বিভাগ কর্তৃক অর্থবছর ২০ এ পরিচালিত বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম: দুর্নীতি ও জাল-জালিয়াতি হ্রাস করার স্বার্থে এফআইসিএসডি বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকে। অর্থবছর ২০ এ মোট ৬২টি বিশেষ পরিদর্শনকার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ বিভাগে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে অধিকাংশ বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বপ্রণোদিতভাবে অথবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেকও পরিচালিত হয়ে থাকে।

৪. ব্যাংকিং খাত জুড়ে সক্রিয় ও কার্যকর গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে আর্থিক স্বাক্ষরতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সময়ে সময়ে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ নীতিমালা হালনাগাদকরণে এফআইসিএসডি কাজ করে চলেছে।

প্রক্রিয়া এবং নীতিকৌশলসমূহ মূল্যায়ন করতে হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে ICAAP রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক Supervisory Review Evaluation Process (SREP) পরিদর্শন করা হয়। ২০১৮ সালের Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) রিপোর্ট এবং Supervisory Review Evaluation Process (SREP) পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ১৩টি তফসিলি ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ব্যাংকসমূহের পক্ষে ২০১৮ সালের মূলধন সংরক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়নি। সর্বশেষ ৩টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ব্যাংকসমূহকে তাদের রেসিডুয়াল ঝুঁকি (যা ছিল গড়ে পিলার-২ রিস্কসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ) সহ অন্যান্য পিলার-২ ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য অতিরিক্ত মূলধন সংরক্ষণের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এছাড়া, ব্যাংকসমূহের অন্যান্য প্রধান উদ্বেগের মধ্যে ছিল কৌশলগত ঝুঁকি ও মূখ্য ঝুঁকিগুলোর ব্যবস্থাপনা চর্চা সংক্রান্ত মূল্যায়ন। আলোচ্য সভাসমূহে পরিলক্ষিত বিষয়ের ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ শ্রেণিকরণ

৫.৩৬ আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য আনয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ শ্রেণিবিন্যাসকরণ এবং প্রভিশনিং সংক্রান্ত নীতিমালায় বিশদ পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক পরিস্থিতির উপর সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা ও দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ঋণ শ্রেণিকরণ এবং প্রভিশনিং নীতিমালায় বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে। ব্যাংকসমূহকে ঋণ শ্রেণিকরণ সাময়িকভাবে স্থগিত করার নির্দেশনা প্রদান করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৯ মার্চ, ২০২০ এবং ১৫ জুন, ২০২০ তারিখে দুটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পকে (CMSME) উৎসাহিত করার জন্য এ খাতের ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশন সংরক্ষণ শিথিল করে ২১ জুলাই, ২০২০ তারিখে আরেকটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

ব্যাংকসমূহের তদারকি কার্যক্রম

৫.৩৭ ব্যাংকসমূহের সার্বিক আর্থিক অবস্থার মূল্যায়নে ক্যামেলস্ রেটিং অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে ব্যাংকিং খাত তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম নীতিমালা, প্রবিধান এবং মানদণ্ড আত্মীকরণের কাজ চলমান রয়েছে এবং ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অধিকতর কার্যকর মূল্যায়ন পদ্ধতির অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছে। যেহেতু Risk Based Supervision (RBS) বা ঝুঁকি-ভিত্তিক তত্ত্বাবধান ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকও একটি দক্ষ, দৃঢ়, নিরাপদ ও স্থিতিশীল ব্যাংকিং খাত গড়ে তোলার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে Risk Based Supervision (RBS) বা ঝুঁকি-ভিত্তিক তত্ত্বাবধান এর দিকে এগিয়ে

যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কার্যকর Risk Based Supervision বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধান ক্ষমতাকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আইএমএফ বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের কাজ শুরু করেছে।

ব্যাংকসমূহের অফ-সাইট মনিটরিং

৫.৩৮ আর্থিক খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছলতা নিশ্চিতকরণ ও কাঠামোগত দৃঢ়তা স্থাপন এবং একইসাথে আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক (১) অফ-সাইট সুপারভিশন ও (২) অন-সাইট সুপারভিশন নামে দু'ধরনের সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন ব্যাংকের অফ-সাইট পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। ব্যাংকিং খাতের আর্থিক সক্ষমতা নিবিড়ভাবে এবং দ্রুত বিশ্লেষণে বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি প্রবর্তনের পাশাপাশি ব্যাংকিং সুপারভিশন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন (ডিওএস) কর্তৃক অর্থবছর ২০-এ বেশ কিছু সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৫.৩৯ ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী, কার্যকর এবং ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ৬টি কোর রিস্কস ব্যবস্থাপনা নির্দেশনাসমূহ পরিমার্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন তদারকি করছে। এছাড়া, ২০১২ সালে প্রণীত 'Risk Management Guidelines for Banks' শিরোনামে জারিকৃত নির্দেশিকাটি হালনাগাদকরতঃ ইতোমধ্যে ব্যাংকসমূহকে তা বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যা ব্যাংকসমূহকে তাদের প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকিসমূহ নির্ণয়, পরিমাপ, তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণে সমসাময়িক পদ্ধতি আত্মীকরণে সাহায্য করবে এবং যেকোনো প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য তাদের সক্ষমতাও বৃদ্ধি করবে।

৫.৪০ ব্যাংক কর্তৃক Comprehensive Risk Management Report (CRMR) এ প্রদত্ত তথ্য, ব্যবস্থাপনা ও পর্ষদ পর্যায়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী, পূর্ববর্তী ষাণ্মাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার পরিপালন অবস্থা এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যাংকের সামগ্রিক রিস্ক ম্যানেজমেন্ট রেটিং নির্ধারণ করে থাকে।

ব্যাংকসমূহের অন-সাইট মনিটরিং

৫.৪১ নিরবচ্ছিন্ন পরিদর্শন/নজরদারি ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ কর্তৃক দেশে পরিচালিত সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আর্থিক অবস্থা সারা বছর ধরে তদারকি করা হয়। সংবিধিবদ্ধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ০৬ (ছয়)টি বিভাগ যেমন- ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ (ডিবিআই-১), ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ (ডিবিআই-২), ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩ (ডিবিআই-৩), ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪ (ডিবিআই-৪), বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি) কর্তৃক মূলতঃ সরেজমিনে পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ ছয়টি বিভাগ প্রধানত রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ, বেসরকারি ব্যাংকসমূহ (ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসহ), বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, আইসিবি এবং মানি চেঞ্জারসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ বিভাগসমূহ কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রমকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন- ১) বিশদ পরিদর্শন ২) কোর রিস্ক মূল্যায়ন এবং ৩) বিশেষ/আকস্মিক পরিদর্শন।

৫.৪২ সরেজমিন বিশদ পরিদর্শনে ব্যাংকের সামগ্রিক আর্থিক সক্ষমতা/অবস্থা (মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগতমান, তারল্য, আয়, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ইত্যাদি) মূল্যায়ন করা হয় এবং এ মূল্যায়নের ভিত্তিতে

ব্যাংকসমূহকে ১ হতে ৫ পর্যন্ত ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী রেটিং করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ কর্তৃক পূর্ববর্তী পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত পরামর্শ/সুপারিশমালার পরিপালন তদারকি করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত দায়-সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ঋণ/বিনিয়োগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন এবং তথ্য প্রযুক্তি নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোর রিস্ক নির্দেশিকার পরিপালন যাচাইয়ের জন্যেও পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বা ব্যাংকের গ্রাহক কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়সমূহ অনুসন্ধান করার জন্য বিশেষ/আকস্মিক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৫.৪৩ অর্থবছর ২০-এ ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ কর্তৃক ৩০টি বেসরকারি ব্যাংকের উপর সর্বমোট ৬০৯টি পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় যার মধ্যে বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম ছিল ৩০৪টি এবং বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম ছিল ৩০৫টি। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/কান্ট্রি অফিস এবং সেই সাথে নির্বাচিত কিছু শাখা অফিসসমূহ কোর রিস্ক পরিদর্শন কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। এছাড়া ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ততা নির্ণয় পদ্ধতি সংক্রান্ত বিবরণীর সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ এর আয়োজনে ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি গর্ভনর মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে প্রতি দ্বি-মাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সুপারভিশন সংক্রান্ত বিভিন্ন পলিসি এবং পরিদর্শন পরিচালন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়।

৫.৪৪ ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২, ০৬ (ছয়)টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক [সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বেসিক ব্যাংক লিমিটেড ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড] এবং একটি রাষ্ট্র মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ/ আইসিবি) এর কার্যক্রম তদারকি করে থাকে। অর্থবছর ২০-এ ডিবিআই-২ উক্ত ০৬ (ছয়)টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং আইসিবি-এর প্রধান কার্যালয়সহ শাখাসমূহে মোট ১৬৬টি পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। আলোচ্য সময়ে বিভাগটি এসসিবি-র ০৬টি প্রধান কার্যালয় এবং ৬৬টি বড় শাখা ও ৪৯টি ছোট শাখাসহ মোট ১১৫টি শাখার উপর বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এছাড়াও, এ বিভাগ উক্ত ব্যাংকসমূহের উপর ২টি ঝুঁকি ভিত্তিক পরিদর্শন এবং ৪৩টি বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এই সময়ে বিভাগটি আইসিবির প্রধান কার্যালয় এবং ০৫টি শাখার উপরও বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

৫.৪৫ ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩ কর্তৃক বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ, যথা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, পল্লি সঞ্চয় ব্যাংক এবং সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই ঋণ কার্যক্রমের উপর বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অর্থবছর ২০-এ ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩ কর্তৃক ২৯৪টি ব্যাংক শাখার উপর বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়; যার মধ্যে ৬টি প্রধান কার্যালয়, ২৮টি বড় শাখা, ৮৫টি এসএমই সার্ভিস সেন্টার ও এসএমই/কৃষি শাখাসহ ২৬০টি ছোট শাখা অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, আলোচ্য সময়ে এ বিভাগ কর্তৃক ৮টি ঝুঁকি ভিত্তিক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

৫.৪৬ ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪ (ডিবিআই-৪) শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ৮(আট)টি ইসলামী ব্যাংক, অনিবাসী বাংলাদেশীদের মালিকানাধীন ৩ (তিন)টি এনআরবি ব্যাংক এবং বিদেশি মালিকানাধীন ৯ (নয়)টি ব্যাংকে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অর্থবছর ২০-এ বিভাগটি উক্ত ২০টি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখার উপর মোট ৩৪৪টি পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। আলোচ্য সময়ে ব্যাংকসমূহের ২০টি শাখাসহ প্রধান কার্যালয়/কান্ট্রি অফিসের উপর বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। একই সময়ে

ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্সের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়নের নিমিত্তে এই বিভাগ কর্তৃক ২০টি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/কান্ট্রি অফিস ও ২০টি শাখার উপর কোর রিস্ক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। অধিকন্তু, ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ICAAP বিবরণীর সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে এই বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শনাধীন ২০টি ব্যাংকে উক্ত বিষয়ে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৫.৪৭ বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ তফসিলি ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং মানি চেঞ্জারসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত কার্যক্রম অনসাইট ও অফসাইট ভিত্তিতে পরিদর্শন করে থাকে। এ বিভাগ কর্তৃক সাধারণত 'বিশদ' এবং 'বিশেষ' এই দুই ধরনের পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার শাখাসমূহের উপর ত্রৈমাসিক পরিদর্শন, প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বার্ষিক পরিদর্শন এবং মানি চেঞ্জারসমূহের উপর বার্ষিক পরিদর্শন। এছাড়াও অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমসহ ব্যাংক এবং মানি চেঞ্জারের উপর বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অর্থবছর ২০-এ উক্ত বিভাগ সর্বমোট ১৬৫টি পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ সকল পরিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার শাখাসমূহের উপর বিশদ পরিদর্শন ৮২টি, বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বার্ষিক পরিদর্শন ৫৭টি, মানি চেঞ্জারসমূহের উপর বিশেষ পরিদর্শন ৭টি এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত অনিয়মের উপর বিশেষ পরিদর্শন ১৯টি।

৫.৪৮ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রাহক সেবা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে নিবিড়ভাবে আর্থিক খাতের কার্যক্রম তদারকি করছে। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি) সূচনা লগ্ন থেকেই তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুনিপুণভাবে পালন করে চলেছে। এ বিভাগ গ্রাহকের বিবিধ ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা প্রাপ্তিতে যেকোনো আভিযোগ বা হয়রানি নিরসনের ক্ষেত্রে বিরামহীনভাবে কাজ করে চলেছে। এছাড়া, গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাহক ও সাধারণ জনগণের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য এ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারণামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে। এফআইসিএসডি বছরব্যাপী বিভিন্ন ব্যাংকে সাধারণ ব্যাংকিং, ঋণ-অগ্রিম ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং তদানুসারে বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করে থাকে। অর্থবছর ২০-এ উক্ত বিভাগের হট লাইন নম্বর (১৬২৩৬), মোবাইল এপ্লিকেশন, মেইল ও পত্রের মাধ্যমে সর্বমোট ৩৫৭০টি অভিযোগ গৃহীত হয়েছে, তন্মধ্যে ৩,৫৩৯টি (শতকরা ৯৯.১৩ ভাগ) অভিযোগ নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

৫.৪৯ অভিযোগের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে এফআইসিএসডি বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে জালিয়াতি, অনিয়ম ইত্যাদি সনাক্তকরণসহ দুর্নীতি নিরসনে এফআইসিএসডি'র ভিজিলেন্স এন্ড এন্টি ফ্রড ডিভিশন বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। এ বিভাগে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, তবে কিছু পরিদর্শন কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়। অর্থবছর ২০-এ এফআইসিএসডি কর্তৃক মোট ৬২টি বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে যার মধ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে ছিল সর্বোচ্চ (৩৮টি), রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে ১২টি, বিশেষায়িত ব্যাংকে ০১টি এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ছিল ১১টি।

৫.৫০ অভিযোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে "গাইডলাইন অন কাস্টমার সার্ভিসেস এন্ড কমপ্লেইন্টস ম্যানেজমেন্ট" প্রকাশের পর তা সময়ে সময়ে হালনাগাদ করার মাধ্যমে এফআইসিএসডি ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি সচেতনতার সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। ব্যাংকসমূহ কর্তৃক

গাইডলাইন্স বাস্তবায়নের অগ্রগতি এ বিভাগ নিয়মিত তদারকি করে থাকে। এফআইসিএসডি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন করেছে এবং প্রতিনিয়ত সকল ব্যাংকের গ্রাহক সেবার মান নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকে । এছাড়া, জাতির পিতা "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান" এর জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রতারণা ও হয়রানিমুক্ত আর্থিক খাত গঠনের লক্ষ্যে এবং গ্রাহক ও ব্যাংকারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উন্নত অভিযোগ ব্যবস্থাপনার সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এফআইসিএসডি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণের সাথে একটি বিশেষ সভার আয়োজন করে। সংক্ষেপে, শুধু যথোপযুক্ত সেবার মাধ্যমে গ্রাহকের অভিযোগের সমাধানই নয় বরং গ্রাহকদের সচেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক খাতের উপর তাদের আত্মবিশ্বাস অটুট রাখার জন্য এফআইসিএসডি কাজ করে যাচ্ছে।

ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ও ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল সুপারভিশন

৫.৫১ একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি দৃঢ়, অভিঘাত সহনক্ষম ও উত্তমরূপে পরিচালিত আর্থিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট (এফএসডি) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভাগটি মডেল নির্ভর বিভিন্ন ঝুঁকি সনাক্তকরণ কৌশল ও নিরীক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য দুর্বলতা ও সংকট চিহ্নিতকরণ, পরিমাপ এবং মূল্যায়ন করছে। এর পাশাপাশি, এ বিভাগ দেশের আর্থিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কয়েকটি ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল সুপারভাইজরি টুল উদ্ভাবন করেছে এবং বিশ্বব্যাপী আলোচিত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত সমসাময়িক নানা বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করে চলেছে। দেশের আর্থিক খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে এই বিভাগের ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং গবেষণার ফলাফল নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদেরকে অবহিত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া, উক্ত ফলাফল বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে প্রেরণ করা হয়।

৫.৫২ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থার সামগ্রিক সক্ষমতা ও দুর্বলতা নিরূপণ এবং স্টেকহোল্ডারদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট বাৎসরিক ভিত্তিতে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট (Financial Stability Report, FSR) প্রকাশ করে। এছাড়াও বিভাগটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা Quarterly Financial Stability Assessment Report (QFSAR) এর মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদেরকে আর্থিক ব্যবস্থার সাম্প্রতিক গতিবিধি, সম্ভাব্য ঝুঁকি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত করে থাকে। সম্ভাব্য প্রতিকূল পরিস্থিতি বা আকস্মিক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় এককভাবে প্রতিটি ব্যাংক ও সামগ্রিকভাবে পুরো ব্যাংকিং খাতের অভিঘাত সহনক্ষমতা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে এই বিভাগ কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে 'স্ট্রেস টেস্ট' পরিচালনা করা হয়। স্ট্রেস টেস্ট এর গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে প্রেরণ করা হয়। পাশাপাশি, ঝুঁকি মোকাবেলায় আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণার্থে স্ট্রেস টেস্ট এর পর্যবেক্ষণসমূহের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৫.৫৩ অত্র বিভাগ Financial Projection Model (FPM) এর মাধ্যমে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান করে। আর্থিক চলকসমূহের স্থির এবং নিয়ত গতিশীল উভয় ধরনের অনুমিত পরিস্থিতিতে FPM পরবর্তী তিন বছরের জন্য এই পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। অনুমিতি ও অভিঘাত দৃশ্যপট প্রণয়নের ক্ষেত্রে আর্থিক খাতের অতীত ও বর্তমানের উপাত্ত এবং সামষ্টিক অর্থনীতির সার্বিক দিকসমূহ বিবেচনায় আনা হয়। এছাড়া, ব্যাংকসমূহের তারল্য ব্যবস্থাপনা এবং সম্ভাব্য তারল্য সংকট পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আন্তঃব্যাংক লেনদেন ম্যাট্রিক্স

(Inter-Bank Transaction Matrix) প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের আর্থিক স্বাস্থ্য বিশ্লেষণের লক্ষ্যে ব্যাংক হেলথ ইনডেক্স ও হিট ম্যাপ (Bank Health Index and HEAT Map) নামে একটি গতিশীল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যা প্রতিটি ব্যাংককে টাইম এবং ক্রস-সেকশনাল ডাইমেনশনে নিরীক্ষণ করতে সাহায্য করে ।

৫.৫৪ ব্যাংকিং খাতে Domestic Systemically Important Banks (D-SIB) এর ব্যর্থতার প্রভাব অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় গুরুতর বিধায় ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে D-SIB চিহ্নিতকরণের কাজ করে। পাশাপাশি, বিভাগটি D-SIB সমূহের জন্য বাড়তি তদারকি কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এছাড়া, এই বিভাগ কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে Central Database for Large Credit (CDLC) এর মাধ্যমে Non-Financial Corporation এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ বিশ্লেষণ করা হয় যাতে বৃহৎ ঋণসমূহের কেন্দ্রীভূতকরণের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য আর্থিক সংকট এড়ানো সম্ভব হয়।

৫.৫৫ এফএসডি ম্যাক্রোফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমে সম্ভাব্য সিস্টেমিক ঝুঁকি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার জন্য Bangladesh Systemic Risk Dashboard (BSRD) প্রস্তুত করেছে। এই ড্যাশবোর্ডে গুণগত ও পরিমাণগত সূচকসমূহ ব্যবহার করে দেশের আর্থিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তঃসম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি যেমন সামষ্টিক ঝুঁকি, ঋণ ঝুঁকি, তহবিল ও তারল্য ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি এবং মুনাফা ও স্বচ্ছলতা সম্পর্কিত ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হয়। ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে BSRD বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়।

৫.৫৬ বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থার সার্বিক স্থিতিশীলতা নিরূপণে এফএসডি ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে Composite Financial Stability Index (CFSI) প্রস্তুত করে। Banking Soundness Index (BSI), Financial Vulnerability Index (FVI), Ges Regional Economic Climate Index (RECI) এই তিনটি উপসূচকের অধীনে আঠারোটি সূচক নিয়ে CFSI গঠিত। এই সূচকসমূহ ব্যাংকিং খাত, আর্থিক খাত, প্রকৃত খাত (real sector) এবং বহিঃখাতের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক বিবেচনায় নিয়ে একটি সমন্বিত সূচকের মাধ্যমে সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র নির্দেশ করে।

৫.৫৭ আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ (BSEC, RJSC, IDRA, MRA) এর সমন্বয় কমিটিকে প্রায়োগিক সহায়তা প্রদান করার জন্য 'Coordinated Supervision framework for Bangladesh Financial System' নামক ব্যবস্থার অধীনে Coordination Committee Technical Group (CCTG) গঠন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত বিনিময় এবং নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থবছর ২০-এ CCTG এর তিনটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫.৫৮ এফএসডি ম্যাক্রোফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের উপর সম্ভাব্য অভিঘাত বিশ্লেষণের লক্ষ্যে অর্থনীতি ও আর্থিক খাতের আটটি ক্ষেত্র (বহিঃঅর্থনীতি, অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি, রিয়েল এস্টেট, অ-আর্থিক কর্পোরেশন, রাজস্ব পরিস্থিতি, আর্থিক বাজার পরিস্থিতি, মূলধন ও মুনাফা এবং অর্থসংস্থান ও তারল্য) এবং ৩৭টি সূচকের সমন্বয়ে Financial Stability Map (FSM) প্রবর্তন করেছে। FSM সংক্ষেপে বাংলাদেশের সামষ্টিক আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা প্রদান করে এবং এর পরিধি বর্তমানে ব্যবহৃত CFSI অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। সর্বশেষ FSM টি বার্ষিক Financial Stability Report-2019 এ প্রকাশিত হয়েছে।

আর্থিক স্থিতিশীলতা ও গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ব্যাংকিং খাতের অবকাঠামো

বাংলাদেশের আমানত বীমা স্কিম

৫.৫৯ আমানত বীমা ব্যবস্থা (Deposit Insurance System) বলতে আমানতকারীদের বিশেষ করে ক্ষুদ্র আমানতকারীদের সুরক্ষা প্রদান বোঝায়। ব্যাংক কর্তৃক আমানতকারীদের আমানতের অর্থ ফেরত প্রদানে

ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আমানত বীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে আমানতকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। এই ব্যবস্থার প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় ন্যূনতম খরচে আমানতকারীদের একটি নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় নিয়ে আসার মাধ্যমে ব্যাংক অবসায়নের ক্ষেত্রে আমানতকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং আর্থিক খাতের বাজার শৃঙ্খলা বজায় রাখা। সুতরাং, স্থিতিশীল ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এটি একটি অপরিহার্য উপাদান।

৫.৬০ আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রথম ১৯৮৪ সালে Bank Deposit Insurance Ordinance, ১৯৮৪ জারির মাধ্যমে আমানত বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত অর্ডিন্যান্স রহিত করে জুলাই, ২০০০ সালে "ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০" (Bank Deposit Insurance Act, 2000) প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে আমানত বীমা ব্যবস্থা উক্ত আইনের বিধান বলে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক, "আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল" Deposit Insurance Trust Fund (DITF) নামে একটি তহবিল পরিচালনা করে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিচালক পর্ষদ (বোর্ড আব ডাইরেক্টরস) DITF তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড হিসেবে কাজ করে থাকে। বর্তমানে ট্রাস্টি বোর্ড এর নির্দেশনা অনুসারে তহবিলটি পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক International Association of Deposit Insurers (IADI) এর অন্যতম সদস্য। আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল (Deposit Insurance Trust Fund) এর সাম্প্রতিক অবস্থা সারণি ৫.১৩-এ দেখানো হয়েছে।

৫.৬১ বাংলাদেশে আমানত বীমা ব্যবস্থা একটি পে-বক্স কার্যপ্রণালীতে সীমাবদ্ধ। "ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০" এর বিধি বিধান মোতাবেক পরিচালিত প্রধান কাজসমূহ হল- বাংলাদেশে কর্মরত সকল তফসিলি ব্যাংক থেকে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে (৩০ জুন/ ৩১ ডিসেম্বর) প্রিমিয়াম আদায় করা; তহবিলের অর্থ দীর্ঘমেয়াদে অর্থাৎ ৫ ও ১০ বছর মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বন্ডে এবং স্বল্পমেয়াদে আন্তঃব্যাংক রেপো খাতে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বিলে বিনিয়োগ করা; এবং বিনিয়োগকৃত মুনাফা হতে প্রাপ্ত অর্থ উল্লেখিত খাতে পুনরায় বিনিয়োগ করা। কোনো ব্যাংক অবসায়িত হলে বা দেউলিয়া ঘোষিত হলে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে উক্ত 'আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল' (DITF)-এ জমাকৃত অর্থ হতে অবসায়িত বা দেউলিয়া ঘোষিত ব্যাংকের আমানতকারীদের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী আমানতের সমপরিমাণ বা সর্বোচ্চ ১.০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হবে।

৫.৬২ এছাড়া "ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০" রহিতপূর্বক "আমানত সুরক্ষা আইন, ২০২০" প্রবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে কতিপয় সভা ও আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত "আমানত সুরক্ষা আইন, ২০২০" এর সর্বশেষ খসড়া ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন অবস্থায় আছে। প্রস্তাবিত "আমানত সুরক্ষা আইন, ২০২০"-এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানতকারীদেরও ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স এর আওতায় আনয়নের এবং কভারেজের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শিত রয়েছে। বাংলাদেশের আমানত বীমা ব্যবস্থা (Deposit Insurance System) সম্পর্কে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট হতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের তথ্য পেতে পারেন।

ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) এর কার্যক্রম

৫.৬৩ খেলাপি ঋণের পরিমাণ হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ১৮ আগস্ট ১৯৯২ ইং তারিখে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১১ সালের ১৯ জুলাই হতে সিআইবি কর্তৃক সিআইবি অনলাইন সেবাসমূহ প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ দ্বারা উন্নয়নকৃত New CIB Online Solution এর যাত্রা শুরু হয় ১ অক্টোবর ২০১৫ থেকে। অত্যন্ত পরিশীলিত আইসিটি প্রযুক্তি সুবিধা গ্রহণের ফলে গুণগত ও দক্ষতার বিচারে সিআইবির সেবাদান কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

সাধিত হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে ঋণ প্রদানে এবং ঋণঝুঁকি কমাতে সিআইবি অনলাইন সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৫.৬৪ বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত Doing Business রিপোর্টের 'Depth of Credit Information Index' এর Getting Credit সূচকের বিপরীতে স্কোর অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে আরও উচ্চ অবস্থানে নেয়ার লক্ষ্যে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে সিআইবি কর্তৃক ইতোমধ্যেই ১ টাকা ও তদুর্ধ্ব বকেয়াস্থিতি সম্পন্ন ঋণ তথ্যাবলী সিআইবি ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংকের ডাটা কাভারেজ সংক্রান্ত শর্তাবলী পূরণ এবং সিআইবি রিপোর্টের ক্রেডিট রেকর্ড ধারণকাল ১২ মাস হতে ২৪ মাসে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়াও, সিআইবি ডাটাবেইজে ঋণগ্রহীতাদের (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান) প্রবেশাধিকার সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ-৪ এর কতিপয় উপধারা অন্তর্ভুক্ত/সংশোধন করে একটি ড্রাফট প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত ড্রাফটটির বিষয়ে আইনি মতামত গ্রহণপূর্বক তা আইন হিসেবে জারি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ড্রাফটটি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৫.৬৫ তাছাড়া, গভর্নর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সিআইবি কর্তৃক অস্থাবর সম্পত্তি (ভূমি/দালান, ফ্ল্যাট, ভারী যন্ত্রপাতি) এর তথ্য সম্বলিত Collateral Database প্রস্তুতের লক্ষ্যে Collateral Information System এর উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রয়েছে। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণের বিপরীতে ঋণগ্রহীতাদের প্রদেয় জামানতের মর্টগেজের তথ্যাদি এ তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষিত থাকবে। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুন ঋণমঞ্জুরীকালে একই সম্পত্তি যেন বেআইনিভাবে মর্টগেজ করে কেউ প্রতারণা বা জালিয়াতি করতে না পারে সে লক্ষ্যেই এ তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুত করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (MF-CIB) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে একটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে, MF-CIB সিস্টেমের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সারণি ৫.১৩ DITF এর সাম্প্রতিক অবস্থা

উপাদান সমূহ	অনিরীক্ষিত হিসাব (৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ ভিত্তিক)	প্রিমিয়াম হার*	নির্ধারিত পরিমাণ
মোট তহবিল	৮৭.৪৭ বিলিয়ন টাকা	-	এক লক্ষ টাকা
মোট বিনিয়োগ	১৩১০২.৭৮ বিলিয়ন টাকা	-	পর্যন্ত প্রতি
মোট বীমাযোগ্য আমানতের মধ্যে বীমাকৃত আমানত	৭৭.৬৬%	-	ব্যাংকের প্রতি আমানতকারী)
বীমাযোগ্য আমানত এবং তলবি ও মেয়াদি দায়ের হার	২৩.১০%	-	
সম্পূর্ণ বীমাকৃত আমানতকারী	৯২.১৭%	-	
সাউন্ড ব্যাংক	-	০.০৮%	
আর্লি ওয়ার্নিংভুক্ত ব্যাংক	-	০.০৯%	
প্রবলেম ব্যাংক	-	০.১০%	

* ২০১৩ সন হতে কার্যকর
উৎস: ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫.৬৬ সিআইবি ডাটাবেইজে Borrower, Co-borrower এবং Guarantor দের ১ (এক) টাকা ও তদুর্ধ্ব বকেয়া স্থিতিসম্পন্ন ঋণের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষিত থাকে। জুন ২০২০ ভিত্তিক সিআইবি ডাটাবেইজে মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ছিল ৩৩,৯৮,৩৭১ জন, যেখানে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ২৫,৮০,৯৪৯ জন। মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা প্রায় ৩২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জুন ২০২০ ভিত্তিক মোট শ্রেণিকৃত ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৩৮০,৬৩৫ জন যা জুন ২০১৯ সনের (৩,১৩,৪৯৪) তুলনায় শতকরা ২১ ভাগ বেশি। ব্যাংকিং এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মোট বকেয়া ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ জুন ২০২০ এ দাঁড়িয়েছে ১১,৯২,৪৭৯ কোটি টাকা (অবলোপনকৃত ঋণ সহ) যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১০,৭৫,৯০৪ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১১ ভাগ বেশি। এছাড়া, জুন ২০২০ শেষে শ্রেণিকৃত বকেয়া ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৫৬,৫৭৫ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের (১,৭১,৩০৪ কোটি টাকা) তুলনায় শতকরা প্রায় ৯ ভাগ কম।

টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং

৬.১ পরিবেশগত টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন সার্বজনীন স্বীকৃত পন্থা। এরূপ ধারণার সম্ভাব্য সুবিধাদি রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ, সমাজ, এনজিও, কর্মী, গ্রাহক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাজে আগ্রহ সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষাপটে, পরিবেশগত টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং, পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিস্তার লাভে সহায়তা করে। বাংলাদেশের মত উদীয়মান অর্থনীতিতে অভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য এবং বিশেষভাবে প্রধান মধ্যস্থতাকারী ব্যাংকিং খাতের মূল কেন্দ্রবিন্দু পরিবেশ ব্যবস্থাপনা হওয়া প্রয়োজন। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থায়ন অর্থায়নের ঋণ অনুমোদন, তদারকি এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকিসমূহ অবশ্যই পরিপালনীয়। এ লক্ষ্যে টেকসই ব্যাংকিং-এ উন্নীত হওয়ার নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক মূলধারার ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের সাথে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ পদক্ষেপসমূহ এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে সমন্বিত করছে। সামগ্রিক টেকসই ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে মূলত পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এ তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়।

পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং

৬.২ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ সাধারণভাবে নিম্নোক্তরূপে ভাগ করা যায় : নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ, বহুমুখী পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি।

নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহ

৬.৩ ২০১১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালা এবং পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা জারি করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ২০১৩এ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালার আওতায় আনা হয়। একইভাবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য নীতি প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণে National Sustainable Development Strategy (NSDS), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) সহ সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। চার্ট ৬.১-এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহ এর সচিত্র বর্ণনা প্রদান করা হলো।

সারণি ৬.১ অর্থবছর ২০-এ পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন

(মিলিয়ন টাকায়)

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ধরন	পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের খাত								
	নবায়নযোগ্য জ্বালানি	জ্বালানি দক্ষতা	বিকল্প জ্বালানি	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	পুনঃপ্রক্রিয়াকৃত ও পুনঃপ্রক্রিয়াতব্য পণ্য	গ্রিন ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং	পরিবেশবান্ধব স্থাপনা	বিবিধ	মোট
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (০৬)	৭.৪৮	০.০০	০.০০	৬৬০.০৫	২৯০.৮৫	৩৬৩.২৫	৫৭৯.৮৫	৭.৪৩	১,৯০৮.৯১
বিশেষায়িত ব্যাংক (০২)	৮.৩৩	০.০০	০.০০	০.০১	০.০০	০.০০	০.০০	১.৪৯	৯.৮৩
বেসরকারি ব্যাংক (৪০)	১,৯৭৯.৪১	৬,৩৯৮.৩৭	১০.০৮	৮,৮৭৮.৮৭	৮,২৯৮.৫৫	৮,৪০২.৯০	৩২,৭৩৭.৯৩	২,৯৬২.৬৫	৬৯,৬৬৮.৭৫
বিদেশি ব্যাংক (০৯)	৬০৮.৬০	৩২৭.৭০	০.০০	২৮৩.৮০	৪.৬০	০.০০	৩৩,০৭২.৪০	৩৫.৫৯	৩৪,৩৩২.৬৯
মোট ব্যাংক	২,৬০৩.৮৩	৬,৭২৬.০৭	১০.০৮	৯,৮২২.৭২	৮,৫ ৯৪.০০	৮,৭৬৬.১৫	৬৬,৩৯০.১৮	৩,০০৭.১৬	১০৫,৯২০.১৮
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৩৩)	৯৪২.৩৬	২,৮১৯.০৩	৬.০০	২৪০.০০	২৭২.৬৯	৪৩২.১৩	৩৫০.০০	২৩৩.০০	৫,২৯৫.২০
সর্বমোট	৩,৫৪৬.১৯	৯,৫৪৫.০৯	১৬.০৮	১০,০৬২.৭২	৮,৮৬৬.৬৯	৯,১৯৮.২৮	৬৬,৭৪০.১৮	৩,২৪০.১৬	১১১,২১৫.৩৯

সূত্র : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৬.১ গ্রিন ব্যাংকিংয়ের নীতিমালা উদ্যোগ

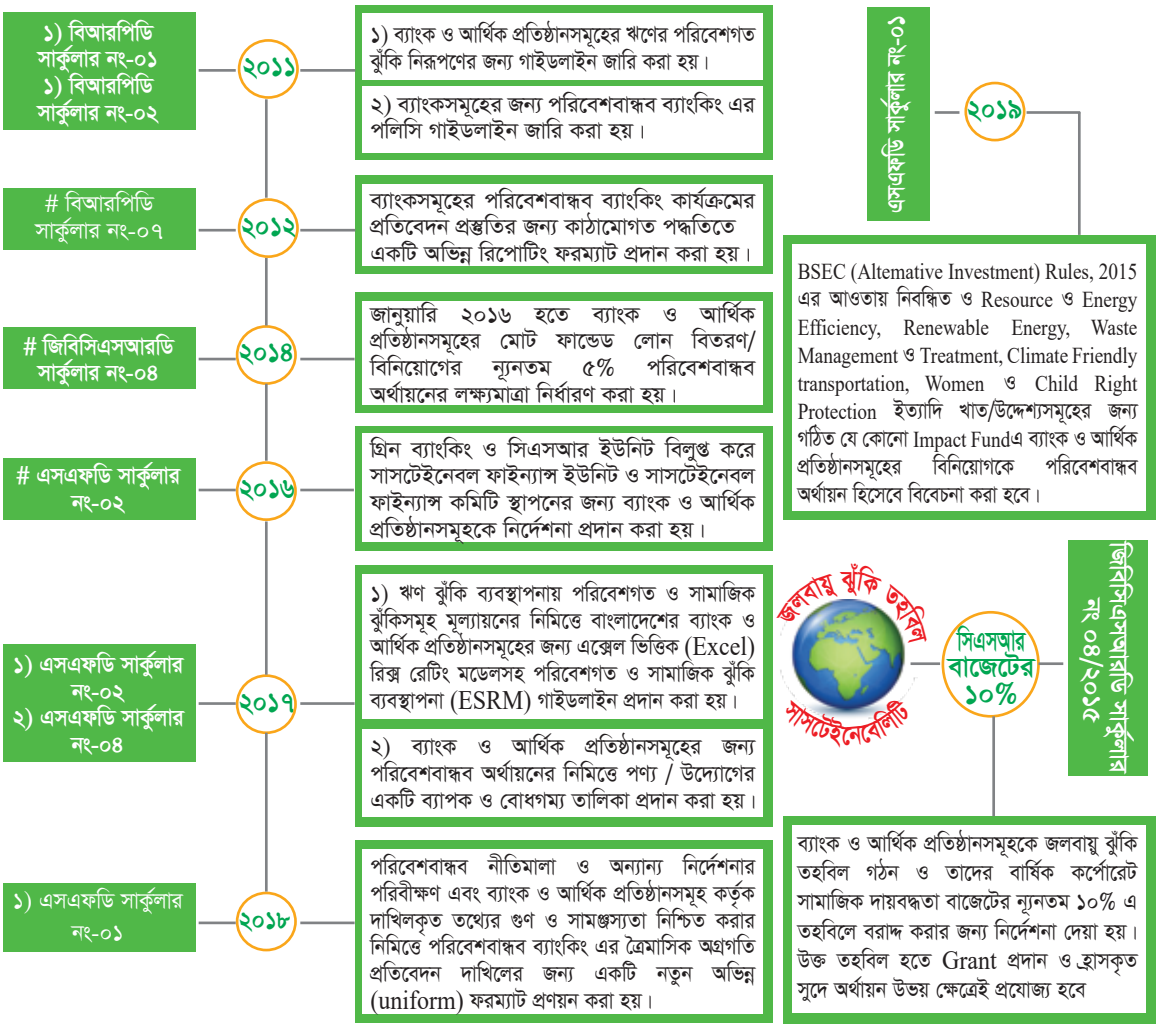

পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন

৬.৪ অর্থবছর ২০-এ ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ১০৫.৯ বিলিয়ন টাকা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ৫.৩ বিলিয়ন টাকা পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়ন হিসেবে ছাড় করা হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের খাতভিত্তিক বিবরণ সারণি ৬.১ এবং চার্ট ৬.২ এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে। বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক মোট পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের (সরাসরি বিতরণকৃত) প্রবণতা চার্ট ৬.৩ এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে যাতে অর্থবছর ১৭-এর তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণ ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে মোট ফান্ডেড ঋণ বিতরণের মধ্যে পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের হার চার্ট ৬.৪ এ দেখানো হয়েছে যাতে অর্থবছর ১৭ হতে ঊর্ধ্বগামী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৬.৫ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য জারিকৃত পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার

গাইডলাইন্স অনুসারে নির্ধারিত সীমার উপরে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি রেটিং (ESRR) করা বাধ্যতামূলক। সংশ্লিষ্ট বছরে Environmental and Social Due Diligence (ESDD) চেকলিস্ট এর মাধ্যমে রেটিংকৃত মোট প্রকল্পের সংখ্যা ৬৩,২৬৭টি। অর্থবছর ২০-এ ৫৫,৮২৫ টি রেটিংকৃত প্রকল্পে মোট ২,১০৪.১১ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ESRR এর প্রবনতা চার্ট ৬.৫ এ প্রদর্শন করা হয়েছে।

জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল

৬.৬ অর্থবছর ২০-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল হতে মোট ৪৭৬.৮ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দকৃত টাকা অনুদান হিসেবে ব্যয় করা হয়েছে এবং এটা রেয়াতি সুদহারে কোনো ঋণ ছিল না।

অনলাইন ব্যাংকিং ও জ্বালানি দক্ষতা

৬.৭ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালার অনুসরণে অনলাইন শাখা ও সৌরবিদ্যুৎ চালিত শাখা স্থাপন করার ব্যাপারে ব্যাংকসমূহকে উৎসাহিত করা হয়েছে। অর্থবছর ২০ শেষে সৌরবিদ্যুৎ চালিত ব্যাংক শাখার সংখ্যা ৬১০টি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

৬.৮ বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব পরিচালন কর্মকাণ্ডসমূহকে অধিকতর পরিবেশবান্ধব, জ্বালানি দক্ষ এবং প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত করতে অনেকগুলো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিজস্ব পরিবেশবান্ধব চর্চায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত প্রধান পদক্ষেপসমূহের সারসংক্ষেপ চার্ট ৬.৬ এ তুলে ধরা হলো।

পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৬.৯ সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ও বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট প্রভৃতি পরিবেশবান্ধব পণ্যে অর্থায়নের পথ সুগম করার

চার্ট ৬.২ অর্থবছর ২০-এ খাতভিত্তিক পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের বিবরণ

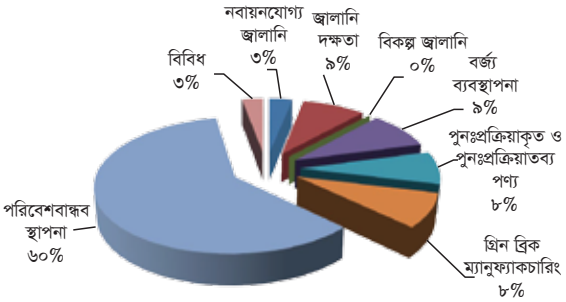

সূত্র : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৬.২ পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর বিতরণ চিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

পরিবেশবান্ধব পণ্যের ধরণ	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
বায়োগ্যাস	৮৪.৮	৪৬.৬	১০.৫	৪.৫৬	১.২৪
সোলার হোম সিস্টেম	১১৪.৭	৩৫.৩	০.০	০.১৯	০.৪৫
সোলার ইরিগেশন পাম্প	০.৬	০.০	০.০	০.০০	০.০০
সোলার এসেম্বলি প্লান্ট	১৬.৩	০.০	০.০	০.০০	০.০০
সোলার মিনি গ্রিড	১০.০	০.০	০.০	০.০০	০.০০
বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট	৫৮.০	১৭৯.৬	৬০.০	১০৮.৪৪	১৩২.৫
হাইব্রিড হফম্যান কিলন প্রযুক্তিসম্পন্ন ইট প্রস্তুতকরণ	১৭৭.৮	১০.০	০.০	৫.০০	১০০.০
কেচোঁ কম্পোস্ট	১.৬	১.৩	০.০	০.৭৯	১.২৬
গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি	৪০০.০	০.০	৫০০.০	১৫২.৩৩	১৯৮.৭
কারখানার কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	৩৫.৭	৫৫.৩	৮১.৯৭	৩৯.৯৬	৮৮.১
স্লারি হতে জৈবসার প্রস্তুতকরণ	০.২	০.১	০.০	০.০০	০.০
পুনঃপ্রক্রিয়াকরণকরত কাগজ উৎপাদন	২০.০	২০.০	০.০	০.০০	০.০
জ্বালানি সাশ্রয় প্রযুক্তি	০.০	০.৬	১৩.০	১০.০০	৪৬.২৯
সর্বমোট	৯১৯.৭	৩৪৮.৮	৬৬৫.৪৭	৩২১.২৭	৫৬৮.৫৪

সূত্রঃ সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৯ সালে নিজস্ব উৎস হতে ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করে যা পরবর্তীতে ৪০০.০০ (চারশত) কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। প্রাথমিকভাবে পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় সুবিধা প্রদানের জন্য ৬(ছয়)টি পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে বাজার চাহিদা এবং টেকনিক্যাল এডভাইজরি কমিটি'র বিশেষজ্ঞবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে ২০২০ সাল পর্যন্ত, বাংলাদেশ ব্যাংক এ স্কিমের আওতায় পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগ/প্রকল্পের সংখ্যা ০৬(ছয়) টি হতে ৫৫(পঞ্চান্ন) টি তে উন্নীত করে (সারণি ৬.৩)।

৬.১০ স্কিমটির আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ শতকরা ৭-৮ ভাগ সুদ ধার্য্য করতে পারবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি খাতে অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে ডিজেল ও বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্পের স্থলে পরিবেশবান্ধব "সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম"-কে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় "সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম" এর ক্ষেত্রে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরাসরি অর্থায়নের বিপরীতে সর্বোচ্চ সুদের হার শতকরা ৭ ভাগ নির্ধারণ করেছে।

৬.১১ জুন ২০২০ পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় পুঞ্জীভূত বিতরণের পরিমাণ সর্বমোট ৪,৬৮৭.১ মিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২০-এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় বিতরণ হয়েছে ৫৬৮.৫ মিলিয়ন টাকা। সারণি ৬.২ এবং চার্ট ৬.৭ এ অর্থবছর ১৬ হতে অর্থবছর ২০ পর্যন্ত এ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় ঋণ বিতরণের ধারা এবং পণ্য ভিত্তিক ঋণ বিতরণের পরিমাণ তুলে ধরা হয়েছে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)'র আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন ফাইন্যান্সিং ব্রিক কিলন ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট

৬.১২ কার্বন নির্গমন ও দূষিত বস্তুকনা হ্রাসসহ জ্বালানি ও প্রযুক্তির দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে ইটভাটা চুল্লির দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)'র আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংকে ২০১২ সালে Financing Brick Kiln Efficiency Improvement Project নামক প্রকল্পটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত আবর্তনশীল রিলেন্ডিং প্রক্রিয়ায় এডিবি'র আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের বাংলাদেশি মুদ্রা। এই প্রকল্পের দু'টি ভাগ রয়েছে : পার্ট-এ এর জন্য Fixed Chimney Kiln (FCK) হতে Improved Zig-zag Kiln এ রূপান্তর/উন্নয়নের জন্য রিলেন্ডিংযোগ্য অর্থের পরিমাণ ৩০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/সমমূল্যের বাংলাদেশি টাকা এবং পার্ট-বি এর জন্য নতুনভাবে Vertical Shaft Brick Kiln (VSBK), Hybrid Hoffman Kiln (HHK) এবং Tunnel Kiln প্রযুক্তিতে ইটভাটা নির্মাণে রিলেন্ডিংযোগ্য অর্থের পরিমাণ ২০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/সমমূল্যের বাংলাদেশি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ১৯টি অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ১৯টি উপপ্রকল্পের মাধ্যমে ৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ৪০৩.৯৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। শতভাগ ঋণ বিতরণসহ প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।

গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ)

৬.১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ফেব্রুয়ারি ২০১৬ এ দীর্ঘমেয়াদি পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ) সৃষ্টি করা হয়। শুরুতে এ তহবিল শুধুমাত্র রপ্তানিমুখী টেক্সটাইল, চামড়া ও পাট শিল্পের জন্য চালু করা হলেও, দেশের টেকসই রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি রূপান্তরের লক্ষ্যে জুন ২০১৯ হতে সকল রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য উক্ত তহবিল উন্মুক্ত করা হয়। পরিবেশ-বান্ধব উদ্যোগ বাস্তবায়নকল্পে মূলধন যন্ত্রপাতি ও সহায়ক অনুষঙ্গ আমদানির জন্য রপ্তানিমুখী সকল খাতের উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারকদেরকে বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থায়নের লক্ষ্যে এ তহবিল ব্যবহৃত হয়। এ উদ্যোগসমূহের মধ্যে ওয়েট প্রসেসিংয়ে পানি ব্যবহারে দক্ষতা, পানি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সম্পদ দক্ষতা ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা, তাপ ও তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনা, বায়ু চলাচল এবং সঞ্চালন দক্ষতা এবং কর্ম পরিবেশ উন্নয়নের উদ্যোগসমূহ অন্তর্ভুক্ত (এফই সার্কুলার নং-০২/২০১৬)। এপ্রিল, ২০২০ এ জিটিএফ এর চলমান ২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার অংশের সাথে ২০০ মিলিয়ন ইউরো অংশের সূচনা করা হয়। অর্থবছর ২০-এ ৭টি প্রকল্পে জিটিএফ হতে মোট ৪১০.৩ লক্ষ মার্কিন ডলার বিতরণ করা হয়। জিটিএফ এর ইউরো অংশ হতে বিতরণ শীঘ্রই সম্পাদিত হবে মর্মে আশা করা যায়।

পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগে বিনিয়োগের নিমিত্তে ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৬.১৪ ইসলামিক শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত তাদের বিধিবদ্ধ তারল্যের রক্ষণীয় মাত্রার উদ্বৃত্ত তারল্যের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সালে "ইসলামিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল" গঠন করা হয়। পরিবেশবান্ধব অর্থায়নে শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য "ইসলামিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল" এর অর্থায়নে পরিচালিত "শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" চালু করেছে। ক্রমাগত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও পরিবর্তন, পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের প্রতি গ্রাহক চাহিদা বৃদ্ধি বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এপ্রিল ০৫, ২০১৮ সালে বিশদ ও সমন্বিত এসএফডি 'মাস্টার সার্কুলার' ইস্যু করা হয়। উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী স্কিমের নামকরণ করা হয় 'পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগে বিনিয়োগের নিমিত্তে ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম'। বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত স্কিমের মাধ্যমে ৮টি খাতের আওতায় পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের সংখ্যা ৫০টি হতে ৫১টিতে উন্নীত করেছে। খাত সমূহ হল : নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষ/সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, বিকল্প জ্বালানি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ উপযোগী দ্রব্য প্রস্তুতকরণ, পরিবেশবান্ধব ইট উৎপাদন, পরিবেশবান্ধব স্থাপনা এবং বিবিধ। জুন, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত এই স্কিমের আওতায় ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে ৪৮৯.৬২ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অর্থবছর ২০-এ মোট বিতরণের পরিমাণ ৭১.৬২ মিলিয়ন টাকা।

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা

৬.১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক জুন ২০০৮ সালে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতাকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করে এবং ডিসেম্বর ২০১৪ সালে আর্থিক খাতসমূহের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা খাতে বরাদ্দ এবং প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নির্দেশনামূলক গাইডলাইনস ইস্যু করে। উক্ত গাইডলাইনসে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের

সারণি ৬.৩ পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় পরিবেশ পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের/প্রকল্পের তালিকা:

ক্রমিক নং	পরিবেশবান্ধব পণ্য/ পদক্ষেপসমূহ
১	সোলার হোম সিস্টেম
২	সোলার পিকো গ্রিড
৩	সোলার নেনো গ্রিড
৪	সোলার মাইক্রো গ্রিড
৫	সোলার মিনি গ্রিড
৬	সোলার পার্ক
৭	নেট মিটারিং রুফটপ সোলার সিস্টেম
৮	সোলার ইরিগেশন পামিপং সিস্টেম
৯	সোলার পাম্প ফর ড্রিংকিং ওয়াটার
১০	সোলার ফটোভোল্টাইক (পিভি) অ্যাসেম্বলি/ ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
১১	সোলার কুকার অ্যাসেম্বলি/ ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
১২	সোলার ওয়াটার হিটার অ্যাসেম্বলি/ ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
১৩	সোলার এয়ার হিটার এন্ড কুলিং সিস্টেম অ্যাসেম্বলি/ ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
১৪	সোলার পাওয়ারড্ কোল্ড স্টোরেজ
১৫	স্মল সাইজ বায়োগ্যাস প্লান্টস্- ১.২, ১.৬, ২.০, ২.৪, ৩.২ এবং ৪.৮ কিউবিক মিটার গ্যাস প্রোডাকশন পার ডে
১৬	মিডিয়াম সাইজ বায়োগ্যাস প্লান্ট ভেরিস বিটুইন ৬.০ টু ২৫ কিউবিক মিটার গ্যাস প্রোডাকশন পার ডে
১৭	লারজ্ সাইজ বায়োগ্যাস প্লান্ট ইস ২৬ কিউবিক মিটার গ্যাস প্রোডাকশন পার ডে এন্ড অ্যাবাভ
১৮	ইন্টিগ্রেটেড কাউ রিয়ারিং এন্ড সেটিং আপ অফ বায়োগ্যাস প্লান্ট
১৯	উইন্ড পাওয়ার প্লান্ট
২০	হাইড্রো পাওয়ার প্লান্ট (পিকো, মাইক্রো, মিনি)
২১	ইন্সটলেশন অফ এনার্জি অডিটর সার্টিফাইড মেশিনারিস ইনক্লুডিং বয়লার
২২	অটো সেন্সর পাওয়ার সুইচ অ্যাসেম্বলি প্লান্ট
২৩	এনার্জি এফিসিয়েন্ট কুক
২৪	লেড বাল্ব/ টিউব ম্যানুফ্যাকচারিং/ অ্যাসেম্বলি প্লান্ট
২৫	এনার্জি ইফিসিয়েন্ট লাইম কিলন
২৬	ইমপ্রুভড রাইস পারবয়েলিং সিস্টেম
২৭	পাইরোলাইসিস অয়েল/ বায়ো ক্রুড অয়েল/ বায়ো ফুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
২৮	বায়োলজিক্যাল ইটিপি
২৯	কম্বিনেশন অফ বায়োলজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল ইটিপি
৩০	কনভারশন অফ কেমিক্যাল ইটিপি ইন্টু কম্বিনেশন অফ বায়োলজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল ইটিপি
৩১	সেন্ট্রাল ইটিপি
৩২	ওয়েইস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট
৩৩	সিউয়েজ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট
৩৪	মিথেন রিকভারি এন্ড পাওয়ার প্রোডাকশন ফ্রম মিউনিসিপাল ওয়েইস্ট প্লান্ট
৩৫	কম্পোস্ট প্রোডাকশন ফ্রম মিউনিসিপাল ওয়েইস্ট প্লান্ট
৩৬	হ্যাজার্ডাস ওয়েইস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট/ প্লান্ট
৩৭	মেডিক্যাল ওয়েইস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট/ প্লান্ট
৩৮	ই-ওয়েইস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট/ প্লান্ট
৩৯	স্লাজ ম্যানেজমেন্ট ইউনিট/ প্লান্ট
৪০	পেট বোটল রিসাইক্লিং প্লান্ট
৪১	প্লাস্টিক ওয়েইস্ট (পিভিসি, পিপি, এলডিপিই, এইচডিপিই, পিএস) রিসাইক্লিং প্লান্ট
৪২	পেপার রিসাইক্লিং প্লান্ট
৪৩	রিসাইক্লেবল ব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
৪৪	রিসাইক্লেবল পলি প্রপিলিন থ্রেড এন্ড ব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট
৪৫	ব্যাটারি (সোলার/ লেড এসিড/ লিথিয়াম আয়ন) রিসাইক্লিং প্লান্ট
৪৬	কমপ্রেসড ব্লক-ব্রিক
৪৭	ফোম কনক্রিট ব্রিক
৪৮	ইনভাইরনমেন্ট ফ্রেন্ডলি/ ব্রিক কিলন ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (টানেল কিলন এন্ড এইচএইচকে)
৪৯	ইস্ট্যাবলিশম্যান্ট অফ সার্টিফাইড গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি
৫০	ইস্ট্যাবলিশম্যান্ট অফ সার্টিফাইড গ্রিন বিল্ডিং
৫১	ইস্ট্যাবলিশম্যান্ট/ ইন্সটলেশন 'গ্রিন ফিচারিং' ইন দি বিল্ডিং/ ইন্ডাস্ট্রিজ
৫২	সেইফটি এন্ড ওয়ার্ক ইনভাইরনমেন্ট অফ ফ্যাক্টরি
৫৩	প্রোডাকশন অফ ভার্মিকম্পোস্ট
৫৪	প্রোডাকশন অফ পাম অয়েল
৫৫	প্রোডাকশন অর্গানিক ফার্টিলাইজার ফ্রম স্লারি

সূত্র : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রশাসনিক গঠন, বাজেট বরাদ্দ, সিএসআর কার্যক্রমের প্রত্যাশিত ব্যাপ্তি এবং প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়াও, জুন ২০১৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে রিপোর্টিং ফরম্যাট প্রণয়ন করা হয়েছে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর কার্যক্রম

৬.১৬ অর্থবছর ২০-এ দেশে কার্যরত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সিএসআর খাতে মোট ৯৩৯৯.৬৭ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করেছে, যার পরিমাণ অর্থবছর ১৯-এ ছিল ৫২০৩.৪৭ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতওয়ারি সিএসআর ব্যয় এর চিত্র ছক ৬.৪-এ বর্ণিত হলো। অর্থবছর ২০-এ দেশে কার্যরত ব্যাংকসমূহের মোট সিএসআর ব্যয় ৯২৫৫.১০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকসমূহের খাতওয়ারি সিএসআর ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মানবিক ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য খাতে মোট সিএসআর কার্যক্রমের বেশিরভাগ অর্থ ব্যয় করেছে। ব্যাংকসমূহ মানবিক ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য খাতে মোট সিএসআর কার্যক্রমের যথাক্রমে শতকরা ২৮.৪ ভাগ, শতকরা ১৯.৭ ভাগ, শতকরা ১৫.৮ ভাগ এবং শতকরা ১৯.৬ ভাগ হারে ব্যয় করেছে। সংস্কৃতি এবং পরিবেশ খাতে সিএসআর কার্যক্রমের যথাক্রমে শতকরা ১১.৩ ভাগ এবং শতকরা ৪.৭ ভাগ হারে ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়া, অবকাঠামোগত উন্নয়ন খাতে সিএসআর ব্যয়ের হার মাত্র শতকরা ০.৭ ভাগ । অন্যদিকে, অর্থবছর ২০-এ আয় উৎসারি কর্মকাণ্ড খাতে ব্যাংকসমূহের ব্যয় উল্লেখযোগ্য নয়। ব্যাংকসমূহের উল্লেখযোগ্য সিএসআর কার্যক্রমে খাতওয়ারি অর্থ ব্যয় চার্ট ৬.৮-এ দেখানো হয়েছে ঃ

৬.১৭ অর্থবছর ২০-এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট প্রত্যক্ষ সিএসআর ব্যয় ১৪৪.৫৭ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে স্বাস্থ্য এবং মানবিক ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতে যথাক্রমে শতকরা ৫০.৪৬ ভাগ এবং শতকরা ৩২.২৫ ভাগ হারে ব্যয় হয়েছে। অন্যদিকে, অর্থবছর ২০-এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষা, আয় উৎসারি কার্যক্রম, সংস্কৃতি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং অন্যান্য খাতে মোট সিএসআর কার্যক্রমের যথাক্রমে শতকরা ৬.৪৫ ভাগ, শতকরা ২.৩৪ ভাগ, শতকরা ২.২৮ ভাগ, শতকরা ১.৩৩ ভাগ ও শতকরা ৪.৪২ ভাগ হারে ব্যয় করেছে। তবে,

চার্ট ৬.৩ মোট পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের প্রবণতা

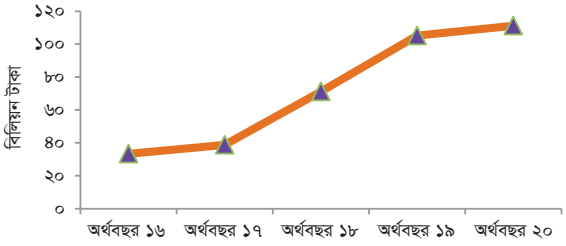

সূত্র : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৬.৪ মোট ফান্ডেড ঋণ বিতরণে পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের অংশের প্রবণতা

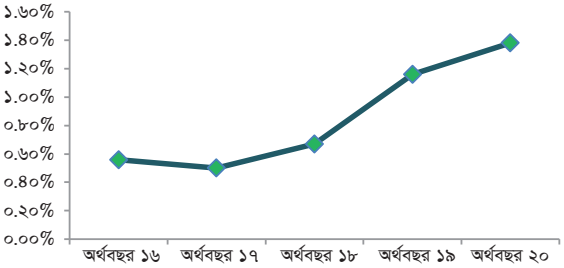

সূত্র : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৬.৫ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ESRR এর প্রবণতা

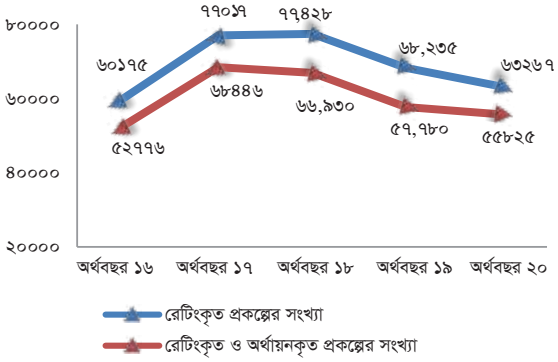

সূত্র : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

অর্থবছর ২০-এ পরিবেশ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ মোট সিএসআর কার্যক্রমের মাত্র শতকরা ০.৪৭ ভাগ। অর্থবছর ২০-এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতওয়ারি সিএসআর ব্যয় চার্ট ৬.৯-এ দেখানো হলো :

বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিজস্ব কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম

৬.১৮ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবছর তার বার্ষিক মুনাফা হতে ৫০.০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে নিজস্ব সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে 'বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল' নামে একটি নিজস্ব তহবিল গঠন করে। পরবর্তীতে অর্থবছর ১৫-এ উক্ত তহবিলটিতে বার্ষিক বরাদ্দের পরিমাণ ১০০.০০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়। অর্থবছর ২০-এ উক্ত তহবিল (বাংলাদেশ ব্যাংক এর বার্ষিক মুনাফা এবং অর্জিত সুদ) হতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে অগ্রাধিকারভাবে ৪৯.৪৯ মিলিয়ন (ফান্ডের অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দ ও অর্জিত সুদসহ) টাকা অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে যা, অর্থবছর ১৯-এ ছিল ৪১.৮০ মিলিয়ন (বাংলাদেশ ব্যাংক এর বার্ষিক মুনাফা এবং অর্জিত সুদ) টাকা। অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল হতে খাতওয়ারি সিএসআর ব্যয় সারণি ৬.৫-এ দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম

৬.১৯ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অন্যতম কার্যকরী নীতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে আর্থিক কার্যক্রম হতে বিযুক্ত জনগণকে আর্থিক সেবার আওতায় আনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ গ্রহণে নিয়োজিত রয়েছে। এমন উদ্যোগের অংশ হিসেবে ডিজিটাল সেবাসহ বহুমুখী ও ব্যয় সাশ্রয়ী বিকল্প মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবা সাধারণ জনগণের

চার্ট ৬.৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

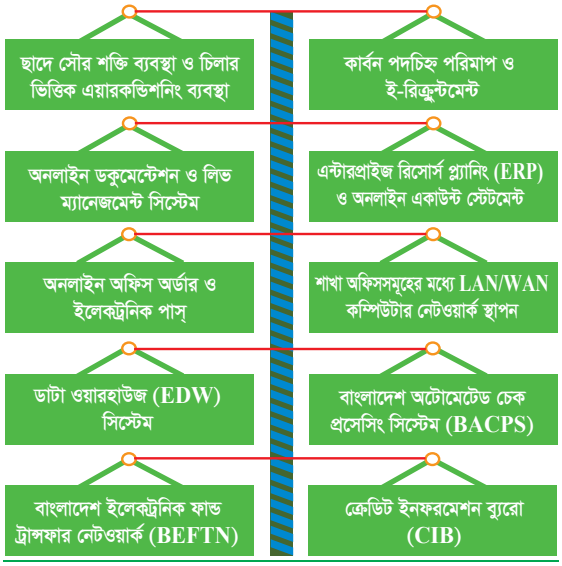

সূত্র : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৬.৭ অর্থবছর ২০-এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় পণ্য/উদ্যোগ ভিত্তিক বিতরণ

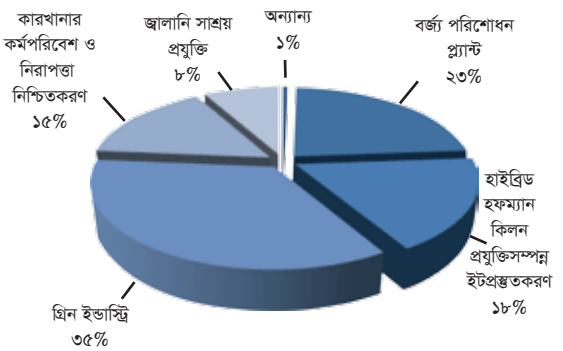

সূত্র : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করে চলেছে।

৬.২০ মূল আইন 'দি বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২' এর পাশাপাশি বিভিন্ন বিধি-বিধান দ্বারা আরোপিত দায়িত্বের অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অঙ্গীকারবদ্ধ। এই অভিকল্পের অংশ হিসেবে ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক

সেবায় বিশেষত: ব্যাংকিং সেবা বিযুক্ত এবং আর্থিক সেবা বঞ্চিত দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৬.২১ সুবিধা বঞ্চিত উৎপাদনশীল খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বৃহত্তর আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে এবং দ্রুত দারিদ্র্য দূরীকরণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নতির জন্য আর্থিক বাজারে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করে চলেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অঙ্গীকার ও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং নিজস্ব অগ্রগতি নিরীক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সাল থেকে 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান' প্রকাশের মাধ্যমে নিজস্ব অঙ্গীকারসমূহ জাতির সামনে তুলে ধরছে। সর্বশেষ ২০২০-২০২৪ মেয়াদের 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান' এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে, যেগুলোকে বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিকরণ সূচকের সাথে সংযোজন করা হয়েছে। এসব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে কম সুবিধাভোগী জনগণসহ সকল পর্যায়ের মানুষের নিকট আর্থিক সেবা পৌঁছে যাবে, লিঙ্গ-বৈষম্য হ্রাস পাবে, এবং সর্বোপরি, আর্থিক সেবা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।

৬.২২ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যের বাইরেও দেশের প্রথম আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল, দি ন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন স্ট্র্যাটেজি (এনএফআইএস), প্রস্তুতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এনএফআইএস'র খসড়া ইতোমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে এবং মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। চূড়ান্ত খসড়ায় ২০২৪ সালের মধ্যে দেশের সব নাগরিককে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রারম্ভিক ধাপসমূহ

৬.২৩ ১৯৭২ সালে বিভিন্ন ব্যাংকের জাতীয়করণ প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়া এবং অধিকাংশ মানুষের জন্য ব্যাংকিং সেবাকে বৈচিত্র্যময় করে তোলার কাজকে সহজ করেছিল। আরেকটি

সারণি ৬.৪ অর্থবছর ২০-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)

খাত	ব্যাংক		আর্থিক প্রতিষ্ঠান	
	২০২০	খাতওয়ারি অংশ (%)	২০২০	খাতওয়ারি অংশ (%)
শিক্ষা	১৮০৯.৪	১৯.৫	৯.৩	৬.৪
স্বাস্থ্য	১৪৫৭.০	১৫.৭	৭৩.০	৫০.৫
মানবিক ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২৬২৪.২	২৮.৪	৪৬.৬	৩২.২
পরিবেশ	৪৩৫.৪	৪.৭	০.৭	০.৫
সংস্কৃতি	১০৪২.২	১১.৩	৩.৩	২.৩
অবকাঠামোগত উন্নয়ন	৬৬.০	০.৭	১.৯	১.৩
আয় উৎসারিকার্যক্রম	০০.৯	০.০	৩.৪	২.৩
অন্যান্য	১৮২০.০	১৯.৭	৬.৪	৪.৪
মোট	৯২৫৫.১	১০০.০	১৪৪.৬	১০০.০

সূত্র : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৬.৮ ব্যাংকসমূহের খাতওয়ারী সিএসআর আয়

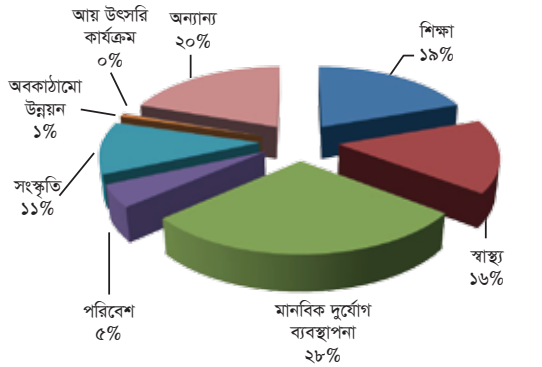

সূত্র : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (কৃষি খাতে তহবিল যোগান দেয়ার জন্য বিশেষায়িত ব্যাংক) প্রতিষ্ঠা করা, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে কৃষি ক্ষেত্রে অর্থ যোগান ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়াকে সহজ করেছিল। এ সময়ে ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থ যোগান ব্যবস্থায় সহায়তা করা এবং গ্রামীণ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করার মতো কার্যাদিকে সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্র খুঁজে পায়।

৬.২৪ সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক-কে লাইসেন্স প্রদান শুরু করে, যা আর্থিক সেবা গ্রহণের পরিসর বৃদ্ধি করে এবং আরও বেশি মানুষকে আর্থিক ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করে। বিশেষ

করে, গত দশকে মোবাইল এবং ইন্টারনেটের আবির্ভাবের কারণে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (ডিএফএস) বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে বেগবান করে তোলে। দেশে বিদ্যমান ডিএফএস'র মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং অনেক বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত অধিক সংখ্যক মানুষকে আর্থিক সেবা গ্রহণে সহায়তা করেছে।

৬.২৫ অর্থবছর ২০-এ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, নতুন নতুন ক্ষেত্র অন্বেষণ এবং মানসম্পন্ন ও ব্যয় সাশ্রয়ী আর্থিক সেবা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকাণ্ড ব্যাংকিং সেবা বিযুক্ত ও সুবিধা বঞ্চিত জনগণের দোরগোড়ায় আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়ার উপর নিবদ্ধ ছিল।

প্রথাগত পদ্ধতিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

ব্যাংক শাখার বিস্তৃতি

৬.২৬ প্রথাগত ও সমন্বিত পদ্ধতিতে ব্যাংকিং সেবার বিস্তৃতি সেসব স্থানেই ঘটাতে হয়, যেসব স্থানে উক্ত সেবার চাহিদার পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক শাখার জন্য ব্যবসায়িক সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১১ সাল পর্যন্ত ব্যাংকসমূহকে নতুন শাখা স্থাপনের ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামে ৪ঃ১ অনুপাতে শাখা স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে আরও বেশি ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ব্যাংক শাখা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে ব্যাংলাদেশ ব্যাংক একটি সার্কুলার জারি করে এবং শহর ও গ্রামে নতুন ব্যাংক শাখা খোলার ক্ষেত্রে অনুপাত ১ঃ১ পুনর্নির্ধারণ করে। অর্থবছর ২০-এ মোট ১৯২ টি নতুন ব্যাংক শাখা খোলা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যাংক শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০,৫৮৮টি।

উপশাখা এবং ব্যাংক বুথ

৬.২৭ ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) শাখা, কৃষি শাখা, কালেকশন বুথ এবং ব্যবসা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের

চার্ট ৬.৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতওয়ারী সিএসআর ব্যয়

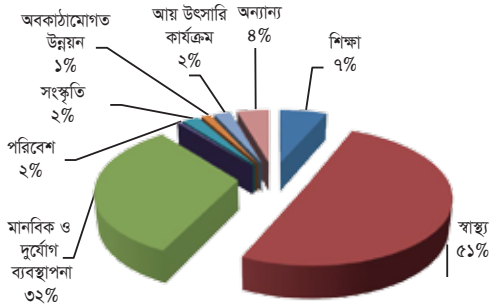

সূত্র : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৬.৫ বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিকদায়বদ্ধতা তহবিল হতে অর্থবছর ২০-এ ব্যয়ের বিবরণ

খাতসমূহ	মিলিয়ন (টাকায়)	শতকরা হিসাব
শিক্ষা	১৮.০২	৩৬.৪১
স্বাস্থ্য	১০.৪৪	২১.০৯
গবেষণা	৮.৩৭	১৬.৯০
মানব সম্পদ উন্নয়ন/দক্ষতা বৃদ্ধি	০.৯০	১.৮২
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	০.১৪	০.২৯
অবকাঠামোগত উন্নয়ন	১১.০৬	২২.৩৫
সংস্কৃতি	০.১৮	০.৩৬
অন্যান্য	০.৩৮	০.৭৮
মোট	৪৯.৪৯	১০০.০০

সূত্র : সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

অনুমতি প্রদান করে। এসব নতুন উদ্যোগ ব্যাংকিং সেবা বিযুক্ত এবং সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে যুক্ত করছে। উপশাখাসমূহ সীমিতমাত্রায় ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে এবং নিকটবর্তী পূর্ণাঙ্গ শাখার অধীনে স্বল্প ব্যয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিকল্প মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

এজেন্ট ব্যাংকিং

৬.২৮ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৩ সালে তফসিলি ব্যাংকসমূহকে এজেন্ট এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা বিস্তৃত করার সুযোগ প্রদান করে। এজেন্সি চুক্তির অধীনে থেকে কোনও ব্যাংকের এজেন্ট সীমিত মাত্রায় ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা প্রদান করতে পারে। এই পদ্ধতিতে প্রত্যন্ত এলাকায় নিজস্ব লোকবল নিয়োগ অথবা নিজস্ব শাখা স্থাপন ব্যতিরেকেই ব্যাংকসমূহ তাদের সেবা বিস্তৃত

করতে পারে। এ ব্যবস্থা ব্যাংকের জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী এবং নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য নিজ এলাকায় ব্যাংকের পক্ষে কাজ করার জন্য উপযোগী। ফলস্বরূপ, প্রত্যন্ত এলাকায় এজেন্ট ব্যাংকিং অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

৬.২৯ গ্রামীণ এলাকায় এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংক এবং তাদের সেবা গ্রহীতা- উভয়ের জন্যই অসীম সম্ভাবনা তৈরি করে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম বেগবান হয়েছে। আমানত স্থানান্তর, ঋণ বিতরণ এবং বিশেষত: দেশে প্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রা বিতরণের ক্ষেত্রে এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যাংকসমূহকে সহায়তা করছে। এমনকি কোভিড-১৯ সংক্রমণের সময় যখন ব্যাংকিং কার্যক্রমে মন্দাভাব দেখা দিয়েছিল, তখনও এজেন্ট ব্যাংকিং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করে।

৬.৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ২৮টি ব্যাংক-কে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ২৩টি ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করেছে। ১২,৪৪৯টি আউটলেট সহযোগে মোট ৮,৭৬৪টি এজেন্ট নিয়োজিত রয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৪৩.৫৭ ভাগ এবং শতকরা ৪৫.৭৫ ভাগ বেশি। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট হিসাবের সংখ্যা ৭৩,৫৮,১৯০টি এবং এসব হিসাবে মোট স্থিতি ১০২.২০ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২০-এ বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ১৭৩.০২ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ১৯-এ বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ৫৮.৩৫ বিলিয়ন টাকার চেয়ে শতকরা ১৯৬.৫২ ভাগ বেশি। চার্ট ৬.১০ এ এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের গতিধারা দেখানো হয়েছে।

অটোমেটেড টেলার মেশিনের (এটিএম) সূচনা

৬.৩১ বিশ্বব্যাপী অটোমেটেড টেলার মেশিন শাখাবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। গ্রাহকের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকসমূহকে তাদের গ্রাহকের জন্য এটিএম চালু করতে উৎসাহিত করছে। এ ব্যবস্থা ব্যাংকসমূহকে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, পিওএস/অনলাইন লেনদেন ইত্যাদি সেবাসমূহ একই

চার্ট ৬.১০ এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম এর ধারাবাহিক চিত্র

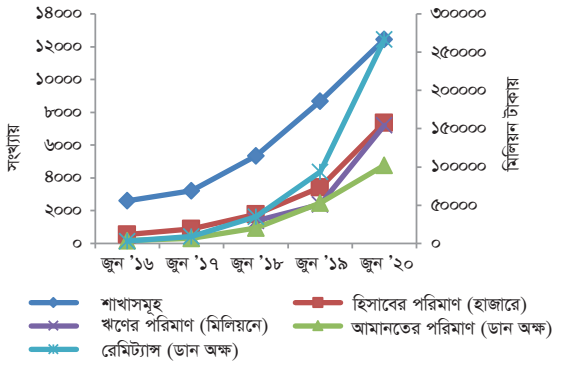

সূত্র : ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সময়ে একসাথে প্রদান করার সুযোগ করে দেয়। বাংলাদেশে প্রথম এটিএম চালু হয় ১৯৯৩ সালে। ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে এটিএম মেশিনের সংখ্যা ১১,০৪৭ টি।

ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সার্ভিসেস

৬.৩২ পিওএস এবং ই-কমার্স সেবার জনপ্রিয়তা গ্রাহকদেরকে দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে সহজে ও স্বচ্ছন্দে অর্থ পরিশোধে সহায়তা করে। বিশেষতঃ প্রযুক্তির উন্মেষ এসব সেবা ও প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ নতুন প্রজন্মকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করে। বাংলাদেশ ব্যাংকও ২০১০ সালে অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেমস (বিএসিপিএস), ২০১১ সালে বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন), ২০১২ সালে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি) এবং ২০১৫ সালে রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট সিস্টেমস (আরটিজিএস) চালু করেছে। এ ধরনের কারিগরি তৎপরতা অর্থ সঞ্চালন বৃদ্ধি করেছে এবং এভাবেই আন্তঃব্যাংক লেনদেনের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে এনেছে। এসব সেবার ব্যবহার বৃদ্ধি ব্যয় কমায় এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ঘটায়।

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস

৬.৩৩ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১১ সালে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) চালু করে।

শুরুতে এমএফএস শুধু পেমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু পরবর্তীতে আমানত সংগ্রহের মাধ্যমও হয়ে উঠে। বাংলাদেশের সর্বত্র মোবাইল নেটওয়ার্ক সহজলভ্য হওয়ার পর থেকেই এমএফএস দ্রুত বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক বহুধাপীয় কেওয়াইসি এবং এমএফএস একাউন্ট খোলার জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নথি যাচাইকরণ চালু করে, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।

৬.৩৪ প্রারম্ভিক ধাপে এমএফএস লেনদেন ক্যাশ ইন/ক্যাশ আউট (সিআইসিও) এ সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু বর্তমানে পার্সন-টু-পার্সন (পিটুপি), পার্সন-টু-বিজনেস (পিটুবি), বিজনেস-টু-পার্সন (বিটুপি), পার্সন-টু-গভর্নমেন্ট (পিটুজি) এবং গভর্নমেন্ট-টু-পার্সন (জিটুপি) সহ সকল প্রকারের লেনদেন এমএফএস-এ সংঘটিত হচ্ছে এবং এমএফএস'র ব্যবহার জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

৬.৩৫ চালু হওয়ার পর থেকেই এমএফএস-এর ব্যবহার অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থবছর ২০-এও এ বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সকল এমএফএস কোম্পানিকে গার্মেন্টস কর্মী ও সরকারি নগদ সহায়তা, ভাতা, বৃত্তি ইত্যাদি গ্রহীতার হিসাব খোলার জন্য এবং হ্রাসকৃত ক্যাশ আউট ফি'তে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। এ অর্থবছরে নিবন্ধিত ও সক্রিয় এমএফএস গ্রাহক সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ২২.৪৭ ভাগ ও শতকরা ১৮.৮৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে, লেনদেনের সংখ্যা এবং এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে শতকরা ২৮.৩৫ ভাগ ও শতকরা ৪১.৩৮ ভাগ।

পিএসপি এবং পিএসও সমূহের অনুমোদন

৬.৩৬ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিত করা এবং আর্থিক সেবাকে ছড়িয়ে দেয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক 'বাংলাদেশ পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস রেগুলেশন-২০১৪ (বিপিএসএসআর-২০১৪)' এর আওতায় পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (পিএসপি) এবং পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর (পিএসও) লাইসেন্স প্রদান করছে। পিএসপিসমূহ সরাসরি গ্রাহকদের অর্থ পরিশোধ বা অর্থ পরিশোধের প্রক্রিয়া সহজতর করে এবং ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ই-ওয়ালেট, মোবাইল ওয়ালেট ইত্যাদির সাহায্যে লেনদেন নিষ্পত্তি করে। পিএসওসমূহ ফিনটেক সংস্থা হিসেবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, যেমন- পেমেন্ট গেটওয়ে বা পেমেন্ট অ্যাগ্রিগেটর হয়ে কাজ করে। জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ৭টি পিএসপি এবং পিএসও কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যাদের কার্যক্রম বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করছে।

প্রান্তিক এবং বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত উদ্যোগ

নো-ফ্রিল একাউন্ট

৬.৩৭ বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কেন্দ্রবিন্দু মূলত স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী। যেহেতু আর্থিক পরিষেবা দারিদ্র্য বিমোচনের ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত, তাই বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহকে দরিদ্র, প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অপ্রয়োজনীয় ফি/চার্জবিহীন বা নামমাত্র চার্জে বিশেষ ধরনের ব্যাংক হিসাব খোলার নির্দেশনা প্রদান করেছে। এই হিসাবগুলো সাধারণভাবে নো-ফ্রিল একাউন্ট (এনএফএ) নামে পরিচিত। এনএফএ খোলার জন্য সহজীকৃত কেওয়াইসি (Know-Your-Customer) এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টশন এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষক, সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধাভোগী, মুক্তিযোদ্ধা, ক্ষুদ্র জীবন বীমা পলিসি গ্রাহক, পোষাক শ্রমিক, সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মী, পাদুকা এবং চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারক, ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার শ্রমিক, শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, পথশিশু, প্রাক্তন ছিটমহলের বাসিন্দা, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অনুকূলে বিশেষ

সুবিধাযুক্ত হিসাব খোলার জন্য নির্দেশনা জারি করেছে। এছাড়াও, ব্যাংকসমূহকে এসব হিসেবে আমানতের বিপরীতে উচ্চতর সুদ প্রদানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দেশের প্রান্তিক মানুষের আর্থিক সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এ কর্মসূচি বিগত বছরগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৬.৩৮ ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচির আওতায় মোট ২,২০,৭০,৬৩০টি এনএফএ খোলা হয়েছে। ২০১৯ সালের জুনে এর সংখ্যা ছিল ১,৯৪,৯৮,০৪৫টি, অর্থাৎ বার্ষিক বৃদ্ধির হার শতকরা ১৩.১৯ ভাগ । এনএফএসমূহতে জুন ২০১৯ এর মোট আমানত ১৯,৩০১.৯ মিলিয়ন টাকার বিপরীতে জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩,৮৬৭.৪ মিলিয়ন টাকা । অর্থাৎ, গত অর্থবছরে আমানত বৃদ্ধির হার শতকরা ২৩.৬৫ ভাগ। এনএফএসমূহের বৃদ্ধির গতিধারা চার্ট ৬.১১ এ দেখানো হয়েছে।

স্কুল ব্যাংকিং

৬.৩৯ বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল স্কুল ব্যাংকিং। অল্প বয়সে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ব্যাংকিং চালু করা হয়, যার মাধ্যমে তারা ব্যাংকিং পরিষেবা এবং আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে স্কুল ব্যাংকিং প্রবর্তনের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা জারি করে, পরে ২০১৩ সালের অক্টোবরে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের ১৮ বছর পূর্ণ হলে গ্রাহকের সম্মতি সাপেক্ষে স্কুল ব্যাংকিং হিসাবসমূহকে সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবে রূপান্তর করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

৬.৪০ এই নীতিমালাসমূহের আলোকে ব্যাংকসমূহ ন্যূনতম ১০০ টাকা জমা নিয়ে শিক্ষার্থীদের হিসাব খুলতে পারে। এসকল হিসাবে কোনও পরিষেবা চার্জ নেই, বরং আকর্ষণীয় সুদের হার, ডেবিট কার্ডের সুবিধা এবং

চার্ট ৬.১১ নো-ফ্রিল একাউন্ট এর ধারাবাহিক চিত্র

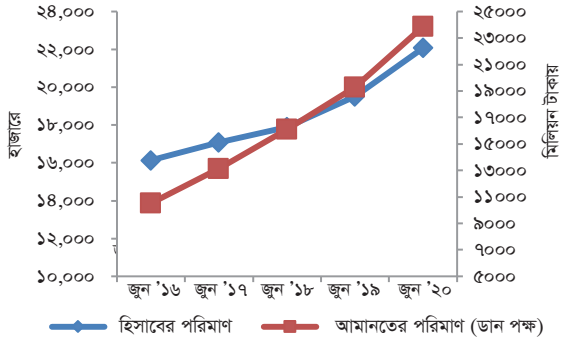

সূত্র : ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

স্কুলকেন্দ্রিক আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা ইত্যাদি সুবিধাযুক্ত। বাংলাদেশে কার্যরত ৬০টি ব্যাংকের মধ্যে ৫৫টি ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। স্কুল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে জুন ২০২০ পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিং হিসাব সংখ্যা ২৪,৩১,৬০২টি, যার বিপরীতে স্থিতির পরিমাণ ১৭,৬২৮.২ মিলিয়ন টাকা। জুন ২০১৯ হতে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব সংখ্যা এবং স্থিতির পরিমাণ বেড়েছে যথাক্রমে ৪,৩৫,৫৭২টি (বা শতকরা ২১.৮২ ভাগ) এবং ২৬৮৪.২ মিলিয়ন টাকা (বা শতকরা ১৭.৯৬ ভাগ)। চার্ট ৬.১২ এ বাংলাদেশে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য ব্যাংকিং

৬.৪১ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং সেবার আওতাভুক্ত করে তাদের কষ্টার্জিত অর্থের নিরাপত্তা এবং সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরির লক্ষ্যে ব্যাংকে তাদের হিসাব খোলার নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মধ্যে যাদের বাবা-মা নেই, তারা নিবন্ধিত বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) সহায়তায় মনোনীত ব্যাংকগুলোতে হিসাব খুলতে পারবে। এ সকল হিসাবধারীদের সামগ্রিক কল্যাণ ও হিসাব পরিচালনার দায়ভার সম্পূর্ণরূপে এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত এনজিওসমূহের উপর ন্যস্ত। এ ধরনের হিসাব হতে কোনও ফি নেওয়া হয়না।

৬.৪২ জুন ২০২০ অবধি, ১৯টি ব্যাংক ২৩টি এনজিওর সহায়তায় ১০,০২৯ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের হিসাব খুলেছে। এ হিসাবসমূহতে মোট আমানতের পরিমাণ ৩.৮৭ মিলিয়ন টাকা। জুন ২০১৯ এর তুলনায় এ হিসাব সংখ্যা ৪,৮৮২টি বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ বার্ষিক বৃদ্ধির হার শতকরা ৯৪.৮৫ ভাগ।

পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি

১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৬.৪৩ ১০ টাকার হিসাবধারী প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্প আয়ের প্রান্তিক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ ক্ষুদ্র/ প্রান্তিক কৃষকদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে ২০১৪ সালে ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। এ স্কিম হতে সরাসরি ব্যাংক এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ প্রদান করা হয়। এই স্কিমের আওতায় চুক্তিবদ্ধ ব্যাংকসমূহ ১০ টাকার হিসাবধারীদের ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতে এক বছরের জন্য ঋণ প্রদান করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ ঋণ বিতরণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহকে ব্যাংক রেটে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে। এ স্কিমে গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ সুদের হার শতকরা ৯.৫ ভাগ, যা হ্রাসকৃত স্থিতির ভিত্তিতে হিসাবায়ন করা হয়। এছাড়াও, আদায়কৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহ শতকরা ৩.৫ ভাগ হারে প্রণোদনা রেয়াত লাভ করে।

কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ৩,০০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৬.৪৪ প্রান্তিক মানুষের উপর কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২০ সালের ২০ এপ্রিল ৩,০০০ কোটি টাকা এর একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করেছে। এ স্কিমের উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের (এমএফআই) মাধ্যমে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ প্রদান

চার্ট ৬.১২ স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম এর ধারাবাহিক চিত্র

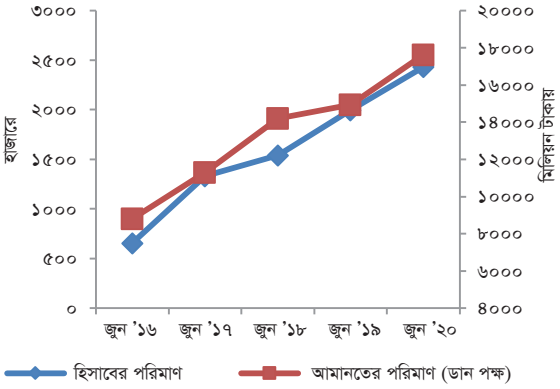

সূত্র : ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

করা। এ স্কিমের আওতায় একক ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের ঊর্ধ্বসীমা যথাক্রমে ৭৫,০০০ টাকা ও ১০,০০,০০০ টাকা। গ্রুপভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের ঊর্ধ্বসীমা যথাক্রমে ৩,০০,০০০ টাকা ও ৩০,০০,০০০ টাকা। এই স্কিমের মাধ্যমে কেবলমাত্র এমএফআই এর সদস্যদের ব্যক্তি পর্যায়ে এক বছরের জন্য এবং ক্ষুদ্র-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ০২ বছরের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। ৪২টি ব্যাংক ইতোমধ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক সক্ষমতা সনদ প্রাপ্ত এমএফআইসমূহের মাধ্যমে এ স্কিম হতে ঋণ বিতরণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকসমূহকে বার্ষিক শতকরা ১ ভাগ হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করছে এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাংক হতে বার্ষিক শতকরা ৩.৫ ভাগ হারে অর্থায়ন সুবিধা পাচ্ছে। গ্রাহক পর্যায়ে এ স্কিমের আওতায় বার্ষিক সর্বোচ্চ শতকরা ৯ ভাগ হারে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ এর কারণে প্রত্যাবর্তনকারী প্রবাসীরাও এই স্কিমের ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা পাচ্ছেন। সুতরাং, এই পুনঃঅর্থায়ন স্কিমটি কোভিড-১৯ সংকট কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবিকা নির্বাহে প্রান্তিক মানুষের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আর্থিক সাক্ষরতা এবং ভোক্তাধিকার

৬.৪৫ টেকসই আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য নাগরিকদের আর্থিক সাক্ষরতা একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগকে আরও সফল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইন্টারনেটে আর্থিক শিক্ষার জন্য একটি তথ্য বিনিময় ভিত্তিক ওয়েব পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এ পোর্টালে বিভিন্ন আর্থিক বিষয় এবং সেবা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান সংশ্লিষ্ট তথ্য, কার্টুন, গল্পের বই, গেমস, অডিও-ভিজ্যুয়াল, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি রয়েছে। আর্থিক সাক্ষরতার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য টেলিভিশন ও রেডিও বিজ্ঞাপন, পত্রিকায় প্রচারণা, লিফলেট, ভিডিও ডকুমেন্টারি ইত্যাদি তৈরি ও প্রচার করা হয়েছে।

৬.৪৬ বাংলাদেশ ব্যাংক এর ২০২০-২০২৪ সালের 'স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান' এ 'আর্থিক শিক্ষা ও আর্থিক সাক্ষরতার উদ্যোগকে শক্তিশালীকরণ' অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি, আর্থিক সাক্ষরতা এবং আর্থিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৪ সালে 'স্কুল ব্যাংকিং সম্মেলন' নামে একটি বিশেষ কর্মসূচি প্রবর্তন করেছে। জেলা পর্যায়ে 'স্কুল ব্যাংকিং সম্মেলন' আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, তাদের পিতা-মাতা, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট এলাকার সাংবাদিকগণ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থিক জ্ঞান আদান-প্রদানে অংশগ্রহণ করে। ভবিষ্যতের নাগরিকের জন্য আর্থিক সাক্ষরতার ভিত্তি গড়ে তুলতে বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিক স্তরে আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাজ করছে।

৬.৪৭ উপরে বর্ণিত কর্মসূচি ও পদক্ষেপসমূহের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম, ব্যাংকিং মেলা, এসএমই মেলা, নারী উদ্যোক্তা মেলা এবং বিভিন্ন তহবিল ও প্রকল্পাধীন আর্থিক সচেতনতা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও জ্ঞান বিনিময়

৬.৪৮ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং সক্ষমতাসম্পন্ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক পরিমণ্ডল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জোটের সাথে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ অর্জন করেছে।

৬.৪৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (এএফআই) এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ার ছিলেন। এএফআই হলো আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমে ৮৮টি দেশের ৯৯টি নিয়ন্ত্রক সংস্থার জ্ঞান বিনিময়ের একটি বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম।

৬.৫০ ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে মেক্সিকোর রিভেরিয়া মায়ায় অনুষ্ঠিত এএফআই এর গ্লোবাল পলিসি ফোরামে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সদস্য সংস্থাসমূহের অঙ্গীকার সংবলিত মায়া ডিক্লারেশন এর প্রবর্তন করা হয়। মায়া ডিক্লারেশনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত ৪৬টি অঙ্গীকারের মধ্যে জুন ২০২০ পর্যন্ত ৩৭টি অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হয়েছে।

৬.৫১ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন (ওআইসি) এর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের ওয়ার্কিং গ্রুপের কো-চেয়ার হিসেবেও কাজ করছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উত্তরণের পাশাপাশি আর্থিক অধিগম্যতা, আর্থিক শিক্ষা ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে ইসলামিক দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সমন্বয়ে গঠিত-এ ওয়ার্কিং গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছে।

৬.৫২ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৪ সালে 'এএফআই পলিসি অ্যাওয়ার্ড', ২০১৬ ও ২০১৭ সালে 'দি চাইল্ড এন্ড ইয়ুথ ফাইন্যান্স ইন্টারন্যাশনাল (সিওয়াইএফআই)' এর 'গ্লোবাল ইনক্লুশন অ্যাওয়ার্ড' এবং ২০১৮ সালে 'এএফআই জেন্ডার ইনক্লুসিভ অ্যাম্বাস্যাডার অ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্ত হয়।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অন্যান্য পদক্ষেপসমূহ

ই-কেওয়াইসি ও সরলীকৃত ব্যাংক হিসাব খোলার ফরম এর প্রবর্তন

৬.৫৩ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারের লক্ষ্যে জনগণের জন্য সাশ্রয়ী ও দ্রুততর আর্থিক সেবা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রাহক সনাক্তকরণ ও ডিউ ডিলিজেন্স এর বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ই-কেওয়াইসি (electronic-Know-Your-Customer) প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেহেতু ডিজিটালাইজেশন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও আর্থিক সেবায় গ্রাহকদের অধিগম্যতাকে সহজতর করেছে, সেহেতু এ ব্যবস্থাপনায় কিছু মৌলিক ঝুঁকির বিষয়ও বিদ্যমান। অধিকন্তু, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে বিদ্যমান প্রবিধির যথাযথ প্রতিপালনে গ্রাহকের পরিচয় যাচাইকরণ কেওয়াইসি সম্পন্নকরণ প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৬.৫৪ যথাযথভাবে গ্রাহক যাচাইয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অক্ষমতা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করে নির্ভরযোগ্যভাবে ই-কেওয়াইসি এর মাধ্যমে গ্রাহক সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক জানুয়ারি, ২০২০ এ একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করে। এ গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যাংকসমূহকে ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে ই-কেওয়াইসি বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৬.৫৫ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উত্তরণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক ফেব্রুয়ারি ২০২০ এ ব্যাংক কর্তৃক ব্যবহৃত হিসাব খোলার ফরম পুনর্বিবেচনা করে তুলনামূলক সরলীকৃত হিসাব খোলার ফরমের প্রবর্তন করে। প্রান্তিক পর্যায়ের গ্রাহকদের অর্থনৈতিক ঝুঁকি বিবেচনাপূর্বক বিভিন্ন দলিলাদি উপস্থাপনে জটিলতা নিরসনে এ সরলীকৃত ফরমটি ডিজাইন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২০ এর মধ্যে বিদ্যমান হিসাব খোলার ফরমটি প্রতিস্থাপন করে সরলীকৃত হিসাব খোলার ফরমটি চালু করার জন্য সকল ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৬.৫৬ তথ্য-প্রযুক্তির উন্মেষ ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে হিসাব খোলার প্রক্রিয়া অধিকতর গ্রাহকবান্ধব করা এবং প্রযুক্তির সহায়তায় দ্রুত তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হিসাব খোলার ফরমটি হালনাগাদ করা হয়েছে। সরলীকৃত ফরমের প্রয়োজনীয় তথ্য ছাড়াও ব্যাংকসমূহ তাদের স্বীয় বিবেচনায় অতিরিক্ত তথ্য গ্রাহকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবে।

কৃষি ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থিক অধিগম্যতা বৃদ্ধিকরণ

৬.৫৭ গ্রামীণ এলাকায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও আর্থিক অধিগম্যতা বৃদ্ধিকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক কৃষি ঋণ নীতি অনুসরণ করে আসছে। গ্রামীণ অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রতি বছর এ নীতি পরিচালিত হচ্ছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ কৃষি ঋণ নীতি অবদান রেখে চলেছে।

৬.৫৮ সাধারণত শস্য উৎপাদনে কৃষকদেরকে স্বল্প মেয়াদি কৃষিঋণ প্রদান করা হয়, যা এক পঞ্জিকাবর্ষে পরিশোধযোগ্য। তাই নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কৃষকদেরকে আর্থিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত রাখতে কৃষিঋণ সরবরাহ চলমান রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অর্থবছর ২০-এ ৩১ লক্ষ গ্রাহককে সর্বমোট ২২৭.৫ বিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয় যার মধ্যে মহিলা গ্রাহকের সংখ্যা ১৫ লক্ষ।

লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসকরণ

৬.৫৯ ২০১৭ সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রকাশিত গ্লোবাল ফিনডেক্স মোতাবেক বাংলাদেশে আর্থিক সেবায় অধিগম্যতায় লিঙ্গ বৈষম্যের হার শতকরা ২৯ ভাগ। আর্থিক অধিগম্যতায় বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক খাত সম্প্রসারণের মাধ্যমে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

প্রত্যেক শাখায় বছরে অন্তত তিন জন নারী উদ্যোক্তাকে ঋণ সুবিধা প্রদান করার জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, ঋণ সুবিধা প্রাপ্তিতে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিতকরণ ও নারী উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা প্রদানপূর্বক এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের যথাযথ পরিবীক্ষণে প্রত্যেক শাখায় আলাদা হেল্প ডেস্ক স্থাপন এবং প্রধান কার্যালয়ে নারী উদ্যেক্তা উন্নয়ন ইউনিট গঠন করতে ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নারীদের আর্থিক সেবা প্রাপ্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতিগত পদক্ষেপসমূহ ইতোমধ্যে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে।

আর্থিক অধিগম্যতা জোরদারের লক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য জামানতের আওতা বৃদ্ধি

৬.৬০ বাংলাদেশে ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জামানত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। জামানতের ধরন বিবেচনায় স্থাবর সম্পত্তি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। ফলে, পর্যাপ্ত স্থাবর জামানতের অভাবে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে (সিএমএসএমই) অর্থায়ন বাধাগ্রস্থ হয়। এক্ষেত্রে অস্থাবর সম্পত্তি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের অর্থায়নে বিকল্প জামানত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক, আইএফসি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে 'সিকিউরড্ লেন্ডিং এন্ড মুভেবল কোলাটেরাল রিফর্ম ইন বাংলাদেশ' নামক একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। গ্রহণযোগ্য জামানত ভিত্তি পুনর্গঠনের মাধ্যমে অস্থাবর ও হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তিকে জামানত হিসেবে ব্যবহারের উপযুক্ততা নিরূপন এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এর ফলে, জামানত হিসেবে গ্রহণযোগ্য সম্পত্তির পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে অর্থায়ন করা আরও সহজতর হবে।

অর্থবছর ২০-এ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নীতিগত পরিবর্তনসমূহ

ই-কেওয়াইসি গাইডলাইন্স ইস্যুকরণ

৬.৬১ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানি, পুঁজিবাজার, মোবাইল আর্থিক সেবা প্রদানকারী, ডিজিটাল আর্থিক সেবা প্রদানকারী ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত অন্যান্য কোম্পানির জন্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ই-কেওয়াইসি গাইডলাইন্স প্রণয়ন করেছে। ডিসেম্বর, ২০২০ এর মধ্যে প্রত্যেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ গাইডলাইন্স বাস্তবায়নের আশা করা হচ্ছে। এ ই-কেওয়াইসি গাইডলাইনে বিদ্যমান নির্দেশনার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জাতীয় পরিচয়পত্র এবং বায়োমেট্রিক তথ্যের ভিত্তিতে গ্রাহক সনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় ডিউ ডিলিজেন্স সম্পন্নকরণ সম্ভব হবে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে গ্রাহকের পরিচয় প্রতিপাদন এবং গ্রাহক ও সেবা প্রদানকারীর কাজকে আরও সহজতর করাই ই-কেওয়াইসি এর মূল উদ্দেশ্য।

কোভিড-১৯ এর কারণে গৃহীত নীতিগত ব্যবস্থা

৬.৬২ কোভিড-১৯ মহামারীতে বাংলাদেশ ব্যাংক নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা নিম্নরূপ :

- লেনদেনের সীমা বৃদ্ধি ও ফি কমানোর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল আর্থিক সেবা নিশ্চিতকরণ;
- ব্যাংক হিসাব ও মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে কর্মজীবী/গ্রাহকদের বেতন, মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা প্রদান;
- করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে ৫০ লক্ষ কর্মচ্যুত গরীব পরিবারকে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও ১০ টাকা হিসাবের মাধ্যমে সরকার প্রদত্ত নগদ সাহায্য প্রদান;
- অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে ঋণ সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৩০০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন;
- ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে (সিএমএসএমই) ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে বিশ হাজার কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ ও চলতি মূলধন সুবিধা প্রদানে দশ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা, প্রবিধান এবং তত্ত্বাবধান

৭.১ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশে কার্যরত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সাধারণত যেসব আর্থিক সেবা প্রদান করতে পারে না সেসব আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বৈচিত্র্যময় পণ্য ও সেবার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিনিয়ত গ্রাহকের পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণে প্রতিযোগিতামূলক আর্থিকবাজারে তাদের জায়গা করে নিয়েছে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশের পুঁজিবাজার এবং গৃহায়ন খাতের উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংক কোম্পানির ন্যায় মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অধিকাংশ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পৃথক সাবসিডিয়ারি কোম্পানি রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দু'টি বিভাগ যথা- (ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ (ডিএফআইএম) এবং (খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ (এফআইআইডি) এর মাধ্যমে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। ডিএফআইএম মূলত প্রবিধি, নীতি ও নির্দেশনা জারি, এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অফ-সাইট সুপারভিশনের কাজ করে থাকে। অন্যদিকে, এফআইআইডি মূলতঃ অন-সাইট পরিদর্শন বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে গ্রাহকদের অভিযোগসমূহের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

লাইসেন্স এবং প্রবিধান

৭.২ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর মাধ্যমে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান, প্রবিধান এবং তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর ন্যস্ত করা হয়। উক্ত আইনের ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা ১৯৯৪ জারি করা হয়। এছাড়াও, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮(ছ) ধারাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রুডেন্সিয়াল বিধিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২৪ জুলাই ২০১১ তারিখে প্রণীত সার্কুলার নং-০৫ এর নির্দেশনা মোতাবেক নতুন অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন হতে হবে ১.০ বিলিয়ন টাকা। তবে পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সম্পদের ঝুঁকিভিত্তিক ন্যূনতম সংরক্ষিতব্য মূলধনের কম হবে না।

সারণি ৭.১ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো

	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০*
অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৪	৩৪	৩৫
সরকারি মালিকানাধীন	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
যৌথ মালিকানাধীন	১০	১০	১১	১২	১২	১২	১৩
বেসরকারি	১৮	১৮	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯
নতুন শাখার সংখ্যা	২০	১৫	১৪	৩০	৮	১১	৩
মোট শাখার সংখ্যা	১৯৫	২১০	২২৪	২৫৪	২৬২	২৭৩	২৭৬

*৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত
সূত্র : আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

৭.৩ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ টার্ম ডিপোজিট (ন্যূনতম তিন মাস মেয়াদি), কমার্শিয়াল পেপার, বন্ড এবং ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জনসাধারণের নিকট থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে আমানতকারীগণ বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স স্কিমের আওতাভুক্ত নয়। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন করার অনুমোদন দেওয়া হয়নি। তবুও তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের পুর্বানুমোদন সাপেক্ষে বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ করতে পারে। বিভিন্ন প্রুডেন্সিয়াল নির্দেশনার (Prudential Guidelines) মাধ্যমে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় শনাক্তকরণ নীতি, সম্পদের শ্রেণিকরণ ও প্রভিশন নীতি; একক ও গোষ্ঠী ভিত্তিক ঋণ প্রদানের সীমা নির্ধারণ; পুঁজি বাজারে বিনিয়োগের সীমা; ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিওর জন্য শ্রেণিকরণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত নীতি; সিআরআর/ এসএলআর সংরক্ষণ নীতি;

হিসাব ও তা প্রদর্শন নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট দাখিল সম্পর্কিত বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৭.৪ বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৫টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কার্যরত রয়েছে, যার মধ্যে 'পিপলস লিজিং এন্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড' অবসায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০২০ সালে 'স্ট্র্যাটেজিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড' শীর্ষক নতুন একটি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংক লাইসেন্স প্রদান করেছে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৩টি সরকারি মালিকনাধীন, ১৩টি দেশি-বিদেশি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং অবশিষ্ট ১৯টি দেশীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। ৩০ জুন ২০২০এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭৬টি। শাখাসমূহের মধ্যে ঢাকা জেলায় ৯৪টি এবং অবশিষ্ট ১৮২টি দেশের অন্যান্য ৩৬টি জেলায় অবস্থিত। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানার ধরণ ও শাখাসমূহের বিস্তার সম্পর্কিত তথ্যসমূহ সারণি ৭.১-এ দেখানো হয়েছে।

সম্পদ

৭.৫ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতের মোট সম্পদের পরিমাণ জুন ২০২০ শেষে দাঁড়ায় ৮৬০.৩৩ বিলিয়ন টাকা, যা জুন ২০১৯ এ ছিল ৮৭১.৫০ বিলিয়ন টাকা।

বিনিয়োগ

৭.৬ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করলেও মূলতঃ শিল্প খাতেই তাদের বিনিয়োগ পুঞ্জীভূত। জুন ২০২০-এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাত ভিত্তিক বিনিয়োগ ছিল যথাক্রমেঃ শিল্প খাত শতকরা ৪৬.৪৫ ভাগ, আবাসন শতকরা ১৯.৪১ ভাগ, মার্জিন লোন শতকরা ২.২২ ভাগ, ব্যবসা ও বাণিজ্য শতকরা ১৩.৮৪ ভাগ, মার্চেন্ট ব্যাংকিং শতকরা ৩.৩৪ ভাগ, কৃষি শতকরা ২.৩০ ভাগ এবং অন্যান্য খাতে শতকরা ১২.৪৪ ভাগ (চার্ট ৭.২)।

সারণি ৭.২ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায় ও আমানত

(বিলিয়ন টাকা)

	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০*
মোট সম্পদ	৪৩৬.৩	৫২০.১	৬১১.০	৭১৩.৯	৮৩৯.৯	৮৫১.৬	৮৭১.৫	৮৬০.৩
মোট দায়	৩৫০.৪	৪২৪.২	৫০৯.০	৬০৬৫	৭২৬.০	৭৬২৬	৭৫৩.১	৭৬৮.৭
দায়-সম্পদ অনুপাত	৮০.৩	৮১.৫	৮৩.৩	৮৫.০	৮৬.৪	৮৬.৮	৮৬.৪	৮৯.৩
মোট আমানত	১৯৮.৩	২৩৮.৫	৩১৮.১	৩৮২.৪	৪৬৮.০	৪৬৬.২	৪৫১.৯	৪৪১২
মোট দায়ের শতকরা হিসেবে আমানত	৫৬.৬	৫৬.২	৬২.৫	৬৩.১	৬৪.৪	৬৩.০	৬০.০	৫৭.৪

*৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত
সূত্র : আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

চার্ট ৭.১ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদ, দায় ও তাদের অনুপাত

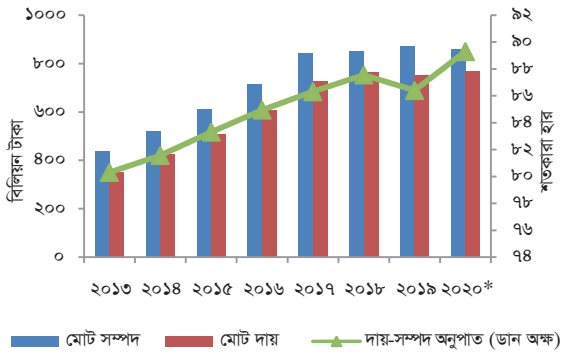

*৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত
সূত্র : আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

৭.৭ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৬ ধারা অনুসারে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে পারে। ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুঁজিবাজারে মোট বিনিয়োগ ছিল ১৮.৩৩ বিলিয়ন টাকা, ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে যা ছিল ১৭.৭৪ বিলিয়ন টাকা। ৩০ জুন ২০২০ শেষে পুঁজিবাজারে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট বিনিয়োগ দাঁড়ায় ১৭.৯৮ বিলিয়ন টাকা যা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদের শতকরা ২.০৯ ভাগ।

আমানত

৭.৮ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ ডিসেম্বর ২০১৮ এর ৪৬৬.২৬

বিলিয়ন টাকা (মোট দায়ের শতকরা ৬৩.০৩ ভাগ) হতে কমে ডিসেম্বর ২০১৯ এ ৪৫১.৯৩ বিলিয়ন টাকায় (মোট দায়ের শতকরা ৬০.০০ ভাগ) দাঁড়ায় যা শতকরা ৩.০৭ ভাগ কমেছে। জুন ২০২০ শেষে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট আমানতের পরিমাণ আরও হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪৪১.১৭ বিলিয়ন টাকা (সারণি-৭.২ এবং চার্ট ৭.১)।

অন্যান্য দায় ও ইক্যুইটি

৭.৯ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট দায় বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ এর ডিসেম্বর শেষে ৭৫৩.১২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ডিসেম্বর ২০১৮এ ছিল ৭৩৯.৬৯ বিলিয়ন টাকা। জুন ২০২০ শেষে মোট দায় ও ইক্যুইটির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৬৮.৭১ ও ৯১.৬২ বিলিয়ন টাকা।

বন্ড ও সিকিউরিটাইজেশন কার্যক্রম

৭.১০ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন ধরনের বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে বন্ড মার্কেট উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ হতে অনাপত্তি গ্রহণপূর্বক জুন ২০২০ পর্যন্ত ২৩.৫০ বিলিয়ন টাকা বাজার মূল্যের এগারটি বন্ড বাজারে ছাড়া হয়েছে।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা ও রেটিং

৭.১১ ব্যাংকের ন্যায় অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা ক্যামেলস্ (CAMELS) রেটিং এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে, যাতে তাদের কর্মপন্থার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়। ক্যামেলস্ রেটিং এ ব্যবহৃত নির্দেশক ছয়টি হলো মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগতমান, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, উপার্জন ক্ষমতা, তারল্য পরিস্থিতি ও বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতা ।

চার্ট ৭.২ ৩০ জুন ২০২০ অনুযায়ী অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতভিত্তিক বিনিয়োগ

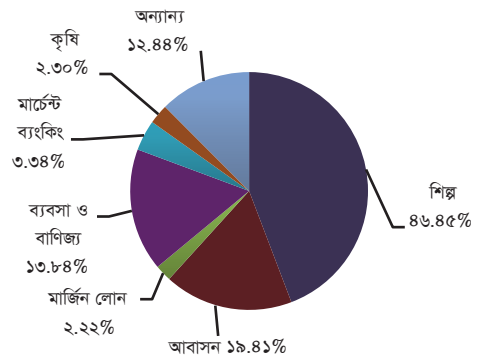

সূত্র : আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ৭.৩ মোট ঋণ/লীজ এবং শ্রেণিকৃত ঋণ/লীজ

(বিলিয়ন টাকা)

	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০*
মোট ঋণ/লীজ	৩৭২.৮	৪৪৮.৫	৫৩০.৭	৫৮০.৪	৬৪১.৯	৬৭৮.১	৬৭০.২
শ্রেণিকৃত ঋণ/লীজ	১৯.৭	৪০.০	৩৮.৭	৫২.১	৫৯.২	৮০.৪	৮৯.১
মোট ঋণ/লীজের সাথে	৫.৩	৮.৯	৭.৩	৮.৯	৯.২	১১.৯	১৩.৩

*৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত
সূত্র : আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

চার্ট ৭.৩ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট ও শ্রেণিকৃত ঋণ/লীজ এবং তাদের অনুপাত

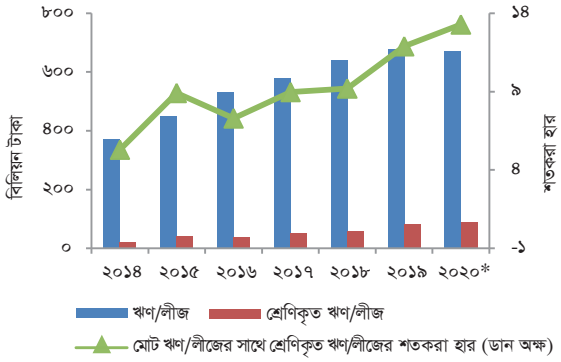

*৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত।
উৎস : আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মূলধন পর্যাপ্ততা

৭.১২ মূলধন পর্যাপ্ততা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মূলধনের সার্বিক অবস্থার উপর আলোকপাত করে এবং সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে আমানতকারীদের

সুরক্ষা প্রদান করে। এটি ঋণ, বাজার, সুদের হার ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত প্রধান আর্থিক ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা করতে সহায়তা করে। ব্যাসেল-৩ অ্যাকর্ডের আওতায় অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে শতকরা ১০.০ ভাগ মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে মূখ্য মূলধন থাকবে কমপক্ষে শতকরা ৫.০ ভাগ ।

সম্পদের গুণগত মান

৭.১৩ সম্পদের গুণগত মান নির্ণয়ের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে শ্রেণিকৃত ঋণের অনুপাত (এনপিএল)। এটি হলো মোট ঋণ/লীজের তুলনায় বিরূপ শ্রেণিকৃত ঋণ/লীজের অনুপাত। জুন ২০২০ শেষে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণের অনুপাত ছিল শতকরা ১৩.২৯ ভাগ। উল্লিখিত সময়ে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদের মধ্যে ঋণ, লীজ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল শতকরা ৭৭.৮২ ভাগ। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট ঋণ/লীজ এবং শ্রেণিকৃত ঋণ/লীজ এর গতিধারা সারণি ৭.৩ এ দেখানো হয়েছে।

উপার্জন এবং মুনাফা সক্ষমতা

৭.১৪ উপার্জন এবং মুনাফা সক্ষমতা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের প্রতিফলন ঘটায়। উপার্জন এবং মুনাফা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে বহুল ব্যবহৃত ও সর্বোত্তম সূচক হচ্ছে সম্পদের উপর আয়হার (ROA) যার সম্পূরক হচ্ছে ইক্যুইটির উপর আয়হার (ROE)। জুন ২০২০ শেষে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পদের উপর আয়হার ও ইক্যুইটির উপর আয়হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ০.২৪ ভাগ ও শতকরা ২.২১ ভাগ (সারণি-৭.৪)।

তারল্য পরিস্থিতি

৭.১৫ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে তাদের মোট মেয়াদি দায়ের শতকরা ২.৫ ভাগ

সারণি ৭.৪ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা অর্জনের হার

(শতকরা)

	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০*
ইক্যুইটি আয় হার (ROE)	১০.৪	৭.৫	৯.৯	৯.৯	৬.৯	৮.৩	৭.৪৫	৭.৬৪	২.২১
সম্পদ আয় হার (ROA)	১.৯	১.৫	১.৮	১.৮	১.০	১.১৪	০.৯৮	১.০৪	০.২৪

*৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত

সূত্র : আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

(দৈনিক ন্যূনতম শতকরা ২ ভাগ) নগদ তরল সম্পদ (সিআরআর) সহ শতকরা ৫.০ ভাগ সংবিধিবদ্ধ তরল সম্পদ (এসএলআর) হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। মেয়াদি আমানত গ্রহণ করে না এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য এসএলআর শতকরা ২.৫ ভাগ। প্রসঙ্গত, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এগুলোর গ্রাহকদের উপর কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব সহনীয় করণার্থে অর্থবছর ২০ শেষে সিআরআর এর হার দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে শতকরা ২.৫০ ভাগ হতে কমিয়ে শতকরা ১.৫০ ভাগ এবং দৈনিক ভিত্তিতে শতকরা ২.০ ভাগ হতে কমিয়ে শতকরা ১.০ ভাগ করা হয়।

বাজার ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতা

৭.১৬ সুদ হার বা ইক্যুইটি মূল্যের পরিবর্তন কোনো অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ-দায়, উপার্জন এবং মূলধনের উপর কি ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলে, তার মাত্রা থেকে বাজার ঝুঁকিজনিত সংবেদনশীলতা প্রতিফলিত হয়। এ সংবেদনশীলতা মূল্যায়নের সময় কার্যকর মূখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বাজার ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, নিরূপন ও নিয়ন্ত্রণে কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সুদহার অথবা ইক্যুইটি মূল্যের (অথবা উভয়েরই) সম্ভাব্য অভিঘাত থেকে উদ্ভূত কঠিন পরিস্থিতিকে কোনো অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংবেদনশীলতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিতে হবে। অনেক অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই, বাজার ঝুঁকির প্রাথমিক উৎস ছিল নন্-ট্রেডিং অবস্থান এবং সুদ হার পরিবর্তনের প্রতি তার সংবেদনশীলতা।

সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং

৭.১৭ জুন ২০১৯ শেষে ৩৪টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪টির সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং ছিল "২ বা সন্তোষজনক", ১০টি প্রতিষ্ঠানের "৩ বা মোটামুটি ভালো", ৭টির "৪ বা প্রান্তিক" এবং ১টি প্রতিষ্ঠানের "৫ বা অসন্তোষজনক"। একটি প্রতিষ্ঠান এ সময় পর্যন্ত ক্যামেলস্ রেটিংয়ের আওতায় আসেনি এবং আরো একটি প্রতিষ্ঠানের অবসায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

আইনি কাঠামো ও প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স

৭.১৮ চলমান উদ্যোগের অংশ হিসেবে, বাংলাদেশ ব্যাংক অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শক্তি বৃদ্ধি এবং তাদের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতার উপর গুরুত্বারোপ করে এবং কিছু আইনী ও প্রবিধানগত নীতি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সর্বোত্তম চর্চা এবং মানদণ্ড স্থাপনের লক্ষ্যে "গাইডলাইনস অন কমার্শিয়াল পেপার ফর ফাইনান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্স" সংশোধন করা হয়েছে যা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমার্শিয়াল পেপারের বিষয়ে দক্ষতার সাথে অধিক সংগঠিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সাহায্য করবে।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা এবং ব্যাসেল চুক্তি বাস্তবায়নে অগ্রগতি

৭.১৯ ০১ জানুয়ারি ২০১২ হতে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যাসেল-২ এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চাকে উৎসাহিতকরণ এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন কাঠামো অধিকতর ঝুঁকি সংবেদনশীল ও ঘাত-সহনশীল করণার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রুডেন্সিয়াল গাইডলাইন্স অন ক্যাপিটল এডিকোয়েসি এন্ড মার্কেট ডিসিপ্লিন (সিএএমডি) শীর্ষক একটি গাইডলাইন জারি করেছে। সংবিধিবদ্ধ অবশ্য পালনীয় হিসেবে সকল অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে গাইডলাইন্সটি অনুসরণ করতে হয়। ব্যাসেল-২ অনুযায়ী, বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তার মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ১০.০ ভাগ অথবা ১.০ বিলিয়ন টাকা এর মধ্যে যেটি অধিক তা ন্যূনতম সংরক্ষিতব্য মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সারণি ৭.৫ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শনসমূহ

পরিদর্শনের নাম	সংখ্যা
অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয়ের বিশদ পরিদর্শন	১৬
শাখার বিশদ পরিদর্শন	০
কোর রিস্ক পরিদর্শন	০
এফআইসিএল পরিদর্শন (কুইক সামারি প্রতিবেদন)	৩৩
বিশেষ পরিদর্শন (অনুরোধে)	৫

উৎস : আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ (এফআইআইডি), বাংলাদেশ ব্যাংক।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্পোরেট সুশাসন

৭.২০ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশকিছু নীতি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ নীতিমালায় অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদ, নির্বাহী কমিটি, নিরীক্ষা কমিটি এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুস্পষ্টভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারণ করে দিয়েছে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্ষদে পরিচালকের মোট সদস্য সংখ্যা ৯ থেকে ১১ জন হতে পারে। পরিচালক পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের ভিশন/ মিশন, বার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা, মূখ্য কর্মক্ষমতার নির্দেশক, প্রধান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত গাইডলাইন্স ইত্যাদি প্রণয়ন ও অনুমোদন করে থাকে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যাবলী ও ব্যবসায়ের কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন।

সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস ও প্রভিশনিং

৭.২১ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ, অগ্রিম, লীজ, বিনিয়োগ ইত্যাদির কিছু নির্দিষ্ট মানদণ্ড এবং গুণগত বিবেচনার ভিত্তিতে সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ করে থাকে। বিদ্যমান নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পদসমূহকে স্ট্যান্ডার্ড, বিশেষ উল্লেখ হিসাব, নিম্নমান, সন্দেহজনক ও মন্দ/ ক্ষতি হিসেবে শ্রেণিকরণ করে এদের বিপরীতে যথাক্রমে শতকরা ১, ৫, ২০, ৫০

ও ১০০ ভাগ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়। জুন ২০২০ শেষে মোট বকেয়া ঋণ/লীজের পরিমাণ ছিল ৬৭০.২১ বিলিয়ন টাকা যার মধ্যে বিরূপ শ্রেণিকৃত ছিল ৮৯.০৫ বিলিয়ন টাকা (মোট ঋণ/লীজের ১৩.২৯ শতাংশ, সারণি ৭.৩)।

ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালা

৭.২২ ঋণ/লিজ পুনঃতফসিলকরণ এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কঠিন অ-ব্যাংক আর্থিক পরিস্থিতির মোকাবেলায় ঋণ গ্রহীতাকে রক্ষা করার সুযোগ দেওয়া হয়। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ/লিজ হিসাব পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী গ্রাহকের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ করতে হয়। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপে যথাক্রমে মোট মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ/ লিজের ১৫ শতাংশ, ৩০ শতাংশ ও ৫০ শতাংশ অথবা মোট বকেয়া ঋণ/লিজের ১০ শতাংশ, ২০ শতাংশ ও ৩০ শতাংশ, এ দু'য়ের মধ্যে যা কম, তা ডাউন পেমেন্ট হিসেবে নগদে গ্রহণ করবে।

মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৭.২৩ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পাঁচটি মূখ্য ঝুঁকি তথা ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন, সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিরাপত্তা সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া, সম্ভাব্য সকল ঝুঁকিকে দক্ষতার সাথে সনাক্ত ও মোকাবেলার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে উন্নত নীতিমালা ও পদ্ধতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত গাইডলাইন্সসমূহ ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, অপারেশনাল ঝুঁকি, পরিপালন ঝুঁকি, কৌশলগত ঝুঁকি, সুনামগত ঝুঁকি, পরিবেশগত ঝুঁকি এবং মানি লন্ডারিং ঝুঁকিসহ সম্ভাব্য অন্যান্য সকল ঝুঁকিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

স্ট্রেস টেস্টিং

৭.২৪ স্ট্রেস টেস্টিং হলো সম্ভাব্য অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষমতা নির্ণায়ক একটি কৌশল যার মাধ্যমে ব্যতিক্রম কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা যাচাই করা হয়। স্ট্রেস টেস্টিং বিভিন্ন ঝুঁকির (সুদহার, ঋণ, ইক্যুইটি এবং তারল্য) বিষয়ে এবং বিরূপ অপ্রত্যাশিত ফলাফল সম্পর্কে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনাকে সতর্ক করে থাকে। ১ থেকে ৫ মাত্রার স্ট্রেস টেস্ট রেটিং এবং Weighted Average Resilience- Weighted Insolvency Ratio (WAR-WIR) ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করে জোনাল অবস্থান নির্ধারণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার সুপারিশ করে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্ট্রেস টেস্টিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন

৭.২৫ অর্থবছর ২০-এ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয়ের উপর আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন বিভাগ (এফআইআইডি) কর্তৃক মোট ১৬টি বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রমের বিস্তারিত সারণি ৭.৫ এ দেখানো হল। পরিদর্শন প্রতিবেদনের বাস্তবায়ন অবস্থা/ অগ্রগতিও এ বিভাগ কর্তৃক তদারকি করা হয়ে থাকে।

গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধিমালা

চার্জ-এর তালিকা

৭.২৬ আমানতকারী/বিনিয়োগকারী/গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক কতিপয় সেবার

বিপরীতে ধার্যকৃত চার্জ যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ করেছে এবং বিভিন্ন সেবার বিপরীতে ধার্যকৃত চার্জের একটি সম্পূর্ণ তালিকা শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের সুবিধাজনক স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা প্রদান করেছে যাতে গ্রাহকরা সহজেই তা দেখতে পারে। একই তথ্য তাদের ওয়েবসাইটেও আপলোড করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এই বিষয়গুলো যথাযথভাবে নীরিক্ষা করে থাকে এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ষান্মাসিক ভিত্তিতে এতদ্‌সংক্রান্ত বিবরণী দাখিল করতে হয়। এছাড়া, কমিটমেন্ট ফি, সুপারভিশন ফি এবং চেক ডিজঅনার ফি নামে কোনো কমিশন/ চার্জ আরোপ করা যাবে না।

বাংলাদেশে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য ও সেবা, এবং কমার্সিয়াল পেপারের গাইডলাইন্স

৭.২৭ গ্রাহকের পরিবর্তিত ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ব্যাংকের পাশাপাশি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহও নানাবিধ পণ্য ও সেবা নিয়ে প্রতিযোগীতামূলক অ-ব্যাংক আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। 'Guidelines on Products and Services of Financial Institutions in Bangladesh' টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত পণ্য ও সেবার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে যা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করার পাশাপাশি দক্ষ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রসার এবং নতুন পণ্য ও সেবা প্রবর্তনে শৃঙ্খলা আনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৭.২৮ কমার্শিয়াল পেপারের বিষয়ে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি গাইডলাইন জারি করা হয়েছে, যা প্রয়োজনীয় শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কমার্শিয়াল পেপারে বিনিয়োগকারী, ইস্যুকারী, জামিনদার, জারি এবং পরিশোধ বিষয়ক প্রতিনিধি হিসেবে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সর্বোত্তম চর্চা নিশ্চিত করতে এবং একটি মানদণ্ড স্থাপনে বিদ্যমান গাইডলাইনটিকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নম্বর-০২ এর মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছে, যার ফলে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কমার্শিয়াল পেপার বিষয়ে আরো সুশৃঙ্খলভাবে দক্ষতার সাথে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য তহবিল খরচ সূচক

৭.২৯ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১৩ সালে প্রকাশিত গাইডলাইন্স অনুযায়ী নিয়মিতভাবে তাদের ভিত্তি হার এবং তহবিল খরচ বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করে থাকে। এসব বিবরণীর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল খরচ সূচক নামে একটি সমন্বিত বিবরণী প্রস্তুত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করে এবং প্রতিমাসে সূচকটি হালনাগাদ করে থাকে। একটি গ্রহণযোগ্য রেফারেন্স রেট হিসেবে তহবিল খরচ সূচক ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রচলিত ভিত্তি হার ব্যবস্থা সুদহার নির্ধারণ পদ্ধতিকে সহজতর করে এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তহবিল খরচ ছিল শতকরা ৯.২০ ভাগ যা জুন ২০২০ মাসে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৮.৭৪ ভাগ দাঁড়ায়।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট মেমোরি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রবিধি

৭.৩০ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দণ্ডিত কর্মকর্তাদের তথ্যাদি কর্পোরেট মেমোরি ব্যবস্থায় সংরক্ষণের নির্দেশনা সম্বলিত একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব প্রশমনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

৭.৩১ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায়, কোভিড-১৯ এর প্রভাব বাংলাদেশের আর্থিকখাত এবং অর্থনীতিতে একটি অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। এ প্রভাব থেকে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তাদের গ্রাহকদের রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন-জানুয়ারি হতে সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত ঋণ/ লিজ/ আগাম হিসাব শ্রেণিকরণ অবস্থা অপরিবর্তিত রাখা, নগদ জমা সংরক্ষণ (সিআরআর) এর হার দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে শতকরা ২.৫ ভাগ হতে শতকরা ১.৫ ভাগ এবং দৈনিক ভিত্তিতে শতকরা ২.০ ভাগ হতে শতকরা ১.০ ভাগ এ হ্রাস করা, সহজ শর্তে ঋণ নবায়ন সুবিধা পুনর্গঠন ও আবর্তনশীল করা। এছাড়াও, শিল্প ও সেবাখাত, এবং সিএমএসএমই (কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প) খাতে সরকারি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক মহামারী আক্রান্ত ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রাহকদেরকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে সুদ ভর্তুকি ও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা সহজতর করেছে।

আর্থিক বাজার

৮.১ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২০-এ তারল্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ছিল লেনদেনের নিয়মাচার ও প্রাপ্তি সহজীকরণ, টাকা-ডলার বিনিময় হার প্রতিযোগিতামূলক রাখার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং দেশের আর্থিক বাজারের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত সতর্কতামূলক নজরদারি নিশ্চিত করা। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে আর্থিক খাতে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক তার মুদ্রানীতির প্রচলিত হাতিয়ারসমূহ ব্যবহার করেই পর্যাপ্ত তারল্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ আর্থিক বাজারের স্বাভাবিক কার্যক্রম চলমান রাখার মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছে।

অর্থবছর ২০-এ আর্থিক বাজারের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ

- অর্থবছর ২০-এ আমানত বৃদ্ধির ধীরগতির পাশাপাশি ব্যাংক থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থায় কিছুটা তারল্যের সংকট সৃষ্টি হয়। একই সময়ে তারল্যের চাহিদাও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে, কলমানি মার্কেটের সুদ হারে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যা ডিসেম্বর ২০১৯-এর শতকরা ৪.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০২০-এ শতকরা ৫.১ ভাগে দাঁড়ায়।

- তারল্য পরিস্থিতি উন্নয়নে, বাংলাদেশ ব্যাংক নগদ জমা সংরক্ষণ (সিআরআর) ও রেপো সুদ হার হ্রাস করে মার্চ ২০২০-এ যথাক্রমে শতকরা ৫.৫ ভাগ থেকে ৫.০ ভাগ এবং শতকরা ৬.০ ভাগ থেকে ৫.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করে।

- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ ব্যাংক পুনরায় সিআরআর ও রেপো সুদহার হ্রাস করে এপ্রিল ২০২০-এ যথাক্রমে শতকরা ৫.০ ভাগ থেকে ৪.০ ভাগ এবং শতকরা ৫.৭৫ ভাগ থেকে ৫.২৫ ভাগে নির্ধারণ করে। এর ফলে, আমানতের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ব্যাংক ব্যবস্থায় তারল্য পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। ফলশ্রুতিতে, অর্থবছর ২০-এ কলমানি মার্কেটের সুদ হারে এপ্রিল থেকে নিম্নগামী গতিধারা পরিলক্ষিত হয়। অর্থবছর ২০-এ রিভার্স রেপো সুদহার শতকরা ৪.৭৫ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে।

- অর্থ বাজারে দীর্ঘ মেয়াদি তারল্য সরবরাহের সমর্থনে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২০-এ ৩৬০ দিন মেয়াদি রেপো চালু করে।

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তারল্য ব্যবস্থাপনায় যাতে সংকট সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সেকেন্ডারি মার্কেট হতে সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয় কার্যক্রম জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

- ব্যাংক ব্যবস্থায় তারল্যের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি বিভিন্ন ম্যাচুরিটির ট্রেজারি বিল ও বন্ডের সুদ হার হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখে যেখানে দীর্ঘ মেয়াদি বন্ডের সুদ হার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকে।

- বাজার থেকে ডলার ক্রয়সহ বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ মার্কিন ডলার আন্তঃব্যাংক বাজারে স্বাভাবিক আচরণ বজায় রাখতে সহায়তা করে। ফলশ্রুতিতে, অর্থবছর ২০-এ মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল থাকে।

আর্থিক বাজারের সামগ্রিক চিত্র

৮.২ আর্থিক বাজার, অর্থায়নকে যথাযথ স্থানে সহজলভ্য করার মাধ্যমে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে

তোলে। নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অনুযায়ী, বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা প্রচলিত (ফরমাল), আধা প্রচলিত (সেমি ফরমাল) এবং অপ্রচলিত (ইনফরমাল) এ তিনটি খাত নিয়ে গঠিত। মুদ্রা বাজার (ব্যাংক ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার), পুঁজি বাজার (স্টক মার্কেট), বন্ড মার্কেট এবং বীমা বাজার নিয়ে প্রচলিত আর্থিক খাত গঠিত। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ সংস্থার অধীনে যেমন; বাংলাদেশ ব্যাংক (ব্যাংক ব্যবস্থার জন্য), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পুঁজি বাজারের জন্য), ইনস্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট এন্ড রেগুলেটরি অথোরিটি (বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য), মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের জন্য), এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিশেষ কিছু বিষয়সমূহ তত্ত্বাবধানে অর্থ মন্ত্রণালয়ও ভূমিকা পালন করে। সরকারি সিকিউরিটিজ মার্কেট ও বৈদেশিক মুদ্রা বাজারসহ দেশের মুদ্রা এবং পুঁজি বাজারে এই সকল প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক. মুদ্রা বাজার

কলমানি মার্কেট কার্যক্রম-অর্থবছর ২০

৮.৩ দেশের মুদ্রা বাজারে অর্থবছর ২০-এ পরিমিত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আন্তঃব্যাংক কলমানি মার্কেটে ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক বিচক্ষণতার সাথে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকগুলোর চাহিদার প্রেক্ষিতে সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং খোলা বাজার কার্যক্রম (OMOs) হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের যথাযথ নীতিমালা ব্যাংকসমূহের তারল্য বজায় রাখতে সহায়তা করে যা কলমানি বাজারে স্থিতিশীল ভারীত গড় সুদ হার শতকরা ৩.৪৬ ভাগ থেকে শতকরা ৫.১৪ ভাগের মধ্যে (সারণি ৮.১ এবং চার্ট ৮.১) রাখতে অবদান রাখে। অর্থবছর ২০-এ আন্তঃব্যাংক কলমানি বাজারে গড় লেনদেনের পরিমাণ ৫৭.৯৯ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পায়, যা অর্থবছর ১৯-এর তুলনায় শতকরা ৪.৬৭ ভাগ কম ছিল।

সারণি ৮.১ কলমানি মার্কেটের লেনদেনের পরিমাণ ও ভারীত গড় সুদের হার

সময়	লেনদেনের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	ভারীত গড় সুদের হার (%)	লেনদেনের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	ভারীত গড় সুদের হার (%)
	অর্থবছর ১৯		অর্থবছর ২০	
জুলাই	১৩০৬.১৫	২.১৭	১৫৯৪.৩৩	৩.৪৬
আগস্ট	১৫৮২.৯৫	৩.৩১	৭৯৫.০৫	৪.৬৯
সেপ্টেম্বর	১৬২৩.২৬	৪.২২	১১৫৯.১৯	৫.০৪
অক্টোবর	১৪৪১.৩৪	৩.৬৫	১৬৫৬.৮৮	৪.৬৪
নভেম্বর	১৩৯৩.৮৩	৩.৫০	১২০৯.৮৩	৪.১২
ডিসেম্বর	১২৯৬.৭৫	৪.০৯	১০৭১.০৮	৪.৫০
জানুয়ারি	১৩৬৫.৬০	৪.১২	১১১০.৩২	৪.৮৪
ফেব্রুয়ারি	৯৫২.০৪	৪.৩৬	৭৫১.০২	৫.০৬
মার্চ	১০১২.৪০	৪.৫৪	২৭৩.৬৭	৫.১৪
এপ্রিল	৭১৯.১০	৪.৫৭	১২৬৭.৬১	৪.৮৯
মে	১১২৯.৬৮	৪.৫৪	১৪৩৭.০২	৪.৯৭
জুন	১০৮৫.৮৭	৪.৫৫	১৮৮৭.০১	৫.০১
গড়	১২৪২.৪১	৩.৯৭	১১৮৪.৪২	৪.৭০

উৎস : ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৮.১ কলমানি সুদের হার

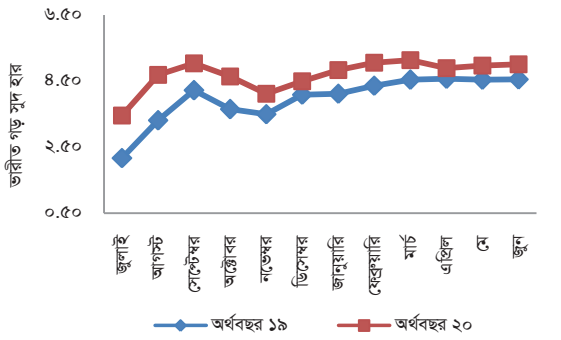

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ২০

৮.৪ ব্যাংকসমূহের তারল্য প্রয়োজনে সরকারি ট্রেজারি বিল, বন্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের জামানতভিত্তিক বাজার ও অভিহিত মূল্যের বিপরীতে, বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণত পূর্বনির্ধারিত এবং নিলাম কর্তৃক ধার্যকৃত সুদহারে, ব্যাংকসমূহকে তারল্য সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের পুনঃক্রয় (repo) চুক্তি (ওভারনাইট রেপো, মেয়াদি রেপো, তারল্য সহায়তা সুবিধা (LSF) এবং বিশেষ রেপো) নিলাম করে থাকে। আর্থিক বাজার ও বিনিয়োগের উন্নতি সাধনে অপরিহার্য

সারণি ৮.২ পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ২০

মোট অনুষ্ঠিত নিলামের সংখ্যা	মেয়াদ	প্রাপ্ত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		গৃহীত দরপত্রের সুদের হার (%)©
		সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	
১৭১	১-দিন/৩-দিন	৪২০৬	৪৩৭৩.০০	৪২০৬	৪৩৭৩.০০	৫.২৫-৯.০০
	৭-দিন	১৪১৪	৮৯৯.৮২	১৪১৪	৮৯৯.৮২	৫.৩৫-৬.২৫
	১৪-দিন	৭৯	৫৯.৬৫	৭৯	৫৯.৬৫	৫.৫০-৬.০০
	২৮-দিন	১৪২	১৪৫.৯৭	১৪২	১৪৫.৯৭	৫.৫০-৬.০০
	মোট ঃ	**৫৮৪১**	**৫৪৭৮.৪৪**	**৫৮৪১**	**৫৪৭৮.৪৪**	**৫.২৫-৯.০০***

* বিভিন্ন মেয়াদের দরপত্রের সার্বিক সুদ হার পরিসীমা।
© বর্তমান ওভারনাইট ভিত্তিক রেপো সুদহার হলো শতকরা ৪.৭৫ ভাগ যা ৩০ জুলাই ২০২০ থেকে কার্যকরী রয়েছে, যা পূর্বে শতকরা ৫.২৫ ভাগে ১২ এপ্রিল ২০২০ থেকে কার্যকর ছিল।
উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

এবং মুদ্রানীতির মূখ্য লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থবছর ২০-এ ওভারনাইট রেপো, বিশেষ রেপো এবং তারল্য সহায়তা সুবিধা (LSF) সুদহার যথাক্রমে শতকরা ৫.২৫, শতকরা ৮.২৫ এবং শতকরা ৫.২৫ ভাগ রাখা হয়।

রেপো প্রোগ্রামের অধীনে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত নিয়ম অনুযায়ী ১-দিন থেকে ৩৬০-দিন মেয়াদের ভিতর ঋণ পরিশোধ করতে হয়। তারল্যের আবর্তনশীল প্রয়োজন পূরণে ৭, ১৪ এবং ২৮ দিনের মেয়াদি রেপো জুন ০৬, ২০১৮ তারিখে চালু করা হয়েছে। অধিকন্তু, দীর্ঘমেয়াদি তারল্যের প্রয়োজনে মে ১৩, ২০২০ তারিখে ৩৬০ দিন মেয়াদি রেপো চালু করা হয়, যদিও অর্থবছর ২০-এ এই নিলামের বিপরীতে কোনো দরপত্র পাওয়া যায়নি। ওভারনাইট রেপো সুদহারকে বেঞ্চমার্ক হিসেবে বিবেচনা করে নিলামে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে মেয়াদি রেপো সুদহার ধার্য করা হয়। অর্থবছর ২০-এ মোট ১৭১টি পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। সব মিলিয়ে মোট ৫৪৭৮.৪৪ বিলিয়ন টাকার ৫৮৪১টি দরপত্র পাওয়া যায়, যার মধ্যে সকল দরপত্রই গৃহীত হয় (সারণি ৮.২)। অর্থবছর ১৯-এ মোট ১১৩৫.৪০ বিলিয়ন টাকার ৬৩৫টি দরপত্র পাওয়া গিয়েছিল এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়েছিল। অর্থবছর ২০-এ গৃহীত মূল্যমানের দরপত্রের পরিমাণ ৪৩৪৩.০৪ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। গৃহীত দরপত্রের সুদহার পরিসীমা ছিল বার্ষিক শতকরা ৫.২৫-৯.০০ ভাগ, যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল বার্ষিক শতকরা ৬.০০-৯.০০ ভাগ।

বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ২০

৮.৫ মুদ্রানীতির মূখ্য উদ্দেশ্যের আলোকে, মুদ্রা, রিজার্ভ ও আমানতকে প্রভাবিত করতে রিজার্ভ মুদ্রা ও মুদ্রা গুণককে সঠিক পর্যায়ে বজায় রাখতে বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাংকসমূহ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক অতিরিক্ত তারল্য উত্তোলন করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে কোনো জামানত প্রদান করে না। অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংক বিল সুদহারের তুলনায় (সারণি ৮.৪) বিপরীত পুনঃক্রয়ের সুদহার (নীতি হার) বেশি ছিল (শতকরা ৪.৭৫ ভাগ), যা ব্যাংক আমানতের সুদহার

সারণি ৮.৩ বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ২০

মোট অনুষ্ঠিত নিলামের সংখ্যা	মেয়াদ	প্রাপ্ত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		গৃহীত দরপত্রের সুদের হার (%)©
		সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	
৯	১-দিন/২-দিন	৯	১৭.২০	-	-	-
	৩-দিন/৭-দিন	১	৪.৬০	-	-	-
	মোট ঃ	১০	২১.৮০	-	-	-

© বর্তমান রিভার্স রেপো সুদহার হলো শতকরা ৪.০০ ভাগ যা ৩০ জুলাই ২০২০ থেকে কার্যকরী রয়েছে, যা পূর্বে শতকরা ৪.৭৫ ভাগে ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে কার্যকর ছিল।
উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৮.৪ বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলাম-অর্থবছর ২০

বিলের মেয়াদ	প্রস্তাবিত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		বিলের স্থিতি (জুন ২০২০ শেষে) (বিলিয়ন টাকা)	বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা (%)	
	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)		অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
৭- দিন	১৮	২১.৫০	২	১.৫০	০.০০	০.০১-০.১৭	২.৯৬
১৪- দিন	৩	১.৫৫	-	-	০.০০	০.০২-০.১০	-
৩০- দিন	-	-	-	-	০.০০	-	-
মোট	**২১**	**২৩.০৫**	**২**	**১.৫০**	**০.০০**	**০.০১-০.১৭**	**২.৯৬**

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

যুক্তিসঙ্গত রেখে প্রান্তিক সঞ্চয়কারীর নিরাপত্তা প্রদানের জন্য বাজারকে সংকেত দেয়। অর্থবছর ২০-এ মোট ৯টি বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। অর্থবছর ২০-এ মোট ২১.৮০ বিলিয়ন টাকার ১০টি দরপত্র পাওয়া যায় কিন্তু বিপরীত পুনঃক্রয় নিলামের অধীনে কোনো দরপত্র গৃহীত হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিল নিলাম- অর্থবছর ২০

৮.৬ ব্যাংক ব্যবস্থায় দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং স্থিতিশীল তারল্য পরিস্থিতি বজায় রাখতে OMOs এর হাতিয়ার হিসেবে ৭-দিন ও ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিল এপ্রিল ২০১৬ তারিখে চালু করে এবং ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কার্যক্রম অর্থবছর ১০ হতে শুরু হয়ে অর্থবছর ২০-এ ও অব্যাহত ছিল। অর্থনীতির সামগ্রিক তারল্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে ৭-দিন, ১৪-দিন ও ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সতর্কতার সাথে অর্থবছর ২০-এ শুধুমাত্র ৭-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ব্যবহার করে এবং ৭-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের ২টি দরপত্র গৃহীত হয়। সুদহার, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার, মূল্যস্ফীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং ব্যাংক আমানতে সর্বোত্তম আয় নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২০-এ দক্ষতার সাথে ব্যাংকসমূহের জন্য স্বল্প পরিমাণ লাভজনক (প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী) OMOs এর হাতিয়ার হিসেবে বাছাইকৃত ৭-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ব্যবহার করে। অর্থবছর ২০-এর বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামের ফলাফলসমূহ সারণি ৮.৪ এ দেখানো হলো।

সরকারি সিকিউরিটিজ মার্কেট

সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম

৮.৭ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ড স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন দায় হিসেবে ইস্যু করে থাকে। এইগুলো পরোক্ষ

সারণি ৮.৫ সরকারি ট্রেজারি বিলের নিলাম-অর্থবছর ২০

বিলের মেয়াদ	প্রস্তাবিত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		বিলের স্থিতি (জুন ২০২০ শেষে) (বিলিয়ন টাকা)	বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা (%)	
	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)		অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
১৪-দিন	৩৫৬	৩১৯.২১	৯৮	১০০.১০	০.০০	২.০৯-৬.৪২	৪.৯২-৭.৫২
৯১- দিন	২৬০৭	১১২৯.৩৪	১০৫৮	৪৮২.৮১	১২২.০০	০.৫৫-৬.৯৭	৫.৫১-৭.৯২
১৮২- দিন	১৭৩৩	৭৬০.৩৮	৬৯৬	৩১৩.৫১	১৮৫.০০	১.২৯-৭.১৯	৬.৬৬-৮.৫৬
৩৬৪- দিন	১৬২০	৭১০.০৫	৬৬৪	৩০৪.৩৪	৩৫৫.০০	২.৪৬-৭.৩১	৭.১৯-৮.৭০
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি				৩০২.২৪			
মোট	**৬৩১৬**	**২৯১৮.৯৮**	**২৫১৬**	**১৫০৩.০০**	**৬৬২.০০**	**০.৫৫-৭.৩১**	**৪.৯২-৮.৭০**

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মুদ্রানীতি হাতিয়ার যা বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধানত ঋণ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে। সিকিউরিটিজগুলো নিলামের মাধ্যমে ইস্যু করা হয় যেখানে ঐ সকল দরপত্রকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ আয় সীমায় প্রজ্ঞাপিত ইস্যু পরিমাণ সরবরাহ করে। দরপত্রের জন্য কাট-অফ্ আয় হারকে পূর্বনির্ধারিতভাবে আংশিক বরাদ্দ রাখা হয়। এ দরপত্রসমূহ ইস্যু করার দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমটি হলো সরকারের বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের কৌশল এবং দ্বিতীয়টি হলো বাজারে বিরাজমান অতিরিক্ত তারল্যকে নিয়ন্ত্রণ। অর্থবছর ২০-এ নিলামের দরপত্রে অংশগ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ২২টি প্রাথমিক ডিলার (পিডি) ব্যাংক অবলেখক এবং বাজার নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও, নিলাম সুদহার, বাজার প্রেক্ষাপট এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও তারল্য পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে নিলাম কমিটি অবমূল্যায়িত পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংকে/ পিডি এবং নন-পিডি ব্যাংকসমূহতে ডিভল্ব করতে পারে। মার্কেটে উচ্চতর হার নিয়ন্ত্রণ ও নিম্নতর খরচে সরকারের অর্থায়ন এবং অ্যামরটাইজেশনসহ তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয়তার (SLR) উদ্দেশ্যে রক্ষিত সরকারি ট্রেজারি বিলের held for trade (HFT) এর সাপ্তাহিক মূল্যনির্ধারণে এবং held to maturity (HTM) সিকিউরিটিজের বুক ভ্যালু নির্ণয়ে প্রেরণা বজায় রাখতে অর্থবছর ২০-এ নিলাম কমিটি কর্তৃক যথাযথ পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংকে ডিভল্ব করা হয়।

৮.৮ অর্থবছর ২০-এ সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ১৪-দিন, ৯১-দিন, ১৮২-দিন ও ৩৬৪-দিন মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক নিলাম অব্যাহত ছিল। অর্থবছর ২০-এ ট্রেজারি বিল নিলামের ফলাফলের সার-সংক্ষেপ সারণি ৮.৫ এ দেখানো হয়েছে। অর্থবছর ১৯-এর তুলনায় অর্থবছর ২০-এ অধিকাংশ ট্রেজারি বিলের বার্ষিক ভারীত গড় আয়ের পরিসীমা বৃদ্ধি পেয়েছে যা বাজার তারল্যের দৃঢ়তা প্রতিফলিত করে। অর্থবছর ২০-এ মোট ২৯১৮.৯৮ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ৬৩১৬টি দরপত্র পাওয়া যায়, যার মধ্যে (৩০২.২৪ বিলিয়ন টাকার ডিভল্বমেন্টসহ) মোট ১৫০৩.০০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ২৫১৬টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের বিপরীতে গড় ভারীত

সারণি ৮.৬ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড এর নিলাম-অর্থবছর ২০

বন্ডের মেয়াদ	প্রস্তাবিত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		বন্ডের স্থিতি (জুন ২০২০ শেষে) (বিলিয়ন টাকা)	বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা (%)
	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)		
২-বছর	১১৯২	৪৭০.৬৫	৪১৬	১৭৭.৭০	৩০২.০০	৭.৪৭৫৩-৮.৫৬৫৬
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি				৩৪.৩০		
৩-বছর এফআরটিভি	২৬	৫.৩৩	০৩	১.১২	৫.০০	৬.৪৯৯৮
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি				৩.৮৮		
৫-বছর	১২৩৮	৪৫০.৩৬	৫১৫	১৬৯.৮২	৪৬১.৫০	৮.০৩১৭-৯.১২৬৯
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি				৩৮.১৮		
১০-বছর	১০৯৬	৩৭৫.৩৬	৫৩৫	১৪১.৭৩	৭২৩.১৫	৮.৪৭০৩-৯.২৬৩৮
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি				৫৩.২৭		
১৫-বছর	৬২৮	২৬১.৩১	২১৮	৫১.৮৩	৩৫০.১৬	৮.৬৮৭৭-৯.৪৯৮৯
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি				১৫.৬৭		
২০-বছর	৬৩৮	১৭৩.৫৩	২৪২	৫৭.৮৯	৩২৬.৩৭	৮.৯০৪৭-৯.৭৩৮১
ডিভল্বমেন্ট টু বিবি				১৫.৬১		
মোট	**৪৮১৮**	**১৭৩৬.৫৪**	**১৯২৯**	**৭৬১.০০**	**২১৬৮.১৮**	**৬.৪৯৯৮-৯.৭৩৮১***

* গৃহীত দরপত্রের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা।
উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

আয়হার-ম্যাচুরিটির পরিসীমা ছিল বার্ষিক শতকরা ৪.৯২ ভাগ থেকে শতকরা ৮.৭০ ভাগ। অর্থবছর ১৯-এ ২১৩৮.৯১ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ৪৩১২টি দরপত্র পাওয়া গিয়েছিল, যার মধ্যে মোট ৯২১.০০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের দরপত্র (২৯৩.৭১ বিলিয়ন টাকার ডিভল্বমেন্টসহ) গৃহীত হয়েছিল।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি) এর নিলাম

৮.৯ তারল্য পরিস্থিতি ও সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পূর্বঘোষিত নিলাম সময়সূচি অনুযায়ী ষাণ্মাসিক ভিত্তিক সুদ কুপনবাহী ২-বছর, ৫-বছর, ১০-বছর, ১৫-বছর এবং ২০-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের নিলাম প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত হয়। বিজিটিবি নিলাম কমিটি কাট-অফ্ কুপন হার নির্ধারণ করে যা বন্ডের দাম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। held to maturity (HTM) এবং held for trade (HFT) আকারে সরকারি ট্রেজারি বিল এবং বিজিটিবি, ব্যাংকসমূহ তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয়তার (SLR) উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে। HTM সিকিউরিটিজগুলো অভিহিত মূল্যের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য পরিশোধিত হয় এবং HFT সিকিউরিটিজগুলো marking to market পদ্ধতি অনুসারে লেনদেন করা হয়। বিল এবং বন্ডসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের MI মডিউল ব্যবহারের মাধ্যমে সেকেন্ডারি মার্কেটে লেনদেনের জন্যও যোগ্য।

৮.১০ ১৭৩৬.৫৪ বিলিয়ন টাকার মোট ৪৮১৮টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং ৭৬১.০০ বিলিয়ন টাকার ১৯২৯টি দরপত্র গৃহীত হয় যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ১৬০.৯১ বিলিয়ন টাকা ডিভল্বমেন্ট করা হয়। জুন ২০২০ শেষে বন্ডের স্থিতি ৬১৫.৩১ বিলিয়ন টাকা অথবা শতকরা ৩৯.৬২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২১৬৮.১৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা জুন ২০১৯ শেষে ছিল ১৫৫২.৮৭ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২০-এ ট্রেজারি বন্ডগুলোর বার্ষিক ভারীত গড় আয় হার শতকরা ৬.৪৯৯৮ ভাগ থেকে শতকরা ৯.৭৩৮১ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থবছর ২০-এর বিজিটিবি নিলামের সার-সংক্ষেপ সারণি ৮.৬ এ দেখানো হলো।

সারণি ৮.৭ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক বন্ড

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
বিক্রয়	৯২.৯৫	১০৭.১১	১৩১.৮৮
অর্থায়ন	৮১.২০	৮৪.৮০	৬৭.৮২
নীট স্থিতি	১১.৭৫	২২.৩১	৬৪.০৬

উৎস : মতিঝিল অফিস, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ফ্লোটিং রেট ট্রেজারি বন্ড (এফআরটিবি)

৮.১১ সুদহারে পরিবর্তনশীলতা এবং বাজার বৈচিত্র্য আরোপে প্রথমবারের মত অর্থবছর ১৯-এ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ২৫ মার্চ, ২০১৯ তারিখে ৩-বছর মেয়াদি ফ্লোটিং রেট ট্রেজারি বন্ড (এফআরটিবি) প্রবর্তন করে। এফআরটিবি বাংলাদেশে সেকেন্ডারি বন্ড মার্কেট উন্নয়নের নিমিত্তে বন্ড মূল্যের কৌশল জোরালোকরণে অনুপ্রাণিত করবে। স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীগণ উভয়ে এফআরটিবি ক্রয় ও ধারণ করার যোগ্যতা রাখে। কার্যক্রমের ধরণ অনুসারে নিবাসী এবং অনিবাসী বিনিয়োগকারীগণ বিশেষ ব্যাংক হিসাব ব্যবহারের মাধ্যমে এফআরটিবি ক্রয় করতে পারে। অনিবাসীগণ দেশের বাহিরে থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় সুদ (কুপন) স্থানান্তর এবং পুনঃবিক্রয় অথবা দায়মোচন কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবে।

৮.১২ ৯১-দিন মেয়াদি বিসিআর প্রাথমিকভাবে সরকারের হাতিয়ারের ফ্লোটিং সুদহার নির্ণয়ে আরোপিত রেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইহা একটি দৈনিক ভিত্তিক সুদহার যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উহার ওয়েবসাইটে দৈনিকভাবে ঘোষিত ৯১-দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিল নিলামের কাট-অফ্ আয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। ৯১-দিন মেয়াদি বিসিআর হলো একটি চক্রবৃদ্ধি সুদহার যা গণনা করা হয় ৯১-দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের গড় সুদহারের সাথে পূর্ববর্তী ৯১-দিন মেয়াদি সুদহার যোগ

করে। পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে, এফআরটিবি এর সুদহার নির্ণয় করা হয় বিসিআর গণনা এবং ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত একটি ব্যাপ্তি (mark-up) যোগ করে।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ইসলামিক বন্ড)

৮.১৩ ইসলামি ব্যাংকিং খাতে মুদ্রা বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষম তারল্য ব্যবস্থাপনার জন্য ইসলামি ব্যাংকসমূহ ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণের দ্বারা জমাকৃত বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (বিজিআইআইবি) তহবিলের বিপরীতে সরকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে, সরকার এ খাত থেকে কোনো অর্থ ধার করে না। ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক সঞ্চয় হারের আলোকে এবং স্ব স্ব ইসলামি ব্যাংকের স্থিতিপত্রে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সূচকের দ্বারা প্রতিফলিত বিনিয়োগের উপর বন্ডের আয় নির্ভর করে। অর্থবছর ০৪-এ ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ৬-মাস মেয়াদি বিজিআইআইবি প্রচলন করা হয়। পরবর্তীতে, ৩-মাস মেয়াদি বিজিআইআইবি জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে চালু হয়। ১-বছর ও ২-বছর মেয়াদি ইসলামিক বন্ডের নিলাম জানুয়ারি ২০১৫ থেকে স্থগিত করা হয়েছে। বর্তমানে ইসলামি শরিয়াহ্ নিয়ম মোতাবেক ৩-মাস ও ৬-মাস ম্যাচুরিটির বিজিআইআইবি-এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। নিয়ম অনুসারে, ইসলামি শরিয়াহ্ অনুযায়ী লাভ-লোকসান গ্রহণে সম্মত বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণ এবং অনিবাসী বাংলাদেশি এ সকল বন্ড ক্রয় করতে পারে। জুন ২০২০ শেষে উক্ত বন্ডের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩১.৮৮ বিলিয়ন টাকা, যেখানে মোট অর্থায়নের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৭.৮২ বিলিয়ন টাকা ও বিজিআইআইবি এর বিপরীতে নিট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৪.০৬ বিলিয়ন টাকা। জুন ২০১৯ শেষে বিজিআইআইবি এর বিপরীতে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১০৭.১১ বিলিয়ন টাকা; মোট অর্থায়ন ছিল ৮৪.৮০ বিলিয়ন টাকা ও নিট স্থিতির পরিমাণ ছিল ২২.৩১ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২০-এ বিজিআইআইবি এর বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থবছর ১৯-এর তুলনায় অর্থবছর ২০-এ নিট স্থিতির পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে মূলত ইসলামি

চার্ট ৮.২ ডিএসই এর বাজার কার্যক্রমের গতিধারা

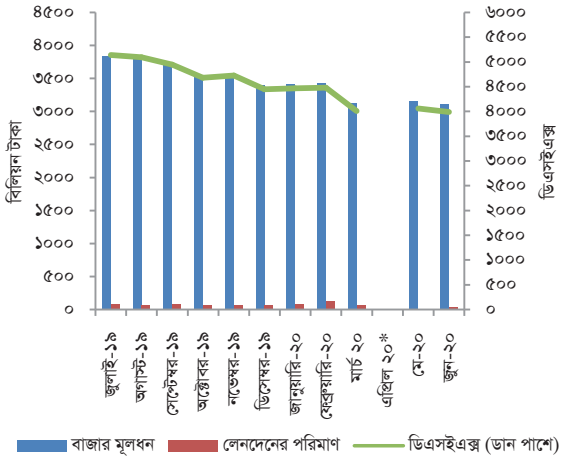

*= তথ্য নেই।
উৎস : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ।

ব্যাংকগুলোর উচ্চতর অর্থায়ন চাহিদা ও যোগান থাকার কারণে। বিজিআইআইবি-এর সার্বিক লেনদেনের সার-সংক্ষেপ সারণি ৮.৭-এ দেওয়া হয়েছে।

এনআরবি সেভিংস বন্ড

৮.১৪ ওয়েজ আর্নার এবং অনিবাসী বাংলাদেশী (এনআরবি) জনগণের বিনিয়োগ ও রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকার তিন প্রকারের এনআরবি সেভিংস বন্ড, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড (ডব্লিউইডিবি), ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ডিআইবি) ও ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড (ডিপিবি) প্রচলন করে। ডব্লিউইডিবি (৫-বছর ম্যাচুরিটি, টাকায় মূল্য প্রদান ও টাকায় সুদের হার শতকরা ১২.০ ভাগ) এর টার্গেট গ্রুপ হলো সাধারণ বাংলাদেশী ওয়েজ আর্নার অথবা বাংলাদেশী নাগরিক যারা বিদেশে বেতনভুক্ত হিসেবে কর্মরত রয়েছে।

৮.১৫ অপরদিকে, ডিআইবি (৩-বছর ম্যাচুরিটি, ডলারে মূল্য প্রদান ও ডলারে সুদের হার শতকরা ৬.৫ ভাগ) এবং ডিপিবি (৩-বছর ম্যাচুরিটি, ডলারে মূল্য প্রদান ও টাকায় সুদের হার শতকরা ৭.৫ ভাগ) এর টার্গেট গ্রুপ হলো অনিবাসী বাংলাদেশী যাদের অনিবাসী

ব্যাংক হিসাব (এফসি হিসাব) রয়েছে। এনআরবি সেভিংস বন্ড বিক্রয়ের মাধ্যমে, সরকার বাজেট ঘাটতি লাঘবের জন্য তহবিল গঠন করে এবং ওয়েজ আর্নার ও অনিবাসী বাংলাদেশী জনগণের কষ্টার্জিত রেমিট্যান্স উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করার জন্য উৎসাহিত করে। অর্থবছর ২০-এ এনআরবি সেভিংস বন্ড এ বিনিয়োগকৃত রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ শতকরা ১.০৫ ভাগ।

খ. পুঁজি বাজার

অর্থবছর ২০-এ পুঁজি বাজারের কার্যক্রম

৮.১৬ পুঁজিবাজারকে দেশের অর্থ ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৃহৎ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ও উন্নয়নে অর্থায়ন সরবরাহ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখার মাধ্যমে অর্থনীতিতে এই বাজার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE) নিয়ে বাজারটি গঠিত, যেখানে DSE-কে দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি অন্বেষণে অগ্রগামী বিবেচনা করা হয়। এই সকল এক্সচেঞ্জের হাতিয়ার হলো ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ (শেয়ার), ডিবেঞ্চার ও কর্পোরেট বন্ড। পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC)। সুস্থিত কার্যক্রম এবং বাজারের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। DSE এর সহযোগিতায়, গ্লোবাল রিপোর্টিং ইনিশিয়েটিভ (GRI) এর অধীনে ২২ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে 'পরবর্তী প্রতিবেদন তৈরির প্রাকটিক্যাল টিপস-সবাইকে একত্রিত করে' শীর্ষক প্রযুক্তিগত সিরিজের তৃতীয় এবং চূড়ান্ত কর্মশালাটি পরিচালনা করা হয়। অধিকন্তু, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে DSE এবং শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ যৌথভাবে CNI-DSE Select Index (CDSET) এর পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে। চার্ট ৮.২ হতে দেখা যায় যে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) ব্রড ইনডেক্স এবং DSE এর বাজার মূলধন অর্থবছর ২০-এর জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নিম্নমুখী ছিল। তবে, ইনডেক্স এবং বাজার মূলধন উভয়ই জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী ছিল, কিন্তু মার্চে হ্রাস পায়। মে থেকে জুন পর্যন্ত ইনডেক্স এবং বাজার মূলধন নিম্নগামী প্রবণতা প্রদর্শন করে। ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে DSE ইনডেক্স এবং বাজার মূলধন হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৪৪৫২.৯৩ ও ৩৩৯৫.৫১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। নিম্নগামী প্রবণতা থাকায়, অর্থবছর ২০-শেষে DSE ইনডেক্স এবং বাজার মূলধন যথাক্রমে ৩৯৮৯.১ ও ৩১১৯.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (সারণি ৮.৮)।

সারণি ৮.৮ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এর কার্যক্রম

বিবরণ	জুন শেষে		
	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা*	৫৭২	৫৮৪	৫৮৯
ইস্যুকৃত ইক্যুইটি এবং ঋণ* (বিলিয়ন টাকা)	১২১৯.৭	১২৬৮.৬	১২৯৯.৮
প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এবং আইপিও এর মাধ্যমে ইক্যুইটি (বিলিয়ন টাকা)	০.২	৪.২	৩.০
বাজার মূলধন (বিলিয়ন টাকা)	৩৮৪৭.৩	৩৯৯৮.২	৩১১৯.৭
লেনদেন পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	১৫৯০.৯	১৪৫৯.৭	৭৮০.৪
লেনদেন সংখ্যা (বিলিয়ন)	৪৫.৮	৩৬.৯	২৬.০
ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (DSEX)©	৫৪০৫.৫	৫৪২১.৬	৩৯৮৯.১

* কোম্পানি, মিউচুয়্যাল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চারসহ।
© DSE জানুয়ারি ২০১৩ হতে বেঞ্চমার্ক ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (DSEX) চালু করে যা S&P Dow Jones কর্তৃক নকশাকৃত ও উন্নীত।
উৎস : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ।

সারণি ৮.৯ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এর কার্যক্রম

বিবরণ	জুন শেষে		
	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা*	৩১২	৩২৬	৩৩১
ইস্যুকৃত ইক্যুইটি এবং ঋণ* (বিলিয়ন টাকা)	৬৫৬.৯	৭১২.৯	৭৩৫.৯
বাজার মূলধন (বিলিয়ন টাকা)	৩১২৩.৫	৩২৯৩.৩	২৪৪৭.৬
লেনদেন- পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	১০৯.৯	৮৪.৮	৫৩.১
লেনদেন- সংখ্যা (বিলিয়ন)	৩.৫	২.৫	১.৭
সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক	১৬৫৫৮.৩	১৬৬৩৪.২	১১৩৩২.৬

* কোম্পানি, মিউচুয়্যাল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চারসহ।
উৎস : চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ।

প্রাথমিক ইস্যু

৮.১৭ অর্থবছর ২০-এ ৫টি কোম্পানি পাবলিক প্লেসমেন্টের মাধ্যমে পুঁজি বাজার হতে ৩.০ বিলিয়ন টাকার নতুন ইক্যুইটি সংগ্রহ করে, অর্থবছর ১৯-এ ১৫টি কোম্পানির সংগৃহীত ৪.২ বিলিয়ন টাকা যার পরিমাণ বেশ

অধিক ছিল। অর্থবছর ২০-এ প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে নতুন কোনো ইক্যুইটি ইস্যু হয়নি, যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল ০.৪ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২০-এ পাবলিক অফারিং এর পরিমাণ ছিল প্রাপ্যতার অধিক, ৬ গুণেরও বেশি, যা প্রাইমারি বাজারে নতুন সিকিউরিটিজ-এর স্বল্পতার ইঙ্গিত দেয়। অর্থবছর ২০-এ ৯৫টি কোম্পানি তাদের লভ্যাংশে রক্ষিত অংশের বিপরীতে মোট ১৮.৩ বিলিয়ন টাকা মূল্যের বোনাস শেয়ার ইস্যু করে। যা অর্থবছর ১৯-এর ১৫০টি কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত ৩১.৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় কম। অপরদিকে, অর্থবছর ২০-এ ২টি কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত রাইট শেয়ারের পরিমাণ ছিল ২.১ বিলিয়ন টাকা, যেখানে অর্থবছর ১৯-এ কোনো রাইট শেয়ার ইস্যু করা হয়নি।

সেকেন্ডারি বাজার কার্যক্রম

৮.১৮ অর্থবছর ২০ শেষে বাজার মূলধনের শতকরা অংশ হিসেবে সেকেন্ডারি বাজারে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত প্রাধান্য বিস্তার করে যার অবদান হল শতকরা ৩৯.৮ ভাগ, এর পর ক্রমান্বয়ে সার্ভিসেস ও বিবিধ (শতকরা ৩৪.২ ভাগ), আর্থিক খাত (শতকরা ২৫.৯ ভাগ) এবং বন্ড (শতকরা ০.২ ভাগ)। অর্থবছর ২০-শেষে DSE এর বাজার মূলধনের পরিমাণ অর্থবছর ১৯-এর ৩৯৯৮.২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ২২.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১১৯.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (সারণি ৮.৮), যা মোট দেশজ উৎপাদনের (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা ১১.২ ভাগ। অর্থবছর ২০-শেষে CSE এর বাজার মূলধনের পরিমাণ মাত্র শতকরা ২৫.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২৪৪৭.৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা মোট দেশজ উৎপাদনের (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা ৮.৮ ভাগ। অর্থবছর ২০-এ সেকেন্ডারি বাজারে DSE ও CSE-এর লেনদেনের পরিমাণ অর্থবছর ১৯-এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৪৬.৫ ভাগ ও শতকরা ৩৭.৪ ভাগ হ্রাস পায়। অর্থবছর ২০-এ DSE ব্রড ইনডেক্স (DSEX) শতকরা ২৬.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯৮৯.১ যেখানে CSE-এর সকল শেয়ারের মূল্য সূচক শতকরা ৩১.৯ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১১৩৩২.৬-এ দাঁড়ায় (সারণি ৮.৮ ও ৮.৯)।

অনিবাসী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ

৮.১৯ অর্থবছর ২০-এ অনিবাসীগণ কর্তৃক অনিবাসী বিনিয়োগকারী টাকা হিসাব (NITA)-এর মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার এবং সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের মোট অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ অর্থবছর ১৯-এর ৫৫.৮ বিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫১.৩ বিলিয়ন টাকায়। অপরদিকে, শেয়ার/সিকিউরিটিজ বিক্রয়লব্ধ আয় ও লভ্যাংশ বিদেশে প্রত্যাবাসনের মোট বহিঃপ্রবাহের পরিমাণ অর্থবছর ১৯-এর ৪৮.৮ বিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ৩৯.৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। প্রারম্ভ (এপ্রিল ১৯৯২) থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত বিনিয়োগের মোট অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪৫.৯ বিলিয়ন টাকা, এর বিপরীতে বিদেশে প্রত্যাবাসিত বিক্রয়লব্ধ আয় ও লভ্যাংশের মোট বহিঃপ্রবাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬৫.৪ বিলিয়ন টাকা।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ-এর কার্যক্রম

৮.২০ দেশে দ্রুত শিল্পায়ন এবং সুসংহত ও সক্রিয় মূলধন বাজার পুনর্গঠন, বিশেষ করে সিকিউরিটিজ বাজার উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ (আইসিএমএল), আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ (আইএএমসিএল) এবং আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিঃ (আইএসটিসিএল) নামে তিনটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে আইসিবি'র মূলধন বাজার উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৮.২১ অর্থবছর ২০-এ আইসিএমএল শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইস্যু করার অবলেখক সহায়তা হিসেবে ০৫টি কোম্পানিকে ০.২ বিলিয়ন টাকার যোগান এবং ০৮টি কোম্পানির ২.৪ বিলিয়ন টাকার ইস্যু ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেছে। আইএএমসিএল দেশের দ্রুত সম্প্রসারিত এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জুন ২০২০

শেষে কোম্পানিটি ৯টি ক্লোজড-এন্ডস ও ১৪টি ওপেন-এন্ডস মিউচুয়্যাল ফান্ড চালু করেছে। এছাড়া, কোম্পানিটি বিভিন্ন প্রতিনিয়ত এবং বিশেষ প্রকারের মিউচুয়্যাল ফান্ডও চালু করেছে। অর্থবছর ২০-এ ২৩টি মিউচুয়্যাল ফান্ডের পোর্টফোলিও-তে কোম্পানিটির নীট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩.৯ বিলিয়ন টাকা। আইএসটিসিএল ডিপোজিটারি পারটিসিপ্যান্ট (DP) সেবাসহ দেশের বৃহত্তম স্টক ব্রোকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং অর্থবছর ২০-এ মোট ৯৬.৬ বিলিয়ন টাকার লেনদেন করে, যা DSE ও CSE-উভয়ের মোট লেনদেনের শতকরা ১১.৬ ভাগ।

৮.২২ মূল আইসিবি স্বয়ং অর্থবছর ২০-এ ৩.১ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ইউনিট সার্টিফিকেট বিক্রয় করে, এর বিপরীতে ১.৫ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ইউনিট সার্টিফিকেট পুনঃক্রয় করে। অর্থবছর ২০-এ বিনিয়োগকারীদের হিসাবের বিপরীতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩.৮ বিলিয়ন টাকা যেখানে আমানত গ্রহণের পরিমাণ দাঁড়ায় ০.৯ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২০-এ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ হিসাবে আইসিবি কর্তৃক ৪.০ বিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন করা হয়। অর্থবছর ২০-এ আইসিবি মোট ৫.৩ বিলিয়ন টাকার বিনিয়োগ অঙ্গীকার করে, যার মধ্যে ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ ০.৫ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ১৯-এ আইসিবি-এর অঙ্গীকারের মোট পরিমাণ ছিল ১৫.৬ বিলিয়ন টাকা।

পুঁজি বাজার সিকিউরিটিজে তফসিলি ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ

৮.২৩ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বিল/বন্ড এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (বিজিআইআইবি) এ বিনিয়োগ ব্যতীত তফসিলি ব্যাংকসমূহের পুঁজি বাজারের সম্পদে আয়ত্তির (ইক্যুইটি, ডিবেঞ্চার) পরিমাণ জুন ২০১৯ শেষের ৪৪৬.৯ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে জুন ২০২০ শেষে দাঁড়ায় ৪৮০.৭ বিলিয়ন টাকা। শেয়ার ও সিকিউরিটিজ এর বিপরীতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আগাম স্থিতির পরিমাণ জুন ২০২০ শেষে দাঁড়ায় ৫৪.৪ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৪৪.০ বিলিয়ন টাকা।

অর্থবছর ২০-এ পুঁজি বাজার উন্নয়নে সহায়ক পদক্ষেপ

৮.২৪ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সিকিউরিটিজ আইন এর যথাযথ পরিপালন নিশ্চিতকরণ এবং সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে অর্থবছর ২০-এ বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ উল্লেখ করা হলো :

- BSEC বাজার মধ্যস্থতাকারীদের জন্য অনলাইন রিপোর্ট সাবমিশন সিস্টেম প্রবর্তন করেছে এবং দ্রুত নিষ্পত্তি ও তথ্যাদি সরবরাহের লক্ষ্যে Customer Complaint Address Module (CCAM) এবং External Data Request Processing (EDRP) চালু করেছে।
- BSEC এবং এডিবি কর্তৃক যৌথভাবে ৪ (চার) দিনব্যাপী 'রিজিওনাল সেমিনার অন ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি এন্ড ইনভেস্টর প্রোটেকশন' শীর্ষক আঞ্চলিক সেমিনার আয়োজন করা হয়।
- স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনের ক্লিয়ারিং এবং সেটেলমেন্ট ঝুঁকি হ্রাস কল্পে সেন্ট্রাল কাউন্টার পার্টি বংলাদেশ লিমিটেড (CCBL) প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- ০২ জুন ২০২০ তারিখে একটি নির্দেশনা জারির মাধ্যমে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ঘোষণা ব্যতীত সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট BSEC বা স্টক এক্সচেঞ্জের অন্যান্য সকল বাধ্যবাধকতা পরিপালনের ক্ষেত্রে সময়ের গণনা থেকে ২৬ মার্চ, ২০২০ থেকে ৩০ মে, ২০২০ পর্যন্ত সময়কাল বাদ দেয়া হয়েছে।
- পুঁজিবাজারে আধুনিক ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের লক্ষ্যে BSEC একজন অভিজ্ঞ ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন কনসালটেন্ট নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

- BSEC উভয় স্টক এক্সচেঞ্জকে দ্রুত সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ, দাখিল ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বিতরণ কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশনা প্রদান করেছে।
- শুদ্ধাচার, ইনোভেশন ও এন্টি-মানিলন্ডারিং এবং পুঁজিবাজার বিষয়ক বিভিন্ন আইনের সংস্কার ও নতুন নিয়ম পুনর্গঠনমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

গ. ঋণ বাজার

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আগাম

৮.২৫ অর্থবছর ২০-এ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আগামে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (সারণি ৮.১০)। জুন ২০২০ শেষে মোট আগামের পরিমাণ ১০৪৮৬.৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০১৯ শেষের ৯৫১৪.৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১০.২ ভাগ বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আগাম প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অর্থবছর ২০-এ মোট আগামের মধ্যে পরিবহন খাতে আগাম উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অগ্রগামী প্রবৃদ্ধি সাধন করেছে, যা অর্থবছর ১৯-এর তুলনায় শতকরা ৮৬.৩ ভাগ বেশি, পরবর্তীতে চলতি মূলধনে অর্থায়ন (শতকরা ১৩.৫ ভাগ), শিল্প খাত (শতকরা ১২.৮ ভাগ), ব্যবসা ও বাণিজ্য খাত (শতকরা ১১.৪ ভাগ), এবং কৃষি, মৎস্য ও বন খাত (শতকরা ৫.৬ ভাগ)। অর্থবছর ২০-এ নির্মাণ খাতে অল্প পরিমাণ পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয় যা শুধুমাত্র শতকরা ২.৭ ভাগ, যেখানে অন্যান্য খাতে শতকরা ১.৬ ভাগ ঋণাত্মক বৃদ্ধি চিত্রায়িত হয়।

সারণি ৮.১০ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আগাম

(বিলিয়ন টাকা)

খাত	জুন শেষে		
	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০[সা]	পরিবর্তন (%)
কৃষি, মৎস্য ও বন	৪৫৭.৯	৪৮৩.৬	৫.৬
শিল্প	১৯১৩.৬	২১৫৯.৬	১২.৮
চলতি মূলধনে অর্থায়ন	১৯৬৩.০	২২২৮.৭	১৩.৫
নির্মাণ	৯১২.১	৯৩৬.৭	২.৭
পরিবহন	৭৬.০	১৪১.৬	৮৬.৩
ব্যবসা ও বাণিজ্য	৩১৭৫.৯	৩৫৩৭.৪	১১.৪
অন্যান্য	১০১৬.০	৯৯৯.৪	-১.৬
মোট	**৯৫১৪.৫**	**১০৪৮৬.৯**	**১০.২**

সা সাময়িক

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮.২৬ অর্থবছর ২০-এ মোট আগামের খাতভিত্তিক অবদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্যবসা ও বাণিজ্য খাতের (শতকরা ৩৩.৭ ভাগ) ভূমিকা সর্বাগ্রে, পরবর্তীতে রয়েছে চলতি মূলধনে অর্থায়ন (শতকরা ২১.৩ ভাগ), শিল্প খাতে আগাম (শতকরা ২০.৬ ভাগ), অন্যান্য খাত (শতকরা ৯.৫ ভাগ), নির্মাণ খাত (শতকরা ৯.০ ভাগ), কৃষি, মৎস্য ও বন (শতকরা ৪.৬ ভাগ) এবং পরিবহন খাত (শতকরা ১.৩ ভাগ)। মোট আগামের খাত ভিত্তিক অবদান চার্ট ৮.৩ এ দেখানো হলো।

সারণি ৮.১১ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়াদি শিল্প ঋণ

(বিলিয়ন টাকা)

ঋণপ্রদানকারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান	বিতরণ		আদায়		স্থিতি		মেয়াদোত্তীর্ণ		মোট স্থিতির মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের শতকরা হার(%)	
	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	২৭.১	৭৫.২	৫৬.৬	৫৭.০	৪৭৩.২	৫৫৯.৪	২২৫.৬	১৬৫.৩	৪৭.৭	২৯.৫
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬১৫.৪	৫৭৯.৬	৬০৬.৯	৫৫৪.৭	১৫৮৩.৮	১৮১২.৩	১৬০.০	২০৪.৩	১০.১	১১.৩
বিদেশি ব্যাংক	২৭.৬	৪১.৯	১৪.৮	২১.৩	৬৬.৯	৮৪.২	২.৫	২.৭	৩.৭	৩.২
রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (বিকেবি, রাকাব)	৯.৭	২.৬	৭.১	২.২	১৬.২	১৮.১	৪.৭	৫.৮	২৯.০	৩২.৩
আর্থিক প্রতিষ্ঠান	১২৮.৭	৪৩.৩	৮০.৩	৬২.০	২৯৮.২	২৯৯.৫	৩০.৪	৫০.৬	১০.২	১৬.৯
মোট	৮০৮.৫	৭৪২.৬	৭৬৫.৭	৬৯৭.২	২৪৩৮.৩	২৭৭৩.৫	৪২৩.২	৪২৮.৭	১৭.৪	১৫.৫

উৎস : এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়াদি শিল্প ঋণ

৮.২৭ অর্থবছর ২০-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণ শতকরা ৮.২ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৭৪২.৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আদায়ের পরিমাণও অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৮.৯ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৬৯৭.২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জুন ২০২০ শেষে ঋণ স্থিতি শতকরা ১৩.৭ ভাগ ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি দেখায় এবং ২৭৭৩.৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। তবে, অর্থবছর ২০-এ মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ শতকরা ১.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং জুন ২০২০ শেষে মোট ঋণ স্থিতির শতকরা হিসেবে হ্রাস পেয়ে ১৫.৫ ভাগে দাঁড়ায় (সারণি ৮.১১)।

৮.২৮ জুন ২০২০ শেষে ২৭৭৩.৫ বিলিয়ন টাকার মোট মেয়াদি শিল্প ঋণ স্থিতির মধ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের (পিসিবি) বৃহত্তর অংশ রয়েছে (শতকরা ৬৫.৩ ভাগ) যা মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণে ক্ষেত্রে তাদের মূখ্য ভূমিকা নির্দেশ করে (সারণি ৮.১১ এবং চার্ট ৮.৪)। যদিও মোট স্থিতিতে ছয়টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (এসসিবি) ও দুইটি বিশেষায়িত ব্যাংকের অবদান মিলিতভাবে ছিল শতকরা ২০.৮ ভাগ, মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ বেশি থাকায়, ঋণদানে তাদের প্রকৃত ভূমিকা গৌণ, যেহেতু ব্যাংকগুলো অর্থবছর ২০-এ মাত্র ৭৭.৮ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ১০.৫ ভাগ) ঋণ বিতরণ করে যেখানে সর্বমোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৭৪২.৬ বিলিয়ন টাকা। জুন ২০২০ শেষে মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের (পিসিবি) অবদান সর্বোচ্চ (৫৭৯.৬ বিলিয়ন টাকা), এর পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (এসসিবি) (৭৫.২ বিলিয়ন টাকা), আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (৪৩.৩ বিলিয়ন টাকা), বিদেশী ব্যাংকসমূহ (৪১.৯ বিলিয়ন টাকা) এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ (২.৬ বিলিয়ন টাকা)।

৮.২৯ জুন ২০২০ শেষে বিদেশী ব্যাংকসমূহের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল খুবই কম (মোট স্থিতির শতকরা ৩.২ ভাগ)। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (শতকরা ১১.৩ ভাগ) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (শতকরা ১৬.৯ ভাগ) মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণও বেশ কম। জুন ২০২০ শেষে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (এসসিবি) এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি (যথাক্রমে শতকরা ২৯.৫ ভাগ এবং শতকরা ৩২.৩ ভাগ)। যেহেতু দুটি বিশেষায়িত ব্যাংক-বিকেবি এবং রাকাব মূলতঃ কৃষি খাতে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ায়, মেয়াদি শিল্প ঋণের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা খুবই নগণ্য।

চার্ট ৮.৩ মোট আগামের খাত ভিত্তিক অংশ : অর্থবছর ২০

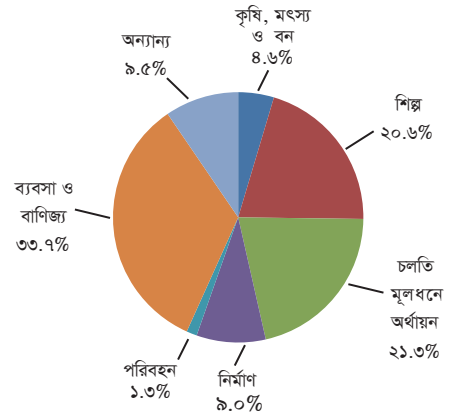

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৮.৪ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণ : অর্থবছর ২০

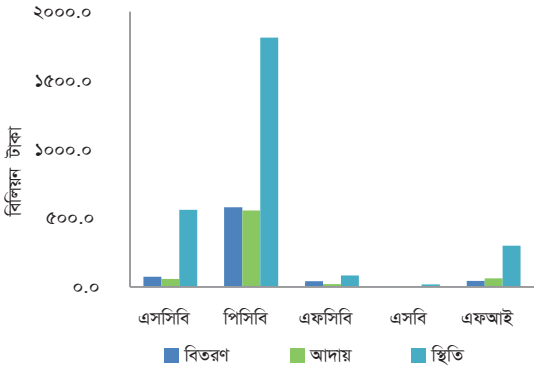

উৎস : এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (আইপিএফএফ II) প্রকল্প

৮.৩০ দেশে অবকাঠামো খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অব্যাহত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে অবকাঠামো উন্নয়ন উৎসাহিতকরণ এবং প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ-এর পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (আইপিএফএফ II) প্রকল্পটি (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২২) বাস্তবায়ন করছে। আইপিএফএফ II প্রকল্পের অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট এর আওতায় দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো অর্থায়ন সুবিধা উদীয়মান খাত যেমন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্দর উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ও স্যুয়ারেজ, ইকোনোমিক জোনস, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত ১২টি ব্যাংক ও ৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (পিএফআই) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকল্পের অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্টের আওতায়, গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটিতে অবস্থিত Bangladesh Technosity Limited এবং নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত Meghna Industrial Economic Zone Limited (এমআইইজেডএল) সাব-প্রজেক্ট-এ যথাক্রমে ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ০.৫ বিলিয়ন টাকা এবং ২.৮ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কারিগরি সহায়তা (TA) কম্পোনেন্টের আওতায়, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য আইপিএফএফ II প্রজেক্টের পরিচালন ব্যয় এবং পাবলিক প্রাইভেট-পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ ইন্‌ফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল)-এর সেবা সংগ্রহ ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

ইক্যুইটি এন্ড এন্টারপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ)/ এন্টারপ্র্যানারশীপ সাপোর্ট ফান্ড (ইএসএফ)

৮.৩১ ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু উদীয়মান কৃষি-ভিত্তিক/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং আইসিটি শিল্পে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অর্থবছর ০১-এ সরকার কর্তৃক ১.০ বিলিয়ন টাকার বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে ইক্যুইটি এন্ড এন্টারপ্র্যানারশীপ তহবিল (ইইএফ) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ইক্যুইটি মডেলের পরিবর্তে 'এন্টারপ্র্যানারশীপ সাপোর্ট ফান্ড (ইএসএফ)' শিরোনামে একটি ঋণ ভিত্তিক নীতিমালা অনুমোদন দিয়েছে। সংশোধিত নীতিমালাটি সরকারের অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে। অপরদিকে, উদ্যোক্তাগণ ৪ বছরের গ্রেস পিরিয়ড ও শিথিল শর্তে শতকরা ২ ভাগ সরল সুদে ঋণ পাবে। নতুনভাবে পুনর্গঠিত নীতিমালার আওতায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক এবং আইসিটি খাতে, তহবিলের জন্য EOI (Expression of Interest) গ্রহণ শুরু হয় ১২ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ হতে। ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক এবং আইসিটি খাতের বিপরীতে ৩৪৪৩টি এবং ১৯টি EOI গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক (BB) ও ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB)-এর মধ্যে ১ জুন, ২০০৯ তারিখে স্বাক্ষরিত ইইএফ-এর অপারেশনাল কার্যক্রম স্থানান্তর সম্পর্কিত সাব-এজেন্সী চুক্তি এবং ২০ মে, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ও ICB এর মধ্যে স্বাক্ষরিত ইএসএফ সম্পর্কিত আরেকটি সাব-এজেন্সী চুক্তি অনুযায়ী, ICB বর্তমানে ইইএফ এবং ইএসএফ এর অপারেশনাল কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করছে, যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট নীতিমালা নির্ধারণ, তহবিল ব্যবস্থাপনা ও কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজগুলো সম্পাদন করছে।

৮.৩২ ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত মোট ২০৬৩টি (৩৪.৬ বিলিয়ন টাকার ইইএফ সহায়তাসহ ১৯২৩টি কৃষি-ভিত্তিক/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প এবং ২.২ বিলিয়ন টাকার ইইএফ সহায়তাসহ ১৪০টি আইসিটি

প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে) প্রকল্প ইইএফ মঞ্জুরি পেয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত ইইএফ সহযোগিতায় সামগ্রিক বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০২৭টি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি-ভিত্তিক প্রকল্পে ১৪.৭ বিলিয়ন টাকায় এবং ১০৪টি আইসিটি প্রকল্পে ১.৩ বিলিয়ন টাকায়। এখন পর্যন্ত, মোট ৩৪৯টি কৃষি-ভিত্তিক কোম্পানি এবং ৬৬টি আইসিটি কোম্পানি যথাক্রমে ৩.৩ বিলিয়ন টাকা এবং ০.৩ বিলিয়ন টাকা পরিমাণের শেয়ার বাই ব্যাক করেছে। ইইএফ সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে ৫৫,০০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইইএফ এর আওতায় কৃষি-ভিত্তিক প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ফলে পল্লি অবকাঠামো বিকশিত হচ্ছে। ইইএফ সহায়তাপ্রাপ্ত আইসিটি প্রকল্পগুলোতে প্রস্তুতকৃত বিশ্বমানের সফটওয়্যার এখন দেশীয় বাজারে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এগুলো রপ্তানিও হচ্ছে।

গৃহ নির্মাণ অর্থসংস্থান

৮.৩৩ জুন ২০২০ শেষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহায়ন ঋণের মোট স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৯৩০.৩ বিলিয়ন টাকা (সারণি ৮.১২), যা বেসরকারি খাতে মোট ঋণের শতকরা ৮.৫ ভাগ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, মোট গৃহায়ন ঋণ পোর্টফোলিও-তে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বেসরকারি ব্যাংকসমূহ ব্যাপক আমানত সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করছে। জুন, ২০২০ শেষে ৪৮৯.৩ বিলিয়ন টাকার সর্ববৃহৎ ঋণ স্থিতি নিয়ে এ ব্যাংকসমূহ গৃহায়ন ঋণে প্রভাবশালী অবস্থান ধরে রেখেছে (সারণি ৮.১২)। জুন ২০২০ শেষে মোট গৃহায়ন ঋণ স্থিতিতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের (এসসিবি) ২৪২.০ বিলিয়ন টাকার দ্বিতীয় বৃহত্তম পরিমাণ ঋণ স্থিতি ছিল এবং অন্যান্য ব্যাংকসমূহের পরিমাণ ছিল ৪০.৬ বিলিয়ন টাকা। এছাড়া, বেসরকারি খাতের ২টি বিশেষায়িত গৃহায়ন ঋণপ্রদানকারী কোম্পানিও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ প্রদান করছে। চুক্তিভিত্তিক আমানত স্কিমসহ দীর্ঘমেয়াদি আমানত গ্রহণের মাধ্যমে এই কোম্পানিগুলো তাদের ঋণদান কার্যক্রমে তহবিল যোগান দিচ্ছে।

৮.৩৪ জুন ২০২০ শেষে রাষ্ট্র মালিকানাধীন হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (এইচবিএফসি)-এর গৃহ নির্মাণ ঋণ স্থিতি দাঁড়ায় ৩৩.৩ বিলিয়ন টাকা। এই কর্পোরেশনের তহবিলের উৎসসমূহ হচ্ছে সরকার কর্তৃক পরিশোধিত মূলধন এবং সরকার প্রদত্ত অঙ্গীকারপত্রের বিপরীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়কৃত সুদবাহী ডিবেঞ্চার। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তহবিল সংগ্রহের দ্বিতীয় উৎসটি আর সহজলভ্য নেই। অতীতে, এইচবিএফসি স্বল্প সুদবাহী ডিবেঞ্চার ইস্যু করে তা রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (এসসিবি) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিক্রয়ের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে গৃহায়ন ঋণে অর্থায়ন করত। পরিচালন ও ঘাটতি সেবা ব্যয় নির্বাহের পর ইতিপূর্বে প্রদত্ত ঋণের আদায়কৃত অর্থের মাধ্যমে নতুন ঋণ প্রদান কার্যক্রমে এইচবিএফসি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফলশ্রুতিতে, এই প্রতিষ্ঠানের নতুন ঋণদান কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ে। অর্থবছর ১৯ এবং অর্থবছর ২০-এ যথাক্রমে ৫.৩ বিলিয়ন টাকা ও ৪.৬ বিলিয়ন টাকা আদায়ের বিপরীতে যথাক্রমে ৪.৩ বিলিয়ন টাকা এবং ৪.২ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৮.৩৫ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সৃষ্ট গৃহায়ন তহবিল এনজিওগুলোকে সর্বনিম্ন শতকরা ১.৫ ভাগ সরল সুদে গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণে অর্থায়ন করে থাকে, যারা পল্লি এলাকায় দরিদ্রদের শতকরা ৫.৫ ভাগ সরল সুদে ৩ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ে আদায়যোগ্য গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত, গৃহায়ন তহবিল ৬১৬টি ঋণ বিতরণকারী এনজিওর মাধ্যমে পল্লি গৃহ নির্মাণ প্রোগ্রামে ৩.৫ বিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করেছে, যা দেশের ৬৪টি জেলার ৪০৪টি উপজেলাকে এর আওতায় এনেছে এবং ৮৪০৫০টি গৃহ ইতোমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। জুন ২০২০ শেষে, আদায়যোগ্য মোট ২.৪ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে তহবিল ২.৩ বিলিয়ন টাকা আদায় করেছে এবং এ আদায়ের হার ছিল শতকরা ৯৬.৮ ভাগ।

৮.৩৬ ডরমিটরি/মহিলা হোস্টেল নির্মাণে গৃহায়ন তহবিল স্কিমের আওতায়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় একটি ১২তলা বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে, যার ব্যয় ছিল ০.২ বিলিয়ন টাকা। বর্তমানে, এই ডরমিটরি ৭৪৪ জন শ্রমজীবী মহিলাকে আবাসন সুবিধা প্রদান করতে প্রস্তুত। উপরন্তু, মংলা ইপিজেড-এ কর্মরত শ্রমজীবী মহিলাদের জন্য ০.২ বিলিয়ন টাকা ব্যয়ে একটি ডরমিটরি নির্মাণের জন্য গৃহায়ন তহবিল ও BEPZA -এর মধ্যে একটি চুক্তি ইতোমধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৮.৩৭ পাশাপাশি, BGMEA-এর সদস্য কোম্পানিতে কর্মরত দরিদ্র পোশাক শ্রমিকদের জন্য হোস্টেল/ডরমিটরি নির্মাণে ঋণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণে গৃহায়ন তহবিল পদক্ষেপ নিয়েছে। উপরন্তু, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়িত ঘরে ফেরা কর্মসূচি-প্রকল্পের অনুকূলে গৃহায়ন তহবিল ০.০২ বিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে এবং প্রথম দফায় ০.০১ বিলিয়ন টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক চট্টগ্রামের কালুরঘাট এবং নারায়ণগঞ্জের বন্দর এলাকায় শ্রমিক হোস্টেল/ ডরমিটরি নির্মাণের জন্য গৃহায়ন তহবিল হতে ০.৩ বিলিয়ন টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। গৃহ নির্মাণ ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ছাড়াও, গৃহায়ন তহবিল ০.১ বিলিয়ন টাকা অনুদান হিসেবে সিডর, আইলা প্রভৃতির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র লোকজনের মধ্যে বিতরণ করেছে।

ঘ. বৈদেশিক মুদ্রা বাজার

৮.৩৮ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং আর্থিক লেনদেন সহজতর করার ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে অংশগ্রহণকারীরা হলো বাংলাদেশ ব্যাংক, অনুমোদিত ডিলারগণ, এবং গ্রাহকেরা। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় প্রবিধান আইন ১৯৪৭ মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তবে, বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি পরিচালনা করে না, বরং মুদ্রা বাজারের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে, এবং প্রয়োজনে, বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করে থাকে। দেশের মুদ্রানীতিভঙ্গী, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের স্থিতি, বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য এবং সামষ্টিক অর্থনীতির সামগ্রিক পরিস্থিতির আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক, সময়ে সময়ে মুদ্রা বাজার অংশগ্রহণকারীদের জন্য গাইডলাইনস্ ইস্যু করে থাকে। মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান শিথিলকরণ এবং ১২ আগস্ট ১৯৯৩ তারিখে গঠিত বাংলাদেশ ফরেন একচেঞ্জ ডিলারস্ এসোসিয়েশন (BAFEDA)-এর কার্যপরিধি বিস্তৃতির ফলে মূলতঃ আন্তঃব্যাংক লেনদেনে বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

সারণি ৮.১২ গৃহায়ন খাতে ঋণের স্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	মোট স্থিতি (জুন শেষে)		
	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০[সা]
ক) গৃহায়ন অর্থায়নে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ	৮৩.৬	৮৮.৫	৮৯.৪
১। এইচবিএফসি	৩১.০	৩২.৫	৩৩.৩
২। ডেল্টা-ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স	৪২.২	৪৩.৯	৪৩.২
৩। ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১০.৪	১২.১	১২.৯
খ) ব্যাংকসমূহ	৬৭৫.৭	৭৩৫.৭	৭৭১.৯
১। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৭৩.৮	৪৮৯.১	৪৮৯.৩
২। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	১৭৬.৭	২১১.২	২৪২.০
৩। অন্যান্য ব্যাংক (বিদেশি ব্যাংক এবং বিশেষায়িত)	২৫.২	৩৫.৪	৪০.৬
গ) অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৬০.৯	৬৮.৫	৬৮.০
ঘ) ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক	০.৭	১.১	১.০
মোট	৮২০.৯	৮৯৩.৮	৯৩০.৩

[সা] সাময়িক।

উৎস : আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক; হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং গ্রামীণ ব্যাংক।

৮.৩৯ আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজার হলো বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বাজারটি একটি পাইকারি বাজারের ন্যায় কাজ করে যার মাধ্যমে অধিকাংশ মুদ্রা লেনদেনগুলো সম্পন্ন হয়। ব্যাংকারদের মধ্যে প্রধানত বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই এই বাজার ব্যবহৃত হয়। আন্তঃব্যাংক বাজারের তিনটি প্রধান অংশ হলো- স্পট মার্কেট, ফরওয়ার্ড (Forward) মার্কেট এবং ভবিষ্যৎ মার্কেট।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

৮.৪০ বাংলাদেশ ব্যাংক (BB) ২০০৩ সালে ভাসমান (Floating) মুদ্রা বিনিময় হার চালু করে। পরিচালিত ভাসমান (Managed Floating) মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থায়, আন্তঃব্যাংক এবং গ্রাহক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো স্বাধীনভাবে নিজস্ব হার স্থাপন করতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক ইউএস ডলার ক্রয় ও বিক্রয় করে থাকে। জুন ২০১৯ শেষের মুদ্রা বিনিময় হার ৮৪.৫০ টাকার তুলনায় জুন ২০২০ শেষে-এ মুদ্রা বিনিময় হার দাঁড়ায় ৮৪.৯০ টাকা (চার্ট ৮.৫)। অর্থবছর ২০-এ, মুদ্রা বিনিময় হারে অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ০.৮৯ ভাগের তুলনায় শতকরা ০.৪৭ ভাগ অবচিতি হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

৮.৪১ বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হলো আরেকটি উল্লেখযোগ্য অংশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বারা ধারণকৃত অথবা নিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক সম্পদ-ই হলো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। বাংলাদেশ ব্যাংকের সামগ্রিক বৈদেশিক রিজার্ভে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে গুরুতর মুদ্রাসমূহ (জি-৭), স্বর্ণ এবং স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস্ (এসডিআর)। সাধারণত, রিজার্ভ ব্যবহৃত হয় বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যে অসামঞ্জস্যতায় অর্থায়নে অথবা মুদ্রা বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে। কোনো অর্থনীতির বাহ্যিক অভিঘাত নিবিষ্টকরণে

চার্ট ৮.৫ টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে) : অর্থবছর ২০

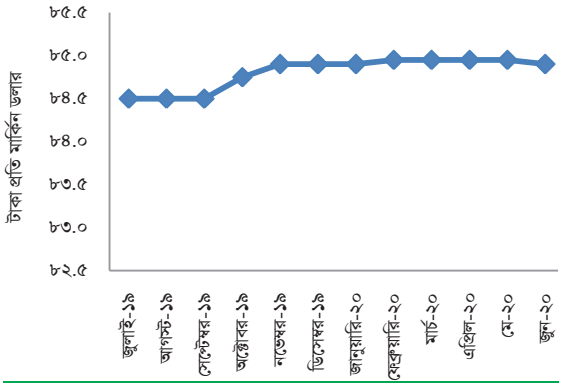

উৎস ঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সক্ষমতার মানদণ্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হলো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। অর্থবছর ২০-এ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৬.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল ৩২.৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বর্তমান স্থিতি ৭.৮৭ মাসের আমদানি দায় পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত।

৮.৪২ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারে অপ্রত্যাশিত অস্থিরতা পরিহারে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় তারল্য সহজতর করা এবং স্থিতিশীল ও সুষম বাজার কার্যক্রম নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে, অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় আন্তঃব্যাংক বাজারে ০.৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছে এবং ০.৮৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছে।

কৃষি এবং কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন

৯.১ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি একটি প্রাধিকারপ্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত। এটি দেশের গ্রামীণ কর্ম ও আয় সৃজনের প্রধান উৎস। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষি খাতের অবদান ১৩.৩৫ শতাংশ (অর্থবছর ০৬ স্থির মূল্যে)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪১ ভাগ সরাসরি কৃষি কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া, কৃষিখাত খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি পুষ্টি সমস্যা সমাধান, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সর্বোপরি দেশের অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

৯.২ সরকারি নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি উৎপাদন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কৃষি সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন করে কৃষক পর্যায়ে পর্যাপ্ত অর্থায়নের সঠিক, সময়োচিত, সহজ এবং ঝামেলামুক্তভাবে ঋণ সরবরাহের কর্মসূচি চলমান রেখেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে কৃষি এবং গ্রামীণ খাতের ভূমিকা অব্যাহত রাখতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করতে কৃষি খাতের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। সুতরাং দেশের অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়নে কৃষির উন্নয়ন অপরিহার্য। রাষ্ট্র-মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থবছর ২০-এ কৃষি খাতে লক্ষ্যমাত্রা ২৪১.২৪ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে প্রকৃত ঋণ বিতরণ ছিল ২২৭.৪৯ বিলিয়ন টাকা (সারণি-৯.১) ।

অর্থবছর ২০-এ কৃষি ঋণ কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ

৯.৩ এ কর্মসূচির আওতায় গৃহীত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বাস্তবায়নের অবস্থা নিম্নরূপ:

সারণি ৯.১ কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী*

(বিলিয়ন টাকা)

	বিতরণ	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
১।	**ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা**	**২০৪.০**	**২১৮.০**	**২৪১.২**
	ক) শস্য (চা ব্যতীত)	১০২.৯	১১৬.৯	১৩১.৯
	খ) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন	৭.৮	৬.২	১৩.০
	গ) গবাদিপশু	২৭.১	২৭.১	২৪.৪
	ঘ) কৃষি পণ্য বিপণন	৩.৫	৩.৪	৫.৭
	ঙ) মৎস্য	২৩.১	২৫.০	২৪.৫
	চ) দারিদ্র্য দূরীকরণ	১২.৬	১১.৯	১৫.৮
	ছ) অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড	২৭.০	২৭.৫	২৬.১
২।	**প্রকৃত বিতরণ**	**২১৩.৯**	**২৩৬.২**	**২২৭.৫**
	ক) শস্য (চা ব্যতীত)	১০৩.৪	১১৮.৮	১১৪.০
	খ) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন	২.৭	৩.২	২.৭
	গ) গবাদিপশু	৩০.৬	৩২.৫	৩১.৭
	ঘ) কৃষি পণ্য বিপণন	১.১৪	১.১৬	১.৩১
	ঙ) মৎস্য	২৪.৬	২৬.৮	২৬.১
	চ) দারিদ্র্য দূরীকরণ	২১.৫	১৯.৫	২০.৯
	ছ) অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড	৩০.০	৩৪.৩	৩০.৯
৩।	**মেয়াদ ভিত্তিক ঋণ বিতরণ**	**২১৩.৯**	**২৩৬.২**	**২২৭.৫**
	ক) স্বল্প মেয়াদি	১৭৮.৭	১৯৯.৩	১৯১.৫
	খ) দীর্ঘ মেয়াদি	৩৫.৩	৩৬.৯	৩৬.০
৪।	প্রকৃত আদায়	২১৫.০	২৩৭.৩	২১২.৫
৫।	আদায়যোগ্য ঋণ	২৮৬.৬	৩০৪.৬	২৭৯.৮
৬।	মোট ঋণের স্থিতি	৪০৬.০	৪২৯.৭	৪৫৫.৯
৭।	মোট মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	৭২.১	৬৬.৯	৬০.৬
৮।	মোট বকেয়া ঋণের স্থিতিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের শতকরা হার	১৭.৮	১৫.৬	১৩.৩

* বিআরডিবি এবং বিএসবিএল ব্যতীত।
উৎস : কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

- প্রায় ৩.০৭ মিলিয়ন কৃষকের মধ্যে ১.৫১ মিলিয়ন নারী; তারা বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ৮৩.৬০ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন।
- বিভিন্ন ব্যাংকের আয়োজনে মোট ১৫,৫২২টি প্রকাশ্য ঋণ বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ০.১০২ মিলিয়ন কৃষকের মাঝে ৬.৭৬ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রায় ২.৩৫ মিলিয়ন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ১৬৩.০ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন।
- চর, হাওর প্রভৃতি অনগ্রসর এলাকার ৭১৭৯ জন কৃষকের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে প্রায় ০.২১ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- কৃষকদের জন্য রাষ্ট্র-মালিকানাধীন ব্যাংকসহ অন্যান্য তফসিলি ব্যাংকসমূহে মাত্র ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক প্রায় ১০.২ মিলিয়ন হিসাব খোলা হয়েছে।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলায় প্রায় ২০৬৬৬ জন উপজাতি কৃষকের মাঝে মাত্র ৫.০ শতাংশ সুদহারে বিকেবি কর্তৃক প্রায় ০.৮০ বিলিয়ন টাকা কৃষিঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষি ঋণ বিতরণ

৯.৪ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাষ্ট্র-মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের সাথে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণ বিতরণে এগিয়ে আসায় কৃষি ও গ্রামীণ অর্থায়ন গতি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। অর্থবছর ২০-এ ২৪১.২৪ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত বিতরণ ছিল ২২৭.৪৯ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ১৯-এর মোট বিতরণ ২৩৬.১৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ৩.৬৭ ভাগ কম। অর্থবছর ১৮ থেকে অর্থবছর ২০ সময়কালে সামগ্রিক কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থা সারণি ৯.১ এ এবং কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত বিতরণের চিত্র চার্ট ৯.১ ও ৯.২ এ দেখানো হলো।

৯.৫ সার্বিক কৃষি ঋণ বিতরণের প্রায় শতকরা ৮৪.১৯ ভাগ ছিল স্বল্পমেয়াদি এবং অবশিষ্ট ১৫.৮১ ভাগ ছিল সেচ যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও গবাদিপশু ইত্যাদি খাতে প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। অর্থবছর ২০-এ স্বল্পমেয়াদি ঋণের সিংহভাগই ছিল শস্য উৎপাদন, যা মোট স্বল্পমেয়াদি ঋণের যথাক্রমে শতকরা ৫৯.৫০ ভাগ (সারণি ৯.১)।

৯.৬ কৃষি খাতে (সকল ব্যাংকসহ) মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২৬.১৯ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৬.০৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ৪৫৫.৯৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল ৪২৯.৭৪ বিলিয়ন টাকা (সারণি ৯.২)।

৯.৭ কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে দুটি বিশেষায়িত ব্যাংক যথা- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এবং ছয়টি রাষ্ট্র-মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক মূখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অবদানও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থবছর ২০-এ শুধু বিকেবি এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (এফসিবিস) তাদের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১২.৬৭ এবং ৮.৯৮ শতাংশ বেশি ঋণ বিতরণ করেছে। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, রাকাব ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের লক্ষ্যমাত্রা থেকে যথাক্রমে শতকরা ১৯.৮৭, ৫.০৬ ও ১০.৮২ ভাগ কম ঋণ বিতরণ করেছে (সারণি ৯.২)। এছাড়া, অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড (বিএসবিএল) তাদের নিজস্ব অর্থায়নে ৮.১৮ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে; ফলে, মোট ঋণ বিতরণ হয়েছে ২৩৫.৬৭ বিলিয়ন টাকা।

সারণি ৯.২ কৃষি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম*

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০					
					এসসিবি	বিকেবি	রাকাব	পিসিবি	এফসিবি	মোট
বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	১৬৪.০০	১৭৫.৫০	২০৪.০০	২১৮.০০	৩১.৯৫	৫৫.০০	১৬.৮০	১৩০.৬৮	৬.৮১	২৪১.২৪
প্রকৃত বিতরণ	১৭৬.৫০	২০৯.৯৯	২১৩.৯৩	২৩৬.১৬	২৫.৬০	৬১.৯৭	১৫.৯৫	১১৬.৫৪	৭.৪২	২২৭.৪৯
আদায়	১৭০.৬০	১৮৮.৪১	২১৫.০৩	২৩৭.৩৪	২৫.৫৫	৫২.৫৯	১৬.৮৬	১১১.০০	৬.৪৪	২১২.৪৫
বকেয়া	৫৬.৭৮	৬৭.০৮	৭২.১১	৬৬৯.১৬	২০.৯৩	১৭.০৫	১৫.৬২	৬.৯৮	০.০০	৬০.৬০
মোট ঋণের স্থিতি	**৩৪৪.৮০**	**৩৯০.৪৮**	**৪০৬.০১**	**৪২৯.৭৪**	**১১০.৭৩**	**১৭৫.৫৯**	**৪৪.৭৬**	**১১৯.৫৭**	**৫.২৮**	**৪৫৫.৯৩**

* বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড (বিএসবিএল)।
উৎস : কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ঋণ আদায়

৯.৮ ব্যাংকসমূহের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান স্বত্বেও অর্থবছর ২০-এ কৃষি ঋণ আদায় পূর্ববর্তী অর্থবছর ১৯-এর মোট আদায় ২৩৭.৩৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১০.৪৯ ভাগ কমে ২১২.৪৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। কৃষি ঋণের প্রকৃত আদায়ের হার অর্থবছর ২০-এ ছিল শতকরা ৪৬.৬০ ভাগ (আদায়যোগ্য ঋণসহ), যা পূর্ববর্তী অর্থবছর ১৯-এ ছিল শতকরা ৫৫.২৩ ভাগ (সারণি ৯.১)।

৯.৯ কৃষি ঋণের স্থিতির তুলনায় বকেয়ার পরিমাণ জুন ২০১৯ এর শেষের শতকরা ১৫.৫৭ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০২০ এর শেষে শতকরা ১৩.২৯ ভাগে দাঁড়িয়েছে (সারণি ৯.১ ও সারণি ৯.২)। ফসল উৎপাদনে প্রকৃত কৃষককে ঋণ বিতরণ এবং যথাসময়ে ঋণ পুনরুদ্ধার নিশ্চিতকরণে নিবিড় তদারকি পরিচালনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ব্যাংকসমূহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষি ঋণের উৎসসমূহ

৯.১০ দুটি বিশেষায়িত ব্যাংক (বিকেবি এবং রাকাব) এবং ছয়টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক কৃষি খাত অর্থায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহও কৃষি ঋণ বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অর্থবছর ২০-এ মোট বিতরণ ২২৭.৪৯ বিলিয়ন এর মধ্যে, দুটি বিশেষায়িত ব্যাংক (বিকেবি এবং রাকাব) এবং ছয়টি রাষ্ট্র-মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ১০৩.৫২ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করে, যা শতকরা ৪৫.৫১ ভাগ, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মোট ১১৬.৫৪ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করে, যা শতকরা ৫১.২৩ ভাগ এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ৭.৪২ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করে, যা শতকরা ৩.২৬ ভাগ। অর্থবছর ২০ শেষে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট কৃষি ঋণের স্থিতিতে বকেয়া ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ১৮.৯০ ভাগ, যেখানে রাকাব এবং বিকেবির বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল কৃষিঋণের মোট স্থিতির যথাক্রমে শতকরা ৩৪.৯০ ও ৯.৭১ ভাগ (সারণি ৯.২)। অর্থবছর ২০ শেষে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বকেয়া ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় কৃষিঋণের মোট স্থিতির মাত্র শতকরা ৫.৫৯ ভাগ।

চার্ট ৯.১ অর্থবছর ২০-এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা

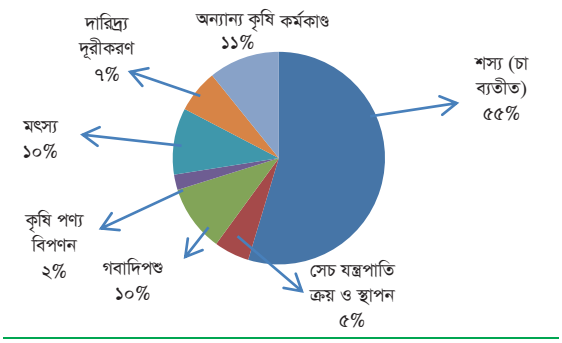

উৎস : কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৯.২ অর্থবছর ২০-এ প্রকৃত কৃষি ঋণ বিতরণ

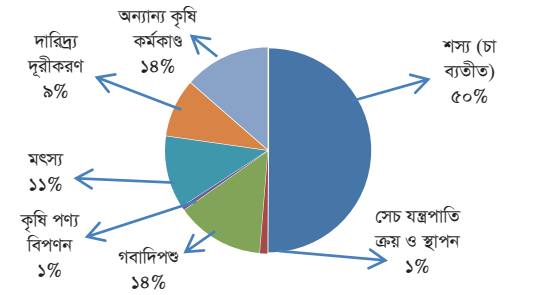

উৎস : কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সরকারের সুদ ভর্তুকি (বাজেট বরাদ্দ)

৯.১১ নির্দিষ্ট ফসলসমূহে রেয়াতী সুদহারে ঋণ বিতরণ:

দেশে ডাল, তেলবীজ, মসলা, ভুট্টার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তবে এসব ফসলের উৎপাদন পর্যাপ্ত নয়। এ সকল ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করা ও ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে সরকারের সুদ-ক্ষতি ভর্তুকি সুবিধার আওতায় ১ জুলাই ২০১০ সাল থেকে ৪.০ শতাংশ রেয়াতী সুদহারে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন (বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত) ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেলবীজ, মসলা, ভুট্টা

উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকার ঋণ বিতরণ করে আসছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন (বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত) ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের বার্ষিক কৃষি ও পল্লি ঋণের আওতায় উল্লিখিত ফসল উৎপাদনে ৫.০ শতাংশ হারে সরকারি ভর্তুকি সুবিধায় অর্থবছর ১২ হতে ঋণ বিতরণ করে আসছে। এ খাতের বিস্তারিত চিত্র সারণি-৯.৩ এ দেখানো হলো।

৯.১২ অর্থবছর ১৯-এর আমদানি বিকল্প ফসলে ঋণ বিতরণ ও প্রকৃত আদায়ের উপর অর্থবছর ২০-এ ৩৬টি ব্যাংক ৫ শতাংশ ভর্তুকি হিসেবে ০.০২ বিলিয়ন টাকা সুবিধা পেয়েছে। অর্থবছর ২০-এ আমদানি বিকল্প ফসলসমূহের উপর ১.০৭ বিলিয়ন টাকা ব্যাংক কর্তৃক বিতরণ করা হয়েছে, যার ভর্তুকি সুবিধা নীতিমালা অনুযায়ী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে সুদ ভর্তুকি

নভেল করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় প্রণোদনা সুবিধার আওতায় শস্য ও ফসল খাতে ৪.০ শতাংশ রেয়াতী সুদহারে কৃষিঋণ বিতরণ স্কিম

৯.১৩ নভেল করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে খাদ্য উৎপাদন এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে কৃষি ঋণে সুদের হার কমানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে শস্যদানা, অর্থকরী ফসল, শাক-সবজী এবং কন্দ ফসলে ২৭ এপ্রিল ২০২০ তারিখের এসিডি সার্কুলার-২ অনুযায়ী ৪.০ শতাংশ (সর্বোচ্চ) রেয়াতী হারে কৃষি ঋণ প্রদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যা কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে। এ সকল ঋণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহ 'সুদ-ক্ষতি' হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ৫.০ শতাংশ হারে পুনর্ভরণ সুবিধা ভোগ করবে। ০১ এপ্রিল ২০২০ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২১ তারিখ পর্যন্ত উক্ত সুবিধাটি চালু থাকবে। পুনর্ভরণ সুবিধাটি পাওয়ার জন্য ব্যাংকসমূহকে অবশ্যই নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরাসরি কৃষক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৪.০ শতাংশ রেয়াতী হারে ঋণ বিতরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি

সারণি ৯.৩ আমদানি বিকল্প ফসলসমূহে ঋণ বিতরণ

(মিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	লক্ষমাত্রা	প্রকৃত বিতরণ	শতকরা
অর্থবছর ১৯	১০৯৪.৮০	১০৮৮.০৫	৯৯.৩৮%
অর্থবছর ২০	১২৩৩.২৫	১০৬৫.৬৯	৮৬.৪১%

উৎস : কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংকসমূহকে কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে। অর্থবছর শেষে ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট সমন্বয়কৃত ঋণের বিপরীতে পুনর্ভরণ দাবী করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় মোট দাবীকৃত ঋণের ন্যূনতম ১০ শতাংশ হারে নথি সরেজমিনে যাচাই করবে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব উৎস হতে ব্যাংকসমূহকে পুনর্ভরণ করবে। অর্থবছর ২০-এ ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এ কার্যক্রমে ২.৮৬ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা

সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা

৯.১৪ দেশের অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদা বিকেবি এবং রাকাবকে সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে আসছে। এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সুদের হার হলো শতকরা ৫.০ ভাগ, ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে তা শতকরা ৯.০ ভাগ এবং ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ এক বছর। রাকাব এবং বিকেবি অর্থবছর ২০-এ তাদের কৃষি ও পল্লি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে যথাক্রমে ৫.০ বিলিয়ন এবং ১.০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেছে।

দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.১৫ দেশের জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ও আমদানিকৃত দুধের উপর নির্ভরতা হ্রাসে এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতের জন্য ২.০ বিলিয়ন টাকার একটি বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ২০১৫ সাল হতে গঠন করা হয়েছে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা

৫.০ শতাংশ হারে সুদ ভর্তুকি পাওয়ার লক্ষ্যে ১৪ টি অংশগ্রহণকারী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে একটি অংশগ্রহণমূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের বিতরণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পেয়ে থাকে। ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে ঋণ আদায়ের পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্দিষ্ট শর্তপালন সাপেক্ষে সরকারের কাছ থেকে ৫.০ শতাংশ হারে ভর্তুকী পেয়ে থাকে। এ স্কিমের আওতায় অর্থবছর ২০-এ অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মোট ২.০ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। এ স্কিমের আওতায় উপকারভোগী ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ১৮৪২৯ জন।

পাট খাতের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.১৬ অর্থবছর ১৫-এ পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কাঁচাপাট ক্রয়ে চলতি মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২.০ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করে। পরবর্তীতে তা ১.০ বিলিয়ন বৃদ্ধি করে মোট ৩.০ বিলিয়নে উন্নীত করা হয়। স্কিমটির মেয়াদ পাঁচ বছর। স্কিমটির শুরু হতে ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ১৯৭ জন সুবিধাভোগীর মাঝে সর্বসাকুল্যে ৫.১৬ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে। অর্থবছর ২০-এ ৮ জন সুবিধাভোগীর মাঝে ০.২৫ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।

কৃষি খাতে পুনঃঅর্থায়নের বিশেষ প্রণোদনা স্কিম

৯.১৭ সম্প্রতি নভেল করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদন হ্রাসসহ বিভিন্ন বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বার্ষিক কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকসমূহ মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৬০ শতাংশ ঋণ শস্য খাতে বিতরণ করে থাকে। ফলে, শস্য খাতে ঋণ প্রবাহ স্বাভাবিক রয়েছে। এ কারণে, চলতি মুলধন ভিত্তিক কৃষি খাতসমূহে পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে চলতি মুলধন ভিত্তিক কৃষি খাতে (হর্টিকালচার, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি, ডেইরি ও প্রাণিসম্পদ খাত) পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫০.০ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা হয়েছে। এ পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ব্যাংকসমূহ সরাসরি ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ৪.০ শতাংশ রেয়াতী হারে ঋণ বিতরণ করবে। অন্যদিকে, ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিকট হতে ১ শতাংশ হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে। এ স্কিমের অনুকূলে ব্যাংকসমূহ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করতে পারবে। এ স্কিমটি ১৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-১ অনুযায়ী পরিচালিত হবে। ফান্ডটি আবর্তনশীল নয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস হতে স্কিমটি গঠন করা হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে তেতাল্লিশটি ব্যাংক অংশগ্রহণমূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। অর্থবছর ২০-এ ৪৩ টি পিএফআই এর মাঝে ৪৪.০৩ বিলিয়ন টাকা বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে। ব্যাংকসমূহ ৭২০১ জন সুবিধাভোগীর অনুকূলে ১.৭২ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

ডিমান্ড লোন

৯.১৮ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এবং সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন ছাড়াও দেশের কৃষি ঋণের নিয়মিত চাহিদা পূরণে করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা হলো ডিমান্ড প্রমিজরি নোটের বিপরীতে ৯০ দিন মেয়াদি ডিমান্ড লোন। অর্থবছর ২০-এ বিকেবি ১৮.০ বিলিয়ন টাকা এবং রাকাব ৭.০ বিলিয়ন টাকা করে ডিমান্ড লোনের সুবিধা পেয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় দাতা সংস্থা কর্তৃক গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য অর্থায়নকৃত আবর্তনশীল তহবিল

সুইডিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (এসআইডিএ)-র অনুদান

৯.১৯ অনুদানটি সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি প্রদান করেছে। অনুদানটির পরিমাণ ০.২৪ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ সরকার ও গ্রামীণ ব্যাংকের মধ্যে ৩০ নভেম্বর ১৯৮৬ তারিখের

একটি ঋণ চুক্তির মাধ্যমে অনুদানটি পরিচালিত হচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতি বছরের ১৫ মার্চ ও ১৫ সেপ্টেম্বরে মুলধনের অর্ধ-বার্ষিকী কিস্তি এবং আবর্তনশীল ফান্ড বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রদান করে এবং একই দিনে গ্রামীণ ব্যাংকের তৈরিকৃত পেমেন্টটি বাংলাদেশ ব্যাংক পুনরাবর্তন করে।

নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (এনওআরএডি) গ্রান্ট

৯.২০ এনওআরএডি ০.২৬ বিলিয়ন টাকার অনুদান প্রদান করে। গ্রামীণ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ১৯৮৬ সালের ৪ আগস্ট তারিখে স্বাক্ষরিত ঋণ চুক্তির আওতায় এ অনুদান পরিচালিত হয়ে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংক মূল টাকার এবং আবর্তনশীল তহবিলের অর্ধ-বার্ষিক কিস্তি ১৫ মার্চ ও ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পরিশোধ করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক একই দিনে উক্ত পরিশোধ পুনরাবর্তন করে।

গ্রামীণ ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ ঋণ স্কিম

৯.২১ নেদারল্যান্ড সরকার ০.০৪ বিলিয়ন টাকার অনুদান প্রদান করে। গ্রামীণ ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে ১৯৮৫ সালের ২৪ নভেম্বর তারিখে স্বাক্ষরিত ঋণ চুক্তির আওতায় এ অনুদান পরিচালিত হয়ে থাকে। এ স্কিমের আওতায় গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যরা বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ পেয়ে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংক আবর্তনশীল তহবিলের অর্ধ-বার্ষিক কিস্তি প্রত্যেক বছর ১৫ ডিসেম্বর তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পরিশোধ করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক একই দিনে উক্ত পরিশোধ পুনরাবর্তন করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে কৃষিঋণ সম্পর্কিত প্রকল্প/ কর্মসূচি

স্মল এন্ড মার্জিনাল সাইজড ফার্মারস এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড ডাইভার্সিফিকেশন ফাইন্যান্সিং প্রজেক্ট (এসএমএপি)

৯.২২ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে অর্থায়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং কৃষকদেরকে কৃষি প্রযুক্তি সুবিধা প্রদান করার জন্য এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং ২০১৫ সালে এর যাত্রা শুরু হয়। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এ প্রকল্পের দাতা সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের অংশ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যয়িত হয়। প্রকল্পের মোট মূল্য ৮.২৩ বিলিয়ন টাকা এবং এর মেয়াদকাল ২০১৪-২০২১। এ প্রকল্প হতে সুবিধা পেতে ১১টি ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। অর্থবছর ২০-এ ১১টি ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ৭০,০০০ জন গ্রাহকের মধ্যে ৫.৯৮ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়। এ প্রকল্পের শুরু থেকে প্রায় ৩,৪৮,৪৯১ জন গ্রাহকের মধ্যে

সারণি ৯.৪ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ

(বিলিয়ন টাকা)

মেয়াদ	উপ-খাতসমূহ			মোট	নারী উদ্যোক্তা
	শিল্প	সেবা	ব্যবসা		
অর্থবছর ১২	১৮৩.৮৪	৩৫.০৯	৩৭৯.১৯	৫৯৮.১২	২৩.১১
অর্থবছর ১৩	২৩৩.০৪	৪২.০২	৫১৮.৪১	৭৯৩.৪৬	২৪.৭২
অর্থবছর ১৪	২৫১.২৯	৬০.৬০	৫৯৪.৪৭	৯০৬.৩৬	৩৬.৫১
অর্থবছর ১৫	৩২৩.৫০	৯৮.৯৪	৬৮০.৪৩	১১০২.৮৭	৩৯.৬৮
অর্থবছর ১৬	৩২৯.৯৭	১৪১.৩৩	৮১৯.৩৮	১২৯০.৬৮	৫৪.৮৮
অর্থবছর ১৭	৩৭৩.৭৮	১৮৪.৪৪	৯৯৯.৬৩	১৫৫৭.৮৫	৪৫.৯৬
অর্থবছর ১৮	৪৮৮.৭১	২৬৬.৯১	৮০২.৪৭	১৫৫৮.০৯	১২১.৭৪
অর্থবছর ১৯	৫৭৮.০৭	৩৪২.৪৮	৭০৩.৭২	১৬২৪.২৭	৬০.০১
অর্থবছর ২০	৫৫৩.২০	৩৩৯.৬২	৬৪৫.৩১	১৫৩৮.১৩	৫১.৭৮

উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সর্বমোট ১৯.৭৫ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৮৩ শতাংশ নারী উপকারভোগী। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত ১৪০০ শাখা হতে ৩০টি মডেল শাখাকে নিয়ে ইতোমধ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ পদ্ধতি, নতুন কৃষি যন্ত্রপাতি এবং পশুপালনের নতুন নতুন পদ্ধতির সাথে গ্রাহকদের পরিচিত করানোর লক্ষ্যে তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট সার্ভিস প্রদান করা হয়।

এডিবি ফান্ডেড সেকেন্ড ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন প্রজেক্ট (এসসিডিপি)

৯.২৩ এনসিডিপির কার্যক্রমের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে এ প্রকল্পটি গঠিত হয় এবং নতুন প্রকল্প এলাকায় তার কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে। প্রকল্পের ঋণ উপাদান ২৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক প্রদত্ত। প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০১১ সালে। ঋণ প্রদানের জন্য ২০১১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বেসিক ব্যাংক ও ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড এর অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পটি বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ২৫টি জেলার ৫৪টি উপজেলার মধ্যে বিস্তৃত। প্রকল্পের শুরু হতে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ২.০৪ বিলিয়ন টাকা গ্রাহকের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় রয়েছে ২,০৪,০০০ জন কৃষক।

মার্জিনাল এন্ড স্মল ফার্ম সিস্টেমস্ ক্রপ ইন্টেনসিফিকেশন প্রজেক্ট (এমএসএফএসসিআইপি)-কুড়িগ্রাম জেলা

৯.২৪ এ প্রকল্পটি ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (আইএফএডি) এর অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত এবং এর ঋণ উপাদান ০.১৪ বিলিয়ন টাকা। প্রকল্পটি কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি থানায় বিস্তৃত। ৪টি পিএফআই বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রাথমিকভাবে এর মেয়াদকাল ছিল ১৯৮৭-১৯৯৭। কিন্তু আবর্তনশীল তহবিল হতে এখন পর্যন্ত প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। পিএফআইসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংক রেটে ঋণ নিয়ে থাকে এবং উপকারভোগী পর্যায়ে সুদের হার নির্ধারিত হয় পিএফআই এর মাধ্যমে। ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত উক্ত আবর্তনশীল তহবিল এর স্থিতি ছিল ০.০৫ বিলিয়ন টাকা।

সারণি ৯.৫ বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের অধীনে সিএমএসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ (জুন ২০২০ পর্যন্ত)

(বিলিয়ন টাকা)

	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ				সুবিধাভোগীর সংখ্যা (খাত ভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১.	কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৮.২৬	৩.৪৩	৭.৭২	১৯.৪১	২,৭৯১	-	-	২,৭৯১
২.	স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	১০.৩৭	২৫.১৩	৮.৯৪	৪৪.৪৪	১৩,৬৪৪	১৯,৯৮৫	৫,৯২০	৩৯,৫৪৯
	i) স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৯.৬৩	২২.৯১	৮.২৭	৪০.৮১	১২,৮৮৪	১৮,৬২৪	৫,৬০৩	৩৭,১১১
	ii) স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম বর্ধিত-২০১৪	০.৭৪	২.২২	০.৬৭	৩.৬৩	৭৬০	১,৩৬১	৩১৭	২,৪৩৮
৩.	নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	০.০১৫	০.২৫	০.০১৮	০.২৮	২৬৭	১৯	২১০	৪৯৬
৪.	ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	৩.৮৪	০.৬১	১.২৯	৫.৭৪	১৯৯	৫৫৭	৫৫	৮১১
	জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই	০.৯০	৫.৫৫	৩.৪৭	৯.৯২	৭২৫	৩৪	৫৩৬	১,২৯৫
৬.	জাইকা সহায়তাপুষ্ট ইউবিএসপি	-	-	০.৫৫	০.৫৫	৫	-	-	৫
৭.	ইজিবিএমপি (IDA Fund)	০.৮০	১.৩৩	১.০০	৩.১৩	১,৩৬৮	১,৩০৬	৪৮৬	৩,১৬০
৮.	এসএমইএসডিপি (ADB -1) তহবিল	১.৪৫	১.৩২	০.৫৮	৩.৩৫	৮০০	২,০৯৬	৩৬৮	৩,২৬৪
৯.	এসএমইডিপি (ADB -2) তহবিল	-	৫.৬৮	১.৭৯	৭.৪৭	৩,৭৬৫	৭,৪৩৫	২,৪৪৫	১৩,৬৪৫
	সর্বমোট	**২৫.৬৪**	**৪৩.৩০**	**২৫.৩৬**	**৯৪.৩০**	**২৩,৫৬৪**	**৩১,৪৩২**	**১০,০২০**	**৬৫,০১৬**

উৎস : এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে প্রাক অর্থায়ন

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক

৯.২৫ বাংলাদেশ ব্যাংক 'এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট প্রোগ্রাম' বাস্তবায়নের জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংককে প্রাক-অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে থাকে। দারিদ্র্য বিমোচন এবং আয়বর্ধক কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আনসার-ভিডিপি সদস্যের মধ্যে এ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। ঋণের পরিমাণ এবং সুদের জন্য এ ক্ষেত্রে সরকারি গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ঋণ অংশের স্থিতি ছিল ২.৭৫ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক রেটে এ ঋণ প্রদান করে এবং গ্রাহক পর্যায়ে তা সর্বোচ্চ ৯.০ শতাংশ। অর্থবছর ২০-এ এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪,৯৩৪ জন গ্রাহক উপকার পেয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ২৬,৫৫৬ জন।

কর্মসংস্থান ব্যাংক

৯.২৬ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মসংস্থান ব্যাংককে প্রাক অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে থাকে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের গ্রাহকদের জন্য এ ঋণের সুবিধা বহাল করা হয়েছে। এই ঋণের প্রধান উপখাত হল চিংড়ি চাষ, মৎস্য, গরু পালন ও মোটা তাজাকরণ, দুগ্ধখামার ও অন্যান্য খাত। ঋণ অংশ এবং সুদের জন্য এ ক্ষেত্রে সরকারি গ্যারান্টি প্রদান করা হয়ে থাকে। ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ৪.০ বিলিয়ন টাকা কর্মসংস্থান ব্যাংককে বরাদ্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫ বছরের দীর্ঘমেয়াদি ১.০ বিলিয়ন টাকা, ৩ বছরের মধ্যমেয়াদি ২.৯ বিলিয়ন টাকা এবং ১ বছরের স্বল্পমেয়াদি ০.১০ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক রেটে প্রাক অর্থায়ন করে এবং কর্মসংস্থান ব্যাংক গ্রাহক পর্যায়ে তা সর্বোচ্চ ৯.০ শতাংশ চার্জ করে। অর্থবছর ২০-এ উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে ১১,৯২৬ জন গ্রাহক উপকার পেয়ে থাকে। এ ছাড়া প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৩৩০৭৮ জন।

সারণি ৯.৬ খাতভিত্তিক পুনঃঅর্থায়নের চিত্র (কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ) জুন ২০২০ পর্যন্ত

খাত	শতকরা
ধান শিল্প	৫০.১৭
কৃষি ফিড	৯.৬০
ময়দা	৭.১২
বেকারি	৬.৩৪
কৃষি যন্ত্রপাতি	৪.২৪
পোল্ট্রি	৪.২১
অন্যান্য	১৮.৩২

উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন

৯.২৭ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কটেজ, মাইক্রো, স্মল ও মিডিয়াম শিল্প (সিএমএসএমই)-খাত গুরুত্বপূর্ণ

সারণি ৯.৭ ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (বিলিয়ন টাকা)

তহবিলের নাম		পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)				সুবিধাভোগীর সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ক. স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম									
১	ব্যাংক (২০)	৮.৫৫	১১.৪৩	৩.৬০	২৩.৫৮	৭,৮৫৬	১৩,৪৬৭	৩,৪১৯	২৪,৭৪২
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২৩)	১.০৮	১১.৪৯	৪.৬৬	১৭.২৩	৫,০২৮	৫,১৫৭	২,১৮৪	১২,৩৬৯
	উপ-মোট	৯.৬৩	২২.৯২	৮.২৬	৪০.৮১	১২,৮৮৪	১৮,৬২৪	৫,৬০৩	৩৭,১১১
ক. স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (এক্সটেন্সন-২০১৪)									
১	ব্যাংক (২৭)	০.৬৭	০.৬৭	০.২৭	১.৬১	৩৫৮	৯৩৪	১৬৯	১,৪৬১
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১৭)	০.০৭	১.৫৫	০.৪০	২.০২	৪০২	৪২৭	১৪৮	৯৭৭
	উপ-মোট	০.৭৪	২.২২	০.৬৭	৩.৬৩	৭৬০	১,৩৬১	৩১৭	২,৪৩৮
	মোট	১০.৩৭	২৫.১৪	৮.৯৩	৪৪.৪৪	১৩,৬৪৪	১৯,৯৮৫	৫,৯২০	৩৯,৫৪৯

উৎস : এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৯.৮ নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

(বিলিয়ন টাকা)

	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ				সুবিধাভোগীর সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (৮)	০.০১২৭	০.০৬০৪	০.০১১৩	০.০৮৪৪	১০৫	১৯	১০০	২২৪
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৪)	০.০০২৩	০.১৮৫৫	০.০০৭০	০.১৯৪৮	১৬২	-	১১০	২৭২
	মোট	০.০১৫০	০.২৪৫৯	০.০১৮৩	০.২৭৯২	২৬৭	১৯	২১০	৪৯৬

উৎস: এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ভূমিকা পালন করছে। সিএমএসএমই খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ এ এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছে। এ বিভাগটি সিএমএসএমই খাতে অর্থায়নের পরিবেশ উন্নয়নে সমগ্র ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান ও নীতি প্রণয়নের কাজ করে আসছে।

৯.২৮ বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সিএমএসএমই খাতে অর্থায়নকে উৎসাহিত করছে। এ খাতের উন্নয়নে অর্থবছর ২০-এও বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে পুনঃঅর্থায়ন অব্যাহত রেখেছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক "কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম", "স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম", "কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল", "ইসলামি শরিয়াহ্ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল", "জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব্ স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজেস [এফএসপিডিএসএমই]' প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ অথবা প্রাক অর্থায়ন স্কিম" এবং "জাইকা সহায়তাপুষ্ট আরবান বিল্ডিং সেইফটি প্রজেক্ট" থেকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু রয়েছে। এভাবে সিএমএসএমই খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করে আসছে। অর্থবছর ২০-এ সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ১৫৩৮.১৩ বিলিয়ন টাকা ঋণ হিসেবে ৬৯১৬৬৪টি সিএমএসএমই উদ্যোগের মাঝে বিতরণ করেছে। অন্যদিকে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থবছর ২০-এ ৫১.৭৮ বিলিয়ন টাকা ঋণ হিসেবে ৫৭,২২৮ জন নারী উদ্যোক্তার মাঝে বিতরণ করেছে।

লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ

৯.২৯ ২০১০ সাল থেকে সিএমএসএমই খাতে লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ২০১৯ সাল অবধি ঋণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার হিসাবায়নটি বিতরণভিত্তিক ছিল। এসএমইএন্ডএসপিডি মাস্টার সার্কুলার নংঃ ০২, তারিখঃ ০৫/৯/২০১৯ অনুসারে ২০২০ সাল থেকে নিট স্থিতির উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যমাত্রা হিসাবায়ন করা হচ্ছে :

$$= \frac{\text{মোট সিএমএসএমই ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি - মোট সিএমএসএমই শ্রেণিকৃত ঋণের স্থিতি}}{\text{মোট ঋণ ও অগ্রিমের স্থিতি - মোট শ্রেণিকৃত ঋণের স্থিতি}}$$

সারণি ৯.৯ ইসলামি শরীয়াহ্ভিত্তিক তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

(বিলিয়ন টাকা)

	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ				সুবিধাভোগীর সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (৩)	৩.৪৯	০.১৩	০.০০২৮	৩.৬২	১১৭	৪৯২	৩২	৬৪১
২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১)	০.৩৫	০.৪৮	১.২৯	২.১২	৮২	৬৫	২৩	১৭০
	মোট	৩.৮৪	০.৬১	১.২৯২৮	৫.৭৪	১৯৯	৫৫৭	৫৫	৮১১

উৎস : এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৯.৩০ ২০২০ এর প্রথমার্ধে (জানুয়ারি-জুন) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সিএমএসএমই ঋণ হিসেবে ৬৫৮.৩ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। ২০২০ সালে সিএমএসএমই খাতের নিট স্থিতি ১৯০২.৯ বিলিয়ন টাকা, যা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা নির্ধারিত ২০২০ সালের বার্ষিক সিএমএসএমই ঋণের নিট স্থিতি লক্ষ্যমাত্রার (২১৭৮.৭ বিলিয়ন) ৮৭.৩ শতাংশ।

পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.৩১ সিএমএসএমই খাতে নিয়মিত ঋণ বিতরণের পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে চলতি মূলধন, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সিএমএসএমই ঋণ সরবরাহ করছে। বর্তমানে সিএমএসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা এবং নিজস্ব অর্থায়নে মোট ছয়টি পুনঃঅর্থায়ন/ প্রাকঅর্থায়ন তহবিল পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ তহবিলটি আবর্তনশীল প্রকৃতির। এ ছাড়াও তিনটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে (সারণি-৯.৫)। সারণি-৯.৫ অনুযায়ী জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন/ প্রাকঅর্থায়ন তহবিল হতে ৬৫,০১৬ টি উদ্যোগের মাঝে ৯৪.৩০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন/ প্রাকঅর্থায়ন করা হয়েছে। মোট অর্থায়নের মধ্যে ২৫.৬৪ বিলিয়ন টাকা চলতি মূলধন খাতে, ৪৩.৩০ বিলিয়ন টাকা মধ্যমেয়াদি ঋণ ও ২৫.৩৬ বিলিয়ন টাকা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

সিএমএসএমই প্রসারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন/প্রাক অর্থায়ন সুবিধা

কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.৩২ বিভাগীয় শহর এবং নারায়ণগঞ্জ শহরের বাইরে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে আরো উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে ১.০ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়। কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য শিল্প স্থাপনে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের চাহিদার প্রেক্ষিতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিলটির আকার বৃদ্ধি করে ২০১২ সালে ২.০ বিলিয়ন টাকা, ২০১৩ সালে ৪.০ বিলিয়ন টাকা, ২০১৫ সালে ৪.৫ বিলিয়ন টাকা, ২০১৮-১৯ সালে ৭.০ বিলিয়ন (প্রায়) টাকা এবং ২০২০ সালে ১৪.০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এ তহবিলের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ৩.০ শতাংশ এবং গ্রাহক পর্যায়ে ৭.০ শতাংশ সুদে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত এ তহবিল হতে ২,৭৯১ টি উদ্যোগের মাঝে ১৯.৪১ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে (সারণি-৯.৫)।

৯.৩৩ ২০০৪ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ তহবিল হতে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ৩৩টি ভিন্ন খাতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেছে। খাতভিত্তিক পুনঃঅর্থায়নের চিত্র সারণি-৯.৬ এ তুলে ধরা হলো।

ক্ষুদ্র শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.৩৪ দেশে ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা" খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান চালু রয়েছে। ২০০৪ সালে প্রথমবারের মত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল এর মাধ্যমে ১.০ বিলিয়ন টাকার ঘূর্ণায়মান "বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল" গঠন করা হয়। ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে এ তহবিলের আকার ১৫.০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। গণনার সুবিধার্থে দুটি ভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে এ তহবিলটি পরিচালিত হয়ে থাকে (সারণি-৯.৭)। এই তহবিলটি আবর্তনশীল প্রকৃতির। এক্ষেত্রে পুনঃঅর্থায়নকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়কৃত অর্থ পুনরায় বিতরণ করা হয়। বিগত জুন ২০২০ পর্যন্ত এ তহবিলের মাধ্যমে ৪৪.০ বিলিয়ন টাকা ৩৯,৫৪৯টি উদ্যোগের মাঝে পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে (সারণি-৯.৭)।

কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পের নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

৯.৩৫ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সফলভাবে পরিচালিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত কিংবা স্ব-প্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোগ গ্রহণে ইচ্ছুক উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহজলভ্য করে আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত করতে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্রখাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' নামে ১.০ বিলিয়ন টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়। এ তহবিল হতে নতুন উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ৭.০ শতাংশ সুদে সহায়ক জামানতসহ সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা এবং সহায়ক জামানতবিহীন সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা চলতি মূলধন, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ তহবিলের মাধ্যমে টাকা ৪৯৬টি উদ্যোগের মাঝে ২৭৯.২ মিলিয়ন পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।

ইসলামি শরীয়াহ্‌ভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

৯.৩৬ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং শিল্পায়নে বিশেষ করে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাত এবং নতুন উদ্যোক্তাগণকে অর্থায়নে ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে বিআরপিডি সার্কুলার নং : ১৩ তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর মাধ্যমে একটি ইসলামি শরিয়াহ্ শরিয়াহভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। ইসলামি শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে, ক্ষুদ্র উদ্যোগে (নারী ও পুরুষ) এবং কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ৫.৭৪ বিলিয়ন টাকা ৮১১টি উদ্যোগের মাঝে পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।

জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ/পূর্ব অর্থায়ন স্কিম

৯.৩৭ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতের উন্নয়ন ও অর্থায়নের লক্ষ্যে ২০১১ সালে জাইকা, জাপান এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ঋণচুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক "ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দি ডেভেলপমেন্ট অব স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজ্‌ড এন্টারপ্রাইজ (এফএসপিডিএসএমই)-বিডি-পি ৬৭)" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য উৎপাদনশীল খাতে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বিতরণের মাধ্যমে এসএমই খাতের উন্নয়ন সাধন। প্রকল্পটির ব্যয় কারিগরি সহায়তাসহ ৫,০০০ মিলিয়ন ইয়েন এর সমপরিমাণ টাকা। এ উদ্যোগের আওতায় ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (পিএফআই) হিসেবে অদ্যাবধি ২৫টি ব্যাংক ও ২১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। অক্টোবর ২০১২ থেকে এ তহবিলের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে উৎপাদনশীল খাতে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বিতরণের বিপরীতে ৫.০ শতাংশ সুদহারে পিএফআইসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন/ প্রাকঅর্থায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৩ সালে মর্মান্তিক রানা প্লাজায় দুর্ঘটনা এবং এর ফলে সৃষ্ট তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার খাতে সমস্যার কারণে এ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের দ্বি-ধাপ তহবিল এর আওতায় তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার খাতে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় বিজিএমইএ এবং/অথবা বিকেএমইএ সদস্যভুক্ত এবং ১০০-২,০০০ জনের কর্মরত জনবলসমৃদ্ধ তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের কারখানা ভবন মালিকদের কারখানার সংস্কার, পুনর্গঠন ও প্রতিস্থাপন কাজের জন্য সর্বোচ্চ ০.১০ বিলিয়ন টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই (জুন ২০১৬ শেষে) সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এদিকে, প্রকল্পটি অনুমোদিত পিএফআইগুলোতে আবর্তনশীল তহবিল বিতরণের জন্য জাইকা থেকে দুটি ধাপে তহবিলের সম্পূর্ণ বরাদ্দ পেয়েছে। তবে, আবর্তনশীল তহবিলের আওতায় এ প্রকল্পের হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ১,২৯৫টি টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৯.৯২ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন/ প্রাকঅর্থায়ন করা হয়েছে (সারণি-৯.৫)।

আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট (ইউবিএসপি)

৯.৩৮ তৈরি পোশাক খাতের শিল্প কারখানার ভবন সংস্করণ, পুনঃনির্মাণ এবং স্থানান্তরের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাপান সরকারের সহযোগিতায় ৩৬তম জাপানিজ ওডিএ প্যাকেজের আওতায় "আরবান বিল্ডিং সেইফটি প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়। এ লক্ষে বিগত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও জাপান সরকারের (জাইকার প্রতিনিধিত্বে) মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার মাধ্যমে জাপান সরকার প্রকল্পটিতে ১২,০৮৬ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েনের সমপরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করে, তন্মধ্যে ৪,১২৯ মিলিয়ন (২.৬৮ বিলিয়ন টাকার সমতুল্য) টিএসএলের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ টিএসএল প্রকল্পটি অনুমোদিত অপারেটিং গাইডলাইন অনুসারে এসএমইএসপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (পিএফআই) হিসেবে ২৬টি ব্যাংক ও ১০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ৫টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ০.৫৫ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।

নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন

৯.৩৯ বাংলাদেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক শুধুমাত্র ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে এ খাতে অর্থায়নই নয়, বরং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং সুইস উন্নয়ন ও সহযোগী এজেন্সির আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি) নামক একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ডিসেম্বর ২০১৯ সালের মধ্যে ১০,৯৬৪ জনকে বাজারভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ট্র্যাঞ্চ-১ এর আওতায় অব্যয়িত অর্থ দিয়ে অতিরিক্ত ৬০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জুন ২০২০ সময়ের মধ্যে ১১,৪৮৪ জন প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হয় যার মধ্যে ১১,২৪৬ জন কোর্স সম্পন্ন করে সনদপত্র গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য ১১,২৪৬ জন প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮,০৩৮ জন কোর্স সম্পন্ন করে সিএসএমই খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

নতুন প্রকল্পের বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতের নিরাপত্তাজনিত সংস্কার ও পরিবেশগত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প

৯.৪০ বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপিডি "বাংলাদেশ রেডিমেড গার্মেন্টস (আরএমজি) সেক্টর প্রকল্পের সুরক্ষা পুনঃনির্মাণ এবং পরিবেশগত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প (এসআরইইউপি)" নামক আরএমজি খাতের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সুদৃঢ়করণের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ফ্রেঞ্চ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এএফডি) এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান যেমন: ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ), কেএফডাব্লিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জার্মান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন (জিআইজেড) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ৫০ মিলিয়ন ইউরো ঋণ এবং ১৪.২৯ মিলিয়ন ইউরো অনুদানসহ সর্বমোট ৬৪.২৯ মিলিয়ন ইউরোর অর্থায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে টেকসই, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব তৈরি পোশাক খাত গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পটির সামগ্রিক লক্ষ্য হচ্ছে, তৈরি পোশাক খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে একর্ড ও অ্যালায়েন্স (আমেরিকান ও ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট) এবং দেশের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নিরাপত্তা নিয়ম-নীতি মেনে চলতে ব্যাংকিং খাত ও বাংলাদেশের আরএমজি খাতকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে আরএমজি খাতে বিনিয়োগ সক্ষমতা বাড়ানো। সুতরাং, প্রকল্পটি আরএমজিগুলোর সুরক্ষা পুনঃনির্মাণ, পরিবেশ ও সুরক্ষা উন্নয়নে অনুদানের বিনিয়োগ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের আরএমজি রপ্তানির উন্নতি সাধন করা। এ

প্রকল্পের আওতায় তৈরি পোশাক খাতের মালিকগণ কারখানাকে আকর্ষণীয় করার জন্য ৭.০ শতাংশ হারে ঋণ সুবিধা পাবে। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা হবে ৩ থেকে ৫ বছর। এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সময়কাল ১ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ৭টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। পিএফআই হিসেবে মনোনীত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে-সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, ওয়ান ব্যাংক লিঃ, এনসিসি ব্যাংক লিঃ, ব্যাংক এশিয়া লিঃ, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিঃ ও আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিঃ, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ এবং দি সিটি ব্যাংক লিঃ। এসব ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে এ প্রকল্পের আওতায় আরএমজি মালিকগণ ঋণ সহায়তা পেতে পারে। এ প্রকল্পটির আওতায় ১৫০ টি গার্মেন্টস কারখানাতে ঋণ প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ধরনের হস্তক্ষেপ আরএমজি কারখানাসমূহকে বিদেশি খুচরা বিক্রেতার সাথে বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব বজায়/ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের রপ্তানি আয়ের পাশাপাশি অর্থনীতিতে আরএমজি খাতের অবদান বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশে এসএমই খাতের সহায়তায় স্থানীয় অর্থায়ন উদ্যোগ (এলএফআই)

৯.৪১ বাংলাদেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে জাতিসংঘের ক্যাপিটেল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইউএনসিডিএফ) এর সহযোগিতায় লোকাল ফাইন্যান্স ইনিশিয়েটিভস্ (এলএফই) শীর্ষক পাইলট প্রকল্পটি শুরু করা হয়েছে। এ প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল ব্যবসায়িক বিকাশের জন্য নির্দিষ্ট এসএমই ক্লাস্টারে সম্ভাব্য নারী সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করা এবং জামানত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ সুবিধা অর্জনের জন্য তাদের যোগ্য করে তোলা। ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রদানের জন্য নির্ধারিত অর্থের পরিমাণ ১৬ মিলিয়ন টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ২১ নারী উদ্যোক্তার মাঝে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ২৩ মিলিয়ন টাকা ঋণের বিপরীতে ১৮ মিলিয়ন টাকার ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে।

জুন ২০২০ পর্যন্ত সিএমএসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

৯.৪২ সিএমএসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত মুখ্য পদক্ষেপসমূহ হলো :

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির মধ্যে সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ প্রতিবছর কমপক্ষে ১.০ শতাংশ বৃদ্ধিসহ আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে ২৫.০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ২০২১ সালের মধ্যে খাতওয়ারি সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ পোর্টফোলিওতে উৎপাদন খাতে অনূর্ধ্ব ৪০.০ শতাংশ, সেবাখাতে ২৫.০ শতাংশ এবং বাণিজ্যখাতে এ সর্বোচ্চ ৩৫.০ শতাংশ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।
- জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এর সাথে সমন্বিত করে সিএমএসএমই খাতকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং খাত নির্ধারণে ট্রেডিং খাতকে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হিসেবে যোগ করা হয়েছে।
- ২০২১ সালের মধ্যে ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কটেজ, মাইক্রো এবং ক্ষুদ্রশিল্প খাতে মোট সিএমএসএমই ঋণের শতকরা ৫০.০ ভাগ বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন ধরনের সিএমএসএমই-এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঋণসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বাণিজ্যখাতকে মাঝারি এবং কুটিরখাতের বাইরে নেয়া হয়েছে।
- ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে (০১) একবছর মেয়াদি ঋণের জন্য (০৩) তিনমাসের গ্রেস পিরিয়ড এবং মাঝারি হতে

দীর্ঘমেয়াদি ঋণের জন্য (০৩) তিন থেকে (০৬) ছয়মাসের গ্রেস পিরিয়ড রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে (ব্যাংকার কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে)।

- সিএমএসএমই কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএমই প্রধানদের সাথে ত্রৈমাসিক মনিটরিং সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল শাখা অফিসে সিএমএসএমই মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত ভালো ফলাফলের জন্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তিন স্তরের এসএমই মনিটরিং প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে।

- নতুন উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক মিলিয়ন টাকা কেস টু কেস হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে জামানতসহ পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২.৫ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বিবেচনা করা হচ্ছে।

- সিএমএসএমই খাতে ক্লাস্টারভিত্তিক অর্থায়ন ত্বরান্বিত করা হয়েছে। বিদ্যমান ক্লাস্টারকে শক্তিশালীকরণ এবং নতুন ক্লাস্টার উন্নয়নের জন্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্লাস্টার উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

- নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় দেশের সিএমএসএমই খাতের জন্য সরকার ২০০.০ বিলিয়ন টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। এ প্যাকেজের আওতায় ব্যাংক সিএমএসএমই খাতে ৯.০ শতাংশ সুদে চলতি মূলধন বাবদ ঋণ সুবিধা প্রদান করবে। এর মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক ৪.০ শতাংশ সুদ প্রদেয় হবে এবং সরকার ৫.০ শতাংশ সুদ ভর্তুকি হিসেবে প্রদান করবে (এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-১, তারিখ: ১৩/০৪/২০২০ এবং এসএমইএসপিডি সার্কুলার লেটার নং-২, তারিখঃ ০৭/০৫/২০২০)। এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ এ প্যাকেজ নিয়ে কাজ শুরু করেছে।

- প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় চলতি মূলধন ঋণ/ বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তারল্যপ্রবাহ নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১০০.০ বিলিয়ন টাকার একটি (আবর্তনশীল) পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/ বিনিয়োগ এর সর্বোচ্চ ৫০.০ শতাংশ পর্যন্ত এ স্কিম হতে ৪.০ শতাংশ সুদ/ মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে (এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২, তারিখ: ২৬/০৪/২০২০)। যথাযথভাবে এবং সাফল্যের সাথে এ স্কিম বাস্তবায়নের জন্য এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ কর্তৃক দুজন উপমহাব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে দুটি কোভিড-১৯ টিম গঠন করা হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা

৯.৪৩ নারীর ক্ষমতায়ন ব্যতীত টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীকে সম্পৃক্তকরণের জন্য এসএমইএসপিডি কিছু নীতিমালা গ্রহণ করেছে, যাতে করে নারী উদ্যোক্তাগণ সহজশর্তে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

- সিএমএসএমই নারী উদ্যোক্তাগণের জন্য ঋণ সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোট সিএমএসএমই ঋণের অন্তত ১৫.০ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিটি শাখায় স্বতন্ত্র 'নারী উদ্যোক্তা ডেডিকেটেড হেল্প ডেস্ক' স্থাপন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যদি সম্ভব হয়, উক্ত ডেস্কে একজন নারী কর্মকর্তা

নিয়োগের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে যাতে করে তিনি নারী উদ্যোক্তাদের প্রকল্প প্রস্তুতি, ঋণ আবেদন ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ এবং সেবা প্রদান করতে পারে।

- বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় নারী উদ্যোক্তাগণকে কোলেটরল সিকিউরিটি ব্যতীত এবং ব্যক্তিগত গ্যারান্টি প্রদান সাপেক্ষে ২.৫ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- সিএমএসএমই ঋণ সুবিধার আওতায় বৃহৎ সংখ্যক ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে গ্রুপভিত্তিক ঋণ বিতরণের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক তার প্রধান কার্যালয় এবং শাখা অফিসসমূহে পৃথক 'নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট' স্থাপন করেছে। সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের ইউনিট স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
- সকল পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় নারী ভিত্তিক এন্টারপ্রাইজকে অর্থায়নের জন্য সর্বোচ্চ সুদহার ৯.০ শতাংশ (ব্যাংক রেট + সর্বোচ্চ ৪.০ শতাংশ) বলবৎ করা হয়েছে।
- যে সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেনি তারা অন্তত তিনজন সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তা খুঁজে বের করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং প্রত্যেক বছর অন্তত একজনের (০১) অর্থায়নের ব্যবস্থা করবে।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য নীতিগত উদ্যোগ

৯.৪৪ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং বিপুল সংখ্যক নারীদের আর্থিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে । এটি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একাধিক নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এগুলো নিম্নরূপ :

- এসএমই এবং স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের নীতিমালা অনুসারে নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের জন্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অবশ্যই তাদের মোট সিএমএসএমই লোন পোর্টফোলিওর ১০.০ শতাংশ বজায় রাখতে হবে এবং এটি ২০২৪ সালের মধ্যে বাড়িয়ে ১৫.০ শতাংশ করতে হবে। এতে আর্থিক ব্যবস্থায় আরও নারী অন্তর্ভুক্ত হবে এবং নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হবে ।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল 'স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' এর আকার ৮.৫ বিলিয়ন টাকা হতে বাড়িয়ে ১৫.০ বিলিয়ন টাকা করা হয়েছে যাতে আরও বেশি উদ্যোক্তা বিশেষত প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এ তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তিতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক/ বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের শর্তাবলী শিথিল করা হয়েছে।
- সিএমএসএমই উদ্যোগ গ্রহণে নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য স্বল্প সুদে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে । ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের বিতরণকৃত সিএমএসএমই ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ৩.০ শতাংশ সুদের হারে (যা আগে ৫.০ শতাংশ ছিল) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পেতে পারে যাতে গ্রাহক ৭.০ শতাংশ হারে (যা আগে ৯.০ শতাংশ ছিল) একই সুবিধা পেতে পারে ।
- নভেল করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় দেশের সিএমএসএমই খাতের জন্য সরকার ২০০.০ বিলিয়ন টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্যাকেজের আওতায় তাদের বরাদ্দকৃত বার্ষিক মোট

ঋণ/বিনিয়োগের ন্যূনতম ৫.০ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাগণকে প্রদান করতে হবে।

- প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় চলতি মূলধন ঋণ/ বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তারল্য প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১০০.০ বিলিয়ন টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/ বিনিয়োগ এর সর্বোচ্চ ৫০.০ শতাংশ পর্যন্ত এ স্কিম হতে ৪.০ শতাংশ সুদ/ মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পেতে পারে। নারী উদ্যোক্তাগণও এ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

- পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫.০ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রান্তিক এবং গৃহভিত্তিক নারী উদ্যোক্তাদের বৃহত্তর অন্তর্ভুক্তির জন্য ঋণসীমা ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং গ্রুপভিত্তিক ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ অনুমোদন করা হয়েছে।

- নারী উদ্যোক্তাদের সর্বোচ্চ এক মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন এবং নিজস্ব/ সহায়ক জামানতের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২.৫ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে (এসএমইএসপিডি মাস্টার সার্কুলার নং-২, তারিখ: ০৫/০৯/২০১৯)। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক সুরক্ষা, ব্যক্তিগত গ্যারান্টি এবং গ্রুপ গ্যারান্টি বিবেচনা করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের উপর কোন চাপ প্রয়োগ বা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি যেমন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, ধনী আত্মীয়-স্বজন এবং স্বামীর গ্যারান্টিকে বাধ্য না করার জন্যও ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

- দলিলাদি/ নথিপত্রের প্রয়োজনীয়তা পূরণে অসুবিধা হ্রাসকল্পে নারী উদ্যোক্তাসহ সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলা ভাষায় প্রণীত ঋণ আবেদনপত্র প্রচলন করেছে (এসএমইএসপিডি মাস্টার সার্কুলার নং-২, তারিখ: ২৫/০৯/২০১৬)। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ ঋণ আবেদন প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের তথ্য দেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে ।

- বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নারী উদ্যোক্তাসহ কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে মেয়াদি ঋণের (০১ বছর হতে সর্বোচ্চ ০৫ বছর পর্যন্ত) ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) মাস হতে ০৬ (ছয়) মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের জন্য পরামর্শ প্রদান করেছে।

- নতুন নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা বাড়ানোর জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের প্রতিটি শাখা কর্তৃক শাখার আওতাধীন এলাকায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) জন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী নারী কিংবা নারী উদ্যোক্তাকে খুঁজে বের করে তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সর্বোপরি প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে ন্যূনতম একজনকে (০১) কুটির, মাইক্রো অথবা ক্ষুদ্র খাতে ঋণ প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

- নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয়ে (যদি থাকে) "নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট" গঠন করার জন্য সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য তাৎক্ষণিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল শাখায় স্বতন্ত্র "নারী উদ্যোক্তা ডেডিকেটেড হেল্প ডেস্ক" স্থাপন করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদের ঋণযোগ্য ব্যবসায়ের প্রস্তাব, বিপণনের কৌশল ইত্যাদি কাজে সহায়তা করার জন্য ডেস্কটিকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

- আলোচনা, সেমিনার এবং মতবিনিময় সভার (জুম অ্যাপের মাধ্যমে ভার্চুয়াল সভা) মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সিএমএসএমই সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের জন্য সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক লীড ব্যাংক গাইডলাইনস্ জারি করেছে (১৫ জানুয়ারি ২০২০) এবং লীড ব্যাংক ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করেছে। এ লীড ব্যাংক সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজ, পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এবং নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেও কাজ করবে।
- ঋণ সুবিধা প্রদানে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান এবং বিদ্যমান ও সম্ভাব্য নারী গ্রাহকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- উদ্যোক্তা বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তা তৈরিতেও বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন গোষ্ঠী অঞ্চলে বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের এসএমই অর্থায়নে প্রবেশাধিকার বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম নিয়ে কাজ করছে।
- কোন নারী উদ্যোক্তা যদি সিএমএসএমই ঋণ সুবিধা গ্রহণে সমস্যা বা হয়রানির শিকার হন বা সিএমএসএমই সম্পর্কিত তথ্য, উপদেশ এবং পরামর্শ পেতে আগ্রহী হন, তবে তিনি লিখিত আবেদনপত্রের মাধ্যমে সরাসরি এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের সমস্যা সমাধান কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

এসএমই ঋণ বিতরণে অন্যান্য স্থানীয় তফসিলি ব্যাংকের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতিটি জেলায় লীড ব্যাংক নির্বাচন

৯.৪৫ বাংলাদেশ ব্যাংক লীড ব্যাংক গাইডলাইনস্ জারি করেছে (১৫ জানুয়ারি ২০২০) এবং ২০২০ সালের জন্য লীড ব্যাংক ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করেছে । এটি প্রতিটি জেলার জন্য নির্বাচিত লীড ব্যাংকের বার্ষিক ক্যালেন্ডার । লীড ব্যাংক আলোচনা, সেমিনার এবং মতবিনিময় সভার (জুম অ্যাপের মাধ্যমে ভার্চুয়াল সভা) মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সিএমএসএমই সম্পর্কিত তথ্য যেমন তৃণমূল পর্যায়ে সিএমএসএমই লক্ষ্যভিত্তিক ঋণ বিতরণ, ক্ষেত্রভিত্তিক অর্থায়ন, নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন ইত্যাদি প্রচার করে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে লীড ব্যাংকের টার্মস্ অব রেফারেন্স সংশোধন করা হয়েছে।

- লীড ব্যাংক বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ের ব্যাংকের শাখা, ব্যবসায়িক সংগঠন, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসের পরামর্শক্রমে এবং বিসিক এর সমন্বয়ে সিএমএসএমই মতবিনিময়ের সভা আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সিএমএসএমই খাতে সরকার ২০০.০ বিলিয়ন টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে । এ প্যাকেজ বাস্তবায়নে লীড ব্যাংকও কাজ করছে ।
- সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সিএমএসএমই খাতে চলতি মূলধন সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ১০০.০ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (আবর্তনশীল) গঠন করেছে । ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর সর্বোচ্চ ৫০.০ শতাংশ পর্যন্ত এ স্কিম হতে ৪.০ শতাংশ সুদ/মুনাফা হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পেতে পারে। নারী উদ্যোক্তারাও এই সুবিধা লাভ করতে পারবে। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম বাস্তবায়নেও লীড ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।
- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঝামেলামুক্ত এবং কম সময়ে ঋণ সুবিধা প্রাপ্তিতে লীড ব্যাংক সহায়তা করছে।

গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

৯.৪৬ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণের সাফল্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত বিষয়। এ ক্ষুদ্রঋণ খাতের উন্নয়নে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক বাজার গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ খাতের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অর্থরিটি (এমআরএ)। মূলতঃ বাংলাদেশে কার্যরত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে আইনের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠা করে। এমআরএ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিধি বিধান প্রণয়ন, সার্কুলার জারি, সরেজমিনে পরিদর্শন এবং অফসাইট সুপারভিশনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদারকি করে আসছে। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত এমআরএ ৮৭৭টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সনদ প্রদান করেছে। তবে, যেসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের আইন, বিধি যথাযথভাবে পালন ও গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে এমন ১১৮টি প্রতিষ্ঠান এর সনদ বাতিল করা হয়েছে। অর্থবছর ২০ এ এমআরএ-র সনদপ্রাপ্ত ৭৫৯টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান বর্তমানে দেশের ৩০ মিলিয়নের অধিক গ্রাহককে আর্থিকসেবা প্রদান করে যাচ্ছে। জুন ২০২০ এ গ্রাহকদের সঞ্চয় স্থিতি ছিল প্রায় ৩০২.০ বিলিয়ন টাকা, ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ১৩৫০.০২ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ১২৫০.০৯ বিলিয়ন টাকা।

৯.৪৭ ক্ষুদ্রঋণকে বিস্তৃত ও সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব চিন্তা ও ধারণার উপর ভিত্তি করে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯০ সালের মে মাসে সূচনালগ্ন থেকে পিকেএসএফ অংশীদার সংস্থাগুলোর সহায়তায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা প্রদানকরত দারিদ্র্য দূরীকরণে ক্ষুদ্রঋণ তহবিল সরবরাহকারী এবং সামর্থ্য সৃষ্টিকারী শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। পিকেএসএফ কর্তৃক অর্থবছর ২০-এ ২৭৮ টি অংশীদার সংস্থাকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮.৬৭ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ১৯-এর ৩৬.৯৯ বিলিয়ন টাকার চেয়ে ১.৬৮ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ৪.৫৪ ভাগ বেশি।

সারণি ৯.১০ গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
১। মোট বিতরণ	**৯৬৪.৬৫**	**১০৭২.৩৩**	**৯৪৪.২৪**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	২৪৩.২১	২৫১.৩৭	২০৫.০২
খ) ব্র্যাক	৩১৮.০৬	৩৯৬.১২	৩৬০.৯৯
গ) আশা	২৯৬.৮১	২৮৩.৬৮	২৫২.১৬
ঘ) টিএমএসএস	৪৩.২৩	৪৯.৬৭	৪৩.৯১
ঙ) ব্যুরো বাংলাদেশ	৬৩.৩৪	৯১.৪৮	৮২.২০
২। মোট আদায়	**৯০৬.২৩**	**৯৯৬.০৮**	**৮৭৯.৪৪**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	২২৫.৬০	২৪৫.০৬	২০৪.৯০
খ) ব্র্যাক	২৮৫.৭৬	৩৫০.৪০	৩২৫.৬২
গ) আশা	২৯৯.৫১	২৮৪.৫৭	২৩৬.২১
ঘ) টিএমএসএস	৩৮.২৮	৪৫.০৯	৪০.৯৬
ঙ) ব্যুরো বাংলাদেশ	৫৭.০৮	৭০.৯৫	৭১.৭৫
৩। মোট ঋণের স্থিতি	**৫৬১.৪৪**	**৬৩৮.৪৫**	**৭০২.৬৮**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	১৫২.২০	১৫৮.৫১	১৫৮.৬২
খ) ব্র্যাক	১৮৪.৭১	২৩০.৪৩	২৬৫.৮০
গ) আশা	১৬১.৯৯	১৬১.১০	১৭৭.০৫
ঘ) টিএমএসএস	২৩.৫০	২৮.৮২	৩০.৯৩
ঙ) ব্যুরো বাংলাদেশ	৩৯.০৪	৫৯.৫৮	৭০.২৭
৪। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	**১৩.২৮**	**১৪.০৮**	**১৬.৩৭**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	০.৫০	০.৯২	১.৫৪
খ) ব্র্যাক	৪.৩৯	৩.৫৭	৬.৩৬
গ) আশা	৬.৩৫	৬.৪৭	৬.৪১
ঘ) টিএমএসএস	০.৭৪	১.১৬	০.৮৫
ঙ) ব্যুরো বাংলাদেশ	১.৩০	১.৯৫	১.২০
৫। মোট স্থিতিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের হার	**৩.৩৩**	**৩.২৮**	**১.৭১**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	০.৩৩	০.৫৮	০.৯৭
খ) ব্র্যাক	২.৩৮	১.৫০	২.৩৯
গ) আশা	৩.৯২	৪.০২	৩.৬২
ঘ) টিএমএসএস	৩.১৩	৪.০৪	২.৭৪
ঙ) ব্যুরো বাংলাদেশ	৩.৩৩	৩.২৮	১.৭১

উৎস : গ্রামীণ ব্যাংক ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)।

৯.৪৮ দারিদ্র্য বিমোচন তথা গরীব মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থবছর ২০-এ গ্রামীণ ব্যাংকের মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২০৫.০২ বিলিয়ন টাকা এবং আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ২০৪.৯০ বিলিয়ন টাকা।

সরকারি অর্থসংস্থান

১০.১ রাজস্ব নীতির লক্ষ্য হলো অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে গতিশীলতা আনয়ন এবং সরকারি ব্যয়ের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিতের মাধ্যমে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা; যা দারিদ্র্য দূরীকরণ, বৈষম্য হ্রাস এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করবে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করে থাকে। তবে কাঙ্ক্ষিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থবছর ২০-এ বাজেট ঘাটতি জিডিপির যুক্তিসঙ্গত ও সহনীয় পর্যায়ে ৫.৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কার্যক্রমের স্থবিরতার ফলে অর্থবছর ২০-এ জিডিপি প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত ৮.২ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫.২ শতাংশ অর্জিত হয়।

অর্থবছর ২০-এর বাজেট এবং রাজস্ব পরিস্থিতি

আয়

১০.২ অর্থবছর ২০-এর বাজেটে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও আইনী সংস্কার, সংগ্রহ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়করণ, বিভিন্ন পরিষেবা প্রাপ্তিতে বাধ্যতামূলক TIN সনদ, TIN-ধারীদের জন্য বাধ্যতামূলক রিটার্ন জমা দেওয়া, কর রেয়াত হ্রাস, জরিপের মাধ্যমে করের আওতা এবং ভিত্তি বর্ধিতকরণ, প্রতিটি ব্যবসার জন্য ইলেকট্রিক ফিসক্যাল ডিভাইস (EFD) স্থাপন ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, এনবিআর রাজস্ব আদায় বিগত কয়েক বছরের তুলনায় আলোচ্য অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০.৩ অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৪৮০.৭ বিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা প্রারম্ভিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় শতকরা ৭.৯ ভাগ কম এবং অর্থবছর ১৯-এর প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের তুলনায় শতকরা ৩৮.২ ভাগ বেশি। কর রাজস্ব আদায়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্থবছর ২০-এ মোট রাজস্ব প্রাপ্তির শতকরা ৮৯.৯ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে যা অর্থবছর ১৯-এর প্রকৃত আদায়ের তুলনায় শতকরা ৩৮.৬ ভাগ বেশি। অনুরূপভাবে, অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আয় অর্থবছর ১৯-এর প্রকৃত আদায়ের তুলনায় শতকরা ৩৫.০ ভাগ বৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে (সারণি ১০.১)।

সারণি ১০.১ সরকারের রাজস্ব আয় এবং ব্যয় (বিলিয়ন টাকা)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৯#	অর্থবছর ১৯ জিডিপির শতকরা হার#	অর্থবছর ২০*	অর্থবছর ২০ জিডিপির শতকরা হার*	অর্থবছর ২১@	অর্থবছর ২১ জিডিপির শতকরা হার@
১. মোট রাজস্ব	**২৫১৮.৮**	**৯.৯**	**৩৪৮০.৭**	**১২.৪**	**৩৭৮০.০**	**১১.৯**
ক. কর রাজস্ব	২২৫৯.৬	৮.৯	৩১৩০.৭	১১.২	৩৪৫০.০	১০.৯
খ. কর-বহির্ভূত রাজস্ব	২৫৯.২	১.০	৩৫০.০	১.২	৩৩০.০	১.০
২. মোট ব্যয়	**৩৯১৬.৯**	**১৫.৪**	**৫০১৫.৮**	**১৭.৯**	**৫৬৮০.০**	**১৭.৯**
ক. পরিচালন ব্যয়	২৩৮১.১	৯.৪	২৯৫২.৮	১০.৫	৩৪৮১.৮	১১.০
খ. এডিপি	১৪৭২.৯	৫.৮	১৯২৯.২	৬.৯	২০৫১.৫	৬.৫
গ. অন্যান্য	৬২.৯	০.২	১৩৩.৮	০.৫	১৪৬.৭	০.৪
৩. বাজেট ঘাটতি	**১৩৯৮.১**	**৫.৫**	**১৫৩৫.১**	**৫.৫**	**১৯০০.০**	**৬.০**

= প্রকৃত, * = সংশোধিত বাজেট, @ = প্রস্তাবিত বাজেট
উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৮-১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

১০.৪ অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির শতকরা ১২.৪ ভাগে নির্ধারণ করা হয় যা অর্থবছর ১৯-এ শতকরা ৯.৯ ভাগ ছিল। আলোচ্য অর্থবছরে কর রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির শতকরা ১১.২ ভাগে নির্ধারণ করা হয় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল শতকরা ৮.৯ ভাগ। একইভাবে, কর-বহির্ভূত রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির ১.২ ভাগে নির্ধারণ করা হয় যা পূর্ববর্তী অর্থবছর-এ ছিল শতকরা ১.০ ভাগ।

ব্যয়

১০.৫ অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০১৫.৮ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ১৭.৯ ভাগ) যা অর্থবছর ১৯-এর প্রকৃত ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ২৮.১ ভাগ বেশি। অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে পরিচালন ব্যয় ২৯৫২.৮ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ১০.৫ ভাগ) প্রাক্কলন করা হয় যা অর্থবছর ১৯-এর প্রকৃত পরিচালন ব্যয় ২৩৮১.১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ২৪.০ ভাগ বেশি (সারণি ১০.১)।

১০.৬ অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে আয় ও মুনাফার উপর প্রত্যক্ষ কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫২.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১০২৮.৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়, যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল ৬৭২.৯ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ১৯-এর তুলনায় অর্থবছর ২০-এ স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন জুডিশিয়াল), আবগারি শুল্ক, ভূমি রাজস্ব, আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), সম্পূরক শুল্ক, এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক খাতে রাজস্ব আয় যথাক্রমে শতকরা ১৩৩.৩, ১২৮.৫, ১১০.৫, ৩৮.৭, ২৯.২, ২২.৭ এবং ৩৪.৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়। তবে, অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে রপ্তানি শুল্ক এবং যানবাহন কর বাবদ প্রাপ্তি অর্থবছর ১৯-এর প্রকৃত আদায়ের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৫৭.৪ এবং ৫৫.৩ ভাগ কম হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয় (সারণি ১০.২)।

১০.৭ অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাতে সুদ, প্রশাসনিক ফি ও চার্জ, অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়, সেবা, এবং লভ্যাংশ ও মুনাফা ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্তি অর্থবছর ১৯-এর তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ২৫০.৯, ২১২.৩, ১৭০.৬, ৯৪.১ এবং ৩১.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, আলোচ্য সময়ে জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ, মূলধন রাজস্ব, এবং ভাড়া ও ইজারা ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্তি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৬৩.১, ৫১.২ এবং ১১.৭ ভাগ হ্রাস পায় (সারণি ১০.২)। অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত এবং অর্থবছর ২১-এর প্রাক্কলিত কর রাজস্বের খাতভিত্তিক আদায় যথাক্রমে চার্ট ১০.১ এবং চার্ট ১০.২-এ দেখানো হল।

সারণি ১০.২ খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(বিলিয়ন টাকা)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৯#	অর্থবছর ২০*	অর্থবছর ২১@
১. কর রাজস্ব	**২২৫৯.৬**	**৩১৩০.৭**	**৩৪৫০.০**
ক. এনবিআর কর রাজস্ব	**২১৮৬.২**	**৩০০৫.০**	**৩৩০০.০**
আয় ও মুনাফার উপর কর	৬৭২.৯	১০২৮.৯	১০৩৯.৫
আমদানি শুল্ক	২৪২.৮	৩৩৬.৮	৩৭৮.১
রপ্তানি শুল্ক	১.২	০.৫	০.৬
সম্পূরক শুল্ক	৩৮৪.৩	৪৭১.৪	৫৭৮.২
মূল্য সংযোজন কর (মূসক)	৮৫০.১	১০৯৮.৫	১২৫১.৬
আবগারি শুল্ক	২৩.৪	৫৩.৫	৩৬.৯
অন্যান্য কর ও শুল্ক	১১.৫	১৫.৫	১৫.৩
খ. এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	**৭৩.৪**	**১২৫.৭**	**১৫০.০**
মাদক শুল্ক	০.৮	১.১	১.২
যানবাহন কর	১৬.৮	৭.৫	৮.০
ভূমি রাজস্ব	৬.৭	১৪.০	১৬.৭
স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন জুডিশিয়াল)	৪২.০	৯৮.০	১১৮.৫
সারচার্জ	৭.২	৫.১	৫.৬
২. কর-বহির্ভূত রাজস্ব	**২৫৯.২**	**৩৫০.০**	**৩৩০.০**
প্রশাসনিক ফি ও চার্জ	২৮.০	৮৭.৩	৬৫.১
লভ্যাংশ ও মুনাফা	২৬.৫	৩৪.৯	১৭.৫
সুদ	১৫.১	৫৩.১	৮৭.২
মূলধন রাজস্ব	২.৬	১.৩	৩.৪
সেবা বাবদ প্রাপ্তি	৩৯.৬	৭৬.৯	৪৯.৭
টোল	৬.৮	৬.৬	৮.১
জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	৬.৯	২.৫	৪.৯
অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	৯.০	২৪.৪	২৮.০
ভাড়া ও ইজারা	৫.৭	৫.০	৫.৮
কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	১১৯.১	৫৮.০	৬০.৪
মোট	**২৫১৮.৮**	**৩৪৮০.৭**	**৩৭৮০.০**

প্রকৃত, * সংশোধিত বাজেট, @প্রস্তাবিত বাজেট
উৎস: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২০-২১, অর্থ মন্ত্রণালয়।

চার্ট ১০.১ কর রাজস্ব আয়ের বণ্টন* অর্থবছর ২০ (সংশোধিত)

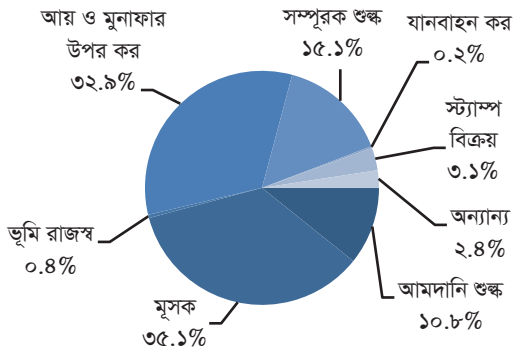

* সংশোধিত বাজেট
উৎস: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২০-২১, অর্থ মন্ত্রণালয়।

১০.৮ অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাবদ ১৯২৯.২ বিলিয়ন টাকা ধার্য করা হয় (জিডিপির শতকরা ৬.৯ ভাগ) যা অর্থবছর ১৯-এর প্রকৃত এডিপির তুলনায় শতকরা ৩১.০ ভাগ বেশি। খাতওয়ারি বরাদ্দ থেকে দেখা যায় যে, অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে, মোট এডিপির শতকরা প্রায় ৪১.৫ ভাগ অবকাঠামো খাতে (বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবহন ও যোগাযোগ), শতকরা ১৭.০ ভাগ সামাজিক খাতে (শিক্ষা ও ধর্ম, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ) এবং শতকরা ৩.৮ ভাগ কৃষি খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে (সারণি ১০.৩)।

অর্থবছর ২০-এর বাজেট ঘাটতি এবং এর অর্থায়ন

১০.৯ অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ (অনুদান ব্যতীত) দাঁড়ায় ১৫৩৫.১ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ৫.৫ ভাগ) (সারণি ১০.১)। ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ ঋণের অংশ ৯৭৩.৫ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ৩.৫ ভাগ); এর মধ্যে ৮২৪.২ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ২.৯ ভাগ) ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণ এবং অবশিষ্ট ১৪৯.২ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ০.৫ ভাগ) ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ, যা প্রধানত জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ হতে গৃহীত (চার্ট ১০.৩)। তাছাড়া বৈদেশিক অর্থায়নের পরিমাণ (অনুদান ব্যতীত) ৫২৭.১ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ১.৯ ভাগ) (সারণি ১০.৪)।

অর্থবছর ২০-এর বাজেটে রাজস্ব আদায়ে প্রধান পদক্ষেপসমূহ

প্রত্যক্ষ কর

১০.১০ আয় ও মুনাফার উপর প্রত্যক্ষ কর সরকারি আয়ের প্রধান উৎসগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ মোট রাজস্ব প্রাপ্তির শতকরা ৩২.৯ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৯-এ শতকরা ২৯.৮ ভাগ ছিল। অর্থবছর ২০-এর জাতীয় বাজেটে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে গৃহীত

চার্ট ১০.২ অর্থবছর ২১-এর কর রাজস্ব আয়ের বণ্টন*

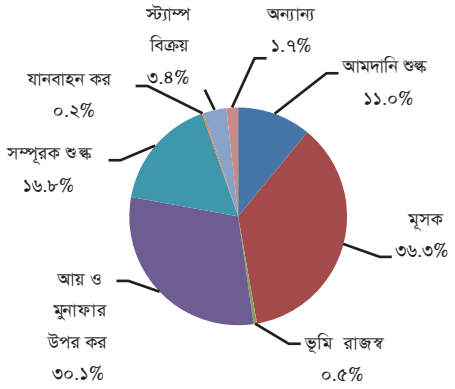

*প্রস্তাবিত বাজেট
উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২০-২১, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণি ১০.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন খাতের অংশ

(শতকরা হার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৯*	অর্থবছর ২০*	অর্থবছর ২১©
কৃষি	৪.১	৩.৮	৪.১
পরিবহন	১২.৮	২৬.১	২৫.৪
শিক্ষা ও ধর্ম	৯.৩	১০.৬	১১.৪
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ এবং গৃহায়ন	১২.২	১২.০	১২.৬
বিদ্যুৎ	১৩.৯	১২.৮	১২.১
পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৯.১	৭.৫	৭.৬
স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ	৬.৫	৬.৪	৬.৪
পানি সম্পদ	৩.০	২.৮	২.৭
শিল্প	১.২	১.৭	১.৮
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১.৩	১.০	০.৯
যোগাযোগ	১.২	১.৬	১.৩
অন্যান্য	২৫.৩	১৩.৯	১৩.৮
মোট	১০০	১০০	১০০

*সংশোধিত, ©প্রস্তাবিত
উৎস : সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২০-২১, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ ঃ

অসংশোধিত ব্যক্তিগত আয়ের উপর কর অর্থবছর ২০-এ অপরিবর্তিত থাকে

- ব্যক্তি শ্রেণি করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় ২,৫০,০০০ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে তবে, যেসব অভিভাবকদের সন্তান শারীরিক প্রতিবন্ধী তাদের ক্ষেত্রে করমুক্ত আয় সীমা ৩০০,০০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়;

- মহিলা এবং পঁয়ষট্টি বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় ৩,০০,০০০ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
- শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে করমুক্ত আয় সীমা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় ৪,০০,০০০ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
- তালিকাভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় ৪,২৫,০০০ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
- অনিবাসী এবং সমবায় সমিতির আয়ের উপর কর হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় যথাক্রমে ৩০.০ শতাংশ ও ১৫.০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
- করমুক্ত আয় সীমার অতিরিক্ত উপার্জনকারী এমন কর প্রদানকারীর ক্ষেত্রে ন্যূনতম কর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন-এ বসবাসের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ৫,০০০ টাকায়, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন-এর ক্ষেত্রে ৪,০০০ টাকায় এবং অন্য যে কোনো এলাকার ক্ষেত্রে ৩,০০০ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

কর্পোরেট আয়ের উপর কর

- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের কর হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় ২৫.০ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে। একই সাথে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় ৩৭.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে;
- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানিসমূহের কর হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় ৩৫.০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। একই সাথে, এ জাতীয় ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় ৪০.০ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে;
- মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহের কর হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় ৩৭.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
- সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, চর্বণ তামাক, গুল এবং অন্যান্য তামাক পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানির কর হার বিদ্যমান ৪৫.০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এবং পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত নয় এমন মোবাইল ফোন অপারেটরদের কর হার যথাক্রমে ৪০.০ শতাংশ এবং ৪৫.০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;

চার্ট ১০.৩ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (অনুদানসহ)* : অর্থবছর ২০ (সংশোধিত) (জিডিপির শতকরা হার)

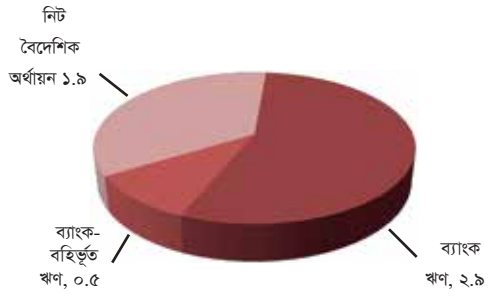

*সংশোধিত বাজেট
উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২০-২১, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণি ১০.৪ বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের ধারা (বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৯#	অর্থবছর ২০*	অর্থবছর ২১@
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১০৬৮.৫	৯৭৩.৫	১০৯৯.৮
ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণ	৩৪৫.৯	৮২৪.২	৮৪৯.৮
ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ	৭২২.৬	১৪৯.২	২৫০.০
বৈদেশিক অর্থায়ন (নিট)	৩১২.৯	৫২৭.১	৭৬০.০
বাজেট ঘাটতি (অনুদান সহ)	১৩৮১.৩	১৫০০.৫	১৮৫৯.৯
বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	১৩৯৮.১	১৫৩৫.১	১৯০০.০
জিডিপি (মেমোরেনডাম আইটেম)	২৫৪২৪.৮	২৭৯৬৩.৮	৩১৭১৮.০

প্রকৃত, *সংশোধিত বাজেট, @ প্রস্তাবিত বাজেট
উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২০-২১, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

- লভ্যাংশ আয়ের উপর কর হার বিদ্যমান ২০.০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
- নগদে লভ্যাংশ প্রদানকে উৎসাহিত করতে, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারদের বিতরণকৃত স্টক ডিভিডেন্ডের উপর ১৫.০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে;
- কোম্পানির অর্জিত আয় এবং রিজার্ভ পরিশোধিত মূলধনের ৫০.০ শতাংশের অধিক হলে ১৫.০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

১০.১১ রাজস্ব আদায়ে এককভাবে সবচেয়ে বড় খাত হল মূল্য সংযোজন কর বা মূসক। অর্থবছর ২০-এ মূল্য সংযোজন কর আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৯৮.৫ বিলিয়ন টাকা, যা মোট রাজস্ব প্রাপ্তির শতকরা ৩৫.১ ভাগ এবং অর্থবছর ১৯-এর ৮৫০.১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ২৯.২ ভাগ বেশি। অর্থবছর ২০-এর জাতীয় বাজেটে মূসক-এ প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহ হলো ঃ

নতুন মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ চূড়ান্ত করা হয়েছে যাতে অনলাইনভিত্তিক মূসক সম্পর্কিত পরিষেবাকে শক্তিশালীকরণ, পণ্য সরবরাহের আগে মূল্য ঘোষণার ব্যবস্থা বিলুপ্তকরণ এবং চলতি হিসাব রেজিস্টারে পর্যাপ্ত ভারসাম্য বজায় রাখা ইত্যাদি বিধান রাখা হয়েছে।

মূসক আরোপ ও বর্ধিতকরণ

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতকে (এসএমই) উৎসাহিত করতে ৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ৩০ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বার্ষিক টার্নওভারের ক্ষেত্রে ৪.০ শতাংশ হারে টার্নওভার ট্যাক্স প্রদানের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে;
- স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য মূসক হার ৫.০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;
- নির্দিষ্ট পণ্য ও পরিষেবায় বিদ্যমান ১৫.০ শতাংশ স্ট্যান্ডার্ড মূসক হারের পাশাপাশি ৫.০ শতাংশ, ৭.৫ শতাংশ এবং ১০.০ শতাংশ হ্রাসকৃত মূসক হার প্রযোজ্য হবে;
- ফার্মাসিউটিক্যাল ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে এসব পণ্যের বিপণন পর্যায়ে মূসক হার যথাক্রমে ২.৪ শতাংশ এবং ২.০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়।

সারণি ১০.৫ রাজস্ব ব্যয়ের ধারা

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৯#	অর্থবছর ২০*	অর্থবছর ২১©
সামাজিক খাত	১১০৫.১	১৩৬২.৮	১৫১৭.৫
জনপ্রশাসন	৩৩০.০	৮০৪.০	১১৩১.৬
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	৪৬০.২	৫২৮.০	৫৮২.৫
প্রতিরক্ষা	২৯৯.৯	৩২৬.৫	৩৪৪.৩
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	২৭০.২	২৭৪.৪	২৮৬.৭
বৈদেশিক ঋণের সুদ	৩৪.৫	৪৮.৭	৫৫.৫
কৃষি খাত	২৩৬.০	২৭০.২	২৯৯.৮
পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৭৮.৩	৫৮৪.৯	৬৪৫.৮
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	৩৭১.৯	২৬১.৫	২৬৭.৬
স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন	৩১৪.৯	৪০৪.৭	৩৯৫.৭
গৃহায়ণ	৬০.২	৭৪.৫	৬৯.৪
অন্যান্য	৫৫.৭	৭৫.৬	৮৩.৭
মোট	**৩৯১৬.৯**	**৫০১৫.৮**	**৫৬৮০.০**

প্রকৃত, *সংশোধিত বাজেট, © প্রস্তাবিত বাজেট
উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২০-২১, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণি ১০.৬ সামাজিক খাতে রাজস্ব ব্যয়ের খাতসমূহ

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১৯#	অর্থবছর ২০*	অর্থবছর ২১©
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	৬৩২.৪	৭৭০.৪	৮৫৭.৬
স্বাস্থ্য	১৮৬.৮	২৩৬.৯	২৯২.৫
বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	৪৪.৫	৪৭.৪	৪৭.৯
শ্রম ও কর্মসংস্থান	২.২	৩.৭	৩.৫
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	২৩৯.২	৩০৪.৪	৩১৬.০
মোট	**১১০৫.১**	**১৩৬২.৮**	**১৫১৭.৫**

প্রকৃত, *সংশোধিত বাজেট, © প্রস্তাবিত বাজেট
উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২০-২১, অর্থ মন্ত্রণালয়।

মূসক অব্যাহতি

- বার্ষিক ৫ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত টার্নওভার এমন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ব্যবসায়ীদের মূসক আওতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়;
- দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের স্বার্থ বিবেচনা করে, প্রতি কেজি ১৫০ টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের রুটি, হাতে

তৈরি বিস্কুট এবং কেক-এর উৎপাদন ও সরবরাহ মূসক আওতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়;

- কৃষিখাতকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন পাওয়ার রিপার, পাওয়ার টিলার চালিত সীডার, কমবাইন্ড হারভেস্টার, লো লিফ্‌ট পাম্প, রোটারি ট্রিলার ইত্যাদির স্থানীয় সরবরাহকে মূসক আওতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে;
- মহিলা উদ্যোক্তা পরিচালিত ব্যবসায়িক শোরুমের ভাড়া মূসক আওতা থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত;
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলে (বেজা) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ এবং এর সরবরাহকারী ও বিদ্যুতের সরবরাহ মূসক থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়;
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের জন্য মালবাহী ফরওয়ার্ডার, ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্সি, বীমা সংস্থা, সরবরাহকারী এবং ব্যাংকিং পরিষেবাদি গ্রহণ ভ্যাট আওতামুক্ত করা হয়।

আমদানি শুল্ক ও কর

১০.১২ বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে সম্ভাবনাময় দেশজ শিল্পসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা, দেশীয় রপ্তানি বাজারের প্রসারে সহায়তা এবং অর্থনীতির প্রতিযোগী সক্ষমতা বজায় রাখা, ব্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণ ইত্যাদি লক্ষ্যে আমদানি শুল্কে বিদ্যমান বিভিন্ন সময়ের অসামঞ্জস্যতা দূর করে তা যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, অবৈধ পাচার এবং পণ্যের মিথ্যা বিবৃতি প্রদান প্রতিরোধে কর কাঠামোর বিদ্যমান অসংগতির সংশোধনী আনা হয়েছে। অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে আমদানি শুল্ক শতকরা ৩৮.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩৬.৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৯-এ ২৪২.৮ বিলিয়ন টাকা ছিল। অর্থবছর ২০-এর জাতীয় বাজেটে আমদানি শুল্ক এবং করের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ হলো:

- স্থানীয় কৃষকদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে, চাল আমদানিতে বিদ্যমান সর্বোচ্চ শুল্কের হার ২৫.০ শতাংশ এবং সম্প্রতি আরোপিত ২৫.০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ শুল্ক অপরিবর্তিত থাকবে;
- কৃষি খাতের প্রধান উপাদান; বিশেষত- সার, বীজ এবং কীটনাশকের জন্য শূন্য কর হার অপরিবর্তিত রাখা হয়;
- স্থানীয় দুগ্ধ শিল্প রক্ষার জন্য, গুঁড়া দুধ আমদানিতে শুল্ক বিদ্যমান ৫.০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০.০ শতাংশ করা হয়েছে;
- প্রতি মেট্রিক টন অপরিশোধিত চিনি আমদানিতে বিদ্যমান সুনির্দিষ্ট শুল্ক বৃদ্ধি করে তা ৩,০০০ টাকা এবং পরিশোধিত চিনির জন্য ৬,০০০ টাকা করা হয়। পরিশোধিত ও অপরিশোধিত চিনি উভয়ই আমদানির জন্য নিয়ন্ত্রণ শুল্ক ২০.০ শতাংশের পরিবর্তে ৩০.০ শতাংশ করা হয়;
- দেশজ শিল্পে রাইস ব্রান অয়েলের প্রধান কাঁচামাল রাইস ব্রান-এর প্রচুর চাহিদা থাকায় এর রপ্তানি নিরুৎসাহিত করতে উক্ত পণ্যের রপ্তানি শুল্ক ১০.০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫.০ শতাংশ করা হয়;
- দেশীয় টায়ার ও টিউব শিল্প সুরক্ষার জন্য সিএনজি চালিত বেবিট্যাক্সি ও হালকা যানবাহনে ব্যবহৃত ১৬ ইঞ্চি টায়ার, মোটরসাইকেলের টায়ার এবং টিউব আমদানিতে নিয়ন্ত্রণ শুল্ক ৩.০ শতাংশ থেকে ৫.০ শতাংশে বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়;
- স্মার্টফোনের স্থানীয় উৎপাদনকারীদের সুরক্ষা প্রদান করতে এর আমদানি শুল্ক/কাস্টমস শুল্ক বিদ্যমান ১০.০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫.০ শতাংশ করা হয়। তবে, তুলনামূলকভাবে দরিদ্র লোকেরা ব্যবহার করে বিধায় ফিচার ফোনের উপর শুল্ক হার বিদ্যমান ১০.০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয় ;

- বৃহদাকারে প্রাকৃতিক মধু আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক হার বিদ্যমান ১০.০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫.০ শতাংশ করা হয়েছে;
- ২.৫ কেজি পর্যন্ত বোতলজাত অলিভ অয়েল-এর আমদানি শুল্ক বিদ্যমান ১০.০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২৫.০ শতাংশ করা হয়;
- সকল একক বা মাল্টি ফেজ এসি/ডিসি মোটর আমদানিতে ১০.০ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য হবে;
- যানজট পরিস্থিতি উন্নত করতে এবং সরকারি খাতের পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য, যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক, লরি, থ্রি হুইলার, অ্যাম্বুলেন্স এবং স্কুলবাস ব্যতীত সকল ধরনের যানবাহনের নিবন্ধন, রুট পারমিট, ফিটনেস সনদ, মালিকানা সনদ ইত্যাদি সরবরাহ বা নবায়নকরণ-এর ক্ষেত্রে ১০.০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রযোজ্য হবে;
- চার্টার্ড এয়ারক্রাফটস এবং হেলিকপ্টার সার্ভিসে সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান ২০.০ শতাংশ থেকে ২৫.০ শতাংশে উন্নীত করা হয়;
- আইসক্রিম-এ ৫.০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে;
- মোবাইল ফোন SIM/RIM কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিষেবায় সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান ৫.০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০.০ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে;
- নিম্ন সেগমেন্টের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার দাম ৩৭ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক হার ৫৫.০ শতাংশ, মধ্য সেগমেন্টের দাম ৬৩ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক হার ৬৫.০ শতাংশ এবং উচ্চ ও প্রিমিয়াম সেগমেন্ট সিগারেটের দাম যথাক্রমে ৯৩ টাকা এবং ১২৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে তবে সম্পূরক শুল্ক হার বিদ্যমান ৬৫.০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;

চার্ট ১০.৪ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (অনুদানসহ) : অর্থবছর ২১

(জিডিপির শতকরা হার)

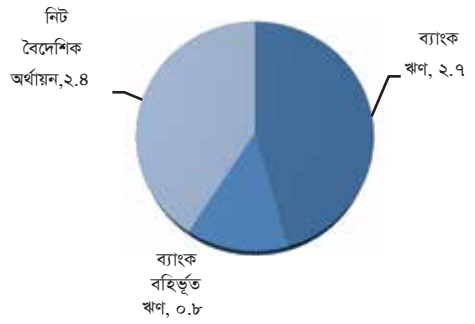

উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০২০-২১, অর্থ মন্ত্রণালয়।

- ফিল্টারবিহীন বিড়ির ২৫ শলাকার দাম ১৪ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক হার ৩৫.০ শতাংশ এবং ফিল্টারযুক্ত বিড়ির ২০ শলাকার দাম ১৭ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক হার ৪০.০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়;
- প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার সর্বনিম্ন খুচরা মূল্য ৩০ টাকা এবং গুলের ১৫ টাকা এবং সম্পূরক শুল্কের হার ৫০.০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়;
- প্লাস্টিকের তৈরি বোর্ডের উপর সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান ১০.০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০.০ শতাংশ করা হয়েছে;
- তৈরি ইট-এ রপ্তানি শুল্ক বিদ্যমান ২৫.০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫.০ শতাংশ করা হয়;
- বজ্রপাত থেকে মূল্যবান জীবন ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রক্ষা করতে লাইটনিং অ্যারেস্টার, বন্ড সিল পেইন্ট এবং অগ্নি নির্বাপক রং-এর কর হার হ্রাস করে ৫.০ শতাংশ করা হয়েছে;
- অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম আমদানির সময় কর ছাড়ের হার মূসক নিবন্ধনভুক্ত অন্যান্য পরিষেবাভিত্তিক সংস্থাসমূহের জন্যেও প্রদত্ত হবে;
- স্বর্ণ চোরাচালান প্রতিরোধে যাত্রী (অপর্যটক) এবং বাণিজ্যিক আমদানির জন্য ব্যাগেজ (আমদানি)

বিধি-২০১৬-এ সোনার শুল্কহার ১১.৬৬৪ গ্রাম সোনার জন্য ৩০০০ টাকা হতে হ্রাস করে ২০০০ টাকা প্রস্তাব করা হয়;

- অর্থনৈতিক অঞ্চলে মূসক নিবন্ধিত পিভিসি/পিইটি রজন উৎপাদন শিল্প দ্বারা আমদানিকৃত ইথিলিন / প্রোপিলিনকে আমদানি শুল্কের বিদ্যমান ৫.০ শতাংশ হার রহিত করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তে বর্তমানে ৩.০ শতাংশ নিয়ন্ত্রক শুল্ক প্রযোজ্য হবে;
- তুলাবীজ আমদানিতে ৫.০ শতাংশ নিয়ন্ত্রক শুল্ক প্রযোজ্য হবে, তবে বিদ্যমান ৫.০ শতাংশ আমদানি শুল্ক থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়;
- মূসক নিবন্ধিত রেফ্রিজারেটর উৎপাদন শিল্প দ্বারা আমদানিকৃত ইস্পাত প্লেটের জন্য আমদানি শুল্ক হ্রাস করে ৫.০ শতাংশ করা হয়;
- ক্ষতিকারক তামাক পণ্যের অভ্যন্তরীণ প্রাপ্যতা হ্রাস করার লক্ষ্যে অশিল্পজাত তামাকে ১০.০ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়;
- ক্যান্সারসহ কয়েকটি রোগের ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহৃত কাঁচামালসমূহে হ্রাসকৃত কর হারের পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষে শুল্ক অব্যাহতির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তদুপরি, দরিদ্র রোগীদের জন্য কম খরচে তরল অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এইসব জীবনরক্ষাকারী গ্যাস সরবরাহ এবং তা আমদানিতে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক হার ২০.০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০.০ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়;
- টিউব, পাইপ এবং প্লাস্টিকের তৈরি হোসেস, পিভিসি স্ক্রিন এবং পাদুকাশিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন টেক্সটাইল কাপড়গুলোকে সম্পূরক ও নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়;
- পোল্ট্রি সেক্টরকে উৎসাহিত করতে, পোল্ট্রি/ডেইরি/মাছের খাবার উৎপাদনে ব্যবহৃত অ্যামোনিয়া বাইন্ডার (ফিড গ্রেড), লিভার প্রোটেক্টর, রেনাল প্রোটেক্টর, শ্বাসযন্ত্রের প্রোটেক্টর, ভ্যাকসিন স্ট্যাবিলাইজার ইত্যাদি কর আওতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়;
- ক্যান্সারের ওষুধ প্রস্তুতে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় এমন প্রায় ৪৩টি উপাদানকে শুল্কমুক্ত করা হয়েছে;
- কম্প্রেসর তৈরির নানান যন্ত্রাংশ এবং লিফট শিল্পের জন্য বিভিন্ন উপাদান যার উপর ১.০ শতাংশ বা ৫.০ শতাংশ আমদানি শুল্ক ব্যতীত সমস্ত শুল্ক-কর ছাড় দেওয়া হয়।

অর্থবছর ২১-এর বাজেট এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা

১০.১৩ উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি, নিম্ন মূল্যস্ফীতি এবং বিনিয়োগে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে অর্থবছর ২১-এর জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থবছর ২১-এর প্রস্তাবিত বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৮.২ শতাংশ এবং গড় মূল্যস্ফীতি ৫.৪ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে। এছাড়াও, বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৬.০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

১০.১৪ অর্থবছর ২১-এ বাজেটের মোট আকার ৫৬৮০ বিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা জিডিপির শতকরা ১৭.৯ ভাগ এবং অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ১৩.২ ভাগ বেশি। আলোচ্য বাজেটে প্রাক্কলিত বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ২০৫১.৫ বিলিয়ন টাকা, যা জিডিপির শতকরা ৬.৫ ভাগ। এ উন্নয়ন ব্যয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ৬.৩ ভাগ বেশি (সারণি ১০.১)। অর্থবছর ২১-এ এডিপির শতকরা ২৫.৪ ভাগ যোগাযোগ খাতে (সড়ক, রেলপথ, ব্রিজ এবং যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত), শতকরা ১৭.৮ ভাগ মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা এবং পরিবার কল্যাণ), শতকরা ১৪.৪ ভাগ সার্বিক কৃষি খাতে (কৃষি, পল্লি উন্নয়ন ও পল্লি প্রতিষ্ঠান, পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত),

শতকরা ১৩.০ ভাগ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ এবং গৃহায়ণ খাতে শতকরা ১২.৬ ভাগ এবং শতকরা ১৩.৮ ভাগ অন্যান্য খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে (সারণি ১০.৩)।

১০.১৫ কার্যবরাদ্দের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো- সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো এবং সাধারণ সেবা। অর্থবছর ২১-এর প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ২৭.৪ ভাগ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, তন্মধ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত) খাতে বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয় শতকরা ২৪.৭ ভাগ। ভৌত অবকাঠামো খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ২৯.৪ ভাগ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বৃহত্তর কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন খাতে শতকরা ১২.৩ ভাগ, যোগাযোগ খাতে শতকরা ১০.৮ ভাগ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে শতকরা ৪.৭ ভাগ। সাধারণ সেবা খাতে শতকরা প্রায় ২৪.৭ ভাগ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) প্রকল্প, বিভিন্ন শিল্পে নগদ সহায়তা এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তুকি ও বিনিয়োগ খাতে শতকরা ৬.৫ ভাগ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

১০.১৬ উপরোক্ত প্রধান তিনটি খাত ছাড়াও সুদ পরিশোধ খাতে শতকরা ১১.২ ভাগ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং অবশিষ্ট শতকরা ০.৮ ভাগ নিট ঋণদান ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় আঞ্চলিক সমতা, মানব সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ব্যয়ের গুণগত মানের প্রতি অঙ্গীকারের বিষয়টি মনে রেখেই এ বড় আকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে।

অর্থবছর ২১-এর রাজস্ব প্রাপ্তি

১০.১৭ অর্থবছর ২১-এর বাজেটে প্রক্ষেপিত রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ ৩৭৮০.০ বিলিয়ন টাকা যা অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেট ৩৪৮০.৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ৮.৬ ভাগ বেশি। কর রাজস্ব প্রাপ্তি অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ১০.২ ভাগ বৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায় অর্থবছর ২১-এর বাজেটে অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেট-এর তুলনায় শতকরা ৫.৭ ভাগ হ্রাস পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। জিডিপির শতকরা হিসেবে মোট রাজস্ব প্রাপ্তি শতকরা ১১.৯ ভাগে থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে উক্ত হার ছিল শতকরা ১২.৪ ভাগ (সারণি ১০.১)। অর্থবছর ২১-এর বাজেটে আয় ও মুনাফার উপর প্রত্যক্ষ কর অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ১.০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে এবং যা মোট রাজস্ব আয়ের ৩০.১ শতাংশ। অন্যদিকে, পরোক্ষ কর (মূল্য সংযোজন কর, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও রপ্তানি শুল্ক) শতকরা ১৫.৮ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাতের মুনাফা বাবদ প্রাপ্তি অর্থবছর ২১-এর বাজেটে অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ৬৪.২ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে (সারণি ১০.২)।

১০.১৮ অর্থবছর ২১-এর প্রস্তাবিত বাজেটে কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাতে মূলধন আয়, জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ, টোল, ভাড়া ও ইজারা, এবং অ-বাণিজ্যিক বিক্রয় বাবদ প্রাপ্তি যথাক্রমে শতকরা ১৭১.৪, ৯৪.৫, ২৩.৭, ১৫.৪ এবং ১৪.৭ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। অন্যদিকে লভ্যাংশ ও মুনাফা, সেবা এবং প্রশাসনিক ফি বাবদ প্রাপ্তি অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় শতকরা ৪৯.৯, ৩৫.৫ এবং ২৫.৪ ভাগ হ্রাস পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

অর্থবছর ২১-এর ব্যয়

১০.১৯ অর্থবছর ২১-এ মোট সরকারি ব্যয় ৫৬৮০.০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে, যা অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত মোট ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ১৩.২ ভাগ বেশি। অর্থবছর ২১-এর পরিচালন ব্যয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায়

শতকরা ১৭.৯ ভাগ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি শতকরা ৬.৩ ভাগ ও অন্যান্য ব্যয় শতকরা ৯.৭ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। অর্থবছর ২১-এর বাজেটে প্রক্ষেপিত পরিচালন ব্যয় ৩৪৮১.৮ বিলিয়ন টাকা ধার্য করা হয়েছে (সারণি ১০.১)। মোট ব্যয়ের শতকরা প্রায় ২৬.৭ ভাগ সামাজিক খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে, যার সিংহভাগই (৯৬.৬ ভাগ) শিক্ষা ও প্রযুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা কল্যাণ, এবং স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে (সারণি ১০.৬)।

অর্থবছর ২১-এর বাজেট ঘাটতি ও এর অর্থায়ন

১০.২০ অর্থবছর ২১-এ বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) ১৯০০ বিলিয়ন টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে যা অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেট ঘাটতির তুলনায় ৩৬৪.৯ বিলিয়ন টাকা বেশি। অর্থবছর ২১-এ প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতি-জিডিপি অনুপাত শতকরা ৬.০ ভাগ যা অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে ছিল শতকরা ৫.৫ ভাগ। অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণের মাধ্যমে ঘাটতির ১০৯৯.৮ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ৩.৫ ভাগ) পূরণ করা হবে এবং বৈদেশিক অর্থায়নের মাধ্যমে অবশিষ্ট ৭৬০.০ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ২.৪ ভাগ) মেটানো হবে (চার্ট ১০.৪), যা অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেটে ছিল যথাক্রমে ৯৭৩.৫ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ৩.৫ ভাগ) এবং ৫২৭.১ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির শতকরা ১.৯ ভাগ)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ৮৪৯.৮ বিলিয়ন টাকা ও ব্যাংক-বহির্ভূত খাত হতে ২৫০.০ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করা হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণি ১০.৪)।

বৈদেশিক খাত

বহিঃবাণিজ্য এবং লেনদেন ভারসাম্য

১১.১ অর্থবছর ২০-এ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় দ্রব্য ও সেবার দুর্বল চাহিদা, আন্তঃসীমান্ত পর্যটন খাতে ধস এবং বন্ধজনিত কারণে সরবরাহে বিশৃঙ্খলা (কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাণিজ্যে বিধি-নিষেধের ফলে আরো খারাপ পরিস্থিতি) হওয়ার ফলে বৈশ্বিক বাণিজ্য শতকরা ১১.৯ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বৈশ্বিক শ্রমবাজার, বিশেষ করে যাদের ঘরে বসে কাজ করার সুযোগ নেই এমন কম দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকগণ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী কর্মরত প্রায় ২.০ বিলিয়ন অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের মধ্যে প্রায় শতকরা ৮০.০ ভাগ শ্রমিকের উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে বলে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা প্রাক্কলন করেছে। অর্থবছর ২০-এ কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বাংলাদেশের বহিঃবাণিজ্য খাতে ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

১১.২ চলতি হিসাব ভারসাম্যের ঘাটতি জিডিপির শতকরা হিসাবে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ১.৪৩ ভাগে দাঁড়ায় যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল শতকরা ১.৪৮ ভাগ। ডলারের বিপরীতে টাকার নামিক বিনিময় হার অর্থবছর ২০-এর জুন শেষে ৮৪.৭৮ টাকায় দাঁড়ায় যা অর্থবছর ১৯-এর জুন শেষে ছিল ৮৪.০৩ টাকা (বার্ষিক গড়)। নামিক কার্যকর বিনিময় হারে নতুন ভিত্তির আলোকে (ভিত্তি অর্থবছর ১৬ = ১০০, ১৫টি মুদ্রার ঝুড়ি) অর্থবছর ২০-এ শতকরা ২.৬ ভাগ উপচিতি ঘটে। একইভাবে, টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (রিয়ার) সূচকে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ৬.৯ ভাগ উপচিতি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ২০২০-এর জুন শেষে ৩৬.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। যদিও, বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের আমদানি ব্যয় মেটানোর সক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, তবু তা প্রায় ৬.৪ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য যথেষ্ট। অর্থবছর ২০-এর শেষের দিকে বাংলাদেশের

চার্ট ১১.১ বহিঃখাতের প্রধান নির্দেশকসমূহ

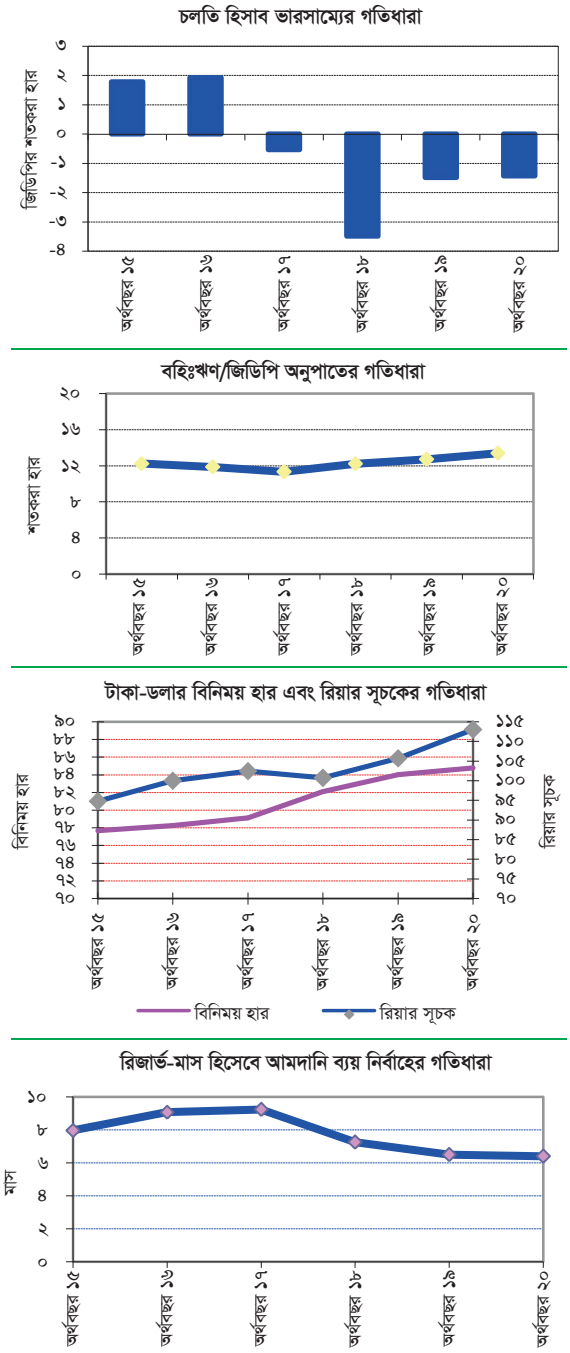

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বহিঃঋণ স্থিতি বৃদ্ধি পায়। বহিঃঋণ-জিডিপির অনুপাত অর্থবছর ১৯-এর শতকরা ১২.৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ শতকরা ১৩.৪ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ২০-এ বহিঃখাতের প্রধান নির্দেশকসমূহের সার্বিক চিত্র চার্ট ১১.১ এ দেখানো হলো।

সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য

১১.৩ আমদানি প্রবৃদ্ধির চেয়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি তুলনামূলক কম হওয়ায় বাণিজ্যিক ভারসাম্যে ঘাটতি অর্থবছর ১৯-এর তুলনায় অর্থবছর ২০-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাণিজ্য ভারসাম্য হিসাবে ঘাটতি শতকরা ১২.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ১৭৮৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল ১৫৮৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ২০-এ সেবা খাতে ঘাটতি কমে ২৫৪১ মিলিয়ন (শতকরা ২০.০ ভাগ) মার্কিন ডলার হয় যেখানে প্রাথমিক আয় খাতে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে ৩১০৬ (শতকরা ৩০.৪ ভাগ) মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। যাহোক, বেসরকারি লেনদেনে প্রধানত প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের ব্যাপক প্রবৃদ্ধির কারণে মাধ্যমিক আয় অর্থবছর ১৯-এর ১৬৪২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১০.৯ ভাগ বেড়ে অর্থবছর ২০-এ ১৮২০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ফলে, চলতি হিসাব ভারসাম্যে ঘাটতি অর্থবছর ১৯-এর ৪৪৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে অর্থবছর ২০-এ ৪৭২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। মূলত, বাণিজ্যিক ভারসাম্য এবং প্রাথমিক আয় হিসাব খাতে ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি হিসাব ভারসাম্যে ঘাটতি বেড়েছে। মূলধনী হিসাব ও আর্থিক হিসাব ভারসাম্য অর্থবছর ১৯-এর যথাক্রমে ২৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৫১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ যথাক্রমে ২৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৭৫৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এর ফলে সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত অর্থবছর ১৯-এর ১৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় অর্থবছর ২০-এ ২৯২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (পরিশিষ্ট ৩-এর সারণি ১৬)।

চার্ট ১১.২ বাণিজ্য, চলতি হিসাব ও সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য-এর গতিধারা

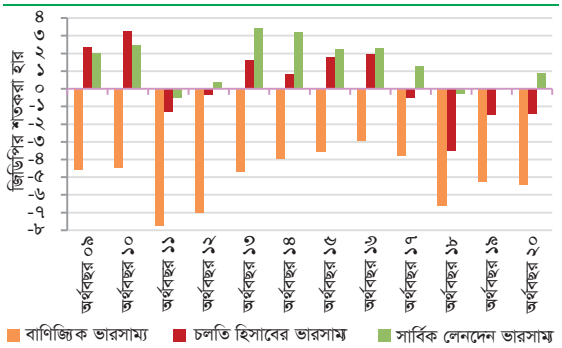

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১১.৩ রপ্তানি আয়ের গতিধারা

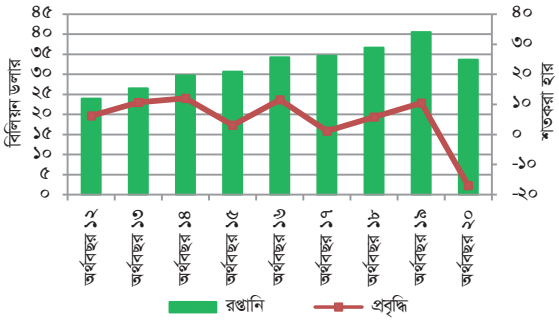

উৎস : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

১১.৪ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ সীমিত হলেও আমাদের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে এর বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার রয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা মজুতের সম্ভাব্য উৎস হিসেবে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। পর্যাপ্ত প্রণোদনার মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের নীতিমালা গ্রহণের পাশাপাশি সরকার ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। যাহোক, নিট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং পোর্টফোলিও বিনিয়োগ অর্থবছর ২০-এ যথাক্রমে শতকরা ৫১.৬ ভাগ ও ৭৪.৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ১২৭১ ও ৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (পরিশিষ্ট ৩-এর সারণি ১৬)।

১১.৫ অর্থবছর ২০-এ রপ্তানি আয় (এফওবি) শতকরা ১৭.১ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩২৮৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আমদানি ব্যয় (এফওবি) শতকরা ৮.৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৫০৬৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (চার্ট ১১.৩)। সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যের পরিস্থিতি পরিশিষ্ট-৩ এর সারণি-১৬ এ দেয়া হলো।

রপ্তানি

১১.৬ কোভিড-১৯ এর কারণে রপ্তানি আয় অর্থবছর ১৯-এর ৪০৫৩৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১৬.৯ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ৩৩৬৭৪.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (সারণি ১১.১)। রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ (প্রায় চার পঞ্চমাংশেরও অধিক) আসে পোশাক খাত (ওভেন ও নিটওয়্যার পণ্য) হতে।

রপ্তানি পণ্যসমূহ

১১.৭ **তৈরি পোশাক (ওভেন ও নিটওয়্যার পণ্য):** বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় শতকরা ৮৩.০ ভাগ অর্জিত হয় ওভেন ও নিটওয়্যার পণ্য খাত থেকে, যা অর্থবছর ১৯-এর ৩৪১৩৩.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ২৭৯৪৯.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ওভেন ও নিটওয়্যার পণ্য খাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৯-এর তুলনায় অর্থবছর ২০-এ যথাক্রমে শতকরা ১৮.৬ ভাগ এবং ১৭.৬ ভাগ হ্রাস পেয়েছে।

১১.৮ **চামড়া:** চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে রপ্তানি আয় শতকরা ২২.৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১৯-এর ৪১১.৯ থেকে অর্থবছর ২০-এ ৩১৮.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১১.৯ **হিমায়িত খাদ্য:** হিমায়িত খাদ্য খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রধানত হিমায়িত চিংড়ি, যার রপ্তানি আয় অর্থবছর ২০-এ হ্রাস পায়। অর্থবছর ২০-এর হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ রপ্তানি আয় ৪০৭.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় যা অর্থবছর ১৯-এ ৪২৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল।

সারণি ১১.১ রপ্তানি কাঠামো (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	শতকরা পরিবর্তন
১. কাঁচা পাট	১১২.৫	১২৯.৯	১৫.৫
২. পাটজাত দ্রব্য	৭০৩.৮	৭৫২.৫	৬.৯
৩. চা	২.৮	৩.১	১০.৬
৪. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	৪১১.৯	৩১৮.৯	-২২.৬
৫. হিমায়িত চিংড়ি এবং মাছ	৪২৫.০	৪০৭.৯	-৪.০
৬. ওভেন পোশাক	১৭২৪৪.৭	১৪০৪১.২	-১৮.৬
৭. নিটওয়্যার দ্রব্যাদি	১৬৮৮৮.৫	১৩৯০৮.০	-১৭.৬
৮. রাসায়নিক দ্রব্য	২০৫.২	১৯৮.৯	-৩.১
৯. পেট্রোলিয়াম উপজাত	২০৩.৭	২৩.৫	-৮৮.৫
১০. প্রকৌশলী দ্রব্যাদি	৩৪১.৩	২৯২.৯	-১৪.২
১১. বিশেষায়িত বস্ত্রখাত	১৪৩.৯	১১৬.০	-১৯.৪
১২. পাদুকা	৮৭৯.৪	৭৫৫.৯	-১৪.০
১৩. অন্যান্য	২৯৭২.৩	২৭২৫.৫	-৮.৩
মোট ঃ	৪০৫৩৫.০	৩৩৬৭৪.১	-১৬.৯

উৎস : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

১১.১০ **পাদুকা:** অর্থবছর ১৯-এ পাদুকা হতে রপ্তানি আয় ছিল ৮৭৯.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা অর্থবছর ২০-এ ৭৫৫.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১১.১১ **রাসায়নিক দ্রব্য:** রাসায়নিক দ্রব্য হতে রপ্তানি আয় অর্থবছর ১৯-এর ২০৫.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে কমে অর্থবছর ২০-এ ১৯৮.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১১.১২ **চা:** চা হতে রপ্তানি আয় অর্থবছর ১৯-এর তুলনায় অর্থবছর ২০-এ শতকরা ১০.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১১.১৩ **পাটজাত দ্রব্য (কার্পেট ব্যতীত):** অর্থবছর ২০-এ পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে ৭৫২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়, যা অর্থবছর ১৯-এর ৭০৩.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় শতকরা ৬.৯ ভাগ বেশি।

১১.১৪ **কাঁচাপাট:** অর্থবছর ২০-এ কাঁচাপাট রপ্তানি শতকরা ১৫.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৯.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল ১১২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রপ্তানি পণ্যের গন্তব্যসমূহ

১১.১৫ রপ্তানি বহুমুখীকরণের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ভৌগোলিকভাবে রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণ। বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশের রপ্তানির শতকরা অংশ থেকে দেখা যায় নাফটা, সার্ক, এবং আসিয়ান+৩ অঞ্চলে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও ইউরোপিয়ান এবং অন্যান্য অঞ্চলে রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে অর্থবছর ২০-এ মোট শতকরা ৫৫.৫ ভাগ (অর্থবছর ১৯-এ শতকরা ৫৬.৪ ভাগ) রপ্তানি করা হয়েছে, একই সময়ে নাফটা (NAFTA) জোটভুক্ত দেশসমূহে শতকরা ২০.৮ ভাগ (অর্থবছর ১৯-এ শতকরা ২০.৮ ভাগ) রপ্তানি করা হয়েছে। অর্থবছর ২০-এ সার্ক (SAARC), আসিয়ান এবং অন্যান্য অঞ্চলভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানি আয় ছিল যথাক্রমে মোট রপ্তানির শতকরা ৩.৭, ১.৭ এবং ১৮.২ ভাগ (চার্ট ১১.৪)।

রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)

১১.১৬ রপ্তানি খাতের উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে দেশের রপ্তানিকারকদেরকে বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক তহবিল হিসেবে ৩০.১৬ মিলিয়ন ডলার নিয়ে (আইডিএ) ১৯৮৯ সালে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ)-এর কার্যক্রম শুরু হয়। রপ্তানি আয়ের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির কারণে সময়ে সময়ে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাড়ানো হয়েছে। ৭ এপ্রিল, ২০২০-এ রপ্তানি বাণিজ্যে কোভিড-১৯ জনিত বাধা কাটিয়ে ওঠার জন্য রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) ৩.৫০ বিলিয়ন হতে আবারো বাড়িয়ে ৫.০ বিলিয়নে উন্নীত করা হয়।

১১.১৭ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রপ্তানিকারকগণ অথোরাইজড্ ডিলার (এডি) ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে রপ্তানি এলসি/ ফার্ম রপ্তানি চুক্তি/ ইনল্যান্ড ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে আমদানির ক্ষেত্রে ইডিএফ ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (EPZ) সি টাইপ শিল্পসমূহ রপ্তানি এলসির মাধ্যমে ইডিএফ ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

চার্ট ১১.৪ অর্থবছর ২০-এ রপ্তানি আয়ের গন্তব্য-ভিত্তিক চিত্র

*গ্রেট ব্রিটেনসহ
উৎস : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

১১.১৮ সাম্প্রতিক সময়ে কোভিড-১৯ মহামারির ফলে রপ্তানির ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু নীতিমালা ঘোষণা করেছে। এ গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালাসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো ইডিএফ সুদের হার LIBOR+১.৫% ডলার হতে কমিয়ে শতকরা ২.০ ভাগে নির্ধারণ করা। ক্রেতা/ বিক্রেতার ঋণের অধীনে ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে আমদানি ব্যয় নিষ্পত্তির জন্য একটি নতুন ক্ষেত্র খোলা হয়, যেখানে ব্যবহার সময় বাড়ানো/ বর্ধিত মেয়াদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা নেই।

১১.১৯ ঋণে শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে একক ঋণগ্রহীতার জন্য সর্বোচ্চ ঋণের সীমা অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে, বিজিএমইএ (BGMEA) এবং বিটিএমএ (BTMA)-এর সদস্য মিলগুলোর ক্ষেত্রে একজন ঋণগ্রহীতার (single party) জন্য সর্বোচ্চ ৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত ঋণ সীমা ধার্য করা হয়। যাহোক, এ ঋণ সীমা নিটওয়্যার-এর জন্য ২০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা-এর জন্য ২০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সিরামিক সামগ্রী, রঙিন সুতার জন্য ১৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং-এর জন্য ২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনকারীদের/ রপ্তানিকারকদের জন্য ১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং অন্যান্য যে কোনো খাতের রপ্তানিকারকদের জন্য ০.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সীমা ধার্য করা হয়।

১১.২০ সাধারণত ইডিএফ থেকে পুনর্ভরণের প্রাথমিক সময়সীমা ১৮০ দিন, পরে রপ্তানিকারকদের রপ্তানি আয় প্রাপ্তির প্রক্রিয়া বিলম্বের জন্য প্রয়োজনে এ সময়সীমা আরো ৯০ দিন পর্যন্ত বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। কিন্তু, মহামারি অবস্থার জন্য এটা মেয়াদপূর্তির দিন হতে আরো ১৮০ দিন বাড়ানো হয়েছে।

১১.২১ আবর্তনশীল পদ্ধতিতে ইডিএফ ঋণ বিতরণের মোট পরিমাণ অর্থবছর ২০-এ ৬.১৮ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল ৬.০৮ বিলিয়ন ডলার। জুন ২০২০-এ ইডিএফ-এর স্থিতির পরিমাণ ৪.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৩.২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট ৫৬টি ব্যাংক EDF এর আওতায় পুনঃঅর্থায়নের সুবিধা গ্রহণ করেছে এবং জুন ২০২০-এর শেষে ঋণগ্রহীতার মোট সংখ্যা ১৩৪৮ জনে দাঁড়িয়েছে।

আমদানি

১১.২২ কোভিড-১৯ এর কারণে অর্থবছর ২০-এ মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০৬৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা অর্থবছর ১৯-এর তুলনায় শতকরা ৮.৬ ভাগ কম। অর্থবছর ২০-এ মূলত গম আমদানি বেশি হওয়ার কারণে খাদ্যশস্যের আমদানিতে শতকরা ৭.৮ ভাগ উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের আমদানিও অর্থবছর ১৯-এর ৪৩১২.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে শতকরা ১৩.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ৪৮৮৭.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অর্থবছর ২০-এ তেলবীজ এবং ডালের (সকল শ্রেণি) আমদানিতে উল্লেখযোগ্য হারে যথাক্রমে শতকরা ৪৮.৫ এবং ৪১.০ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য (শতকরা ৫.৪ ভাগ) এবং ভোজ্যতেল (শতকরা ২.৪ ভাগ) আমদানিতে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি ব্যতীত অন্য সকল খাদ্যপণ্যের আমদানিতে ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অর্থবছর ২০-এ ভোগ্যপণ্য ও মধ্যবর্তী পণ্য আমদানিতে ২৫৭৩২.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয় যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল ২৭৫৬৫.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মহামারি পরিস্থিতির কারণে, সব ধরনের মূলধনী দ্রব্য ও অন্যান্য পণ্যের আমদানি ব্যয় অর্থবছর ২০-এ ৮৫৭৮.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় কম। ইপিজেড এর আমদানি অর্থবছর ১৯-এর ৪০৩১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় শতকরা ১৩.৫ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ৩৪৮৭.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (সারণি ১১.২)।

সারণি ১১.২ আমদানি কাঠামো (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিবরণ	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০*	শতকরা পরিবর্তন
ক) খাদ্যশস্য	**১৫৫১.৬**	**১৬৭২.০**	**৭.৮**
১। চাল	১১৫.১	২১.৫	-৮১.৩
২। গম	১৪৩৬.৫	১৬৫০.৫	১৪.৯
খ) অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য	**৪৩১২.৬**	**৪৮৮৭.৯**	**১৩.৩**
১। দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য	৩৬০.৮	৩৪১.২	-৫.৪
২। মসলা	৩২৭.১	৩৫১.১	৭.৩
৩। তেলবীজ	৭৯৬.৪	১১৮২.৭	৪৮.৫
৪। ভোজ্য তেল	১৬৫৬.৩	১৬১৭.৩	-২.৪
৫। ডাল (সকল প্রকার)	৪৬৯.৫	৬৬২.২	৪১.০
৬। চিনি	৭০২.৫	৭৩৩.৪	৪.৪
গ) ভোগ্য ও মধ্যবর্তী পণ্য	**২৭৫৬৫.৭**	**২৫৭৩২.৯**	**-৬.৬**
১। ক্লিংকার	৯৯৩.৩	৮৭৮.৬	-১১.৫
২। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৪১৫.৫	৭৩০.৯	৭৫.৯
৩। পিওএল	৪৫৬১.৫	৪৬২৬.৬	১.৪
৪। রাসায়নিক দ্রব্য	২৪৭২.০	২৫৩৩.৪	২.৫
৫। ঔষধ সামগ্রী	২৪৫.৯	২৯৩.৮	১৯.৫
৬। সার	১৩০১.৪	১০৩৫.২	-২০.৫
৭। ট্যানিং ও ডাইং প্রক্রিয়াজাত সামগ্রী	৭৭৯.২	৬৯৭.৩	-১০.৫
৮। প্লাস্টিক এবং রাবার সামগ্রী	২৭৫৭.২	২৬০৯.৮	-৫.৩
৯। কাঁচা তুলা	৩০৮২.২	২৯৬০.৬	-৩.৯
১০। সুতা	২৪৪৪.৯	১৯০১.০	-২২.২
১১। টেক্সটাইল এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ	৭২৮৪.৪	৬৩৮০.২	-১২.৪
১২। তন্তুজাত দ্রব্য	১২২৮.২	১০৮৫.৫	-১১.৬
ঘ) মূলধনী পণ্য ও অন্যান্য	**১০৬৫৮.৯**	**৮৫৭৮.৩**	**-১৯.৫**
১। লৌহ এবং ইস্পাত এবং অন্যান্য বেজ ধাতু	৫২৪৬.৩	৪৯৯৭.০	-৪.৮
২। মূলধনী দ্রব্য	৫৪১২.৬	৩৫৮১.৩	-৩৩.৮
৩। অন্যান্য	১৫৮২৫.৯	১৩৯১৩.৬	-১২.১
মোট আমদানি (সিআইএফ)	৫৯৯১৪.৭	৫৪৭৮৪.৭	-৮.৬
ইপিজেডএর আমদানি	৪০৩১.৫	৩৪৮৭.৭	-১৩.৫
মোট আমদানি (এফওবি)	**৫৫৪৩৮.৫**	**৫০৬৯০.০**	**-৮.৬**

*সংশোধিত

সূত্র : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

বাণিজ্য শর্ত

১১.২৩ অর্থবছর ১৯-এর বাণিজ্য শর্ত ছিল ৮৭.১১ যা অর্থবছর ২০-এ দাঁড়ায় ৮৫.৬৫। একই অর্থবছরে রপ্তানি ও আমদানির মূল্য সূচক যথাক্রমে শতকরা ৫.০১ এবং ৬.৮০ ভাগ বৃদ্ধি পায় (সারণি ১১.৩)।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ

১১.২৪ চলতি হিসাব ভারসাম্যে শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থের অন্তঃপ্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের অন্তঃপ্রবাহ অর্থবছর ১৯-এর ১৬৪১৯.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে শতকরা ১০.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ১৮২০৫.০১ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়।

১১.২৫ সরকারের প্রণোদনা, বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানো সহজীকরণ এবং বিভিন্ন সহায়ক নীতিমালা গ্রহণের ফলে প্রবাসীদের অধিক রেমিট্যান্স প্রেরণে আবারও সহায়তা করেছে। বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহকে উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিনিময় হাউজগুলোর সাথে দেশীয় ব্যাংকসমূহের ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্টের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা আমানতের (Security Deposit Money) পরিমাণ হ্রাস করেছে। বর্তমানে রেমিট্যান্স সংগ্রহের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ৩৩৪টিরও বেশি বিদেশি ব্যাংক/এক্সচেঞ্জ হাউজ এর সঙ্গে ১৩১২টি ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে।

১১.২৬ অর্থবছর ২০-এ মোট রেমিট্যান্সের সবচেয়ে বেশি (শতকরা প্রায় ২২.০৬ ভাগ) আসে সৌদি আরব থেকে, এর পরে সংযুক্ত আরব আমিরাত (শতকরা ১৩.৫৮ ভাগ), যুক্তরাষ্ট্র (শতকরা ১৩.২০ ভাগ), কুয়েত (শতকরা ৭.৫৪ ভাগ), যুক্তরাজ্য (শতকরা ৭.৫ ভাগ), ওমান (শতকরা ৬.৮১ ভাগ) এবং মালয়েশিয়া (শতকরা ৬.৭৬ ভাগ) থেকে আসে। এছাড়া অন্যান্য দেশ থেকে শতকরা ২২.৫৫ ভাগ রেমিট্যান্স আসে। অর্থবছর ২০-এর প্রধান রেমিট্যান্স প্রেরণকারী দেশসমূহের অবস্থান চার্ট ১১.৬-এ দেখানো হয়েছে।

বৈদেশিক সাহায্য

১১.২৭ বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমাণ অর্থবছর ১৯-এর ৬৫৪২.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১২.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ৭৩৮১.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (সারণি ১১.৪)। অর্থবছর ২০-এ বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৭৯৭.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ২০-এ খাদ্য সাহায্যের

চার্ট ১১.৫ আমদানি ব্যয়ের গতিধারা

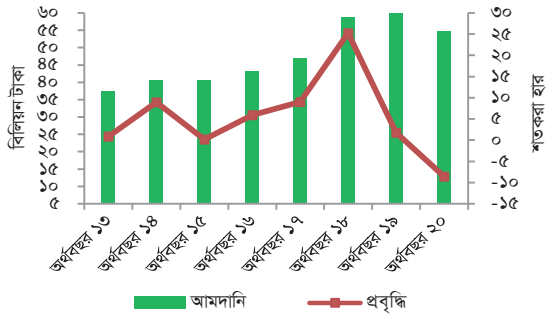

উৎস : এনবিআর-এর তথ্য থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

সারণি ১১.৩ বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত

(ভিত্তি : অর্থবছর ০৬=১০০)

বছর	রপ্তানি মূল্য সূচক	আমদানি মূল্য সূচক	পণ্য বাণিজ্য শর্ত
অর্থবছর ০৮	১১৬.৩৪	১৩১.৪২	৮৮.৫৩
অর্থবছর ০৯	১২৫.১৩	১৪০.৩৫	৮৯.১৬
অর্থবছর ১০	১৩২.৬৪	১৪৮.৩২	৮৯.৪৩
অর্থবছর ১১	১৪৬.৪১	১৬৬.৫১	৮৭.৯৩
অর্থবছর ১২	১৫১.৭১	১৭৬.৪৪	৮৫.৯৮
অর্থবছর ১৩	১৬৩.০৪	১৮৯.৬২	৮৫.৯৮
অর্থবছর ১৪	১৭২.০৯	২০০.৩৭	৮৫.৮৯
অর্থবছর ১৫	১৮২.৪০	২১২.৩৭	৮৫.৮৯
অর্থবছর ১৬	১৯৫.৯৫	২২৪.৯৪	৮৭.১১
অর্থবছর ১৭	২০৬.৬১	২৩৭.১৮	৮৭.১১
অর্থবছর ১৮	২১৪.৩১	২৪৬.০৩	৮৭.১১
অর্থবছর ১৯	২২৫.৯৫	২৫৯.৩৮	৮৭.১১
অর্থবছর ২০	২৩৭.২৮	২৭৭.০৩	৮৫.৬৫

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

চার্ট ১১.৬ অর্থবছর ২০-এ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ

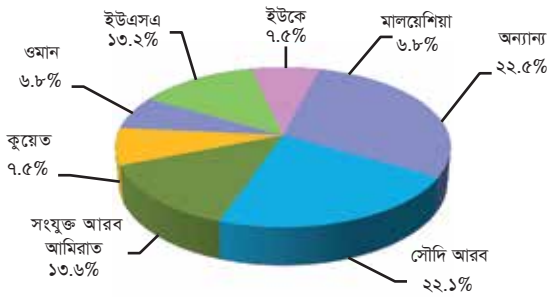

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ।

বিতরণ ছিল ১০.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার পরিমাণ অর্থবছর ১৯-এ ছিল ২২.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ২০-এ প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৩৭১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল ৬৫২০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১১.২৮ ৩০ জুন ২০২০-এ মোট বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪০৯৫.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অর্থবছর ২০-এর জিডিপির শতকরা ১৩.৪ ভাগ) যেখানে অর্থবছর ১৯-এর ৩০ জুন পর্যন্ত এর পরিমাণ ছিল ৩৮৪৭৫.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অর্থবছর ১৯-এর জিডিপির শতকরা ১২.৭ ভাগ)। অর্থবছর ২০-এ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৩৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (আইএমএফ থেকে পুনঃক্রয় ব্যতীত) যা অর্থবছর ১৯-এর ১৫৯৩.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ১৪০.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা শতকরা ৮.৮ ভাগ বেশি। অর্থবছর ২০-এ মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি (এমএলটি) আসল এবং সুদ বাবদ যথাক্রমে ১২৫৬.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ৪৭৭.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করা হয়, যার পরিমাণ অর্থবছর ১৯-এ ছিল যথাক্রমে ১২০২.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ৩৯১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ২০-এ ঋণ পরিশোধের পরিমাণ রপ্তানি আয়ের শতকরা ৫.৩ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল শতকরা ৪.০ ভাগ।

বৈদেশিক মুদ্রা বাজার কার্যক্রম ও মুদ্রা বিনিময় হারের গতিবিধি

১১.২৯ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ২০-এ স্থানীয় আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৮৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে এবং ৮৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে। অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎপর তারল্য ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণের কারণে বৈদেশিক বিনিময় বাজার কার্যক্রমে স্থিতিশীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

১১.৩০ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ বলতে প্রধান প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা (জি-৭), সংরক্ষিত স্বর্ণ, এবং স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস্ (এসডিআর)-এর সমষ্টিকে বোঝায়। অর্থবছর ২০-এর শুরুর দিকে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ছিল ৩২.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বছর শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬.০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

সারণি ১১.৪ বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি এবং দায় পরিশোধ#

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিবরণ	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯*	অর্থবছর ২০*
১। প্রাপ্তি	৬৩৬৯.৪	৬৫৪২.৬	৭৩৮১.৭
ক) খাদ্য সাহায্য	১৩.৫	২২.৬	১০.৭
খ) প্রকল্প সাহায্য	৬৩৫৫.৯	৬৫২০.০	৭৩৭১.০
২। পরিশোধ (মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি)	১৪০৯.২	১৫৯৩.৮	১৭৩৪.০
ক) আসল	১১১০.৪	১২০২.৩	১২৫৬.৫
খ) সুদ	২৯৮.৮	৩৯১.৫	৪৭৭.৪
৩। জুন শেষে বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি	৩৩৫১১.৮	৩৮৪৭৫.৫	৪৪০৯৫.১
৪। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি	১২.২	১২.৭	১৩.৪
৫। রপ্তানির শতকরা হিসেবে বৈদেশিক ঋণ (মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি) পরিশোধ	৩.৯	৪.০	৫.৩

#আইএমএফ থেকে গৃহীত লোন ব্যতীত।
* সংশোধিত,
উৎস : অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

১১.৩১ বন্ড (সভ্রেন, সুপরান্যাশনাল, অধিক স্বনামধন্য বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত), ইউএস গভর্নমেন্ট টি-বিল ও নোট এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বনামধন্য বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি ডিপোজিটে বিনিয়োগের মাধ্যমে বহিঃসম্পদের পোর্টফোলিও বহুমুখী করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বিনিয়োগ থেকে বাংলাদেশের ব্যাংক সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। বাংলাদেশ ব্যাংক নিউইয়র্ক ফেড-এর রেপো প্রক্রিয়ায়ও অংশগ্রহণ করে থাকে, যা খুব কম ঝুঁকিতে সংগত মুনাফা অর্জনে আকর্ষণ করে। অধিকন্তু, বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ থেকে রপ্তানিকারকদের সহায়তার মাধ্যমে রপ্তানি খাতের প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানি উন্নয়ন ফান্ড (ইডিএফ) এবং গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (জিটিএফ) গঠন করে। তাছাড়া, দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ)-এর আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা (এলটিএফ)

নামে একটি পৃথক প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন করছে।

মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

১১.৩২ বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কার্যক্রম পদ্ধতি স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় আর্থিক বাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিসমূহের বিভিন্ন মূল দিকসমূহের দ্বারা জোরালোভাবে প্রভাবিত হয়। নীতিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে- আর্থিক নীতি কাঠামো, বিনিময় হার নীতি ও ব্যবস্থা, বৈদেশিক ঋণ অবস্থা এবং ভূ-রাজনৈতিক চিত্র। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইনস্ (আরএমজি) অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামূলক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণত বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ রাখে। বাংলাদেশ ব্যাংক অন্য পক্ষের সাথে লেনদেনে ঝুঁকি সর্বনিম্ন করার উদ্দেশ্যে তার মজুদকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত এজেন্সি কর্তৃক (স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুওর, মুডিস্ এবং ফিচ) নির্ধারিত ভালো ঋণ মানের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে বিনিয়োগ করেছে। বৈদেশিক বিনিময় হার ঝুঁকি সর্বনিম্ন এবং মজুদ মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার বিন্যাসকে প্রধান প্রধান মুদ্রায় বহুমুখী করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক ও বিনিময় হার নীতির উন্নয়নের সাথে তাল মিলাতে সময়ে সময়ে তা পুনঃমূল্যায়ন করা হচ্ছে। সরকার ও অন্যান্যদের বাধ্যতামূলক পরিশোধ মেটাতে পর্যাপ্ত তারল্য সংরক্ষণের পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার মজুদকে দুটি শ্রেণি যথাঃ তারল্য শ্রেণি এবং বিনিয়োগ শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।

১১.৩৩ রিজার্ভ ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইনস্ (RMG) মোতাবেক সুদ হার ও বিনিময় হার ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে সতর্কতার সাথে বিনিয়োগ সময়সীমা এবং মুদ্রা লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণ করা হয় যেখানে কার্যক্রম ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে মজুদ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রম তিনটি স্বতন্ত্র রিপোর্টিং ইউনিট যথা ফ্রন্ট অফিস, মিডল অফিস এবং ব্যাক অফিসের মধ্যে বিভক্ত করা হয়। যাহোক, নির্ধারিত তারল্য সীমাবদ্ধতা এবং বাজার ও ঋণ ঝুঁকি সীমার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক তার পোর্টফোলিও বিনিয়োগকে বিভিন্ন খাত যেমন-স্বর্ণ, টি-বিল, রেপো, স্বল্প মেয়াদি ডিপোজিট, উচ্চ রেটিং সম্পন্ন সভ্রেন, সুপার ন্যাশনাল এবং কর্পোরেট বন্ডে বহুমুখীকরণ করেছে। বিদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে তহবিল জমা ও বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদা বিচক্ষণ ও সতর্কতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে।

সারণি ১১.৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

মাস	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
জুলাই	২৫৪৬৯	৩০০৩৯	৩২৯৯৪	৩২০৭৯	৩২০৯৩
আগস্ট	২৬১৭৫	৩১১৬৫	৩৩৫৯৬	৩২৯২৫	৩২৭৭৬
সেপ্টেম্বর	২৬৩৭৯	৩১৩৮৬	৩২৮১৭	৩১৯৫৬	৩১৮৩৩
অক্টোবর	২৭০৫৮	৩১৮৯৫	৩৩৪৫৩	৩২০৭৮	৩২৪৩৮
নভেম্বর	২৬৪০৮	৩১৩৭১	৩২৬২৪	৩১০৫৬	৩১৭২৯
ডিসেম্বর	২৭৪৯৩	৩২০৯২	৩৩২২৭	৩২০১৬	৩২৬৮৯
জানুয়ারি	২৭১৩৯	৩১৭২৪	৩২৬৯৫	৩১২৭৮	৩২৩৮১
ফেব্রুয়ারি	২৮০৫৯	৩২৫৫৭	৩৩৩৬৯	৩২২৩৪	৩২৯৮৭
মার্চ	২৮২৬৬	৩২২১৫	৩২৪০২	৩১৭৫৩	৩২৫৭০
এপ্রিল	২৯১০৬	৩২৫১৯	৩৩০৯৬	৩২১২৩	৩৩১১১
মে	২৮৮০৩	৩২২৪৬	৩২৩৪৯	৩১৩৪৫	৩৩৪১০
জুন	৩০১৬৮	৩৩৪৯৩	৩২৯৪৪	৩২৭৩৬	৩৬০৩৭

উৎস : একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (ACU) এর আওতায় লেনদেন

১১.৩৪ অর্থবছর ২০-এ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (ACU) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের মোট লেনদেনের নিট পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। ACU সদস্যভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১৯৩.৫৪ মিলিয়ন ACU ডলার থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ১৯৪.১২ মিলিয়ন ACU ডলারে দাঁড়ায় এবং ACU সদস্যভুক্ত

দেশসমূহে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ শতকরা ১৯.৩৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৫৬৮০.৯০ মিলিয়ন ACU ডলারে দাঁড়ায়। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (ACU) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের মোট লেনদেনের চিত্র থেকে দেখা যায় যে, অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ নিট দেনাদার ছিল। ACU এর আওতায় বিগত তিন বছরে বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ সারণি ১১.৬ এ দেখানো হলো।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন

১১.৩৫ এপ্রিল, ২০১২-এ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ)-এর নির্বাহী বোর্ড বাংলাদেশের জন্য ৩-বছর মেয়াদি Extended Credit Facility (ECF) -এর অধীনে ৬৩৯.৯৬ মিলিয়ন এসডিআর অনুমোদন করেছিল। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ ইসিএফ গ্রহণ করেছে। অক্টোবর, ২০১৫-এ বাংলাদেশ ECF-এর শেষ কিস্তি গ্রহণ করেছিল। সম্প্রতি, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ)-এর নির্বাহী বোর্ড, র‍্যাপিড ফাইন্যান্সিং ইন্সট্রুমেন্ট (RFI) এর অধীনে ৩৫৫.৫৩ মিলিয়ন এসডিআর অনুমোদন করেছে এবং ২৯ মে ২০২০-এ বাংলাদেশের জন্য র‍্যাপিড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি (RCF) -এর অধীনে ১৭৭.৭৭ মিলিয়ন এসডিআর বিতরণ করেছে। বাংলাদেশ র‍্যাপিড ফাইন্যান্সিং ইন্সট্রুমেন্ট (RFI) -এর জন্য নির্ধারিত ৩৫৫.৫৩ মিলিয়ন এসডিআর এবং র‍্যাপিড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি (RCF)-এর জন্য নির্ধারিত ১৭৭.৭৭ মিলিয়ন এসডিআর এর পুরোটাই উত্তোলন করেছে। অক্টোবর ২০১৭-এ ECF-এর পরিশোধ শুরু হয়েছিল। অর্থবছর ২০-এ ECF-এর অধীনে পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯১.৪২৩০ মিলিয়ন এসডিআর। অর্থবছর ২০-এর শেষে আইএমএফ-এর ECF-এর অধীনে বকেয়া দায়ের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬৬.২৫৬৩ মিলিয়ন এসডিআর (সারণি ১১.৭)। অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ আইএমএফ-কে সার্ভিস চার্জ বাবদ ৫.৬৯৯২ মিলিয়ন এসডিআর পরিশোধ করে। জুন ২০২০ শেষে আইএমএফ-এর মোট বকেয়া স্থিতির পরিমাণ ৯৯৯.৫৬ মিলিয়ন এসডিআর-এ দাঁড়ায়। কোটা সংক্রান্ত ১৪ তম সাধারণ প্রতিবেদন অনুসারে আইএমএফ-এ বাংলাদেশের জন্য কোটা হচ্ছে ১০৬৬.৬ মিলিয়ন এসডিআর।

সারণি ১১.৬ এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতাধীন বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

লেনদেনের শিরোনাম	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	শতকরা পরিবর্তন
প্রাপ্তি (রপ্তানি)	১৮৯.২১ (১৫৮৪.০৯)	১৯৩.৫৪ (১৬৩৫.৩৭)	১৯৪.১২ (১৬৪৮.০৮)	০.৩০%
পরিশোধ (আমদানি)	৮০৮৮.৫২ (৬৭৭১৮.৪৮)	৭,০৪২.৯০ (৫৯৫১২.৫২)	৫,৬৮০.৯০ (৪৮২৩০.৮৩)	-১৯.৩৪%
নিট ঃ ঘাটতি (-)/ উদ্বৃত্ত (+)	-৭,৮৯৯.৩১ (-৬৬,১৩৪.৩৯)	-৬,৮৪৯.৩৬ (-৫৭,৮৭৭.১৫)	-৫,৪৮৬.৭৮ (-৪৬,৫৮২.৭৫)	-১৯.৮৯%

নোট : ১) বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ বিলিয়ন টাকা নির্দেশ করে।
২) এসিইউ ডলার=১ মার্কিন ডলার; ১ মার্কিন ডলার = ৮৪.৫০০ টাকা।

সারণি ১১.৭ আইএমএফ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদির বিপরীতে বকেয়া দায়ের স্থিতি

(মিলিয়ন এসডিআর)

সুবিধাদি	জুন ২০২০ পর্যন্ত উত্তোলন/ক্রয়	জুন ২০১৯ শেষে বকেয়া দায়ের স্থিতি	অর্থবছর ২০-এ পরিশোধ	জুন ২০২০ শেষে বকেয়া দায়ের স্থিতি
ইসিএফ	৬৩৯.৯৬	৫৫৭.৬৭৯৩	৯১.৪২৩০	৪৬৬.২৫৬৩
আরএফআই	৩৫৫.৫৩	--	--	৩৫৫.৫৩
আরসিএফ	১৭৭.৭৭	--	--	১৭৭.৭৭
মোট	১১৭৩.২৬	৫৫৭.৬৭৯৩	৯১.৪২৩০	৯৯৯.৫৫৬৩

উৎস : ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক মুদ্রা নীতিমালার মুখ্য পরিবর্তন

১১.৩৬ অর্থবছর ২০-এ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থা সহজীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গৃহীত পদক্ষেপের দরুন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ-

- **রিফান্ড লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত ব্যাংক চার্জ সমন্বয়করণ প্রসঙ্গে:** রিফান্ড লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত ব্যাংক চার্জকে সাধারণ চার্জ হিসেবে গণ্য করা হয়। রিফান্ড লেনদেনের ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যাংক চার্জ হ্রাসকরণকে সমন্বয় করতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, এ সাধারণ ব্যাংক চার্জ (প্রকৃত) অসমন্বিত বিলম্বিত বিল অব এন্ট্রি সমাধানে ব্যবহার করা হবে। অথোরাইজড্ ডিলারগণ (ADs) ব্যাংকসমূহের এ রিফান্ড এবং হ্রাসকৃত ব্যাংক চার্জকে IMP (ফরম)-এর বিপরীতে Online

Import Monitoring System (OIMS)-এ যথাক্রমে "রিফান্ড" ও "ব্যাংক চার্জ" মেন্যুতে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রয়োগে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

- **Private Foreign Currency Account -এর স্থিতি ব্যবহার করে বাণিজ্য নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে:** আমদানি নীতির নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে Private Foreign Currency Account-এর তহবিল গ্রহণযোগ্য আমদানি পরিশোধের জন্য ব্যবহারযোগ্য। কর কর্তন নীতি অনুসারে এটি বৈধ সেবা পরিশোধের জন্য গ্রহণযোগ্য। Private Foreign Currency Account-এর তহবিল অগ্রিম পরিশোধ ভিত্তিতে আমদানি দায় (পণ্য/সেবা) পরিশোধে ব্যবহার করা যাবে।

- **বিদেশে ব্যক্তিগত ভ্রমণ উপলক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণ প্রসঙ্গে:** বাংলাদেশি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির অনুকূলে এক পঞ্জিকা বৎসরে অঞ্চল নির্বিশেষে জনপ্রতি ১২০০০ মার্কিন ডলার বা সমমান পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণের প্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণের ক্ষেত্রে অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

- **বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের নীতিমালা:** দেশের ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবেশকৃত বৈদেশিক মুদ্রায় সরকার ২ (দুই) শতাংশ নগদ সহায়তা ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের গুরুত্ব বিবেচনায় বৈধ উপায়ে দেশে প্রত্যাবাসন উৎসাহিত করার জন্য প্রেরিত রেমিট্যান্সের বিপরীতে সরকার কর্তৃক প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। একজন প্রবাসীর রেমিট্যান্সের উপর প্রতিবারে সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) মার্কিন ডলার/ সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অথবা ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকার জন্য উল্লিখিত হারে কোনো প্রকার কাগজপত্র ব্যতিরেকে প্রণোদনা সুবিধা প্রযোজ্য হবে। এ প্রণোদনা ১ জুলাই ২০১৯ হতে কার্যকর হবে।

- **সরাসরি এবং প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বিল বৈদেশিক মুদ্রায় ডিসকাউন্টিং প্রসঙ্গে:** জিএফইটি-২০১৮, অনুচ্ছেদে অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং কার্যক্রমে অফশোর ব্যাংকিং-এর তহবিল স্থানান্তরের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়। এমতাবস্থায়, অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম বিষয়ক সংশোধিত নির্দেশনার ওবিইউ-এর মাধ্যমে বিল ডিসকাউন্টিং-এর অর্থ সংস্থানের বিদ্যমান সাধারণ প্রাধিকার বাতিল বলে বিবেচিত হবে মর্মে স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে।

- **বিদেশি মালিকানাভুক্ত/নিয়ন্ত্রিত এ দেশীয় কোম্পানির তাদের মূল কোম্পানি/শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে চলতি মূলধনী ঋণ গ্রহণ প্রসঙ্গে:** গাইডলাইন্সের বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী বিদেশি মালিকানাভুক্ত/ নিয়ন্ত্রিত এ দেশীয় কোম্পানি তাদের মূল কোম্পানি/শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে এক বছর মেয়াদে চলতি মূলধনী ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

- **ডিজিটাল ওয়ালেট-এর মাধ্যমে বহির্মুখী রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রাধিকার সীমা বর্ধিতকরণ প্রসঙ্গে:** এফই সার্কুলার অনুযায়ী, এডি ব্যাংকসমূহ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যয় বাবদ স্বতন্ত্র মোবাইল অ্যাপস/ গেইমস্ প্রস্তুতকারক /ফ্রিল্যান্সারগণ OPGSPs-এর মাধ্যমে পরিচালিত তাদের national accounts (digital wallet) দিয়ে প্রাধিকার সীমা ৫০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত ছাড় করতে পারবে।

- **Online Payment Gateway Service Providers (OPGSPs)-এর মাধ্যমে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসন করা প্রসঙ্গে:** Online Payment Gateway Service Providers (OPGSPs) গণের অনুকূলে অদৃশ্যাকারে ক্ষুদ্র সেবা রপ্তানি বাবদ প্রত্যাবাসিত মূল্যের সীমা লেনদেন প্রতি ৫০০০ মার্কিন ডলার হতে ১০,০০০ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

- **অর্থবছর ২০-এ রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান:** দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার চলতি অর্থবছর ২০-এ জাহাজীকৃত ৩৫টি বিভিন্ন পণ্য রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে।

- **কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল হোম ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স পণ্য রপ্তানিতে ভর্তুকি প্রদান প্রসঙ্গে:** সরকার দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল হোম ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স পণ্য রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ভর্তুকি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও মানদণ্ড ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

- **বিদেশে অনুষ্ঠিত সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং ইত্যাদিতে বেসরকারি খাতে অংশগ্রহণকারীদের অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণ প্রসঙ্গে :** বেসরকারি খাতে অংশগ্রহণকারীদের অনুকূলে বিদেশে অনুষ্ঠিত সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের নিমিত্তে জনপ্রতি দৈনিক মার্কিন ডলার ৪০০ হারে ছাড় করার বিষয়ে এডি ব্যাংকসমূহকে প্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

- **নতুন ১৩ ডিজিট BINs সম্পন্ন নিবন্ধন সংখ্যাবিহীন কোন আমদানিকারকের পক্ষে ঋণপত্র ইস্যু না করা প্রসঙ্গে:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৯/৯/২০১৯ তারিখের নির্দেশনা অনুসারে এডি ব্যাংকসমূহ ১৩ ডিজিট BIN (Business Identification Number) সম্পন্ন ভ্যাট নিবন্ধন ছাড়া আমদানিকারকদের পক্ষে ঋণপত্র ইস্যু না করার জন্য এনবিআরের পক্ষ হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- **ওমরাহ্ হজ্বের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণ প্রসঙ্গে:** এডি ব্যাংকসমূহ রেমিট্যান্সের বহিঃপ্রবাহকে প্রভাবিত করতে পারে। ধর্ম মন্ত্রণালয় ওমরাহ্ হজ্ব প্যাকেজ বিক্রির জন্য উমরাহ হজ্ব প্রতিনিধির পক্ষে লাইসেন্স প্রদান করে সৌদি আরবের দাপ্তরিক ওমরাহ হজ্ব সেবা প্রতিনিধি প্রদানকারীদের সাথে কতিপয় নির্দেশনা মেনে হাজিরা ওমরাহ হজ্ব পালন করতে পারে।

- **চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা শিল্প খাতে Export Development Fund (EDF)-এর সীমা নির্ধারণ প্রসঙ্গে:** অনুমোদিত ডিলারগণ চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা শিল্পে উৎপাদনকারী রপ্তানিকারকদের একক ঋণগ্রহীতাকে সর্বোচ্চ ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত Export Development Fund (EDF) হতে ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

- **Export Development Fund (EDF) হতে প্রদানকৃত ঋণের সুদের হার প্রসঙ্গে:** রপ্তানি বাণিজ্যকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে এডি ব্যাংকসমূহকে EDF হতে ঋণের সুদের হার ছয়-মাস মেয়াদে মার্কিন ডলার LIBOR+০.৫০% রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যদিও এডি ব্যাংকসমূহ সার্কুলারের তারিখ হতে রপ্তানি প্রস্তুতকারকদের কাছে ঋণ বিতরণে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ছয়-মাস মেয়াদে মার্কিন ডলার LIBOR+১.৫০% চার্জ আরোপ করবে।

- **Export Development Fund (EDF)-এর সীমা বর্ধিতকরণ প্রসঙ্গে:** এডি ব্যাংকগণ BKMEA -এর উৎপাদনকারী রপ্তানিকারক মিল সদস্যদের বৈদেশিক মুদ্রায় কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য Export Development Fund (EDF) হতে ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ধার দিতে পারবে।

- **Export Development Fund (EDF) হতে প্রদানকৃত ঋণের সুদের হার প্রসঙ্গে:** বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের একই সার্কুলার নং ৪৫ সুদের হার প্রসঙ্গে, কোভিড-১৯

এর ফলে সৃষ্ট অচলাবস্থার কারণে রপ্তানি বাণিজ্যকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এডি ব্যাংকসমূহকে EDF হতে ঋণের সুদের হার বার্ষিক এক শতাংশ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যদিও এডি ব্যাংকসমূহ রপ্তানি প্রস্তুতকারকদের কাছে ঋণ বিতরণে বার্ষিক দুই শতাংশ চার্জ আরোপ করবে।

- **আমদানি উদারীকরণ/ সহজীকরণের জন্য অগ্রিম পরিশোধ:** আমদানি উদারীকরণ/সহজীকরণের জন্য অগ্রিম পরিশোধ ভিত্তিতে আমদানির বিদ্যমান সীমা মার্কিন ডলার ৫,০০০ অথবা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা হতে বৃদ্ধি করে ১০,০০০ মার্কিন ডলার অথবা সমমূল্যের অন্য বৈদেশিক মুদ্রায় নির্ধারণ করা হয়েছে।

- **অনলাইনে মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার প্রসঙ্গে:** এডি ব্যাংকসমূহকে অনলাইনে ক্যাসিনো/জুয়া, ফরেক্স/স্টক্ বিনিময়, লটারির টিকেট ক্রয়-বিক্রয়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পণ্য/সেবা ক্রয় প্রভৃতি খাতে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অবৈধ অনলাইন লেনদেনসমূহ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

- **বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশি কোম্পানির এ দেশীয় শাখা অফিস/লিয়াজোঁ অফিসে কর্মরত নাগরিকদের নামে পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে বেতন বাবদ অর্থ হস্তান্তর প্রসঙ্গে:** বেতন প্রদানকে সহজীকরণের জন্য, GEFT ২০১৮ এর নির্দেশনা অনুসরণ করে বিডার (BIDA) অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশি কোম্পানির এ দেশীয় শাখা অফিস বা লিয়াজোঁ অফিসে কর্মরত বিদেশি নাগরিকের নামে পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে অনুমোদিত বেতন বৈদেশিক মুদ্রায় জমা করা যাবে।

- **আইটি/সফট্ওয়্যার ফার্মের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন :** বেসিস অনুমোদিত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মের মাধ্যমে পরিশোধের জন্য তথ্য প্রযুক্তি খাতে কতিপয় সেবা ক্রয়ের নিমিত্তে আন্তর্জাতিক কার্ড ব্যবহার করে ৮,০০০ মার্কিন ডলারসহ বাৎসরিক বরাদ্দ ৩০,০০০ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি করে ৪০,০০০ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

- **মুদ্রা/নোট আমদানি এবং রপ্তানি প্রসঙ্গে:** বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আসা যাত্রীগণ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা আনার ক্ষেত্রে কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট ঘোষণা ব্যতিরেকে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা আনার সীমা ৫,০০০ মার্কিন ডলার অথবা সমমূল্যের মুদ্রা হতে বৃদ্ধি করে ১০,০০০ মার্কিন ডলার অথবা সমমূল্যের মুদ্রায় নির্ধারণ করেছে।

- **EPZ/EZ//HTP এলাকার কোম্পানিতে কর্মরত বিদেশি নাগরিকের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে তাদের প্রাপ্ত বেতন হস্তান্তর প্রসঙ্গে:** এডি ব্যাংকসমূহ GFET এর বিধান অনুযায়ী EPZ/EZ//HTP এলাকার কোম্পানিতে কর্মরত বিদেশি নাগরিকের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে তাদের প্রাপ্ত নিট আয় জমা করার সাধারণ প্রাধিকার ঘোষিত হয়েছে।

- **আমদানি দায় পরিশোধের নিমিত্ত অন্তর্মুখী রেমিট্যান্সের ব্যবহার প্রসঙ্গে:** আমদানি পণ্য সম্পূর্ণ/ আংশিক গৃহীত হওয়ার কারণে এলসি/ চুক্তি/ আইএমপি অসমন্বিত থাকলে সেক্ষেত্রে যে কোন বিদেশি সরবরাহকারীর ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরিত অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স ব্যবহার করে তা সমন্বয় করার সুযোগ ঘোষিত হয়েছে।

- **বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের বিদ্যমান বিধিবিধান শিথিলিকরণ প্রসঙ্গে:** এক্ষেত্রে, আমদানির ক্ষেত্রে বিল অব এন্ট্রি দাখিল করার সময় ৬০ দিন, ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের মেয়াদ ১৮০ দিন, অনুমোদনের জন্য অতিরিক্ত ১৮০ দিন, ইডিএফ ঋণ আবেদনের সময়সীমা ৯০ দিন থেকে ১৮০ দিনে বৃদ্ধি এবং ১০ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্টে রপ্তানি বিল

প্রত্যাবাসনের নিমিত্তে এডি ব্যাংকসমূহকে সাধারণ প্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

- **বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের বোনাস বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বিদেশে প্রেরণ প্রসঙ্গে:** বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের বোনাস বাবদ প্রাপ্ত অর্থের ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত প্রযোজ্য কর কর্তন সাপেক্ষে বিদেশে একসাথে প্রেরণ করা যাবে মর্মে সাধারণ প্রাধিকার ঘোষিত হয়েছে।

- **শিল্প পণ্যের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ইউজেন্স সময়সীমা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে:** বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে গ্রাহকের প্রকৃত চাহিদা বিবেচনায় শিল্প পণ্যের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ইউজেন্স সময়সীমা ১৮০ দিন হতে ৩৬০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সাধারণ প্রাধিকার ঘোষিত হয়েছে।

- **জীবনরক্ষাকারী ঔষধ আমদানির জন্য অগ্রিম পরিশোধ প্রসঙ্গে:** বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ নিবারণের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত জীবন রক্ষাকারী ঔষধ, চিকিৎসা কিট/যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসামগ্রী আমদানিকল্পে এডি ব্যাংকসমূহের অনুকূলে ৫,০০,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত অথবা সমমূল্যের অন্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ গ্যারান্টি ব্যতিরেকে অগ্রিম পরিশোধের সাধারণ প্রাধিকার ঘোষিত হয়েছে।

- **ইউরো মুদ্রায় Green Transformation Fund গঠন প্রসঙ্গে:** বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রিন/পরিবেশবান্ধব শিল্পে পুনঃঅর্থায়ন করার জন্য বিদ্যমান ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পাশাপাশি নতুনভাবে ২০০ মিলিয়ন ইউরো মুদ্রায় Green Transformation Fund গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে এডি ব্যাংকগণ GTF হতে EURIBOR +১% হারে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

- **বিদেশি মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের বিদেশ হতে কার্যকরী মূলধনী ঋণ গ্রহণ প্রসঙ্গে:** কোভিড-১৯ এর ফলে উদ্ভূত অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশি মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর তিন মাসের বেতন/মজুরি পরিশোধের নিমিত্ত তাদের প্রধান কার্যালয়/বিদেশি শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে এক বছরের জন্য কার্যকরী মূলধনী ঋণ গ্রহণ করতে পারবে যা পরে আরও এক বছর পর্যন্ত বর্ধিত করার সুযোগ পাবে।

- **Realization clause সহযোগে এলসি স্থাপন প্রসঙ্গে:** বর্তমান বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর ফলে উদ্ভূত লকডাউন অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশেষায়িত অঞ্চলের বাইরে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকের পক্ষে কাঁচামাল আমদানির জন্য realization clause সহযোগে এলসি স্থাপন করা যাবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

- **বার্ষিক ভ্রমণ কোটার আওতায় আন্তর্জাতিক ডেবিট কার্ড ইস্যু প্রসঙ্গে:** এডি ব্যাংকগণ গ্রাহকের বার্ষিক ব্যক্তিগত ভ্রমণ কোটার আওতায় পাসপোর্টে এন্ডোর্সমেন্ট এবং অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে তাদের অনুকূলে আন্তর্জাতিক ডেবিট কার্ড ইস্যু করতে পারবে মর্মে সাধারণ প্রাধিকার ঘোষিত হয়েছে।

- **নিজস্ব উৎস হতে প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বিল ডিসকাউন্টিং প্রসঙ্গে:** এডি ব্যাংকগণ এখন হতে নিজস্ব অর্থ দিয়ে প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বিল ডিসকাউন্টিং করতে পারবে মর্মে প্রাধিকার ঘোষিত হয়েছে। তবে উক্ত অর্থ দায়মুক্ত হতে হবে।

- **বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে প্রাপ্ত বেতন হস্তান্তর প্রসঙ্গে:** এফসি হিসাব হতে লেনদেন পরিচালনা সহজীকরণের জন্য, GFET-এর কিছু নির্দেশনা অনুযায়ী বিদেশি

নাগরিকের নামে পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে অনুমোদিত সর্বোচ্চ জমা ৭৫ শতাংশ সমান বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমা করা যাবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

- **ওপেন অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থায় রপ্তানি প্রসঙ্গে:** রপ্তানিকারকদের অর্থায়ন সুবিধায় প্রবেশগম্যতা সহজ করার জন্য এডি ব্যাংকসমূহকে বিক্রয় চুক্তির আওতায় ওপেন অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থায় প্রযোজ্য শর্তাবলী অনুসরণপূর্বক রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন করার প্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ তত্ত্বাবধান

১১.৩৭ আর্থিক খাতের অপব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধীরা মানিলন্ডারিং, কর ফাঁকি এমনকি সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংঘটনের চেষ্টা করে বিধায় আর্থিক খাত প্রতিনিয়ত ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে থাকে। তাই আর্থিক খাতকে মানিলন্ডার ও সন্ত্রাসীদের অপব্যবহার হতে বিরত রাখার জন্য শক্তিশালী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথ আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের যথাযথ তদারকি, দেশি-বিদেশি অনুরূপ পক্ষের সাথে তথ্য বিনিময়, অপরাধীদের যথাযথ শাস্তির বিধান এবং রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয় শক্তিশালী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের গ্রাহক সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, লেনদেন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা গেলে মানিলন্ডারদের অবৈধ আর্থিক চ্যানেল ব্যবহার থেকে দূরে রাখা সম্ভব। এছাড়া, এ সকল ব্যবস্থা অর্থ পাচার রোধেও কার্যকর অবদান রাখে যা আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১১.৩৮ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধ আইন ২০০৯-এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশের পৃথক কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিএফআইইউ অর্থবছর ২০-এ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এবং তাদের পরিপালনীয় বিধি বিধান

- বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য অনুসরণীয় একটি সার্কুলার জারি করে।
- বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ই-কেওয়াইসি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করে।
- বাণিজ্যভিত্তিক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক গাইডলাইন্স প্রণয়ন বিষয়ে একটি সার্কুলার লেটার বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) জারি করে।

সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট

১১.৩৯ অর্থবছর ২০-এ রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহ বিএফআইইউতে ৩৬৭৫টি সন্দেহজনক লেনদেন/ কর্মকাণ্ড রিপোর্ট (এসটিআর/ এসএআর) দাখিল করেছে। প্রাপ্ত এসটিআরসমূহ পর্যালোচনা করে ৭৮টি গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১৯-এর বিধি-৩১-এর বিধান মোতাবেক সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ বিএফআইইউ হতে প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদনের বিষয়ে তাদের গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিএফআইইউকে অবহিত করে থাকে।

জাতীয় উদ্যোগ

- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে বিএফআইইউ অর্থবছর ২০-এ দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ পুলিশ ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।
- বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বিএফআইইউ "মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৯-২০২১" প্রণয়নের কাজটি সমন্বয় করেছে। আলোচ্য কৌশলপত্রে ১১টি কৌশল এবং উক্ত কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৩৭টি অ্যাকশন আইটেম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত কৌশলসমূহের বাস্তবায়ন বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করবে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

- মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন এবং অন্যান্য অপরাধ বিষয়ক তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে বিএফআইইউ অর্থবছর ২০-এ ৯টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। দেশসমূহ হলো গুয়াতেমালা, প্যারাগুয়ে, কাতার, টোঙ্গা, লাটভিয়া, এন্ডোরা, ইকুয়েডর, সেশেলস এবং মরিশাস। উল্লিখিত ৯টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিএফআইইউ-এ পর্যন্ত সর্বমোট ৭৭টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পন্ন করেছে।
- বিএফআইইউ অর্থবছর ২০-এ বিভিন্ন দেশের এফআইইউ হতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্যাদির জন্য ১৮টি অনুরোধ পেয়েছে এবং সবগুলো অনুরোধের জবাব প্রদান করেছে। এর পাশাপাশি বিএফআইইউ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্যাদির জন্য বিভিন্ন দেশের এফআইইউতে মোট ১০৩টি অনুরোধ প্রেরণ করেছে।
- ভুটান এবং মালদ্বীপের এফআইইউ-কে এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ প্রাপ্তিতে সহায়তার লক্ষ্যে বিএফআইইউ কো-স্পন্সর হিসেবে যথাক্রমে কোরিয়া এবং শ্রীলঙ্কার সাথে উক্ত দেশ দু'টিকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়া, ভুটান এফআইইউকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিএফআইইউ ও কোরিয়া এফআইইউ-এর একটি প্রতিনিধি দল নভেম্বর, ২০১৯-এ ভুটান ভ্রমণ করেছে।
- ভিয়েতনাম-এর আসন্ন মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশনের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের এক্সপার্ট টিমে বিএফআইইউ-এর একজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন

- বিএফআইইউ ইউনাইটেড নেশনস্ ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড এর সহায়তায় মার্চ, ২০২০-এ বাংলাদেশে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রোভাইডারদের জন্য "Enabling AML/CFT Compliance in Expanding DFS for Low-Income Segments" শীর্ষক একটি কর্মশালা আয়োজন করেছে।
- বিএফআইইউ ও ইউএন অফিস ফর কাউন্টার টেরোরিজম এর যৌথ উদ্যোগে ডিসেম্বর, ২০২০-এ "BFIU-UNOCT National Capacity Building on Countering the Financing of Terrorism Measures for Non-profit Organizations" শীর্ষক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
- বিএফআইইউ-এর উদ্যোগে নভেম্বর, ২০১৯-এ "Advanced Course on Financial Crime Investigation" শীর্ষক একটি কর্মশালা আয়োজন

করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

- বিএফআইইউ ও ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের অফিস অব ওভারসিজ প্রসিকিউটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট, এসিস্ট্যান্স এন্ড ট্রেনিং-এর যৌথ উদ্যোগে অক্টোবর, ২০১৯-এ তফসিলি ব্যাংকসমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "5th US-Bangladesh Bilateral Banking Dialogue" আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশে কার্যরত ২০টি তফসিলি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উক্ত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

- বিএফআইইউ-এর উদ্যোগে ফেব্রুয়ারি, ২০২০-এ তিনদিনব্যাপী তফসিলি ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা সম্মেলন, ২০২০ আয়োজন করা হয় যেখানে তফসিলি ব্যাংকের ১১৪ জন পরিপালন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে আয়োজিত সম্মেলনটি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিলো: "Whistle Blowing a Tool for Indentification of Financial Crime: Challeges and Opportunities".

- বিএফআইইউ-এর উদ্যোগে ডিসেম্বর, ২০১৯-এ দুইদিনব্যাপী বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা সম্মেলন আয়োজন করা হয়। লাইফ ও নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাগণ উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

- বাংলাদেশ ইন্সস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) অর্থবছর ২০-এ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ১১টি কর্মশালা আয়োজন করে এবং উক্ত কর্মশালাসমূহে বিএফআইইউ-এর প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন।

- রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত ৬৮টি কর্মশালায় বিএফআইইউ-এর প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন।

- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন/ প্রতিরোধে বিভিন্ন অংশীজন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত আর্থিক অপরাধ তদন্তের সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ৩৯টি প্রশিক্ষণে বিএফআইইউ-এর প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন।

আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় বিভিন্ন সম্মেলন/ সভা/ কর্মশালায় অংশগ্রহণ

১১.৪০ এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (এপিজি)-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ২০১৮-২০২০ মেয়াদে সংস্থাটির কো-চেয়ারের দায়িত্ব পালন করেছে এবং হেড অব বিএফআইইউ কো-চেয়ার হিসেবে উল্লিখিত সময়কালে সফলভাবে এপিজির নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। এপিজির কো-চেয়ারের দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে এপিজির ২৩তম বার্ষিক সভা জুলাই, ২০২০ এ বাংলাদেশে আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে উক্ত আয়োজনটি স্থগিত করা হয়েছে। এপিজির পাশাপাশি সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা যথা- বিএফআইইউ এগমন্ট গ্রুপ, এফএটিএফ ও বিমসটেক, ইউএনওডিসি, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও অন্যান্য দাতা সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বিএফআইইউ-এর কর্মকর্তাগণ অর্থবছর ২০-এ এসব সংস্থা ও বিদেশি এফআইইউ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন/ সভা/ কর্মশালায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে বিএফআইইউ-এর কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সম্মেলন/ সভা/ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

পেমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্

১২.১ দেশের অর্থনীতিতে অর্থ সঞ্চালনে পেমেন্ট সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি পরিণত পরিশোধ ও নিষ্পত্তিব্যবস্থা অর্থ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পরিশোধ ব্যবস্থার অবকাঠামো আর্থিক পরিষেবাসমূহকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয় যাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম এবং অর্থনৈতিক বিকাশের পথ সুগম হয়।

পেমেন্ট সিস্টেমের কার্যপরিধি

১২.২ বাংলাদেশে অর্থ পরিশোধ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস্ বিভাগ (পিএসডি) তিনটি বিষয় নিয়ে কাজ করে; যেমন অপারেশন, পলিসি ও রেগুলেশন এবং ওভারসাইট। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক চারটি প্রধান আন্তঃব্যাংক অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনা করে; এদের মধ্যে রিটেইল পরিশোধের জন্য তিনটি যথাক্রমে ১. বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন), ২. বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসিপিএস), ৩. ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি) এবং উচ্চ মূল্য পরিশোধের জন্য একটি অর্থাৎ ৪. বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (আরটিজিএস) সিস্টেম। এছাড়াও, এ বিভাগ হতে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস), ই-মানি এবং ইন্টারনেটভিত্তিক পেমেন্ট গেটওয়ে পরিষেবা প্রদানের জন্য ব্যাংক ও নন-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। বিগত দশকে ফিনটেক বা ডিজিটাল ইনোভেশন আর্থিক বাজারের রূপান্তরকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ফিনটেক একদিকে আর্থিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সার্বিক ঝুঁকি হ্রাস ও বৃহত্তর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আনয়ন করে অপরদিকে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের জন্য তা প্রযুক্তিগত নতুন ঝুঁকি তৈরি করে। উপরিউক্ত বাস্তবতা বিবেচনায়, ফিনটেক উদ্ভাবনী দক্ষতার সর্বোচ্চ ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে Regulatory Fintech Facilitation Office চালু করা হয়েছে। দেশের অর্থবাজারের লেনদেন নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ঝুঁকি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অর্থ পরিশোধ ও নিষ্পত্তি সংশ্লিষ্ট পরিষেবা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের অর্থ পরিশোধ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাকে দক্ষ, নিরাপদ ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যেই এ বিভাগের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস (BACH)

১২.৩ ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠার পর BACH দুই ধরনের আন্তঃব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমস পরিচালনা করে থাকে- বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS) এবং বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN)। উভয় ধরনের নিষ্পত্তি Deferred Net Settlement পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। কেন্দ্রীয় BACH সিস্টেম তার সদস্য ব্যাংকসমূহ হতে প্রাপ্ত ইন্সট্রুমেন্ট ও নির্দেশনা ২৪/৭ বেসিসে গ্রহণ করে পূর্ব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়া এবং নিষ্পত্তি করে থাকে। প্রত্যেক নিকাশ কার্যক্রম সম্পাদনের পর বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত প্রতিটি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট হিসাবে তা একক বহুপাক্ষিক (single multilateral) নিট অংকে নিষ্পত্তি হয়। এই সিস্টেমটি কেন্দ্রীয় প্রসেসিং সেন্টার মতিঝিল, ঢাকা এবং ডিজেস্টার রিকভারি সাইট, মিরপুর হতে পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS)

১২.৪ BACPS চেক ইমেজিং অ্যান্ড ট্রানজেকশন সিস্টেম (CIT) প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন কাগজ ভিত্তিক ইন্সট্রুমেন্ট যেমন চেক, পে-অর্ডার, ডিভিডেন্ড এবং রিফান্ড ওয়ারেন্ট ইত্যাদির ইলেকট্রনিক নিকাশ ও

সেটেলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করে। এই ইলেকট্রনিক ইন্সট্রুমেন্ট উপস্থাপন পদ্ধতি সমগ্র দেশের নিকাশ ও সেটেলমেন্ট কার্যক্রমকে একই ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিকাশ ও সেটেলমেন্ট সময়কে কমিয়ে রেগুলার ভ্যালু ইন্সট্রুমেন্টের জন্য টি+১ এবং হাই ভ্যালু ইন্সট্রুমেন্টের জন্য টি+০ করা হয়েছে।

BACPS ট্রানজেকশন অবস্থা

১২.৫ অর্থবছর ২০-এ মোট ১৭.৬১ মিলিয়ন রেগুলার ভ্যালু এবং ২.০৮ মিলিয়ন হাই ভ্যালু চেক ও অন্যান্য ইন্সট্রুমেন্ট নিষ্পত্তি করা হয় যার মূল্য যথাক্রমে ৭৯৫১.৩৭ বিলিয়ন এবং ১৩,৩৯১.৫১ বিলিয়ন টাকা। চার্ট ১২.১ এবং ১২.২ এর মাধ্যমে অর্থবছর ২০-এর নিষ্পত্তিকৃত রেগুলার ভ্যালু চেক এবং হাই ভ্যালু চেকের সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN)

১২.৬ কাগজবিহীন পরিশোধ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি নিরাপদ, গতিশীল এবং মূল্য সাশ্রয়ী লেনদেন নিশ্চিত করার জন্য ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ হতে বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) এর কার্যক্রম শুরু হয়। BEFTN প্রচলিত কাগজনির্ভর ব্যবস্থার তুলনায় অধিকতর দক্ষ ও গতিশীল আন্তঃব্যাংক নিকাশ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে BACH এর আপগ্রেডেড ভার্সনে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নিষ্পত্তি সুবিধা দিনে দুইবার করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের ক্রেডিট ট্রান্সফার যেমন- বেতন ভাতাদি, বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্স, সামাজিক নিরাপত্তা, সঞ্চয়পত্রের সুদ ও মূল অর্থ, কোম্পানি ডিভিডেন্ড, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস EFT ক্রেডিট এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়। একই সাথে ইউটিলিটি বিল পেমেন্টস, ঋণের কিস্তি প্রদান, ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম কর্পোরেট টু কর্পোরেট পেমেন্টস EFT ডেবিট এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিকভাবে EFT নেটওয়ার্ক গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে প্রত্যেক

চার্ট ১২.১ অর্থবছর ২০ এর রেগুলার ভ্যালু চেকের সংখ্যা ও মূল্যমান

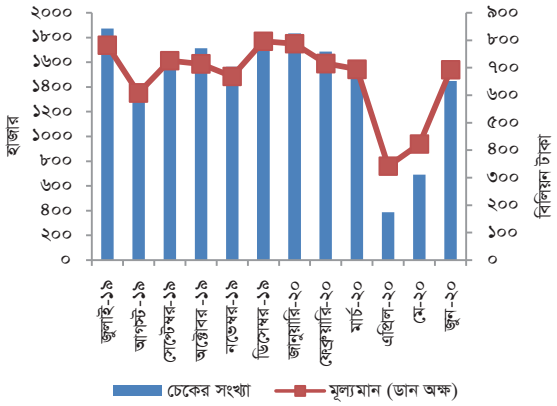

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.২ অর্থবছর ২০ এর হাই ভ্যালু চেকের সংখ্যা ও মূল্যমান

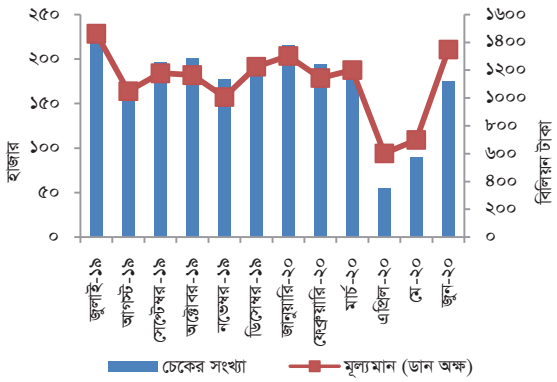

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মাসে EFT সেবার মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা, বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা যেমন- বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, স্বামী পরিত্যক্তা ও নিঃস্ব মহিলা ভাতা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম অসচ্ছলদের ভাতা পরিশোধ করেছে।

BEFTN এর লেনদেনের অবস্থা

১২.৭ অর্থবছর ২০-এ BEFTN এর মাধ্যমে ২৪৫৮.৫৪ বিলিয়ন মূল্যমানের ৫০.৪৪ মিলিয়ন ক্রেডিট ট্রানজেকশন এবং ২২৯.৬০ বিলিয়ন মূল্যমানের ৩.৭৩ মিলিয়ন ডেবিট ট্রানজেকশন হয়। এই সময়কালে,

সংখ্যা এবং পরিমাণের ভিত্তিতে ক্রেডিট ও ডেবিট ট্রানজেকশনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। চার্ট ১২.৩ এর মাধ্যমে অর্থবছর ২০ এর EFT ক্রেডিট লেনদেনের চিত্র এবং চার্ট ১২.৪ এর মাধ্যমে অর্থবছর ২০ এর EFT ডেবিট লেনদেনের চিত্র দেখানো হয়েছে।

মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS)

১২.৮ বাংলাদেশের দ্রুত অগ্রসরমান অর্থনীতির উদ্ভূত চাহিদার সাথে সাথে আর্থিক খাতের গতিশীলতাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের ব্যাপক বিস্তৃতি, তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামোভিত্তিক পরিশোধ ও আর্থিক সেবার আধুনিকায়ন, দেশব্যাপী মোবাইল নেটওয়ার্কের বিস্তার, দেশব্যাপী ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা ব্যাংক সুবিধাবঞ্চিত/স্বল্প ব্যাংক সুবিধাপ্রাপ্ত এবং স্বল্পআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্পব্যয় এবং তাৎক্ষণিক মোবাইল সেবার মাধ্যমে পরিশোধ ও আর্থিক সেবার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সুযোগ এনে দিয়েছে।

জুন ৩০, ২০২০ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪টি ব্যাংক এবং ০১ টি ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) সেবা প্রদান করছে। বর্তমানে শুধুমাত্র ব্যাংক-লেড (Bank-led) মডেলে দেশের অভ্যন্তরে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) সেবা প্রদানের অনুমোদন রয়েছে।

মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে:

(ক) মোবাইল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট পয়েন্ট, ব্যাংকের শাখা, এটিএম মেশিন, এমএফএস হিসাবের সাথে সংযুক্ত ব্যাংক হিসাব এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে মোবাইল হিসাব হতে ক্যাশ-ইন এবং ক্যাশ-আউট করা;

(খ) পারসন টু বিজনেস পেমেন্ট যেমন: বিল পেমেন্ট, মার্চেন্ট পেমেন্ট, মোবাইল টপ-আপ, ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাব/স্কিমে জমাকরণ, ব্যাংক/নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান/নন গভর্নমেন্ট মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের ঋণের কিস্তি জমাকরণ, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম জমাকরণ ইত্যাদি;

(গ) বিজনেস টু পারসন পেমেন্ট যেমন: বেতন বিতরণ, ডিভিডেন্ড/রিফান্ড ওয়ারেন্ট/ডিসকাউন্ট পেমেন্ট ইত্যাদি;

(ঘ) পারসন টু পারসন পেমেন্ট (একই অথবা ভিন্ন ভিন্ন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডারের মধ্যে একটি এমএফএস পার্সোনাল হিসাব হতে অন্য একটি পার্সোনাল এমএফএস হিসাবে ট্রান্সফার, এমএফএস হিসাব হতে ব্যাংক হিসাব বা ব্যাংক হিসাব হতে এমএফএস হিসাবে পেমেন্ট);

চার্ট ১২.৩ অর্থবছর ২০ এর ক্রেডিট এন্ট্রির সংখ্যা ও মূল্যমান

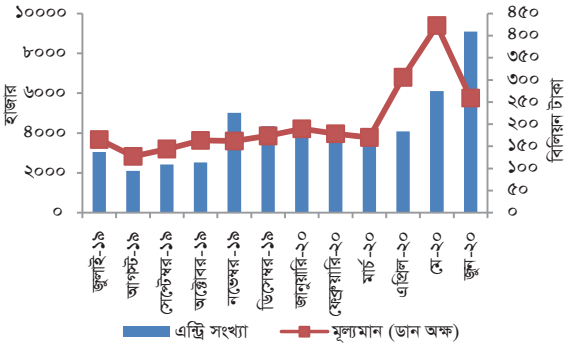

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.৪ অর্থবছর ২০ এর ডেবিট এন্ট্রির সংখ্যা ও মূল্যমান

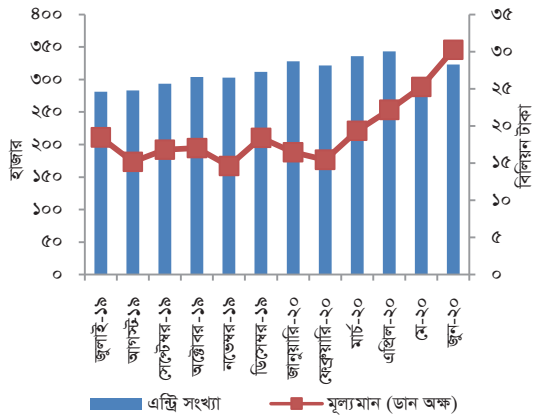

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

(ঙ) বিজনেস টু বিজনেস পেমেন্ট যেমন: ভেন্ডর পেমেন্ট, সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট পেমেন্ট ইত্যাদি;

(চ) অনলাইন এবং ই-কমার্স পেমেন্ট;

(ছ) গভর্নমেন্ট টু পারসন পেমেন্ট যেমন: পেনশন প্রদান, বয়স্ক ভাতা বিতরণ, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বিতরণ, কৃষকদের ভর্তুকির অর্থ বিতরণ ইত্যাদি;

(জ) পারসন টু গভর্নমেন্ট পেমেন্ট যেমন: ট্যাক্স, ফি, শুল্ক, টোল চার্জ, জরিমানা সংক্রান্ত পেমেন্ট ইত্যাদি;

(ঝ) দেশে আগত ফরেন রেমিট্যান্স বাংলাদেশি টাকায় সুবিধাভোগীর মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস হিসাবে বিতরণ;

(ঞ) ঋণগ্রহীতার মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস হিসাবে ঋণের অর্থ বিতরণ;

(ট) বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত অন্যান্য পেমেন্ট। সারণি ১২.২ বাংলাদেশে এমএফএস-এর বর্তমান চিত্র প্রদর্শন করে এবং চার্ট ১২.৫ এমএফএস-এর মাধ্যমে প্রদেয় বিভিন্ন আর্থিক সেবার বাজার অংশীদারিত্ব প্রদর্শন করে।

কোভিড-১৯ মহামারিকালীন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এর বিশেষ ব্যবহার

১২.৯ সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও নজিরবিহীন কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবকালে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পরিশোধ ব্যবস্থা কার্যকর রাখার মাধ্যমে জনসাধারণের নতুন নতুন চাহিদা পূরণকল্পে পরিশোধ ব্যবস্থায় নতুন নতুন বিজনেস মডেল উদ্ভাবন হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন রাখা তথা অর্থনৈতিক বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক মাধ্যম (Tool of trade) হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্বল্প আয়ের এবং উপার্জনহীন মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধরনের সরকারি সহায়তা বিতরণে মোবাইল

সারণি ১২.১ মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) লেনদেনের সীমা

বিবরণ		লেনদেনের সংখ্যা (সর্বোচ্চ)	টাকায় পরিমাণ (সর্বোচ্চ)
ক্যাশ - ইন	দৈনিক	৫	৩০,০০০/-
	মাসিক	২৫	২,০০,০০০/-
ক্যাশ - আউট	দৈনিক	৫	২৫,০০০/-
	মাসিক	২০	১,৫০,০০০/-
ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি	দৈনিক	---	২৫,০০০/-
(পিটুপি)	মাসিক	---	৭৫,০০০/-

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১২.২ বাংলাদেশে এমএফএস-এর বর্তমান চিত্র

মাস	এজেন্ট এর সংখ্যা (মিলিয়ন)	নিবন্ধিত গ্রাহকের সংখ্যা (মিলিয়ন)	সর্বমোট লেনদেনের সংখ্যা (মিলিয়ন)	লেনদেনের পরিমান (বিলিয়ন টাকা)
জুলাই, ১৯	০.৯৪	৭৩.১০	২২৭.৪১	৩৭৪.৭৭
আগস্ট, ১৯	০.৯৫	৭৩.৬০	২০৪.২২	৩৫৫.১৩
সেপ্টেম্বর, ১৯	০.৯৫	৭৫.৯৮	২১২.৩৭	৩৫৪.৩৩
অক্টোবর, ১৯	০.৯৫	৭৭.৩৯	২২৭.২৫	৩৭৭.৬৩
নভেম্বর, ১৯	০.৯৭	৭৮.৫৯	২৩০.৪২	৩৭৯.১৯
ডিসেম্বর, ১৯	০.৯৭	৭৯.৬৫	২২৭.৪২	৪০৬.৪৮
জানুয়ারি, ২০	০.৯৮	৮০.৯২	২৩০.০৯	৪২১.০৩
ফেব্রুয়ারি, ২০	০.৯৯	৮১.৮৬	২২৬.১১	৪১৩.৩৫
মার্চ, ২০	০.৯৯	৮২.৫৮	২৩৫.৮৬	৩৯৭.৮৫
এপ্রিল, ২০	১.০০	৮৪.৯৮	২১৭.৫৬	২৯০.২৯
মে, ২০	১.০০	৮৭.৯৪	২৮১.৭৮	৪৭৬.০১
জুন, ২০	১.০০	৮৮.৭	২৫৬.১০	৪৪৮.৩০

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১২.৩ বাংলাদেশে কার্ড, এটিএম, পিওএস এর সংখ্যা

টার্মিনাল	৩০ জুন ২০১৯	৩০ জুন ২০২০	প্রবৃদ্ধি (%)
কার্ড সংখ্যা	১,৭২,৩৯,৯০২	২,১৯,০৫,৭১০	২৭.০৬
এটিএম সংখ্যা	১০,৭২২	১১,০৪৭	৩.০৩
পিওএস সংখ্যা	৫২,৮৪৬	৬৫,৯৪৬	২৪.৭৯

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সুবিধাকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) লেনদেনের সীমা ও চার্জ সামঞ্জস্যকরণে নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

(ক) সরকারি সহায়তা হিসাবে শ্রমিকদের বেতন/ভাতা প্রদানের জন্য রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহকে সহজশর্তে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থ

বক্স ১২.১ বাংলাদেশে ডিজিটাল ব্যাংকিং এর সম্ভাবনা

জীবনযাপনের সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মূল ভিত্তি। বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পুরোভাগে রয়েছে আর্থিক খাত, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। আর্থিক খাতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন যা মূলত ফিনটেক হিসেবে পরিচিত, প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে অবিরত চ্যালেঞ্জ করছে। বর্তমান প্রজন্মের প্রযুক্তি ব্যবহারের আগ্রহ ও প্রযুক্তির মাধ্যমে যে কোন সেবার সহজলভ্যতা, আর্থিক খাতকে উন্নত প্রযুক্তি ভিত্তিক নতুন নতুন ব্যবসা উদ্ভাবন ও পরিচালনা করতে উৎসাহিত করেছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় এই ডিজিটাল বিপ্লবের দুটি ধারা রয়েছে (ক) ডিজিটাইজেশন এবং (খ) ডিজিটালাইজেশন। বর্তমান প্রচলিত ম্যানুয়াল এবং কাগজ নির্ভর ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় রূপান্তর করা এবং এ প্রেক্ষিতে চলমান ব্যবসার নিয়মাচার নির্ধারণ করা হলে তা ব্যাংকিং ডিজিটাইজেশন হিসেবে পরিগণিত হয়। অন্যদিকে, ব্যবসা পরিচালনা করার সম্পূর্ণ নতুন এক উপায় হল ব্যাংকিং ডিজিটালাইজেশন। প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাধাহীন ভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম/ লেনদেন ইলেক্ট্রনিক্যালি প্রক্রিয়াকরণ করাই হলো ব্যাংকিং ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশন বা ডিজিটাল ব্যাংকিং। ডিজিটাল ব্যাংকিং - ইলেক্ট্রনিক ব্যাংকিং, সাইবার ব্যাংকিং বা ভার্চুয়াল ব্যাংকিং (যে কোন স্থান হতে পরিচালনা করা যায়) হিসেবেও পরিচিত। গ্রাহক কর্তৃক সেবাটির সূচনা করার মাধ্যমে, সহজলভ্যতা, প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যয়ের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ উপযোগিতা নিশ্চিত করে, সাধারণত এই ব্যবস্থাটি 'স্ট্রেট থ্রো প্রসেসিং' প্রক্রিয়ায় কাজ করে। ব্যাংকের জন্য ডিজিটাল ব্যাংকিং পরিচালনা ব্যয় কমায়, ত্রুটি হ্রাস করে ও পরিষেবা উন্নত করে যার ফলে সার্বিকভাবে ব্যবহারকারী উন্নতমানের সেবা পান। আধুনিক প্রযুক্তি যেমন ইন্টারনেট অব থিংস, ব্লকচেইন প্রযুক্তি, অগমেন্টেড রিয়ালিটি (AR), ভার্চুয়াল রিয়ালিটি (VR), ওপেন এপিআই, বিগ ডাটা, মেশিন লার্নিং, রোবো এডভাইস, স্মার্ট কন্ট্রাক্টস এবং ক্লাউড কম্পিউটিং ইত্যাদি পৃথকভাবে অথবা একসাথে ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিকখাত এবং গ্রাহকদের জন্য অসংখ্য সুবিধা বয়ে আনতে পারে।

ডিজিটাল ব্যাংকিং এর নতুন ব্যবসায়িক মডেলটি বিশ্বব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বিশেষভাবে খুচরা পর্যায়ে। প্রথাগত ব্যাংকসমূহ গ্রাহকগণের ডিজিটাল সেবা গ্রহণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং এর সুবিধাসমূহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং তারা ব্যাংকিং খাতের ভিতর থেকে ও ব্যাংকিং খাত বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে তৈরি হওয়া নতুন প্রতিযোগিতা সম্পর্কেও অবগত। ব্যাংকগুলো এটাও বিশ্বাস করে যে, বিরাজমান এবং উদীয়মান বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের ফলে তাদের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আসবে এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাস পাবে। অন্যদিকে, ফিনটেক প্রতিষ্ঠানসমূহ নতুন পণ্য ও সেবাসমূহের উদ্ভাবন ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সফলভাবে গ্রাহকের ঐ সমস্ত চাহিদা মিটায় যা প্রথাগত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই পূরণ করতে পারেনি। অন্যান্য খাত হতে সর্বোত্তম অনুশীলনের পাশাপাশি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি অবলম্বনে তৎপরতা ফিনটেককে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাদি সৃষ্টিতে সক্ষম করেছে। বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় প্রথাগত ব্যাংক এবং ফিনটেক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমেই ডিজিটাল ব্যাংকিং এর সবচেয়ে সফল কাঠামোটি সৃষ্টি হয়েছে। বর্ধনশীল গ্রাহক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, সিঙ্গাপুর, হংকং, মালয়েশিয়া, ইউএই এবং সৌদিআরব সফলতার সাথে ডিজিটাল ব্যাংক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশেও রকেট, বিকাশ এবং অন্যান্য মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারীগণ কার্যকর সেবা প্রদানের মাধ্যমে আংশিকভাবে এ ব্যবস্থার সম্ভাবনাকে প্রমাণ করছে।

কিন্তু এটিও মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি সেবা সুবিধার পাশাপাশি ঝুঁকিও তৈরি করে। ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারেও অনেক ঝুঁকির মোকাবেলা করতে হয়। এ ব্যবস্থায় নিরাপত্তা ঝুঁকি, গোপনীয়তা লঙ্ঘন, সেবা প্রদানে অসমতা, সাইবার অপরাধ, পদ্ধতিগত ঝুঁকি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উন্নত গ্রাহক সেবা, ব্যয় কমানো এবং অধিক স্বচ্ছতার জন্য এ ধরনের আধুনিক ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা থেকে সুবিধা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক গ্রাহকগণেরও এ ব্যবস্থার সুবিধা ও ঝুঁকি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উদ্ভাবনী গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ এবং মুদ্রানীতির ট্রান্সমিশনের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনে নিয়ন্ত্রক সংস্থা সমূহকেও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহ ইতোমধ্যেই ডিজিটাল ব্যাংকিং এর গুরুত্ব এবং এ প্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া ব্যবসায়িক সুযোগ সম্পর্কে সচেতন। একইসাথে ব্যাংকসমূহ এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরীক্ষামূলক মডেল যেমন এমএফএস (মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস) সমূহের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যাংকিং সেবা প্রদান বা ফিনটেক ফার্ম সমূহের সাথে সাবসিডিয়ারি তৈরির মাধ্যমে ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা প্রদান এর কার্যক্রম গ্রহণ করছে। ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা হতে সৃষ্ট সুযোগসমূহকে অবমুক্ত করার লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। ব্যাংকিং খাতের ডিজিটালাইজেশন এখন কেবলই একটি বিকল্প নয়, বরং এটি এখন সময়ের দাবি এবং ব্যাংক ও ফিনটেকের যথাযথ সমন্বয়ই কাঙ্খিত সাফল্য বয়ে আনতে পারে।

শুধুমাত্র শ্রমিকদের ব্যাংক হিসাব বা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) হিসাবের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহের শ্রমিকদের মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) হিসাব খোলার জন্য মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রোভাইডারসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ২.২ মিলিয়ন নতুন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) হিসাব খোলা হয়েছে। পাশাপাশি শ্রমিকদের প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনা করে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রোভাইডারসমূহকে নিজস্ব এজেন্ট পয়েন্টগুলো খোলা এবং কার্যকর রাখা তথা এজেন্ট পয়েন্টগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে নগদ অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্যও নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও, শ্রমিকদের বেতন ক্যাশ-আউট চার্জ শতকরা ১.৮৫ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ০.৮ ভাগ নির্ধারণ করা হয়।

(খ) সরকার কর্তৃক কোভিড-১৯ মহামারির কারণে জীবিকা হারানো ৫০ লক্ষ পরিবারকে ৪টি প্রধান মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(গ) মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) হিসাব খোলার জন্য ই-কেওয়াইসি (e-KYC) পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে।

(ঘ) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য 'ব্যক্তিক রিটেইল হিসাব' চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঙ) মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) মার্কেটের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ভিত্তিতে এবং বাজারের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক গত ১৯ মে, ২০১৯ তারিখে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) লেনদেনের সীমা বৃদ্ধি করে। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবকালীন গ্রাহকদের সুবিধা বিবেচনায় পারসন টু পারসন (পিটুপি) হিসাবে লেনদেনের সীমা ৭৫,০০০ টাকা থেকে ২,০০,০০০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে (সারণি ১২.১)।

চার্ট ১২.৫ ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত এমএফএস-এর মাধ্যমে প্রদেয় বিভিন্ন আর্থিক সেবার মার্কেট শেয়ার

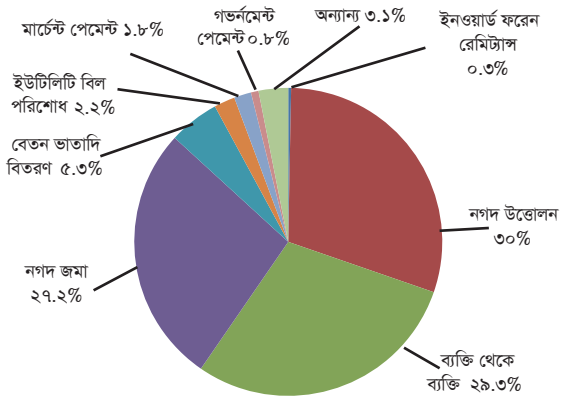

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) সংক্রান্ত উপাত্তের সারাংশ

১২.১০ জুন ৩০, ২০২০ পর্যন্ত সর্বমোট ১.০০ মিলিয়ন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস এজেন্ট ৮৮.৭০ মিলিয়ন রেজিস্টার্ড মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস গ্রাহককে সেবা প্রদান করছে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস এর এজেন্ট, গ্রাহক, লেনদেনের সংখ্যা এবং পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বাংলাদেশে এ সেবার ক্রমবর্ধমান ব্যবহারকে নির্দেশ করে। গ্রাহক এবং এজেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি গত বছর মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) মার্কেটে পরিষেবা এবং গ্রাহক আচরণের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রোভাইডার এবং ব্যাংকসমূহের মধ্যে স্থাপিত সংযোগ ব্যাংকিং লেনদেন সহজতর করেছে; ফলে গ্রাহকগণ ঘরে

বসে বিভিন্ন ধরনের ইউটিলিটি বিল এবং ফি জমা দিতে পারছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও ক্যাশ-ইন এবং ক্যাশ-আউট লেনদেন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) মার্কেটের মোট লেনদেনের শতকরা ৫০ ভাগ এর অধিক যা এই মার্কেটে নতুন পরিষেবাদির প্রয়োজনীয়তা এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রোভাইডারদের প্রসারের সুযোগ থাকার বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে।

ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি)

১২.১১ অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম), পয়েন্ট অব সেলস্ (পিওএস), ইন্টারনেট প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক ইলেক্ট্রনিক পেমেন্টকে সহজতর করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২৭ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি) এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত স্যুইচসমূহকে একটি কেন্দ্রীয় স্যুইচে সংযুক্ত করার মাধ্যমে একটি সার্বজনীন পেমেন্ট প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা ছিল এনপিএসবি প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫৩টি ব্যাংক কার্ড ব্যবসা পরিচালনা করছে। তন্মধ্যে ৫৩টি ব্যাংক এনপিএসবিতে সংযুক্ত হয়ে আন্তঃব্যাংক কার্ডভিত্তিক এটিএম এবং ৫২টি ব্যাংক আন্তঃব্যাংক পিওএস লেনদেন সম্পাদন করছে। এছাড়া, নভেম্বর ২০১৭ সালে ইন্টারনেট ব্যাংকিং ফান্ড ট্রান্সফার (আইবিএফটি) চালু হয়েছে। বর্তমানে এনপিএসবি এর মাধ্যমে ২৫টি ব্যাংকের আইবিএফটি লেনদেন সম্পাদন হচ্ছে। অন্য ব্যাংকসমূহও শীঘ্রই এনপিএসবি লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। এনপিএসবি এর মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক এটিএম, পিওএস এবং আইবিএফটি লেনদেনের সংখ্যা ও পরিমাণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চার্ট ১২.৬, ১২.৭ এবং ১২.৮ এর মাধ্যমে ৩০ জুন, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত আন্তঃব্যাংক এটিএম এবং পিওএস এবং আইবিএফটি লেনদেনের সংখ্যা ও পরিমাণের চিত্র দেখানো হয়েছে। দেশের পরিশোধ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ

চার্ট ১২.৬ অর্থবছর ২০ এর এটিএম এর মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক লেনদেনের গতিধারা

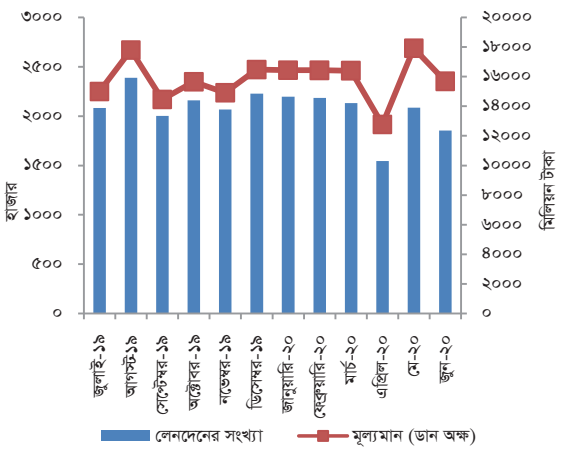

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.৭ অর্থবছর ২০ এর আন্তঃব্যাংক পিওএস এর লেনদেনের গতিধারা

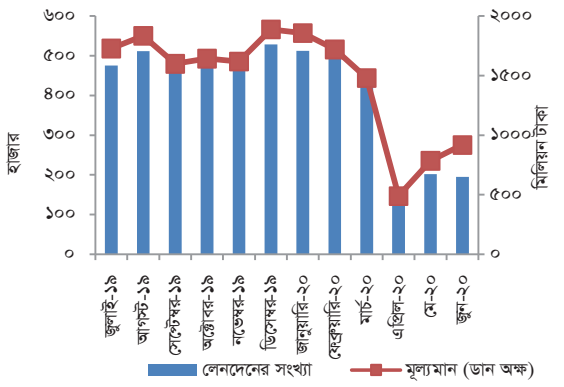

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম্‌স ডিপার্টমেন্ট (পিএসডি) ব্যাংক ও অন্যান্য অংশীদারের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে কার্ড ভিত্তিক ইলেকট্রনিক লেনদেন ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করার জন্য এনপিএসবির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ফলে, দেশে কার্ড ব্যবহারকারী গ্রাহকের সংখ্যা এবং কার্ডভিত্তিক পেমেন্ট টার্মিনালের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি ১২.৩ এর মাধ্যমে কার্ড, এটিএম এবং পিওএস এর প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (BD-RTGS) সিস্টেম

১২.১২ ২০১৫ সালে বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট বা বিডি-আরটিজিএস (BD-RTGS) ব্যবস্থা চালুকরণের মাধ্যমে দেশে পেমেন্ট ইকোসিস্টেমের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এই ব্যবস্থাটি স্থানীয় মুদ্রায় উচ্চমূল্যের (১,০০,০০০ টাকা বা এর অধিক) এবং অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক মুদ্রার স্থানীয় লেনদেন তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে ৫৯টি তফসিলি ব্যাংকের ১০,৫০০ টি শাখার মধ্যে ৫৬টি ব্যাংকের প্রায় ৯,৯১৫ এর অধিক অনলাইন শাখা এই ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত রয়েছে। আরটিজিএস ব্যবস্থায় বর্তমানে শুধুমাত্র দেশীয় মুদ্রায় লেনদেন সম্পাদিত হয়ে থাকে। অর্থবছর ২০ এ আরটিজিএস ব্যবস্থার মাধ্যমে ১.৯২ মিলিয়ন লেনদেন সম্পন্ন হয় যার আর্থিক মূল্য ১২,২২০ বিলিয়ন টাকা। তাছাড়া, কোভিড-১৯ মহামারিতে সাধারণ ছুটি ঘোষণার কারণে এপ্রিল ও মে, ২০২০-এ আরটিজিএস ব্যবস্থার কার্যক্রম বন্ধ ছিল। অর্থবছর ২০ এ আরটিজিএস ব্যবস্থার লেনদেনের গতিধারা ও প্রকৃতি চার্ট ১২.৯ এ প্রদর্শন করা হয়েছে।

অল্টারনেট ডেলিভারি চ্যানেল এবং লাইসেন্সিং

১২.১৩ দেশে নগদবিহীন দক্ষ ইলেকট্রনিক পরিশোধ ব্যবস্থার প্রসার, নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক দুটি প্রধান শ্রেণিতে লাইসেন্স প্রদান করে থাকে; এগুলো হল পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর (পিএসও) এবং পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার (পিএসপি)। জুন ২০২০ পর্যন্ত দেশে চারটি পিএসও এবং তিনটি পিএসপি কর্মরত রয়েছে এবং আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনুমোদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

১২.১৪ সামগ্রিকভাবে পিএসপি লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ই-ওয়ালেট সেবা প্রদান করে থাকে; অন্যদিকে পিএসও লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ মার্চেন্ট এগ্রিগেটর, পেমেন্ট গেটওয়ে এবং স্যুইচিং সলিউশন সেবা প্রদান করে থাকে। সম্প্রতি, বাংলাদেশ ব্যাংক হোয়াইট লেবেল এটিএম এবং মার্চেন্ট অধিগ্রহণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি গাইডলাইন

চার্ট ১২.৮ অর্থবছর ২০ এর আইবিএফটি এ লেনদেনের গতিধারা

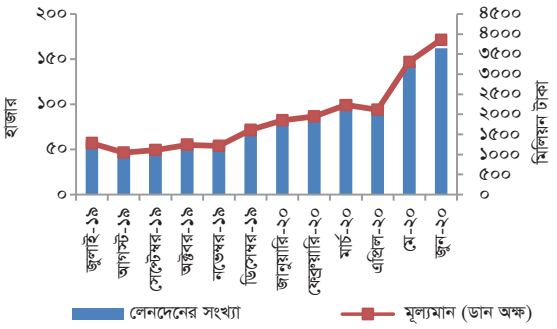

উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১২.৯ অর্থবছর ২০ এর আরটিজিএস এ লেনদেনের গতিধারা

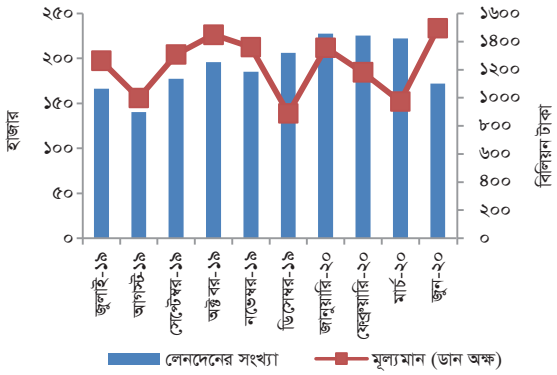

নোট : কোভিট-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০২০ সালের এপ্রিল ও মে মাসে আরটিজিএস সিস্টেম বন্ধ ছিল।
উৎস : পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

প্রকাশ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ পিএসও শ্রেণির আওতায় আসবে এবং আশা করা যাচ্ছে এর মাধ্যমে সারা দেশে বিশেষত: গ্রামীণ অঞ্চলসমূহে এটিএম এবং পিওএস এর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়িয়ে তুলবে।

আইনি এবং প্রবিধিগত কাঠামো

১২.১৫ দেশের আভ্যন্তরীণ ইলেকট্রনিক লেনদেন ব্যবস্থাকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি বিধি-বিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এবং আরো কিছু বিধি-বিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্

সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনি এবং প্রাবিধানিক কাঠামোসমূহ নিম্নরূপ :

- ১১ জানুয়ারি, ২০১০ তারিখে প্রকাশিত ''বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম অপারেটিং রুলস্ এন্ড প্রসিডিউরস্'' এবং এর পরিমার্জিত সংস্করণ ০৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত ''বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম অপারেটিং রুলস্ এন্ড প্রসিডিউরস্ ভার্সন ২.০''।
- ১০ আগস্ট, ২০১০ তারিখে প্রকাশিত ''বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক অপারেটিং রুলস্''।
- ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে প্রকাশিত ''গাইডলাইনস্ অন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দি ব্যাংকস'' এবং ৩০ জুলাই, ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত এর পরিমার্জিত সংস্করণ।
- ১৫ মে, ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত ''বাংলাদেশ পেমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ রেগুলেশনস্, ২০১৪''।
- ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত ''বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (বিডি-আরটিজিএস) সিস্টেম রুলস্''।

১২.১৬ এছাড়াও, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী দেশে নিরাপদ ও কার্যকর অবকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে লেনদেনকে দ্রুততর ও অধিক নিরাপদ করার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। "পেমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ এ্যাক্ট" প্রণয়ন এর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, সরকারের বিভিন্ন ধরনের পরিশোধ ও আদায় সংক্রান্ত লেনদেন যেমন- বেতন-ভাতাদি, সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা পরিশোধ; ভ্যাট, ট্যাক্স, শুল্ক আদায় ইত্যাদি অটোমেটেড করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের সাথেও নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

পেমেন্ট সিস্টেম ওভারসাইট

১২.১৭ পেমেন্ট সিস্টেম ওভারসাইট কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যবহৃত পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট সিস্টেমস তদারকির একটি বিশেষ পদ্ধতি বা ধরন। দেশের প্রচলিত ও পরিকল্পিত পেমেন্ট সিস্টেমসমূহের পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনবোধে নীতিগত কৌশল পরিবর্তন, পরিমার্জনের মাধ্যমে সুদক্ষ ও নিরাপদ পেমেন্ট সিস্টেমস গড়ার অন্যতম মাধ্যম হওয়ায় এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধানতম কাজগুলোর মধ্যে একটি বলে বিবেচিত হয়।

১২.১৮ ২০১৬ সাল হতে আনুষ্ঠানিকভাবে পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্টে ওভারসাইট কার্যক্রম চালু হয়। ওভারসাইট কার্যক্রমকে সুদৃঢ় ও সুসংহতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশ্ব ব্যাংকের রেগুলেটরি ও ওভারসাইট বিশেষজ্ঞদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে "Payment Systems Oversight Policy Framework-2019" প্রণয়ন করে যা জানুয়ারি ২০১৯ হতে কার্যকর হয়। এই পলিসি ফ্রেমওয়ার্কটির মাধ্যমে পেমেন্ট সিস্টেমস্ ইন্সট্রুমেন্ট ও প্রক্রিয়াসমূহসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরী তদারকি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আলোচ্য পলিসি ফ্রেমওয়ার্কটিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কিভাবে ও কেন দেশের পেমেন্ট সিস্টেমস পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করবে তা নির্দেশ করার পাশাপাশি এ ধরনের তদারকি সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্বসমূহও চিহ্নিত করা হয়েছে।

১২.১৯ পেমেন্ট সিস্টেমস্ ওভারসাইট পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিতভাবে টেমপ্লেট-বেজড অফসাইট তথ্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে পেমেন্ট সিস্টেমস্ ও সিস্টেমসে অংশগ্রহণকারীদের তদারকি করে থাকে। উক্ত পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে পেমেন্ট সিস্টেমস বিষয়ক বাংলাদেশ ব্যাংকের অপরাপর বিভাগের সুপারিশ এবং মার্কেট ইন্টিলিজেন্সে প্রাপ্ত তথ্যাদিও আমলে আনা হয়। পাশাপাশি অফ-সাইট তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে সরেজমিন পরিদর্শনও পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

১২.২০ এর বাইরেও ওভারসাইট, পেমেন্ট সিস্টেমস বিষয়ক লিগ্যাল ও রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক পর্যালোচনা, মানদণ্ড নির্ধারণ, পেমেন্ট সিস্টেমসে ন্যায্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, গ্রাহকস্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের পর্যালোচনাও করে থাকে। ওভারসাইট কার্যক্রমে পেমেন্ট সিস্টেমস, পেমেন্ট পদ্ধতি/প্রক্রিয়া, পেমেন্ট সিস্টেমসের অংশগ্রহণকারী ও পেমেন্ট সেবা প্রদানকারী এবং ইন্সট্রুমেন্টসমূহের মূল্যায়নে জাতীয় মানদণ্ড এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সেরা অনুশীলনসমূহ অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ওভারসাইট কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম এবং নন-ব্যাংক পিএসসি/পিএসও প্রতিষ্ঠানের সেল্ফ-এ্যাসেসমেন্টের কাজ শুরু হয়েছে। উক্ত কাজটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্লেষণাত্মক টুলস ব্যবহার করে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয় এবং তদানুযায়ী প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় সেখান প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন সুপারিশসমূহও সন্নিবেশিত করা হয়। অধিকন্তু, ওভারসাইট থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত "পেমেন্ট সিস্টেমস্ নির্দেশকসমূহ" ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হয় যা টেকসই আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

অন্যান্য পেমেন্ট সিস্টেমস্ উদ্যোগ

১২.২১ দ্রুত ও কার্যকর অর্থ পরিশোধ পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সেরা অনুশীলনসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিরাপদ ও দক্ষ জাতীয় অর্থ পরিশোধ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। এছাড়াও পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট সরকারের সাথে তাদের বিভিন্ন ধরণের পরিশোধ ও প্রাপ্তি স্বয়ংক্রিয় করার জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে, যার মধ্যে পে-রোল, সোশ্যাল সেফটি নেট পেমেন্ট, ভ্যাট, কর ও শুল্ক প্রাপ্তি অন্যতম।

রেগুলেটরি ফিনটেক ফ্যাসিলিটেশন অফিস (আরএফএফও)

১২.২২ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও এর সফল প্রয়োগ ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। নতুন ব্যবসায়িক মডেল, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও আর্থিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে দেশের ডিজিটাল আর্থিক অবকাঠামো বিনির্মাণে ডিজিটাল আর্থিক উদ্ভাবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে উদ্ভাবন, ঝুঁকি ও নীতি প্রবিধির মধ্যে যথাযথ সমন্বয় বিধান করা জরুরি। আর্থিক খাতে গতি সঞ্চালনকারী ও নিত্য নতুন ধারণার উদ্ভাবক ফিনটেকসমূহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দিক এবং প্রভাবগুলো বোঝার জন্য গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা এবং পুনর্বিবেচনা করা আবশ্যক যাতে দ্রুত বিকাশমান ফিনটেকের গতিশীলতা যথাযথ আইনি কাঠামোর মধ্যে রেখে এর সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণ করা যায়।

১২.২৩ উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৯ সালের অক্টোবরে ফিনটেকসমূহের আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্তি সহজীকরণ, প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান ও যথাযথ অবকাঠামোর মধ্যে আনয়নের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করার লক্ষ্যে রেগুলেটরি ইনোভেশন অফিস এর কার্যক্রম চালু করে, যা পরে রেগুলেটরি ফিনটেক ফ্যাসিলিটেশন অফিস (আরএফএফও) হিসেবে নামকরণ করা হয়।

১২.২৪ এক্ষেত্রে ফিনটেক এর উদ্ভাবনী ধারণাগুলো দেশের জন্য প্রয়োজনীয় কিনা, দেশে ইতোমধ্যে বিদ্যমান সেবাসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক/সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, বিদ্যমান আইনি অবকাঠামোর মধ্যে নতুন উদ্ভাবনী সেবাসমূহকে খাপ খাওয়ানো যায় কিনা তা এ অফিস কর্তৃক যাচাই বাছাই করা হবে। এছাড়াও, যে কোন প্রকার উদ্ভাবনী ধারণাকে সীমিত আকারে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এর ফলাফল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণার যথার্থতা যাচাই ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিবর্ধন আনয়নের লক্ষ্যেও এ অফিস কাজ করবে।

১২.২৫ শুধুমাত্র নতুন আগতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, আরএফএফও তাদের গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োগিক উৎকর্ষতা উন্নত করতে ফিনটেক স্টার্ট-আপগুলোর সাথে সহযোগিতাকারী ব্যাংক/নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সাথেও কাজ করবে।

মানবসম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

১৩.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা কাঠামো এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসন এবং তথ্যপ্রযুক্তি কার্যক্রমসহ পরিচালক পর্ষদের বিভিন্ন কমিটির কার্যাবলীসমূহ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

পরিচালনা কাঠামো

পরিচালক পর্ষদ

১৩.২ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২৭, ১৯৭২) (পরে 'বাংলাদেশ ব্যাংক (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০২০' দ্বারা সংশোধিত) এর ৯(৩) ধারা মোতাবেক পরিচালক পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রশাসন কাঠামোর সর্বোচ্চ অংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদ গভর্নর, একজন ডেপুটি গভর্নর, সরকারি কর্মকর্তা নন এমন চারজন পরিচালক এবং তিনজন সরকারি কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত। পরিচালক পর্ষদের সকল সদস্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়। অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ আংশিকভাবে পুনর্গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব ফজলে কবির পরিচালক পর্ষদের সভাপতি। পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম ০৯ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ থেকে জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি এর স্থলাভিষিক্ত হন। জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে ০৮ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পর্ষদের পরিচালক ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ ২০ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত পরিচালক পর্ষদের দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মাহবুব আহমেদ ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ থেকে পর্ষদের পরিচালক পদে নিযুক্ত হন। জনাব মোঃ নজরুল হুদা ০৫ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ থেকে পর্ষদের পরিচালক পদে নিযুক্ত হন। বর্তমানে (৩০ জুন, ২০২০ তারিখ ভিত্তিক) বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালক পর্ষদে ০৮ (আট) জন পরিচালক নিয়োজিত আছেন। বেসরকারি খাত হতে ০১ (এক) জন পরিচালক অদ্যাবধি নিয়োগপ্রাপ্ত হননি। অর্থবছর ২০-এ পরিচালক পর্ষদের মোট ১০ (দশ) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাহী কমিটি

১৩.৩ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২৭, ১৯৭২) (পরে 'বাংলাদেশ ব্যাংক (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০২০' দ্বারা সংশোধিত) এর ১২ (১) ধারা বলে বর্তমানে নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদের নির্বাহী কমিটি গঠিত :

জনাব ফজলে কবির	সভাপতি
জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম	সদস্য
জনাব এস. এম. মনিরুজ্জামান	সদস্য
জনাব মাহবুব আহমেদ	সদস্য
জনাব কাজী ছাইদুর রহমান	সচিব

জনাব মাহবুব আহমেদ ১০ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ থেকে পরিচালক পর্ষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন। অর্থবছর ২০-এ পরিচালক পর্ষদের নির্বাহী কমিটির মোট ০৭ (সাত) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পর্ষদের অডিট কমিটি

১৩.৪ আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সুশাসনকে সুসংহত করার প্রয়াসে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে পর্ষদের ০৪ (চার) জন অ-নির্বাহী (non-executive) পরিচালকের সমন্বয়ে ১২ আগস্ট, ২০০২ তারিখে পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটি গঠিত হয়। নিরীক্ষা প্রক্রিয়া, আর্থিক প্রতিবেদনের উপর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার উপর নজরদারি করার যে দায়িত্ব

পরিচালক পর্ষদের উপর ন্যস্ত আছে তা পরিপালনে সহায়তা করে থাকে অডিট কমিটি। বর্তমানে নিম্নোক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটি গঠিত :

জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম	আহ্বায়ক
জনাব মাহবুব আহমেদ	সদস্য
জনাব এ. কে. এম. আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ	সদস্য
জনাব মোঃ নজরুল হুদা	সদস্য
জনাব কাজী ছাইদুর রহমান	সচিব

ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ পর্ষদের অডিট কমিটির সদস্য হিসেবে ২০ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মাহবুব আহমেদ ১০ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ থেকে অডিট কমিটির সদস্য পদে নিযুক্ত হন। জনাব মোঃ নজরুল হুদা ১২ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ থেকে অডিট কমিটির সদস্য পদে নিযুক্ত হন। অর্থবছর ২০-এ পর্ষদের অডিট কমিটির মোট ০৪ (চার) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৩.৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের অডিট কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট চার্টার অনুসারে ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট (আইএডি) ৫৮টি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিট (বিভাগ/অফিস/ইউনিট/সেল) চিহ্নিত করে অর্থবছর ২০-এর জন্য বার্ষিক অডিট পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। তন্মধ্যে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত ১১টি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটে বছরে চারবার, নয়টি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটে বছরে দুইবার এবং তিনটি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটে বছরে একবার করে এবং মধ্যম ও নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত দুটি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটে বছরে দুইবার এবং অন্য ৩৩টি ইউনিটে বছরে একবার করে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদন গভর্নর এবং পর্ষদের অডিট কমিটি সমীপে উপস্থাপন করা হয়। অর্থবছর ২০-এ অডিট কমিটির ছয়টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ এর কারণে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা ও চলাচলে বিধিনিষেধের কারণে বার্ষিক অডিট পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০) বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়। গভর্নর এবং অডিট কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা/পরামর্শ/ সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষিত ইউনিটগুলোকে জানানো হয়। এসব নির্দেশনা/ পরামর্শ/ সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন অডিট কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়।

এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম

১৩.৬ মাননীয় গভর্নর, ০২(দুই) জন ডেপুটি গভর্নর এবং সকল নির্বাহী পরিচালক মহোদয়গণের সমন্বয়ে এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম (ইএমটি) গঠিত। এই টিম বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করে থাকে। অর্থবছর ২০-এ এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিমের কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ

বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ

১৩.৭ অর্থবছর ২০-এ মোট ২২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল। অর্থবছর ২০-এ নতুন নিয়োগ ছিল নিম্নরূপ:

সহকারী পরিচালক	১৯৪
সহকারী পরিচালক (যন্ত্রকৌশল)	৭
সহকারী পরিচালক (পুরকৌশল)	১১
সহকারী পরিচালক (এক্স ক্যাডার-আইন)	৫
কর্মচারী	১০
মোট	**২২৭**

নতুন পদ সৃষ্টি/পদ অবলুপ্তকরণ

১৩.৮ অর্থবছর ২০-এ কর্মকর্তা পর্যায়ের ২৬০টি ও কর্মচারী পর্যায়ের ২৭টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় কর্মকর্তা পর্যায়ের ১৯৭টি ও কর্মচারী পর্যায়ের ১৪১টি পদকে পরবর্তী উচ্চতর পদে উন্নীত করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে সমসংখ্যক পূর্ববর্তী নিম্নতর পদকে অবলুপ্ত করা হয়েছে।

অর্থবছর ২০ শেষে মঞ্জুরিকৃত পদবল ৯,১৮৬ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৯,৪৭৩ হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মঞ্জুরিকৃত পদবল ও কর্মরত জনবল

১৩.৯ ৩০ জুন, ২০২০ তারিখে মঞ্জুরিকৃত পদবল, কর্মরত জনবল ও শূন্যপদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:

শ্রেণি	মঞ্জুরিকৃত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্য পদের সংখ্যা
প্রথম শ্রেণি	৫,৮৫৭	৪,৩৫১	১,৫০৬
দ্বিতীয় শ্রেণি	১,২৭৬	৬৬০	৬১৬
তৃতীয় শ্রেণি	১,৫৭২	১,১৩৬	৪৩৬
চতুর্থ শ্রেণি	৭৬৮	২৪৪	৫২৪
মোট	**৯,৪৭৩**	**৬,৩৯১**	**৩,০৮২**

অর্থবছর ২০-এ কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) পূর্বের বছরের তুলনায় ৫.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৭৫৮ হতে ৫,০১১ এবং কর্মচারীর সংখ্যা (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) ১২.৭৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১,৫৮২ হতে ১,৩৮০ হয়েছে। বছর শেষে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যার অনুপাত ছিল ৩.৬৩ ঃ ১। ৩০ জুন, ২০২০ তারিখভিত্তিক মোট মঞ্জুরিকৃত পদের ৩২.৫৩ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে।

পদোন্নতি

১৩.১০ অর্থবছর ২০-এ ৯৮৪ জন কর্মকর্তা এবং ১৮০ জন কর্মচারী তাদের পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়েছেন। অর্থবছর ২০-এ ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তাদের ১৯.৬৩ শতাংশ এবং কর্মচারীদের ১৩.০৪ শতাংশ পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়েছেন।

প্রেষণ/লিয়েনে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা

১৩.১১ ৩০ জুন, ২০২০ তারিখে ৬৯ জন কর্মকর্তা দেশে এবং দেশের বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে কর্মরত ছিলেন। একই সময়ে ৭ জন কর্মকর্তা চাকরিতে লিয়েন ভোগ করেছেন যার মধ্যে ৫ জন দেশের অভ্যন্তরে এবং ২ জন বিদেশে কর্মরত ছিলেন।

পুনর্গঠন/ব্যাংকের নতুন প্রতিষ্ঠিত ইউনিট/উপবিভাগ

১৩.১২ অর্থবছর ২০-এ ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অধীনে "রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট" নামে একটি ইউনিট গঠন করা হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তদারকির জন্য "সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট" নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করা হয়েছে। গবেষণা বিভাগের অধীনে "ইনফ্লেশন এক্সপেকটেশন সার্ভে সেকশন" এবং "রেসিডেন্সিয়াল প্রাইস সেকশন" নামে দু'টি সেকশন গঠন করা হয়েছে।

নিয়োগ কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়করণ উদ্যোগ

১৩.১৩ নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ এবং ডাটা এন্ট্রি সংশ্লিষ্ট সমস্যা দূরীকরণসহ সামগ্রিক নিয়োগ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে আইএসডিএসডি এর সহায়তায় এসআরএমএস (স্মার্ট রিক্রুটমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) নামে একটি অনলাইন ভিত্তিক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এ সফট্ওয়্যারের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিয়োগ প্রক্রিয়ার ওয়ার্ক লোড ডিস্ট্রিবিউশন, ট্র্যাকিং, মনিটরিং, ইভেন্ট ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে ইভেন্ট সিডিউলিং করা, অনলাইন অফার লেটার, যোগদানের অনলাইন রিপোর্টিং (ইউনিকোড সমর্থিত), নিয়োগপ্রাপ্তদের তথ্যাদি সরাসরি ইআরপি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের মাধ্যমে এলএসএমডব্লিউ (লিগ্যাসি সিস্টেম মাইগ্রেশন ওয়ার্কবেঞ্চ) প্রস্তুত করা। এছাড়া, বাংলা তথ্য (অনলাইন রিপোর্টিং এর সময় সংগৃহীত) যা আইডি কার্ড প্রস্তুত, জ্যেষ্ঠতার তালিকা, পদোন্নতির প্যানেল প্রস্তুতকরণসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে। সর্বোপরি এই সফট্ওয়্যারটি সামগ্রিক নিয়োগ কার্যক্রমকে আরও নির্ভরযোগ্য এবং গতিশীল করবে।

অবসর গ্রহণ, স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ, পদত্যাগ, মৃত্যুবরণ, বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, অপসারণ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ

১৩.১৪ অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অবসরগ্রহণ, স্বেচ্ছা অবসরগ্রহণ, পদত্যাগ, বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, অপসারণ, বরখাস্ত/চাকরিচ্যুত এবং মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নরূপ:

অবসর গ্রহণ	১৬৯ জন
স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ	০৪ জন
পদত্যাগ	১১ জন
মৃত্যুবরণ	২৯ জন
বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান	৩ জন
অপসারণ	১ জন
বরখাস্তকরণ	০৪ জন
চাকরিচ্যুত	০২ জন
সর্বমোট	**২২৩ জন**

কল্যাণমূলক কার্যাবলী এবং বৃত্তি অনুমোদন

১৩.১৫ অর্থবছর ২০-এ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের বৃত্তি হিসেবে ৪.৮৫ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারী কল্যাণ তহবিল হতে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে ০.০৪ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়াও, অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়, মসজিদ, ক্লাব, ডে-কেয়ার সেন্টার, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ পরিষদসমূহের বিনোদন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ১০৮.৭৮ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন

১৩.১৬ অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের ৪২৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কোর্স/সেমিনার/ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন এবং ৪১ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেষণ/বৈদেশিক শিক্ষা ছুটির অনুমতি প্রদান করা হয়।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন

১৩.১৭ অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ৩৯২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (বিবিটিএ ব্যতীত) কোর্স/সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়াও ১০ জন কর্মকর্তাকে দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি (বিবিটিএ) কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার

১৩.১৮ একটি বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেরও আধুনিক জ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধনের জন্য গুণগত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া, প্রশিক্ষণের বাইরেও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ও মেধা বিকাশের লক্ষ্যে বিবিটিএ সময়োপযোগী বিভিন্ন ধরনের সেমিনার এবং কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। বিবিটিএ এর অনুষদ সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং সম্পর্কিত পরিবর্তিত বিবিধ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ জ্ঞান আহরণের দ্বারা তাদের যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে উন্নততর ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষিত কর্মীদের সহায়তায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে, বিবিটিএ অর্থবছর ২০-এ মোট ৯০টি প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা এবং সেমিনার পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে ৫৮টি বিবিটিএ তার নিজ প্রাঙ্গনে এবং বাকি ৩২টি বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিসে আয়োজন করে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির কারণে অর্থবছর ১৯-এ অনুষ্ঠিত ১৪১টি কোর্সের তুলনায় অর্থবছর ২০-এ কোর্সের এর সংখ্যা ৯০-এ হ্রাস পেয়েছে। অর্থবছর ২০-এ বিবিটিএ কর্তৃক পরিচালিত কোর্সসমূহ সারণি ১৩.১ এ উপস্থাপন করা হলো :

সারণি ১৩.১ অর্থবছর ২০-এ বিবিটিএ'তে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার এর বিবরণী

ক্রমিক নং	বিষয়	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২	৩	৪
ক।	**বুনিয়াদি কোর্স**	৫	২৮২
১)	বুনিয়াদি কোর্স (এডি-বিশেষায়িত)	১	৩৩
২)	বুনিয়াদি কোর্স (এডি)-৩৭ তম ব্যাচ	১	৬৯
৩)	বুনিয়াদি কোর্স (এডি)-৩৮ তম ব্যাচ	১	৬৫
৪)	বুনিয়াদি কোর্স (এডি)-৩৯ তম ব্যাচ	১	৬৫
৫)	১ম বুনিয়াদি কোর্স (ক্যাশ অফিসার)	১	৫০
খ।	**অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স**	৮৩	৩২১২
i)	**বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য**	৩৭	৯৮৬
১)	অ্যাডভান্সড কোর্স অন এমএস ওয়ার্ড/এক্সেল/পাওয়ার পয়েন্ট	২	৪০
২)	ব্যাংকিং ল'জ অ্যান্ড রেগুলেশনস	২	৫৪
৩)	সেন্ট্রাল ব্যাংকিং: প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার চ্যালেঞ্জ	১	৩২
৪)	কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট	১	২৩
৫)	কমিউনিকেটিভ ইংলিশ	১	২৯
৬)	ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি কোর্স	১	২৫
৭)	ইআরপি-এমএম মডিউল	১	১৫
৮)	এটিকেট অ্যান্ড পারসোনাল গ্রুমিং	২	৬০
৯)	ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন	১	৩৫
১০)	ইন-সার্ভিস ট্রেনিং	১	২৪
১১)	ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফিন্যান্স	১	২৭
১২)	আইটি অডিটিং	১	২৭
১৩)	লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট	১	২৩
১৪)	মনিটারি পলিসি ফরমুলেশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেনটেশন প্রসেস ইন বাংলাদেশ ব্যাংক	৩	৭৩
১৫)	নেটওয়ার্ক অ্যান্ড হার্ডওয়ার সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস	১	৩৪
১৬)	ওরিয়েন্টেশন কোর্স ফর নিউ সুপারভাইজারস	৩	১১৯
১৭)	পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেম ইন বাংলাদেশ	২	৫৮
১৮)	প্রেজেন্টেশান স্কিল ফর এনহ্যান্সিং ম্যানেজারিয়াল পারফরমেন্স	২	৪১
১৯)	সেফটি, সিকিউরিটি অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট	১	২৯
২০)	স্ট্র্যাটিজিক প্ল্যানিং, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লিডারশিপ ডেভোলপমেন্ট	১	২৩
২১)	টেকনিকস অব ইন্সপেকশান অব ব্যাংকস অ্যান্ড এনবিএফআইস অ্যান্ড রিপোর্ট রাইটিং (ইনক্লুডিং ফরেন এক্সচেঞ্জ ইন্সপেকশন অ্যান্ড আইএসএস রিপোর্টিং)	২	৪০
২২)	টেকনিকস অব ইন্সপেকশান অব ব্যাংকস অ্যান্ড রিপোর্ট রাইটিং	১	২৩
২৩)	টিওটি অন প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যান্ড টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং	১	৩২
২৪)	টিওটি অন রিস্ক বেস্ড সুপারভিশান	১	২২
২৫)	আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড অ্যানালাইসিস অব ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অব ব্যাংক	২	৫১
২৬)	আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইকোনমিক ইনডিকেটরস্	১	২৭
ii)	**তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য**	৪৬	২২২৬
১)	সিআইবি বিজনেস রুলস এবং কোলেটেরাল ডাটাবেস	১৩	৭৬৫
২)	কমব্যাটিং মানি লন্ডারিং অ্যান্ড টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড ট্রেড বেস্ড মানি লন্ডারিং	১	৪০
৩)	ডিটেকশন, ডিসপোজাল অব ফোর্জড অ্যান্ড মিউটিলেটেড নোটস্	৫	৩৬৩
৪)	এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড সোশাল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড গ্রিন ফাইন্যান্সিং	১	৩১
৫)	ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এক্সটারনাল ডেট রিপোর্টিং	১	৪২
৬)	ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশান রিপোর্টিং	৪	১৫১
৭)	গাইডলাইন অন এনআরবি সেভিং বন্ডস্ (ওয়েজ-আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ইনভেস্টমেন্ট বন্ড অ্যান্ড ইউএস প্রিমিয়াম বন্ড	৩	১৯১
৮)	ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশান সিস্টেম (আইএসএস) রিপোর্টিং	২	১১৯
৯)	ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফিন্যান্স	৩	১২০
১০)	মানি অ্যান্ড ব্যাংকিং ডাটা রিপোর্টিং	৬	২২১
১১)	ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন এসডিজি'স	১	৩০
১২)	টিওটি অন সিআইবি বিজনেস রুলস অ্যান্ড কোলেটেরাল ডাটাবেস	১	২২
১৩)	টিওটি অন ইম্পর্টেন্ট গাইডলাইন্স অব বিবি অ্যান্ড আইএসএস রিপোর্টিং	১	২৪
১৪)	টিওটি অন 'ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন রিপোর্টিং'	১	৩২
১৫)	টিওটি অন মানি অ্যান্ড ব্যাংকিং ডাটা রিপোর্টিং	১	২২
১৬)	টিওটি অন 'এনপিএল ম্যানেজমেন্ট: হ্যান্ডেলিং লিগ্যাল ইস্যুজ, রিট পিটিশান ইত্যাদি	১	২৬
১৭)	টিওটি অন ট্রেড বেস্ড মানি লন্ডারিং	১	২৭
গ।	কর্মশালা/সেমিনার/লেকচার সেশন	২	১৯৯
১)	এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট সেমিনার	১	৮০
২)	ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড অ্যান্টিকরাপশন ইন ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর	১	১১৯
সর্বোমোট (ক+খ+গ)		**৯০**	**৩৬৯৩**

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি।

ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)

১৩.১৯ বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে অধিকতর সুসংহত করে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক বাজারের অবকাঠামো উন্নয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক "ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট-এফএসএসপি" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল ০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২১। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৩৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে আইডিএ-এর অর্থায়ন ৩০০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন ৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুন ২০২০ পর্যন্ত আইডিএ থেকে প্রাপ্ত অর্থায়ন ২৭৩.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ২৩২.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে ব্যয় হয়েছে ৩৬.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১৩.২০ প্রকল্পটির মেয়াদকালে তিনটি প্রধান কম্পোনেন্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। কম্পোনেন্টগুলো হল- (ক) আর্থিক বাজারের অবকাঠামোকে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অনুরূপ পর্যায়ে উন্নীতকরণ, (খ) ব্যাংকিং খাতে তত্ত্বাবধান ও প্রবিধির আন্তর্জাতিক মান পরিপালনের নিমিত্তে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং (গ) আর্থিক বাজার উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বাজার খাতে অনুঘটন/উদ্দীপনা সরবরাহকরণ। সুনির্দিষ্টভাবে কম্পোনেন্টগুলোর উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

আর্থিক বাজারের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ

১৩.২১ এ কম্পোনেন্টের লক্ষ্য হল বাংলাদেশের আর্থিক তথ্য-প্রযুক্তি খাত আরো জোরদারকরণ, যথা (ক) পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক পরিশোধ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ; বিশেষত সরকারি পরিশোধ ব্যবস্থা, (খ) ঋণ তথ্য ব্যুরোর সরবরাহকৃত তথ্যের মান বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রঋণ তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে ঋণ তথ্য ব্যুরোর আওতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন, এবং (গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উন্নততর আর্থিক বাজারের জন্য স্থিতিশীল এবং নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিতকরণ। এছাড়াও নতুন প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট কাজকর্ম আত্মীয়করণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। জুন ২০২০ পর্যন্ত এ কম্পোনেন্টের আওতায় তিনজন উপদেষ্টা নিয়োগ এবং তিনটি ডাটা সেন্টার নির্মাণের জন্য সাতটি আইটি প্যাকেজ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং দুটি আইটি প্যাকেজের ক্রয় প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে একটি ডাটা সেন্টার এবং একটি নিয়ার ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে যা বর্তমানে অপারেশনাল রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে একটি ডিজাস্টার রিকভারি সাইট (ডিআরএস) স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এফএসএসপি'র আওতায় নিয়োজিত আইটি গভর্নেন্স অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি গভর্নেন্স এর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেছেন। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর সিআইবি উন্নয়নের জন্য এফএসএসপি-র অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ ক্রেডিট ইনফরমেশন শেয়ারিং স্কিমে মাইক্রো ফিন্যান্স সেক্টরের অংশগ্রহণের ক্ষমতা পর্যালোচনা করেন এবং এমএফআই খাতের জন্য সিআইবির প্রয়োজনীয়তা রূপায়িত করেন। পরে তিনি এমআরএ এর ক্রেডিট ইনফরমেশন ডাটাবেস প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বীমা কোম্পানিসমূহ, উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি এর জন্য ইনফরমেশন সিস্টেম স্ট্র্যাটেজি পেপার (আইএসএসপি) প্রণয়নের

জন্য একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করে। সেই অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি ইনফরমেশন সিস্টেম স্ট্র্যাটেজি পেপার (আইএসএসপি) প্রণয়ন করে এবং সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব), আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (এসবিসি), জীবন বীমা কর্পোরেশন (জেবিসি), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি (বিআইএ) এর জন্য বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং এর সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) কর্তৃক বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রবিধি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

১৩.২২ ব্যাংকিং প্রবিধি ও তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন ও প্রশিক্ষণসহ বিশদ ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতির উন্নয়ন ও আত্মীকরণে প্রকল্পটি কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। বর্তমানে ব্যাংকিং সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য বিধিনির্ভর তত্ত্বাবধান পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি এ প্রক্রিয়াকে আরো কার্যকরী করে তুলবে। প্রকল্পের এই কম্পোনেন্টটি বাংলাদেশ ব্যাংককে বিধিনির্ভর তত্ত্বাবধান পদ্ধতির পরিবর্তে ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত ব্যাংকিং সিস্টেম নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে। এ কম্পোনেন্টের আওতায় রেসিডেন্ট ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল স্পেশালিস্ট তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। ইতোমধ্যে নিয়োগকৃত বিশেষজ্ঞ সুপারভিশন স্পেশালিস্ট (ফার্ম) ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন (বিসিবিএস)-এর সুপারিশমালার সাথে সমন্বয়পূর্বক একটি কার্যকর ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি (আরবিএস) চালুর রূপরেখা তৈরির কাজ করছে। তারা সুপারভাইজরি প্রতিষ্ঠান ও গভর্নেন্স পর্যালোচনা, অন-সাইট পরীক্ষার প্রণয়ন ও পদ্ধতি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনীর সুপারিশ প্রদান করবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা কার্যক্রমসহ কর্পোরেট গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক ও কার্যাবলীর মূল্যায়ন করবে। এছাড়াও তারা তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত এফএসএপি সুপারিশগুলো পর্যালোচনা করবে। মেয়াদের শেষভাগে তারা চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রদান করবে।

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান

১৩.২৩ বর্তমান আর্থিক বাজার কাঠামোর অন্যতম ঘাটতি হচ্ছে দেশের উৎপাদন খাতের চাহিদা পূরণ করার জন্য অপর্যাপ্ত দীর্ঘমেয়াদি তহবিল। ফলে, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ এর অর্থায়ন চাহিদা পূরণ হচ্ছে অপেক্ষাকৃত স্বল্পমেয়াদি তহবিল দ্বারা যা ব্যাংক এবং বিনিয়োগকারী উভয়ের ক্ষেত্রে ঋণমেয়াদের অসামঞ্জস্যতা তৈরি করছে। উৎপাদনশীল খাতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অর্জন এবং সামাজিক ও পরিবেশগত আন্তর্জাতিক মান অনুসরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণের চাহিদা রয়েছে। প্রকল্পের অন্যতম প্রধান এই কম্পোনেন্টের আওতায় অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (Participating Financial Institutions) মাধ্যমে নির্ধারিত মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে উৎপাদনশীল খাতে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় বিশেষত মার্কিন ডলারে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হবে। উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন ব্যবসা স্থাপন, সম্প্রসারণ এবং/অথবা আধুনিকায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য এ সুবিধা পাওয়া যাবে। পিএফআইসমূহ এবং ঋণগ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ৩১টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে পিএফআই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ২৮০.০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর ঋণ আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে যার মধ্যে ২৪৬.০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া একজন এনভায়রনমেন্টাল রেগুলেশন্স কমপ্লায়েন্স বিশেষজ্ঞ এবং

বক্স ১৩.১ সাইবার নিরাপত্তা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা

সাইবার সিকিউরিটি হলো কম্পিউটার, সার্ভার, মোবাইল ডিভাইস, ইলেকট্রনিক সিস্টেম, নেটওয়ার্ক এবং ডেটাকে ক্ষতিকর আক্রমণ থেকে সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা। এটি তথ্য প্রযুক্তি সুরক্ষা বা বৈদ্যুতিক তথ্য সুরক্ষা হিসেবেও পরিচিত। শব্দটি ব্যবসা থেকে শুরু করে মোবাইল কম্পিউটিং পর্যন্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা হয় এবং এটি কয়েকটি সাধারণ বিভাগে বিভক্ত হতে পারে।

অ্যাপ্লিকেশন সুরক্ষা সফ্টওয়্যার এবং ডিভাইসগুলোকে হুমকি থেকে মুক্ত রাখার উপর আলোকপাত করে। নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি হলো উদ্দেশ্য প্রণোদিত আক্রমণকারী বা সুযোগ সন্ধানী ম্যালওয়্যার যেকোনো অনুপ্রবেশকারীর কাছ থেকে একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা। তথ্য সুরক্ষা স্টোরেজ এবং ট্রানজিট উভয় ক্ষেত্রেই তথ্যের অখণ্ডতা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে। তথ্য সম্পদ পরিচালনা এবং সুরক্ষার প্রক্রিয়া এবং সিদ্ধান্ত অপারেশনাল সুরক্ষার অন্তর্ভুক্ত। কোনো নেটওয়ার্কে প্রবেশ করার সময় এবং ব্যবহারকারী কর্তৃক কীভাবে কোথায় কোথায় তথ্য সংরক্ষণ করা বা ভাগ করা যেতে পারে তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের যে অনুমতি রয়েছে তা এই সুরক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিবছর ক্রমবর্ধমান সংখ্যক তথ্য লঙ্ঘনের (Data breache) মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সাইবার হুমকির দ্রুত গতির বিকাশ অব্যাহত রয়েছে। ঝুঁকিভিত্তিক নিরাপত্তার একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে কেবলমাত্র ২০১৯ সালের প্রথম নয় মাসে ডেটা লঙ্ঘনের (Data breaches) ৭.৯ বিলিয়ন রেকর্ড প্রকাশ পেয়েছে। এই পরিসংখ্যানটি একই সময়ে ২০১৮ সালে প্রকাশিত রেকর্ডের সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি (১১২%)। আন্তর্জাতিক তথ্য কর্পোরেশন ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, সাইবার হুমকির পরিমাণ বৃদ্ধির এই মাত্রার কারণে ২০২২ সালের মধ্যে সাইবার-সুরক্ষা সমাধানে বিশ্বব্যাপী ব্যয় ১৩৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়াবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেকনোলজি (এনআইএসটি) একটি সাইবার-সুরক্ষা কাঠামো তৈরি করেছে। দূষিত কোডের প্রসারণ দমনে এবং প্রাথমিক সনাক্তকরণে সহায়তার জন্য, কাঠামোটি সমস্ত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের অবিরাম, রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণের পরামর্শ দিয়েছে।

সাইবার-সুরক্ষার দ্বারা তিন ধরনের হুমকি মোকাবেলা করা হয়:

১. আর্থিক লাভের জন্য বা কাজের ব্যাঘাত ঘটাতে এককভাবে বা দলগতভাবে সিস্টেমকে টার্গেট করা সাইবার ক্রাইমের অন্তর্ভুক্ত
২. প্রায়শই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তথ্য সংগ্রহে সাইবার আক্রমণে হয়ে থাকে।
৩. আতঙ্ক বা ভয় সৃষ্টির জন্য কম্পিউটার সিস্টেমের ক্ষতি করা সাইবার টেরোরিজমের অভিপ্রায় হয়ে থাকে।

সাইবার নিরাপত্তাকে হুমকি প্রদানের জন্য কয়েকটি সাধারণ পদ্ধতি হলো: ভাইরাস, ট্রোজান, স্পাইওয়্যার, র‍্যানসমওয়্যার, অ্যাডওয়্যার ইত্যাদির মতো ম্যালওয়্যার। এছাড়াও, বোটনেটস, এসকিউএল ইঞ্জেকশন, ফিশিং, ভিশিং, স্মিশিং, ডিএনএস ফিশিং, ফার্মিং, ম্যান-ইন-দ্য-মিডল আক্রমণ, অস্বীকৃতি-পরিষেবা আক্রমণ ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য সাইবার আক্রমণ। ড্রিডক্স ম্যালওয়্যার (ডিসেম্বর ২০১৯), রোম্যান্স স্ক্যামস (ফেব্রুয়ারি ২০২০), এমোটেট ম্যালওয়্যার (২০১৯ এর শেষদিকে) ইত্যাদি বিশ্বের কয়েকটি সর্বশেষ সাইবার হুমকি।

সাইবার সুরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ব্যবহারকারীর সুরক্ষা বা শেষপ্রান্তের নিরাপত্তা। সর্বোপরি, এটি প্রায়শই একজন ব্যক্তি (ব্যবহারকারী) যিনি দুর্ঘটনাক্রমে তার ডেস্কটপ, ল্যাপটপ বা মোবাইল ডিভাইসে ম্যালওয়্যার বা সাইবার হুমকির অন্য কোনও রূপ আপলোড করেন।

সাইবার সুরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহারকারী এবং সিস্টেমকে নিম্নোক্তভাবে সুরক্ষা দেয়: প্রথমত, সাইবার-সুরক্ষা ইমেইল, ফাইল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলিকে এনক্রিপ্ট করার জন্য ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রোটোকলের উপর নির্ভর করে। এটি কেবল তথ্য প্রেরণেই সুরক্ষা দেয় না, বরং হারানো বা চুরির বিরুদ্ধেও সুরক্ষা দেয়।

কয়েকটি শীর্ষ সাইবার সুরক্ষা কৌশল হলো: সফট্ওয়্যার এবং অপারেটিং সিস্টেম হালনাগাদ করা, অ্যান্টিভাইরাস সফট্ওয়্যার ব্যবহার করা, জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা (যে পাসওয়ার্ডগুলো সহজে অনুমেয় নয়), অজানা প্রেরকদের ই-মেইল সংযুক্তিগুলো না খোলা (এগুলো ম্যালওয়্যার দ্বারা সংক্রামিত হতে পারে), অপরিচিত প্রেরকের ই-মেইলের সংযুক্তিগুলোতে ক্লিক না করা (এগুলো ম্যালওয়্যার বহন করতে পারে), অপরিচিত প্রেরকের পাঠানো ওয়েবলিঙ্ক বা অপরিচিত ওয়েবসাইটগুলোর লিঙ্কে ক্লিক না করা (এটি ম্যালওয়্যার ছড়িয়ে যাওয়ার একটি সাধারণ উপায়), জনসমাগমস্থলে অনিরাপদ ওয়াইফাই নেটওয়ার্কগুলো এড়িয়ে চলা (অনিরাপদ নেটওয়ার্কগুলো আক্রমণে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে) ইত্যাদি।

সাইবার সুরক্ষা বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আইটি বিভাগসমূহ এবং মানবসম্পদ বিভাগের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ব্যাংক ইতোমধ্যে পৃথক সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট (সিএসইউ) গঠন করেছে এবং এর প্রধান হিসেবে বাহির থেকে একজন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি সুরক্ষা, তথ্য সুরক্ষা এবং সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত করা সিএসইউর দায়িত্ব।

এছাড়াও, পিসিআই ডিএসএসের সার্টিফিকেশন এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ইওআই প্রকাশ করেছে এবং এর মূল্যায়ন চলছে। অধিকন্তু, আইএসও ২৭০০১ সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আইটি বিভাগসমূহ এবং পিএসডি উভয়েই এই ইস্যুতে কাজ করছে। আইসিটি মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পিসিআই ডিএসএস এবং আইএসও ২৭০০১ সার্টিফিকেশন সংগ্রহ করতে নির্দেশনা দিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক শীঘ্রই সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (এসওসি) বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। সিকিউরিটি ইনফরমেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট (এসআইইএম), অ্যান্টি অ্যাডভান্সড পার্সিস্টেন্ট থ্রেট (অ্যান্টি-এপিটি), প্রিভিলেজড অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট (পিএএম) সমাধান শীঘ্রই বাস্তবায়ন করা হবে। ক্ষতিকর আক্রমণ থেকে মূল্যবান তথ্য ও সিস্টেমগুলোকে রক্ষার জন্য ইনফরমেশন সিস্টেম্‌স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট (আইএসডিএসডি), আইসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটিন্যান্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট (আইসিটিআইএমএমডি) এবং সাইবার সিকিউরিটি ইফনিট (সিএসইউ) এর মাধ্যমে ভ্যালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড পেনিট্রেশন টেস্টিং (ভিএপিটি) পরিচালনা করা হচ্ছে।

একজন দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প অর্থায়ন পরামর্শক দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ও ঋণ গ্রহণকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সেফগার্ড বিষয়ক সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য অর্থবছর ২০-এ একটি এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল সেফগার্ড অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স রিপোর্টিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও ঋণ গ্রহণকারী সংস্থার প্রায় ৫০ জন কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করেন।

সক্ষমতা উন্নয়ন

১৩.২৪ এফএসএসপি'র অর্থায়নে থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (এআইটি)-তে মাস্টার্স প্রোগ্রাম চলমান রয়েছে। এছাড়া বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে NIBM, ভারত এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এ কম্পোনেন্টের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাদের জন্য আরো বিভিন্ন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

১৩.২৫ প্রকল্পের সফল ও যথাযথ বাস্তবায়নান্তে দেশের আর্থিক বাজারের তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো জোরদার, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতার অধিকতর উন্নয়ন এবং উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়।

তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)

১৩.২৬ অর্থবছর ২০-এ বর্তমান আইএসডিএসডি (পূর্বতন আংশিক আইটিওসিডি ও আইএসডিডি) চলমান নিজস্ব অ্যাপ্লিকেশন সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সফ্‌টওয়্যার উন্নয়ন ও ডাটা প্রসেসিংয়ের কাজ সম্পাদন করে আসছে। অন্যদিকে এসবের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের আইটি সিস্টেম ক্রয়পূর্বক বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নিম্নোক্ত তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।

আইসিটি স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়ন

১৩.২৭ অর্থবছর ২০-এ বর্তমান আইএসডিএসডি বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৭-২০২১ পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনার বিভিন্ন আইসিটি কর্মকৌশল বাস্তবায়ন করেছে।

আইটি সিকিউরিটি এবং সচেতনতা তৈরি

১৩.২৮ উপসম পরিকল্পনা (রেমিডেশন প্ল্যান) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের আইসিটি অবকাঠামো (আইসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার)-কে অধিকতর নিরাপদ করার লক্ষ্যে আইটি সিস্টেমসগুলোতে বেশ কিছু সিকিউরিটি ডিভাইস সংযোজন করা হয়েছে। এ ছাড়া ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আইসিটি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ একাডেমি'র মাধ্যমে 'আইটি সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ডেভেলপমেন্ট

১৩.২৯ অর্থবছর ২০-এ আইএসডিএসডি কর্তৃক উন্নয়নকৃত/বাস্তবায়নাধীন সিস্টেমসমূহের বর্ণনা ১৩.২ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে:

সারণি ১৩.২ অর্থবছর ২০-এ সম্পাদিত ইনফরমেশন সিস্টেমস্ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট কাজ

ক্রমিক নং	সফটওয়্যার/ ইনফরমেশন সিস্টেম এর নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	২	৩
১	ট্যাক্স ক্যালকুলেশন সফটওয়্যার ফর সঞ্চয়পত্র	এনআইডি এবং সঞ্চয়পত্রের তথ্যের উপর ভিত্তি করে সঞ্চয়পত্রের ট্যাক্স ক্যালকুলেশন সিস্টেমটি উন্নয়ন করা হয়েছে।
২	সফটওয়্যার কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স	**ভ্যালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট চেকলিস্ট:** ভ্যালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট চেকলিস্টের একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। চূড়ান্তকরণের জন্য অনুমোদন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। **প্রোসিডিউর ফর এসকিউএটি:** সফ্‌টওয়্যার এর গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রস্তুত করা হয়েছে। চূড়ান্তকরণের জন্য অনুমোদন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
৩	পেনশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	পেনশন সংশ্লিষ্টদের চাহিদার ভিত্তিতে পেনশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি উন্নয়ন করা হয়েছে। সফ্‌টওয়্যারটি অধিকতর উন্নয়নের জন্য বর্তমানে গ্রাহক গ্রহণযোগ্যতা নিরীক্ষাধীন রয়েছে।
৪	এন্টারপ্রাইজ সাপোর্ট ফান্ড (ইএসএফ)	সুবিধাপ্রাপ্তদের চাহিদার ভিত্তিতে ইএসএফ সিস্টেমটির উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
৫	এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (ইডিডব্লিউ)	বিভিন্ন বিভাগ থেকে তাদের প্রয়োজন অনুসারে নতুন ডাটা উপাদান যুক্ত হয়েছে বিধায় নতুন ম্যাপিং, রিপোর্ট ও ড্যাশবোর্ড তৈরি করা হয়েছে। অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (ওবিইউ) এবং আদার ফিন্যান্সিয়াল করপোরেশন (ওএফসি)'র দুটি আগামী দিনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। আইএসএমডি এর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী আইএসএস এর বিস্তার প্রসারিত হয়েছে। এটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহও দেখভাল করছে। প্রতিনিয়ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ড্যাশবোর্ড ও রিপোর্ট তৈরি হচ্ছে।
৬	রিডিজাইনিং অব বিবি ওয়েবসাইট	উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিদ্যমান বিবি ওয়েবসাইটটির পুনঃরূপদান কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তির আলোকে উক্ত প্রক্রিয়াটি প্রবর্তন করা হয়েছে।
৭	ওয়েবসাইট ফর বিএফআইইউ	বিএফআইইউ-এর প্রয়োজনীয়তা মোতাবেক একটি স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট উন্নয়ন করা হয়েছে। বিএফআইইউ প্রস্তাব অনুযায়ী আইএসডিএসডি কর্তৃক প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের কাজ চলমান রয়েছে।
৮	বিবি মেডিকেল সিস্টেম	সম্প্রতি বিবি মেডিকেল সেন্টারে সিলিং এর সিলিং ঊর্ধ্ব সুবিধা উপভোগ করতে একটি অনলাইন আবেদন পদ্ধতি উন্নয়ন করা হয়েছে। অপরদিকে বিবি'র জন্য একটি ওয়েবসাইট নির্ভর কেন্দ্রীয় চিকিৎসা পদ্ধতি উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
৯	সার্টিফায়িং অথোরিটি (সিএ)	সার্টিফায়িং অথোরিটির জন্য দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে। দরদাতাগণ উক্ত প্রক্রিয়াটিতে অংশগ্রহণ করছেন। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
১০	ইলেকট্রনিক প্লাটফরম অব সঞ্চয়বন্ড অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ডিলিং সিস্টেম	ইলেকট্রনিক প্লাটফরম ফর সঞ্চয়বন্ড: এই সিস্টেমের মাধ্যমে অনিবাসী বাংলাদেশিদের জন্য নিজের ডেস্কে বসে সঞ্চয়পত্র ক্রয় ও নগদীকরণ প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক ডিলিং সিস্টেম: এই সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যাংকসমূহের জন্য কলমানি মার্কেট অনলাইন করা হয়েছে।
১১	সিবিএস পোর্টাল	--

উৎস : ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট এন্ড সাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব

১৪.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থবছর ২০-এর আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মানদণ্ড (আইএফআরএস) অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদনসমূহের কার্যনির্বাহী সারসংক্ষেপ (সাবসিডিয়ারি- এসপিসিবিএল ব্যতীত) নিম্নরূপ।

আয়

১৪.২ ব্যাংকের মোট পরিচালন আয় (বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যতীত) অর্থবছর ১৯-এর ৭৫.৬৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১০.৪৩ বিলিয়ন টাকা (১৩.৭৯ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ৮৬.০৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নসহ ব্যাংকের মোট পরিচালন মুনাফা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ০.৮০ বিলিয়ন টাকা (০.৮৯ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৯০.৩৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। আয়ের উৎস সারণি ১৪.১ এ দেখানো হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ হতে আয়

১৪.৩ কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগের উপর সুদের হার হ্রাসের কারণে অর্থবছর ২০-এ বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের আয় অর্থবছর ১৯-এর ৫৯.৮৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১০.২০ বিলিয়ন টাকা (১৭.০৪ শতাংশ) হ্রাস পেয়ে ৪৯.৬৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে আয়

১৪.৪ অর্থবছর ২০-এ স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের আয় অর্থবছর ১৯-এর ১৫.৭৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২০.৬৩ বিলিয়ন টাকা (১৩০.৬৫ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬.৪২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হতে সরকারের ঋণের পরিমাণ গত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সরকারি সিকিউরিটিজের সুদ, সরকারের ঋণ, রেপো এবং কমিশন ও বাট্টা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ১৪.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
পরিচালন আয়		
ক. বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ হতে আয়	**৫৯.৮৬**	**৪৯.৬৬**
সুদ আয়	৫৯.৩৬	৪৯.৩২
কমিশন ও বাট্টা	০.৫০	০.৩৪
খ. অভ্যন্তরীণ মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ হতে আয়	**১৫.৭৯**	**৩৬.৪২**
সুদ আয়	১৩.৮২	৩৩.৭৭
কমিশন ও বাট্টা	১.৫৯	২.২৭
ডিভিডেন্ড ও অন্যান্য	০.৩৬	০.৩৬
অন্যান্য আয়	০.০২	০.০২
মোট: (ক+খ)	**৭৫.৬৫**	**৮৬.০৮**
গ. বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/(ক্ষতি)	**১৩.৯০**	**৪.২৭**
উসুলকৃত লাভ (ক্ষতি)	১১.৬০	৩০.৯১
অনুসুলকৃত লাভ (ক্ষতি)	২.৩০	(২৬.৬৪)
মোট: (ক+খ+গ)	**৮৯.৫৫**	**৯০.৩৫**

উৎস : একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

চার্ট ১৪.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের আয়, ব্যয় এবং মুনাফার ধারা

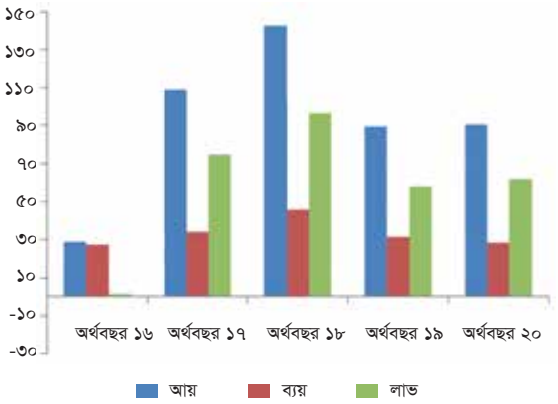

উৎস : একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়

১৪.৫ অর্থবছর ২০-এ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নে অর্থবছর ১৯-এর ১৩.৯০ বিলিয়ন টাকার

তুলনায় ০৪.২৭ বিলিয়ন টাকা মুনাফা করেছে। টাকার বিপরীতে গুরুত্বপূর্ণ রিজার্ভ মুদ্রা মার্কিন ডলারের মান কমে যাওয়াই এর মূল কারণ।

ব্যয়

১৪.৬ অর্থবছর ২০-এ ব্যাংকের মোট ব্যয় অর্থবছর ১৯-এর ৩১.৪২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.৯৩ বিলিয়ন টাকা (০৯.৩৩ শতাংশ) হ্রাস পেয়ে ২৮.৪৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১৪.২-এ দেখানো হয়েছে।

আর্থিক ব্যয়

১৪.৭ অর্থবছর ২০-এ আর্থিক ব্যয় পূর্ববর্তী অর্থ বছরের ১০.৯৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.০১ বিলিয়ন (০.০৯ শতাংশ) টাকা হ্রাস পেয়ে ১০.৯৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মূলত স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত সুদের হারের তারতম্যের কারণে এই ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

অন্যান্য ব্যয়

১৪.৮ অর্থবছর ২০-এর অন্যান্য ব্যয় অর্থবছর ১৯-এর ২০.৪৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.৯২ বিলিয়ন (১৪.২৯ শতাংশ) টাকা হ্রাস পেয়ে ১৭.৫১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মূলত মুদ্রণ খরচ এবং বিবিধ সাধারণ ও প্রশাসনিক খরচ হ্রাসের ফলে এ খাতে ব্যয় হ্রাস পেয়েছে ।

মুনাফা

১৪.৯ অর্থবছর ২০-এ ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা (বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যতীত) ৫৭.৫৯ বিলিয়ন টাকা যা অর্থবছর ১৯-এ ছিল ৪৪.২২ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ২০-এ ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা (বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি সহ) ৬১.৮৬ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৫৮.১২ বিলিয়ন টাকা।

সারণি ১৪.২ বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যয়

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
ক. আর্থিক খরচ	**১০.৯৯**	**১০.৯৮**
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত ব্যয়	৩.৮২	৩.২
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত সুদ	৩.৬৬	২.৯২
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত কমিশন ও অন্যান্য ব্যয়	০.১৬	০.২৮
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত ব্যয়	৭.১৭	৭.৭৮
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের উপর প্রদত্ত সুদ	০.২৩	০.২৫
কমিশন ও অন্যান্য ব্যয়	৬.৯৪	৭.৫৩
খ. অন্যান্য খরচ	**২০.৪৩**	**১৭.৫১**
নোট মুদ্রণ	৪.৮১	৩.১৪
সাধারণ এবং প্রশাসনিক খরচ	১৫.৬২	১৪.৩৭
মোট ব্যয় (ক+খ)	**৩১.৪২**	**২৮.৪৯**

উৎস : একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

অন্যান্য সামগ্রিক আয়

১৪.১০ এ অর্থবছরে ব্যাংক পুনর্মূল্যায়ন বাবদ ২২.৪৫ বিলিয়ন টাকা লাভ করেছে। এ পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তরিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে আর্থিক দলিলাদি ও স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধির ফলে এ পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ হয়েছে।

মুনাফা আবণ্টন

১৪.১১ ৫৭.৫৯ বিলিয়ন টাকা মুনাফা হতে ০.২৫ বিলিয়ন টাকা বিধিবদ্ধ তহবিল, ০.১০ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল এবং ০.২৫ বিলিয়ন টাকা সম্পদ নবায়ন ও প্রতিস্থাপন তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে। সরকারের নিকট হতে পাওনার বিপরীতে ০.০৩ বিলিয়ন টাকা এবং অতিরিক্ত ১.৫০ বিলিয়ন টাকা বিধিবদ্ধ তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে। আলোচ্য সমন্বয়ের পর ৫৫.৪৬ বিলিয়ন টাকা সরকারের হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে যা অর্থবছর ১৯ এর তুলনায় ১২.২৯ বিলিয়ন টাকা বেশি।

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

সম্পদসমূহ

১৪.১২ অর্থবছর ২০-এ বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ অর্থবছর ১৯-এর ২,৮৭৭.৬৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২৮৯.৫৯ বিলিয়ন (১০.০৬ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৩,১৬৭.২৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

১৪.১৩ অর্থবছর ২০-এ স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ অর্থবছর ১৯-এর ৪৪৪.৯১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৯৮.৩৮ বিলিয়ন টাকা (৪৪.৫৯ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪৩.২৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। রেপো সিকিউরিটি এবং সরকারকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এ সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪.১৪ অর্থবছর ২০-এ ব্যাংকের অ-আর্থিক সম্পদ ১.৪২ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪১.২৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

দায়সমূহ

১৪.১৫ বাংলাদেশ ব্যাংকে অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমাকৃত বৈদেশিক মুদ্রার বৃদ্ধির ফলে অর্থবছর ২০-এ বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায় অর্থবছর ১৯-এর ৪৩৪.৫৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১১.৭২ বিলিয়ন টাকা (২.৭০ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪৬.২৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

১৪.১৬ প্রচারণকৃত মুদ্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের পরিমাণ অর্থবছর ১৯-এর ২,৫৭৭.০৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪৩৬.১৪ বিলিয়ন টাকা (১৬.৯২ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৩,০১৩.২২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

প্রচারণকৃত নোট

১৪.১৭ মুদ্রা প্রচারণ বিগত অর্থবছর ১৯-এর ১,৬৮৮.৬০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩৭৬.৯২ বিলিয়ন টাকা (২২.৩২ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০-এ ২,০৬৫.৫৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। প্রচারণকৃত মুদ্রার (২,০০৫.৫৩ বিলিয়ন টাকা) বিপরীতে ১১.৩৫ বিলিয়ন টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য, ২,০১০.০০ বিলিয়ন টাকার অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিতি, ৯.৪৫ বিলিয়ন টাকার বাংলাদেশ সরকারের সিকিউরিটিজ, ৪.৮৩ বিলিয়ন টাকার মুদ্রা এবং ২৯.৮৮ বিলিয়ন টাকার অন্যান্য স্থানীয় সম্পদের সংস্থান রয়েছে।

ইক্যুইটি

১৪.১৮ অর্থবছর ২০-এ ব্যাংকের মোট ইক্যুইটি অর্থ বছর ১৯-এর ৩৫০.৭৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪১.৪৫ বিলিয়ন টাকা (১১.৮৪ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯২.৩১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের ইক্যুইটির বিবরণ নিম্নরূপ :

ক. ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ০.০৩ বিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

খ. অর্থবছর ২০-এ সংরক্ষিত মুনাফা অর্থবছর ১৯-এর ৪৩.১৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৩.৮২ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬.৯৯ বিলিয়ন টাকা হয়েছে।

গ. অর্থবছর ২০-এ পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি অর্থবছর ১৯-এর ২১৮.৮৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩.৬৯ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ২১৫.১৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ঘ. অর্থবছর ২০-এ মুদ্রা হ্রাস-বৃদ্ধি সঞ্চিতি অর্থবছর ১৯-এর ৪০.৩৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩০.৯০ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৭১.২৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ঙ. গ্রামীণ ঋণ তহবিল, কৃষি ঋণ তহবিল এবং শিল্প ঋণ তহবিলের অর্থ উন্নীতকরণের ফলে অর্থবছর ২০-এ বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহের স্থিতি অর্থবছর ১৯-এর ১৬.২৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.২৫ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬.৫২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

চ. অন্যান্য সঞ্চিতি অর্থবছর ১৯-এর ১২.২০ বিলিয়ন টাকা হতে ০.২৫ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০ এ ১২.৪৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ছ. ব্যাংকের সাধারণ সঞ্চিতি ৪.২৫ বিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ

১৪.১৯ অর্থবছর ২০-এ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অর্থবছর ১৯-এর ২,৭৬৪.৫৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২৯৫.০০ বিলিয়ন (১০.৬৭ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৩,০৫৯.৫৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

একীভূতকরণ

১৪.২০ বাংলাদেশ ব্যাংকের শতভাগ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ (এসপিসিবিএল)-এর হিসাব ব্যাংকের হিসাবের সাথে একীভূত করা হয়েছে।

নিরীক্ষক

১৪.২১ বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থবছর ২০-এর আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান ম্যাবস অ্যান্ড জে পার্টনার্স, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, বাংলাদেশ এবং হাওলাদার ইউনুস এন্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, বাংলাদেশ কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি নিরীক্ষকদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদন

মতামত

আমরা এতদ্‌সঙ্গে সংযোজিত বাংলাদেশ ব্যাংক ("ব্যাংক") এবং এর সাবসিডিয়ারির ("গ্রুপ") ৩০ জুন ২০২০ তারিখের সমন্বিত ও পৃথক স্থিতিপত্র (একত্রে "আর্থিক বিবরণী" নামে অভিহিত করা হয়েছে), সংশ্লিষ্ট সমাপ্ত বছরের পৃথক ও সমন্বিত আয়-ব্যয় বিবরণী এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণী, সমন্বিত ও পৃথক ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণী ও নগদ প্রবাহের বিবরণী এবং টীকাসমূহ, তাৎপর্যপূর্ণ হিসাবনীতিসমূহের সারাংশ এবং অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক তথ্যসহ নিরীক্ষা করেছি।

আমাদের মতে, সার্বিক প্রেক্ষাপটে এতদ্‌সংযোজিত আর্থিক বিবরণীসমূহ স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, ৩০ জুন ২০২০ তারিখে ব্যাংক এবং গ্রুপের আর্থিক অবস্থা ও তাদের আর্থিক কর্মক্ষমতা এবং সংশ্লিষ্ট সমাপ্ত বছরের নগদ প্রবাহ আন্তর্জাতিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের মানদণ্ড (আইএফআরএস) অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে যা টীকা নম্বর ২.০১-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মতামতের ভিত্তি

আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা মানদণ্ড (আইএএস) অনুযায়ী আমরা নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করেছি। সমন্বিত ও পৃথক স্থিতিপত্রে নিরীক্ষকদের দায়দায়িত্ব অংশে উক্ত মানদণ্ড অনুযায়ী আমাদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে আরও বর্ণনা রয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইথিকস স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড ফর অ্যাকাউন্ট্যান্স কোড অব ইথিকস ফর প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্স (আইইএসবিএ কোড) অনুযায়ী আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং গ্রুপ হতে স্বাধীন এবং আইইএসবিএ কোড ও ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্স অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর আইনানুসারে অন্যান্য নৈতিক দায়দায়িত্ব পরিপালন করেছি। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের মতামত প্রদানের জন্য প্রাপ্ত নিরীক্ষা প্রমাণাদি যথেষ্ট এবং যথোপযুক্ত।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

আমাদের মতামতকে শর্তযুক্ত না করে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়াদিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

১। সমন্বিত আর্থিক বিবরণীর ৩.১৪ নং টীকায় ব্যাংক মতিঝিল অফিসে রক্ষিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের হিসাবরক্ষণ নীতি প্রকাশ করেছে। এ নীতি আইএএস-২-এর অনুচ্ছেদ-৯০ অনুসারে পরিপালিত নয়।

২। সমন্বিত আর্থিক বিবরণীর ৬ নং টীকায় ব্যাংক আইএমএফ-এর সাথে রক্ষিত সম্পদ ও দায় প্রকাশ করেছে। ৩০ জুন ২০২০ অনুযায়ী, আইএমএফ-এর সাথে রক্ষিত সম্পদ রয়েছে ২০৪.২২ বিলিয়ন টাকা এবং দায় রয়েছে ২২২.৩৩ বিলিয়ন টাকা। ব্যাংক উপরিউক্ত টীকায় প্রকাশ করেছে যে, 'বাংলাদেশ' (অর্থাৎ "বাংলাদেশ সরকার") আইএমএফ -এর সদস্য এবং বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ-এর জন্য 'আর্থিক প্রতিনিধি এবং ডিপোজিটরি'। এর ফলে, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইএমএফ-এ রক্ষিত/স্বীকৃত সম্পদ ও দায় এবং আয় ও ব্যয় (যথাক্রমে ০.৬৭ বিলিয়ন টাকা এবং ০.৩৫ বিলিয়ন টাকা) আর্থিক প্রতিবেদনের ধারণাগত কাঠামোর অনুচ্ছেদ ৪.৪৪ ও ৪.৪৬ এবং ৪.৪৭ ও ৪.৪৯ অনুসারে সম্পদ ও দায় এবং আয় ও ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি।

৩। আইএএস-২১ এর অনুচ্ছেদ-২৩ অনুসারে প্রত্যেক প্রতিবেদনকালের শেষে সমাপনী বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণকে টাকায় রূপান্তরের সময় সমাপনী বিনিময় মূল্য ব্যবহার করা হয়। সমন্বিত আর্থিক বিবরণীর ৬.০২ নং টীকায় ব্যাংক আইএমএফ-এর সাথে রক্ষিত স্থিতির সাথে একমত হওয়ার জন্য ৩০ এপ্রিল ২০২০ তারিখের এসডিআর

বিনিময় হার ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সিকিউরিটিজ, আইএমএফ ১ও ২ হিসাবসমূহ পুনর্মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রকাশ করেছে জন্য যা আইএএস-২১ অনুসারে হয়নি।

৪। সমন্বিত আর্থিক বিবরণীর ৯ নং টীকায় ব্যাংক প্রকাশ করেছে যে, আইনজীবীর প্রতিবেদনানুসারে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে অননুমোদিত সুইফট্ লেনদেনের মাধ্যমে অপসারিত ৫,২২৪ মিলিয়ন টাকা পুনরুদ্ধারযোগ্য।

৫। আর্থিক বিবরণীর ১৫.১, ১৬ এবং ২৪.০৪ নং টীকায় ব্যাংক ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে অ-আর্থিক সম্পদ (সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদির যে কোন উপাদান অথবা অস্পর্শনীয় সম্পদ যার ক্রয়মূল্য/পুনর্মূল্য ১,০০,০০০.০০ টাকার বেশি)-এর পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ পুনর্মূল্যায়নের সময় আইএএস-১৬ এর অনুচ্ছেদ-৩৬ এর পরিপালন করা হয়নি।

এছাড়া, আইএএস-১৬-এর অনুচ্ছেদ-৪১ অনুসারে পুনর্মূল্যায়িত সম্পদের কিছু অংশ ব্যবহারকৃত সম্পদ খাতে স্থানান্তরযোগ্য। এক্ষেত্রে, উক্ত মূল্য পুনর্মূল্যায়িত সম্পদের বাহিত মূল্য ও ঐতিহাসিক মূল্যের উপর অবচয়মূল্যের পার্থক্যের সমপরিমাণ হবে। তথাপি, পুনর্মূল্যায়িত সম্পদের সম্পূর্ণ অংশের উপর অবচয় ধার্য করে তা লাভক্ষতি হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছে। এর ফলে, সম্পদ সম্পূর্ণরূপে অবচয়কৃত হলেও, অবণ্টিত মুনাফায় স্থানান্তর না হওয়ার দরুন সম্পদের মেয়াদোত্তীর্ণকালে পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি অপরিবর্তিত থাকবে।

৬। ৩০ জুন ২০২০ তারিখে গ্রাচ্যুইটি ফান্ডের সঞ্চিতি ১৬,৬৯,৮৭৬,০০০ টাকা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের সঞ্চিতি ২,১১,৩২,৬৭১,০০০ টাকা। সঞ্চিতিসমূহ ৩০ জুন ২০১৬ তারিখের এ্যাকচুয়ারি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ধরা হয়েছে যা ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়। এছাড়া, আইএএস-১৯ এর অনুচ্ছেদ-৫৮ অনুসারে সুবিধা দায় (বা সম্পদ) নিয়মিতকরণের কথা বলা থাকলেও ৩০ জুন ২০১৬ তারিখের পর তহবিলের উপর এ্যাকচুয়ারি মূল্যায়ন করা হয়নি।

অপরিহার্য নিরীক্ষা বিষয়াদি

আমাদের পেশাগত বিবেচনায় চলতি বছরের আর্থিক বিবরণীতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়াদি অপরিহার্য নিরীক্ষা বিষয়াদি হিসেবে পরিগণিত। আর্থিক বিবরণীর নিরীক্ষা এবং মতামত প্রদানে সামগ্রিকভাবে এসব বিষয়াদি বিবেচনা করা হয়েছে এবং এগুলোর উপর আলাদাভাবে কোন মতামত প্রদান করা হয়নি। নিম্নবর্ণিত নিরীক্ষা বিষয়াবলী আমাদের প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ মর্মে নির্ধারিত।

১. বৈদেশিক বিনিয়োগ

বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকের সম্পদের পরিমাণ ২,৪৩৩.১৩ বিলিয়ন টাকা, ব্যাংকের মোট সম্পত্তির ৬২.৮৫% -এর সমান, যা আর্থিক বিবরণীসমূহের উল্লেখযোগ্য উপাদান। এ বিনিয়োগসমূহ বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগে এক বা একাধিক বছরের বেশি সময়ের জন্য বিনিয়োগকৃত। আর্থিক বিবরণীতে বৈদেশিক বিনিয়োগ মূল্যায়ন এবং উপস্থাপনা উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষা ঝুঁকি বহন করে।

আমাদের বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পর্কিত বস্তুগত ভুলের ঝুঁকি যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি বলে মনে করা হয়, মোকাবেলা করতে আমাদের নিরীক্ষা পদ্ধতিসমূহে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

- বিদেশী বিনিয়োগের বাহিত মূল্য নির্ণয়ে ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের পরিচালন কার্যকারিতার রূপরেখা ও পরীক্ষা নিরূপণ করা।
- এসএপি-এর স্থিতি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের কাছে সরাসরি নিশ্চিতকরণ বার্তা পাঠানো হয়েছে। নিশ্চিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় সমন্বয় করা হয়েছে।

- ব্যবহৃত বিনিময় হার ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, সুদ আয় পুনর্বিবেচনা এবং সনাক্তকরণ, পরিমাপ, উপস্থাপনার মূল্যায়ন এবং আর্থিক প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি বিশদ বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট আইএফআরএস অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্পর্কে ব্যাংকের বিবৃতি আর্থিক প্রতিবেদনের টীকা ৩.০৮ এবং ৫-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে উদ্বৃত্ত (আইএমএফ)

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যাংকের সম্পদ সমাপনী তারিখে ২০৪.২২ বিলিয়ন টাকা, মোট সম্পত্তির ৫.২৮% এর সমান, যার প্রভাব আর্থিক বিবরণীতে উল্লেখযোগ্য। কোটা ৫৩৩.৩০ মিলিয়ন এসডিআর সরকারি হিসাব হতে বৈদেশিক মুদ্রা সরাসরি বিকলন করে প্রদানের মাধ্যমে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে তা ২৫% বৃদ্ধি করা হয়। এই সম্পদগুলোর অনন্য কাঠামো, শর্তাদি এবং মূল্যায়ন আমাদের নিরীক্ষা কার্যক্রমের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

ব্যাংক কর্তৃক আইএমএফের সদস্যপদ চাঁদার বিপরীতে আইএমএফ সিকিউরিটিজ (প্রমিসরি নোট) ইস্যু করা হয়েছে এবং সদস্যের কোটাভিত্তিক এসডিআর বরাদ্দ করা হয়েছে। আইএমএফের সাথে দায়বদ্ধতা ব্যাংকের মোট দায়ের প্রায় ৫.৭৪%। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সঙ্গে দায়ের মূল্যায়ন আমাদের নিরীক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে, কারণ এটা বৈদেশিক মুদ্রা রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা এবং পর্যায়ক্রমিক বকেয়া সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে সম্পৃক্ত সম্পদ সম্পর্কিত বস্তুগত ভুলের ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা করার জন্য আমাদের নিরীক্ষা প্রক্রিয়ায় আইএমএফ ওয়েবসাইট থেকে এসডিআর পরিমাণ পরীক্ষা করা এবং পরবর্তী সময়ে সমাপনী তারিখের এই পরিমাণটি রূপান্তর করার জন্য ব্যবহৃত বিনিময় হার পরীক্ষা করা হয়। উপরন্তু, আমরা সারা বছরের এসডিআর বরাদ্দের উপর সুদ এবং লেনদেনসমূহের হিসাবায়নের ভিত্তি পর্যালোচনা করেছি। সেই সাথে, আমাদের নিরীক্ষা পদ্ধতি আইএমএফ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথিগুলোর পরীক্ষা, সারা বছরের এসডিআর বরাদ্দের উপর সুদ এবং আইএএস ২১ অনুযায়ী বিদ্যমান রূপান্তর হার ব্যবহার করে আইএমএফের সঙ্গে দায়ের পরিমাণ পুনরায় হিসাব করে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে সম্পৃক্ত সম্পদ সম্পর্কে ব্যাংকের প্রকাশিত তথ্য টীকা ৬.০১-এ এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর দায় সম্পর্কে টীকা ৬.০২-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্যায়ন

ব্যাংক স্বর্ণ ও রৌপ্য মজুদ এবং বিনিয়োগ হিসেবে ৬৭.৬৮ বিলিয়ন সমতুল্য টাকা সংরক্ষণ করে, যা প্রচারণকৃত মুদ্রার বিপরীতে রাখা সম্পদ। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যমান আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যা বাজারের পরিবর্তনশীলতা এবং অন্যান্য বাহ্যিক অর্থনৈতিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। সম্পত্তির অনন্য প্রকৃতি, গৃহীত মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি আমাদের নিরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করা হয়।

আমাদের নিরীক্ষা পদ্ধতিতে গৃহীত মূল্যায়ন পদ্ধতি যাচাই এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাস্তব অবস্থা সরাসরি নমুনা পদ্ধতিতে যাচাইয়ের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয়েছে। স্থিতি নিশ্চিতকরণপত্র ইস্যু করা, প্রচলিত বাজার হারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্যের পুনর্মূল্যায়ন এবং প্রচারণকৃত মুদ্রার বিপরীতে রাখা সম্পদের মূল্য অনুযায়ী স্বর্ণ ও রৌপ্যের পুনর্মূল্যায়নও আমাদের নিরীক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্যনির্ধারণ প্রক্রিয়ার বিষয়টি ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদনের টীকা ৩.১৪ এবং ৭-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. ব্যাংকসমূহে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ

ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের সঙ্গে ব্যাংকের সম্পদের পরিমাণ ৪০১.২৬ বিলিয়ন টাকা, যা মোট সম্পত্তির ১০.৩৬%, যা আর্থিক বিবরণীসমূহের উল্লেখযোগ্য উপাদান।

বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের সাথে জড়িত বস্তুগত ভুলের ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা করার জন্য আমাদের নিরীক্ষা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করে :

- ঋণসমূহের নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ হতে আভ্যন্তরীণ স্বীকৃতি এবং ৩০ জুন ২০২০ তারিখে বিদ্যমান বিনিময় হার ব্যবহার করে ইডিএফ, এলটিএফএফ এবং জিটিএফ বিনিয়োগের সঙ্গে সম্পৃক্ত সম্পত্তির টাকায় মূল্যায়ন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২০ তারিখে প্রকাশিত সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহে আমাদের হিসাবের পরিমাণ গণনাকৃত পরিমাণের সাথে মিলেছে।
- সুদের হিসাব স্বয়ংক্রিয় হয় কিনা তা যাচাই করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইডিএফ সুদের হিসাব ই-রিফাইন্যান্স সফ্‌টওয়্যারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ই-রিফাইন্যান্স সফ্‌টওয়্যার থেকে সুদের স্থিতি সাধারণ খতিয়ানের বিপরীতে নিশ্চিত হয়েছে।

ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ সম্পর্কে ব্যাংকের বিবৃতি টীকা ৮-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে লেনদেন

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাথমিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ব্যাংকিং লেনদেন করে থাকে, যার মধ্যে বিদেশি সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া ঋণ ও অনুদান এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও জাতীয় কোষাগারের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত। সরকারের পক্ষে ও সরকারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত লেনদেনসমূহের অনন্য প্রকৃতি এবং বিশদ আকার নিরীক্ষাকার্যে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ হিসাবে ব্যাংকের সম্পত্তির পরিমাণ ৪২০.০৯ বিলিয়ন টাকা, মোট সম্পত্তির ১০.৮৫%, যা আর্থিক বিবরণীর উল্লেখযোগ্য উপাদান। এই বিনিয়োগ এক বছরের কম বা একাধিক বছরের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে হয়ে থাকে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট ঋণ সম্পর্কিত বস্তুগত ভুলের ঝুঁকি মোকাবেলার আমাদের নিরীক্ষা পদ্ধতিগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল :

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে ঋণের বহনযোগ্য মূল্য নিরূপণে পরিকল্পনার নিরীক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের পরিচালন কার্যকারিতা পরীক্ষা।
- নিলামের বিশদ বিশ্লেষণ, মূল্যনির্ধারণ প্রক্রিয়া, সুদের আয়ের পুনর্মূল্যায়ন, সংশ্লিষ্ট আইএফআরএস অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীর উপস্থাপনা এবং প্রকাশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ সম্পর্কে ব্যাংকের বিবৃতি ৩.১১ নং এবং ১১ নং টীকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬. প্রচলনকৃত মুদ্রা

বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম মুখ্য কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী বাংলাদেশি ব্যাংক নোট ইস্যু করা এবং এটি আমাদের নিরীক্ষা কাজে উল্লেখযোগ্য বিষয় কারণ :

- আর্থিক বিবরণী ব্যবহারকারীদের অত্যধিক আগ্রহ;

- বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীতে এর স্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ; এবং
- বাংলাদেশ ব্যাংকের দায় হিসেবে অর্থনীতিতে প্রচলিত ইস্যুকৃত ব্যাংকনোটসমূহের মূল্য নির্ধারণ করা জটিল।

ব্যাংকনোটের স্থিতি বাংলাদেশে ইস্যুকৃত সকল নোটের মূল্য নির্দেশ করে এবং বাতিল/ধ্বংসকৃত নোট ব্যতীত ইস্যুকৃত সকল নোটের দায় অভিহিত মূল্যে পরিমাপ করা হয়।

বাংলাদেশি ব্যাংক নোট নিরীক্ষায় আমরা নিম্নোক্ত নিরীক্ষা পদ্ধতিসমূহ পালন করেছি :

- যে সকল নিয়ন্ত্রক ব্যাংকনোটের ইস্যু এবং ফেরত সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এবং স্থিতি সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের পরীক্ষা করা হয়েছে।
- আমরা চলতি এবং বিগত বছরের গতিবিধির তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছি। এছাড়া আমরা পূর্ববর্তী বছরসমূহে বাংলাদেশে ইস্যুকৃত ব্যাংকনোটের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করেছি যেখানে নোটের আকার এবং সংখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশের ১৯৭২ সালের ৩০ নং ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত সম্পত্তির ব্যাক আপ রাখার মূল্যায়ন এবং মুদ্রণকৃত নোটের চাহিদা এবং অর্ডার প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে আমাদের পদ্ধতিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- আমাদের নিরীক্ষা প্রক্রিয়াকরণে নোট ইস্যু প্রক্রিয়াটি বোঝার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা এবং নমুনা ভিত্তিতে প্রচলিত নোটগুলোর ব্যাংকের প্রাঙ্গনের সম্পত্তির পরিদর্শন সম্পন্ন করা।

ব্যাংকের প্রচারকৃত মুদ্রা সম্পর্কিত তথ্য আর্থিক বিবরণীর টীকা ১৯ নং-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অন্যান্য বিষয়

- ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহে ম্যাবস অ্যান্ড জে পার্টনার্স, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস এবং একনাবিন, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস নিরীক্ষা করে, বিবরণীসমূহের কিছু বিষয়ের উপর জোর দিয়ে ২৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে তারা শর্তহীন মতামত প্রদান করেন; এবং
- সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীটি ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী আমাদের দ্বারা যৌথভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে।

সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহের জন্য ব্যবস্থাপক এবং পরিচালনাকার্যে নিযুক্তদের দায়-দায়িত্ব

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মানদণ্ড অনুযায়ী সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত এবং পক্ষপাতশূন্য উপস্থাপনার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দায়ী এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত এ ধরনের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরি করা জরুরি, যেগুলো জালিয়াতি বা ত্রুটি মুক্ত।

সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতিতে হিসাবের চলমান নীতি অনুযায়ী গ্রুপের ক্ষমতা নিরূপণ এবং প্রযোজ্যমতে চলমান নীতি সম্পর্কিত বিষয় এবং হিসাবের চলমান নীতি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দায়ী, যদি না ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গ্রুপটি অবসায়ন করে বা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় অথবা তা না করার কোন বাস্তবসম্মত বিকল্প থাকে।

পরিচালনায় নিয়োজিতগণ গ্রুপের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানে দায়বদ্ধ থাকবেন।

সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষকদের দায়িত্ব

আমাদের উদ্দেশ্যসমূহ হল, সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহ জালিয়াতি বা ত্রুটির কারণে সামগ্রিক ভুল বিবৃতি থেকে মুক্ত কিনা এবং আমাদের মতামতকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন একটি নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত আশ্বাস গ্রহণ করা। যুক্তিসঙ্গত আশ্বাস একটি উচ্চস্তরের নিশ্চয়তা, তবে এটি একটি গ্যারান্টি নয় যে, আইএসএ-এর সাথে পরিচালিত একটি নিরীক্ষা সবসময় বিদ্যমান বস্তুগত ভুল শনাক্ত করবে। ভুলগুলো জালিয়াতি বা ত্রুটি থেকে হতে পারে এবং যদি পৃথকভাবে বা সামগ্রিকভাবে উপাদানসমূহ বিবেচনা করা হয়, তাহলে এই যৌক্তিক আর্থিক বিবরণীসমূহের ভিত্তিতে ব্যবহারকারীদের নেওয়া অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার জন্য তারা যুক্তিযুক্ত।

আইএসএ অনুযায়ী একটি নিরীক্ষা অংশ হিসাবে, সার্বিক নিরীক্ষা কার্যক্রমে আমরা পেশাদারি রায় অনুশীলন এবং পেশাদারি সংশয়বাদ বজায় রেখেছি। এছাড়াও :

- জালিয়াতি বা ত্রুটি, ডিজাইন এবং সেই ঝুঁকির জন্য প্রতিক্রিয়া নিরীক্ষার পদ্ধতিগুলো সম্পাদন করা এবং নিরীক্ষার প্রমাণ প্রাপ্তি এবং আমাদের মতামতের জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করার জন্য যথেষ্ট এবং যথাযথভাবে প্রাপ্তির কারণে, সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহের উপাদান অপব্যবহারের ঝুঁকিগুলো শনাক্ত এবং মূল্যায়ন করা। জালিয়াতি থেকে প্রাপ্ত বস্তুগত ভুল শনাক্ত করার ঝুঁকির কারণের চেয়ে অধিকতর হতে পারে, কারণ জালিয়াতি, ইচ্ছাকৃত বর্জন, ভুল উপস্থাপনা বা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের আধিক্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
- নিরীক্ষার সাথে সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বোঝার জন্য যথাযথ পদ্ধতিতে নিরীক্ষা পদ্ধতিগুলো প্রণয়ন করা হয়, কিন্তু গ্রুপের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে নয়।
- হিসাবরক্ষণ নীতিসমূহের উপযুক্ততা এবং ব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিচালিত হিসাবের এবং প্রাসঙ্গিক প্রকাশের যুক্তিযুক্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে।
- ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হিসাবরক্ষণের চলমান নীতি ব্যবহারের যথার্থতা নিরূপণ এবং প্রাপ্ত নিরীক্ষার প্রমাণের উপর ভিত্তি করে কোন অনিশ্চয়তার ঘটনা বা শর্ত বিদ্যমান কিনা যা চলমান হিসেবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য গোষ্ঠীর দক্ষতার উপর উল্লেখযোগ্য সন্দেহ সৃষ্টি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। যদি আমরা উপসংহারে পৌঁছাই যে একটি বস্তুগত অনিশ্চয়তা বিদ্যমান, তাহলে আমাদের নিরীক্ষকদের প্রতিবেদনে সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহে এ সম্পর্কিত বিবৃতির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে বা যদি এই প্রকাশগুলো অপর্যাপ্ত হয় তবে আমাদের মতামত সংশোধন করতে হবে। আমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত নিরীক্ষা প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।
- সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণীর সামগ্রিক উপস্থাপনা, গঠন এবং বিষয়বস্তু, প্রকাশসমূহ এবং সমন্বিত এবং পৃথক আর্থিক বিবরণী অন্তর্নিহিত লেনদেন এবং কার্যক্রমসমূহের যথাযথ পদ্ধতিতে প্রদর্শিত হয়েছে কি না তা সহ মূল্যায়ন করা হয়েছে।
- সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর একটি মতামত প্রকাশ করার জন্য গ্রুপের সত্তা বা ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের আর্থিক তথ্য সংক্রান্ত পর্যাপ্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ করেছি। আমরা গ্রুপ নিরীক্ষার দিকনির্দেশনা, তত্ত্বাবধান এবং কার্যকারিতার জন্য দায়ী। আমরা আমাদের নিরীক্ষা মতামতের জন্য সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ।

আমরা অডিট এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনের সময়সূচি, প্রাপ্ত তথ্য, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ঘাটতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশাসনিক কার্যে নিয়োজিত দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ করি।

আমাদের স্বাধীনতা বিষয়ক নৈতিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে আমরা দায়িত্বশীলদের নিশ্চিত করি এবং এমনভাবে যোগাযোগ স্থাপন করি যাতে আমাদের স্বাধীনতা এবং ক্ষেত্রমতে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

পরিচালনায় নিয়োজিতদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে চলতি বছরের সমন্বিত আর্থিক বিবৃতিসমূহের গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা বিষয় নির্ধারণ করা হয়। এসকল বিষয় নিরীক্ষা প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয় যদি না কোনো আইনি বা বিধিবদ্ধ বাধা-নিষেধ না থাকে, এ ধরনের বিরল ক্ষেত্রে প্রকাশ বা তুলে না ধরাই জনস্বার্থে যুক্তিযুক্ত।

অন্যান্য আইনি এবং নিয়ন্ত্রক সংক্রান্ত প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রেফারেন্সের শর্তাদি অনুযায়ী আমরা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহও তুলে ধরি :

- আমাদের দৃষ্টিতে এমন কিছুই আসেনি যা ইঙ্গিত দেয় যে আইটিভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি হতে উদ্ভূত তথ্য ভুল এবং অসংগতি হতে মুক্ত নয়;
- আমাদের দৃষ্টিতে এমন কিছুই আসেনি যা ইঙ্গিত দেয় যে জড় সামগ্রী (মূলধনী সম্পদ) এবং স্থাবর সম্পত্তির ধার্যকৃত অবচয় আর্থিক প্রতিবেদন কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়;
- ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হয় যা অবস্তুনিষ্ঠ অসংগতিসহ ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে;
- আমরা বিগত বছরের হিসাব নিরীক্ষা পর্যালোচনার পরিপালন যাচাই করেছি এবং তা ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে;
- আমরা আর্থিক তথ্য এবং ব্যাংক কর্তৃক আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সরবরাহকৃত তথ্য যাচাই করেছি; এবং
- আমরা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপালন পর্যালোচনা করেছি।

সি আর মজুমদার, এফসিএ
ম্যানেজিং পার্টনার
ম্যাবস এন্ড জে পার্টনার্স
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস

মুহাম্মদ ফারুক, এফসিএ
ম্যানেজিং পার্টনার
হাওলাদার ইউনুস এন্ড কোং
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস

২৬ আগস্ট ২০২০
ঢাকা, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমন্বিত আর্থিক অবস্থার বিবরণী

সম্পদ	টীকা সমূহ	২০২০ '০০০ টাকায়	২০১৯ '০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪	৪৪,৫০২,৯৯৮	৪৯,০৩৩,৭০০
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৫	২,৪৩৩,১২৯,৫৮৫	২,২৪৩,৯৭২,৯৮৩
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	৬.০১	২০৪,২২০,৪৮৮	২১৬,২১১,৫০৭
স্বর্ণ এবং রৌপ্য	৭	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	৫৩,৬৯৩,৬৭০
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৮	৪০১,২৫৫,৮৯৬	২৯৫,৫৭৯,৭৭০
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ	৯	১৬,৪৬৪,৬৬২	১৯,১৬৮,১০৯
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**৩,১৬৭,২৫০,৬০৭**	**২,৮৭৭,৬৫৯,৭৩৯**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
মুদ্রা ও নগদ স্থিতি	১০	১৮,৩১৪,৩৩২	১৬,৮৯০,২৬১
পুন:বিক্রয় চুক্তিতে ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজ		৭১,৫৯০,২৪৬	১৭৬,৬৩১
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	১১	৪২০,০৯০,৭০৮	৩১৩,৯১২,৫৭৮
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১২	৭,৬৭৭,২৭৫	৭,০৭২,৪৪৬
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারিদের প্রদত্ত ঋণ	১৩	১২৩,২৬৪,৮০৫	১০২,৭২৮,৪১৬
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	১৪	৯,৯৮৩,০০৮	৯,৪৪৪,৯৫২
মোট-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**৬৫০,৯২০,৩৭৪**	**৪৫০,২২৫,২৮৪**
মোট আর্থিক সম্পদ		**৩,৮১৮,১৭০,৯৮১**	**৩,৩২৭,৮৮৫,০২৩**
অ-আর্থিক সম্পদ			
সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি	১৫	৪৮,৪০১,২৫৯	৪৮,৪৮১,৯০৫
অস্পর্শনীয় সম্পদ	১৬	৪৩২,৬০৪	২২৫,৯০৩
অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ	১৭	৪,৩৭৮,৬৪২	৩,৬৭৮,২৯৪
মোট- অ-আর্থিক সম্পদ		**৫৩,২১২,৫০৫**	**৫২,৩৮৬,১০২**
মোট সম্পদ		**৩,৮৭১,৩৮৩,৪৮৬**	**৩,৩৮০,২৭১,১২৫**
দায়সমূহ এবং ইক্যুইটি			
দায়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়			
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	১৮	২২৩,৯৫৫,৬৮৭	১৯৯,৮৫১,৭১৯
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	৬.০২	২২২,৩২৯,৭৮৫	২৩৪,৭১৯,৯৫৭
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়		**৪৪৬,২৮৫,৪৭২**	**৪৩৪,৫৭১,৬৭৬**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়			
প্রচারণকৃত নোট	১৯	২,০৬৫,৫২৮,১৬৭	১,৬৮৮,৬০৩,৮৭৪
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২০	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	৭৫৭,৮৫৩,৮০৮
স্বল্পমেয়াদি দেনা	২১	-	৯৫
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	২২	১৮৫,৫৫৯,২৯৪	১৩১,১৫৯,৬১৩
মোট-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়		**৩,০১৪,৬৬১,৭৬৮**	**২,৫৭৭,৬১৭,৩৯০**
মোট দায়		**৩,৪৬০,৯৪৭,২৪০**	**৩,০১২,১৮৯,০৬৬**
ইক্যুইটি			
মূলধন	২৩	৩০,০০০	৩০,০০০
অ-বণ্টিত মুনাফা	৩০	৭০,৩৮৫,৪৪৩	৫৫,৮১৩,৬২৫
পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি	২৪	২১৮,৮৪৯,৬৭০	২২২,৫৬৯,৩৪৪
মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি	২৫	৭১,২৬৪,১৩৭	৪০,৩৫৭,৪৯৭
বিধিবদ্ধ তহবিল	২৬	১৬,৫১৭,০৪৬	১৬,২৬৭,০৪৬
অবিধিবদ্ধ তহবিল	২৭	১৫,৬৪০,৫৫১	১৫,৬৪৫,১৪৮
অন্যান্য সঞ্চিতি	২৮	১২,৪৪৮,৮৯৯	১২,১৯৮,৮৯৯
সাধারণ সঞ্চিতি	২৯	৫,৩০০,৫০০	৫,২০০,৫০০
মোট-ইক্যুইটি		**৪১০,৪৩৬,২৪৬**	**৩৬৮,০৮২,০৫৯**
মোট দায় এবং ইক্যুইটি		**৩,৮৭১,৩৮৩,৪৮৬**	**৩,৩৮০,২৭১,১২৫**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৭ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ ফোরকান হোসেন
মহাব্যবস্থাপক
একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট

আহমেদ জামাল
ডেপুটি গভর্নর

ফজলে কবির
গভর্নর

আর্থিক অবস্থার বিবরণীসমূহ ১ নং পৃষ্ঠায় নিরীক্ষকদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদন এর সহিত পাঠ্য

মুহাম্মদ ফারুক, এফসিএ
ম্যানেজিং পার্টনার
হাওলাদার ইউনুস এন্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস

সি আর মজুমদার, এফসিএ
ম্যানেজিং পার্টনার
ম্যাবস অ্যান্ড জে পার্টনার্স, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০২০ তারিখে আর্থিক অবস্থার পৃথক বিবরণী

	টীকা সমূহ	২০২০ '০০০ টাকায়	২০১৯ '০০০ টাকায়
সম্পদ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪	৪৪,৫০২,৯৯৮	৪৯,০৩৩,৭০০
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৫	২,৪৩৩,১২৯,৫৮৫	২,২৪৩,৯৭২,৯৮৩
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	৬.০১	২০৪,২২০,৪৮৮	২১৬,২১১,৫০৭
স্বর্ণ এবং রৌপ্য	৭	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	৫৩,৬৯৩,৬৭০
ব্যাংককে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৮	৪০১,২৫৫,৮৯৬	২৯৫,৫৭৯,৭৭০
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ	৯	১৬,৪৬৪,৬৬২	১৯,১৬৮,১০৯
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**৩,১৬৭,২৫০,৬০৬**	**২,৮৭৭,৬৫৯,৭৩৯**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
মুদ্রা ও নগদ স্থিতি	১০.০১	৪,৮৪৫,৯৩৭	৪,৯৯৫,৭৬৩
পুন:বিক্রয় চুক্তিতে ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজ		৭১,৫৯০,২৪৬	১৭৬,৬৩১
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	১১	৪২০,০৯০,৭০৮	৩১৩,৯১২,৫৭৮
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১২.০১	১৫,৯৪৫,০০০	১৫,৯৪৫,০০০
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক,আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	১৩.০১	১২১,৫৪৪,৯৭১	১০১,০১৫,৫৮২
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	১৪.০১	৯,২৭২,৩৪০	৮,৮৬৬,২৭৫
মোট-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ		**৬৪৩,২৮৯,২০২**	**৪৪৪,৯১১,৮২৯**
মোট আর্থিক সম্পদ		**৩,৮১০,৫৩৯,৮০৮**	**৩,৩২২,৫৭১,৫৬৮**
অ-আর্থিক সম্পদ			
সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি	১৫.০১	৩৯,৬৬৫,৭৮২	৩৯,৩০২,০৯৫
অস্পর্শনীয় সম্পদ	১৬	৪৩২,৬০৪	২২৫,৯০৩
অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ	১৭.০১	১,১৮১,৬৩৩	৩৩০,২০৬
মোট-অ-আর্থিক সম্পদ		**৪১,২৮০,০১৯**	**৩৯,৮৫৮,২০৪**
মোট সম্পদ		**৩,৮৫১,৮১৯,৮২৭**	**৩,৩৬২,৪২৯,৭৭২**
দায়সমূহ এবং ইক্যুইটি			
দায়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়			
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	১৮	২২৩,৯৫৫,৬৮৭	১৯৯,৮৫১,৭১৯
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	৬.০২	২২২,৩২৯,৭৮৫	২৩৪,৭১৯,৯৫৭
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়		**৪৪৬,২৮৫,৪৭২**	**৪৩৪,৫৭১,৬৭৬**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়			
প্রচারণকৃত নোট	১৯	২,০৬৫,৫২৮,১৬৭	১,৬৮৮,৬০৩,৮৭৪
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২০	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	৭৫৭,৮৫৩,৮০৮
স্বল্পমেয়াদি দেনা	২১	-	৯৫
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	২২.০১	১৮৪,১১৯,৬১৭	১৩০,৬২৭,৭৭৮
মোট-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়		**৩,০১৩,২২২,০৯১**	**২,৫৭৭,০৮৫,৫৫৫**
মোট দায়		**৩,৪৫৯,৫০৭,৫৬৩**	**৩,০১১,৬৫৭,২৩১**
ইক্যুইটি			
মূলধন	২৩	৩০,০০০	৩০,০০০
অ-বণ্টিত মুনাফা	৩০.০১	৫৬,৯৮৯,৩৮৭	৪৩,১৬৬,৭৬৬
পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি	২৪.০১	২১৫,১৭১,৭৪৪	২১৮,৮৫৬,৬৮৫
মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি	২৫	৭১,২৬৪,১৩৭	৪০,৩৫৭,৪৯৭
বিধিবদ্ধ তহবিল	২৬	১৬,৫১৭,০৪৬	১৬,২৬৭,০৪৬
অবিধিবদ্ধ তহবিল	২৭	১৫,৬৪০,৫৫১	১৫,৬৪৫,১৪৮
অন্যান্য সঞ্চিতি	২৮	১২,৪৪৮,৮৯৯	১২,১৯৮,৮৯৯
সাধারণ সঞ্চিতি	২৯.০১	৪,২৫০,৫০০	৪,২৫০,৫০০
মোট-ইক্যুইটি		**৩৯২,৩১২,২৬৪**	**৩৫০,৭৭২,৫৪১**
মোট দায় এবং ইক্যুইটি		**৩,৮৫১,৮১৯,৮২৭**	**৩,৩৬২,৪২৯,৭৭২**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৭ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ ফোরকান হোসেন
মহাব্যবস্থাপক
একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট

আহমেদ জামাল
ডেপুটি গভর্নর

ফজলে কবির
গভর্নর

আর্থিক অবস্থার বিবরণীসমূহ ১ নং পৃষ্ঠায় নিরীক্ষকদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদন এর সহিত পাঠ্য

মুহাম্মদ ফারুক, এফসিএ
ম্যানেজিং পার্টনার
হাওলাদার ইউনুস এন্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস

সি আর মজুমদার, এফসিএ
ম্যানেজিং পার্টনার
ম্যাবস অ্যান্ড জে পার্টনার্স, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের সমন্বিত সামগ্রিক আয়ের বিবরণী

আয়	টীকা সমূহ	২০২০ '০০০ টাকায়	২০১৯ '০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩১	৪৯,৩১৯,৯৫৮	৫৯,৩৬১,১১৪
কমিশন এবং বাট্টা	৩২	৩৪২,৪৪৩	৫০২,৮৮০
মোট-বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**৪৯,৬৬২,৪০১**	**৫৯,৮৬৩,৯৯৪**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩৪	৩৪,৮৩৭,১১৬	১৪,৭৯৯,৭৮৪
কমিশন এবং বাট্টা	৩৫	২,২৬৬,৮৮৭	১,৫৮৮,৭৫৯
সাবসিডিয়ারি কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়		১,৮২৩,২৩৬	১,৫১১,৮৯৭
বিবিধ আয়		৩৫,২৭০	২৮,৭৭৫
মোট-স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**৩৮,৯৬২,৫০৯**	**১৭,৯২৯,২১৫**
মোট আয়		**৮৮,৬২৪,৯১০**	**৭৭,৭৯৩,২০৯**
ব্যয়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৩	(২,৯২১,৯৫৯)	(৩,৬৫৪,৩১৬)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়		(২৮১,২৬১)	(১৬২,৬৬৩)
মোট ব্যয়-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায় বাবদ		**(৩,২০৩,২২০)**	**(৩,৮১৬,৯৭৯)**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৭	(২৫০,৪৩৮)	(২২৬,২২১)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়	৩৮	(৭,৫২৬,৫৩৭)	(৬,৯৪৮,০৭৭)
মোট ব্যয়-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায় বাবদ		**(৭,৭৭৬,৯৭৫)**	**(৭,১৭৪,২৯৮)**
অন্যান্য ব্যয়			
সাধারণ এবং প্রশাসনিক ব্যয়	৩৯	(১৮,৬১৪,৬০৩)	(২১,২৫৮,৮৩৭)
মোট-অন্যান্য ব্যয়		**(১৮,৬১৪,৬০৩)**	**(২১,২৫৮,৮৩৭)**
মোট-ব্যয়সমূহ		**(২৯,৫৯৪,৭৯৮)**	**(৩২,২৫০,১১৪)**
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি) - অনুসুলকৃত		(২৬,৬৩৯,৭৫৭)	২,২৯৮,৯৫৬
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয় - উসুলকৃত		৩০,৯০৬,৬৪০	১১,৫৯৬,১৭২
করপূর্ব আয়		**৬৩,২৯৬,৯৯৫**	**৫৯,৪৩৮,২২৩**
চলতি করব্যয়		(৪৮৪,৪৭২)	(৪৬০,৫৪০)
বিলম্বিত কর আয়/(ব্যয়)		৮৫,৭২৭	(৬৬,৪৪২)
আর্থিক বছরের লাভ/(ক্ষতি)		**৬২,৮৯৮,২৫০**	**৫৮,৯১১,২৪০**
দফা সমূহ- যা লাভ-ক্ষতি হিসাবে পুনঃশ্রেণিকৃত হতে পারে			
অন্যান্য সমন্বিত আয়			
স্বর্ণ পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		১৩,৯৪৬,৪৩৯	৬,৪৫৪,৫৩৮
রৌপ্য পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		৩৬,৮৬৮	(৯,৭১৩)
আর্থিক হাতিয়ারসমূহের পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		৮,৪৬৬,০৬৯	৮৯৪,৭১৪
মোট-অন্যান্য সমন্বিত আয়/(ক্ষতি)		**২২,৪৪৯,৩৭৬**	**৭,৩৩৯,৫৩৯**
মোট-সমন্বিত আয়/(ক্ষতি) সমগ্র আর্থিক বছরের		**৮৫,৩৪৭,৬২৬**	**৬৬,২৫০,৭৭৯**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৭ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ ফোরকান হোসেন	আহমেদ জামাল	ফজলে কবির
মহাব্যবস্থাপক	ডেপুটি গভর্নর	গভর্নর
একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট		

আর্থিক অবস্থার বিবরণীসমূহ ১ নং পৃষ্ঠায় নিরীক্ষকদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদন এর সহিত পাঠ্য

মুহাম্মদ ফারুক, এফসিএ	সি আর মজুমদার, এফসিএ
ম্যানেজিং পার্টনার	ম্যানেজিং পার্টনার
হাওলাদার ইউনুস এন্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস	ম্যাবস এন্ড জে পার্টনার্স, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের সামগ্রিক আয়ের পৃথক বিবরণী

আয়	টীকা সমূহ	২০২০ '০০০ টাকায়	২০১৯ '০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩১	৪৯,৩১৯,৯৫৮	৫৯,৩৬১,১১৪
কমিশন এবং বাট্টা	৩২	৩৪২,৪৪৩	৫০২,৮৮০
মোট-বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**৪৯,৬৬২,৪০১**	**৫৯,৮৬৩,৯৯৪**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩৪.০১	৩৩,৭৭০,৪০৭	১৩,৮২২,৯৭১
কমিশন এবং বাট্টা	৩৫	২,২৬৬,৮৮৭	১,৫৮৮,৭৫৯
লভ্যাংশ হতে আয়		৩৬০,০০০	৩৬০,০০০
বিবিধ আয়	৩৬	২৩,৪৭২	১৮,০০৭
মোট-স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়		**৩৬,৪২০,৭৬৬**	**১৫,৭৮৯,৭৩৭**
মোট আয়		**৮৬,০৮৩,১৬৭**	**৭৫,৬৫৩,৭৩১**
ব্যয়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৩	(২,৯২১,৯৫৯)	(৩,৬৫৪,৩১৬)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়		(২৮১,২৬১)	(১৬২,৬৬৩)
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়জনিত ব্যয়		**(৩,২০৩,২২০)**	**(৩,৮১৬,৯৭৯)**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৭	(২৫০,৪৩৮)	(২২৬,২২১)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়	৩৮	(৭,৫২৬,৫৩৭)	(৬,৯৪৮,০৭৭)
মোট-স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের ব্যয়		**(৭,৭৭৬,৯৭৫)**	**(৭,১৭৪,২৯৮)**
অন্যান্য ব্যয়			
নোট মুদ্রণজনিত ব্যয়		(৩,১৪৫,৯৯১)	(৪,৮১২,১৯৯)
সাধারণ এবং প্রশাসনিক খরচ	৩৯.০১	(১৪,৩৬৭,৫৯২)	(১৫,৬২২,৯৫৩)
মোট-অন্যান্য ব্যয়		**(১৭,৫১৩,৫৮৩)**	**(২০,৪৩৫,১৫২)**
মোট ব্যয়		**(২৮,৪৯৩,৭৭৮)**	**(৩১,৪২৬,৪২৯)**
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি) - অনুসুলকৃত		(২৬,৬৩৯,৭৫৭)	২,২৯৮,৯৫৬
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয় - উসুলকৃত		৩০,৯০৬,৬৪০	১১,৫৯৬,১৭২
আর্থিক বছরের লাভ/(ক্ষতি)		**৬১,৮৫৬,২৭২**	**৫৮,১২২,৪৩০**
দফা সমূহ- যা লাভ-ক্ষতি হিসাবে পুনঃশ্রেণিকৃত হতে পারে			
অন্যান্য সমন্বিত আয়			
স্বর্ণ পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		১৩,৯৪৬,৪৩৯	৬,৪৫৪,৫৩৮
রৌপ্য পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		৩৬,৮৬৮	(৯,৭১৩)
আর্থিক হাতিয়ারসমূহের পুনর্মূল্যায়নজনিত আয়/(ক্ষতি)		৮,৪৬৬,০৬৯	৮৯৪,৭১৪
মোট-অন্যান্য সমন্বিত (ক্ষতি)/আয়		**২২,৪৪৯,৩৭৬**	**৭,৩৩৯,৫৩৯**
মোট-সমন্বিত (ক্ষতি)/আয় সমগ্র আর্থিক বছরের		**৮৪,৩০৫,৬৪৮**	**৬৫,৪৬১,৯৬৯**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৪৭ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মোঃ ফোরকান হোসেন মহাব্যবস্থাপক একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	**আহমেদ জামাল** ডেপুটি গভর্নর	**ফজলে কবির** গভর্নর

আর্থিক অবস্থার বিবরণীসমূহ ১ নং পৃষ্ঠায় নিরীক্ষকদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদন এর সহিত পাঠ্য

মুহাম্মদ ফারুক, এফসিএ ম্যানেজিং পার্টনার হাওলাদার ইউনুস এন্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস	**সি আর মজুমদার, এফসিএ** ম্যানেজিং পার্টনার ম্যাবস অ্যান্ড জে পার্টনার্স, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস

বাংলাদেশ ব্যাংক
ইক্যুইটি পরিবর্তনের সমন্বিত বিবরণী
৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের

'০০০ টাকায়

বিবরণ	অবন্টনযোগ্য											বন্টনযোগ্য	ইক্যুইটি
	মূলধন	পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি				মুদ্রার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি	বিধিবদ্ধ তহবিল	অবিধিবদ্ধ তহবিল	অন্যান্য সঞ্চিতি		সাধারণ সঞ্চিতি	অবন্টিত মুনাফা	
		স্বর্ণ ও রৌপ্য	বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	আর্থিক হাতিয়ারসমূহ	সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি				সম্পদ নবায়ন ও পুন:স্থাপন সঞ্চিতি	সুদ সঞ্চিতি			
১ জুলাই ২০১৮ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	১৬,৭৩২,৬৬৭	১৬২,৫৭৫,৩৯১	(৫,৫৩২,৮৮৩)	৩৮,৮২৭,৭০৭	২৮,৭৬১,৩২৫	১৫,৭১৭,০৪৬	১৫,৬৪৫,৯৪১	৪,৩২৬,৭৮৫	৭,৫২২,১১৪	৫,১০০,৫০০	১৮,৭৭৭,৬৪৬	৩০৮,৪৮৪,২৩৮
সরকার থেকে প্রাপ্য এর বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৯,৩৯৭)	(৯,৩৯৭)
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৭-২০১৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৬,৮৯৩,৪৭২)	(৬,৮৯৩,৪৭২)
বছরের মোট সমন্বিত আয়	-	৬,৪৪৪,৮২৫	-	৮৯৪,৭১৪	-	-	-	-	-	-	-	৫৮,৯১১,২৪০	৬৬,২৫০,৭৭৯
পুনর্বণ্টন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
তহবিলসমূহের ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	(১০০,৭৯৪)	-	-	-	-	(১০০,৭৯৪)
সঞ্চিতি হিসাবে অস্বীকৃত বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ সম্পদ হিসাব	-	-	-	৩৫৬,৭৮৬	(২৮,৮১৭)	-	-	-	-	-	-	২২,৭৩৬	৩৫০,৭০৫
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার আবন্টন	-	-	২,২৯৮,৯৫৬	-	-	১১,৫৯৬,১৭২	৫৫০,০০০	১০০,০০০	৩৫০,০০০	-	১০০,০০০	(১৪,৯৯৫,১২৮)	-
৩০ জুন ২০১৯ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	২৩,১৭৭,৪৯২	১৬৪,৮৭৪,৩৪৭	(৪,২৮১,৩৮৩)	৩৮,৭৯৮,৮৯০	৪০,৩৫৭,৪৯৭	১৬,২৬৭,০৪৬	১৫,৬৪৫,১৪৮	৪,৬৭৬,৭৮৫	৭,৫২২,১১৪	৫,২০০,৫০০	৫৫,৮১৩,৬২৬	৩৬৮,০৮২,০৫৯
সরকার থেকে প্রাপ্য এর বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(১৮,২১৪)	(১৮,২১৪)
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৮-২০১৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৪৩,১৪৮,৫৫৪)	(৪৩,১৪৮,৫৫৪)
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(২২৭,৫১৪)	(২২৭,৫১৪)
বছরের মোট সমন্বিত আয়	-	১৩,৯৮৩,৩০৭	-	৮,৪৬৬,০৬৯	-	-	-	-	-	-	-	৬২,৮৯৮,২৫০	৮৫,৩৪৭,৬২৬
পুনর্বণ্টন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
তহবিলসমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	(১০৪,৫৯৭)	-	-	-	-	(১০৪,৫৯৭)
সঞ্চিতি হিসাবে অস্বীকৃত বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ সম্পদ হিসাব	-	-	-	৫০৫,৪৪০	(৩৪,৭৩৩)	-	-	-	-	-	-	৩৪,৭৩৩	৫০৫,৪৩৯
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার আবন্টন	-	-	(২৬,৬৩৯,৭৫৭)	-	-	৩০,৯০৬,৬৪০	২৫০,০০০	১০০,০০০	২৫০,০০০	-	১০০,০০০	(৪,৯৬৬,৮৮৩)	-
৩০ জুন ২০২০ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	৩৭,১৬০,৭৯৯	১৩৮,২৩৪,৫৯০	৪,৬৯০,১২৬	৩৮,৭৬৪,১৫৭	৭১,২৬৪,১৩৭	১৬,৫১৭,০৪৬	১৫,৬৪০,৫৫১	৪,৯২৬,৭৮৫	৭,৫২২,১১৪	৫,৩০০,৫০০	৭০,৩৮৫,৪৪৩	৪১০,৪৩৬,২৪৬

বাংলাদেশ ব্যাংক
ইক্যুইটি পরিবর্তনের পৃথক বিবরণী
৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের

'০০০ টাকায়

বিবরণ	অবন্টনযোগ্য											বন্টনযোগ্য	ইক্যুইটি
	মূলধন	পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি				মুদ্রার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি	বিধিবদ্ধ তহবিল	অবিধিবদ্ধ তহবিল	অন্যান্য সঞ্চিতি		সাধারণ সঞ্চিতি	অবন্টিত মুনাফা	
		স্বর্ণ ও রৌপ্য	বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	আর্থিক হাতিয়ারসমূহ	সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি				সম্পদ নবায়ন ও পুন:স্থাপন সঞ্চিতি	সুদ সঞ্চিতি			
১ জুলাই ২০১৮ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	১৬,৭৩২,৬৬৭	১৬২,৫৭৫,৩৯১	(৫,৫৩২,৮৮৩)	৩৫,০৯২,৩১২	২৮,৭৬১,৩২৫	১৫,৭১৭,০৪৬	১৫,৬৪৫,৯৪১	৪,৩২৬,৭৮৫	৭,৫২২,১১৪	৪,২৫০,৫০০	৬,৮৪২,৩৩৩	৩০৮,৪৮৪,২৩৮
সরকার থেকে প্রাপ্য এর বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৯,৩৯৭)	(৯,৩৯৭)
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৭-২০১৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৬,৮৯৩,৪৭২)	(৬,৮৯৩,৪৭২)
সমগ্র আর্থিক বছরের মোট-সমন্বিত আয়	-	৬,৪৪৪,৮২৫	-	৮৯৪,৭১৪	-	-	-	-	-	-	-	৫৮,১২২,৪৩০	৬৫,৪৬১,৯৬৯
পুনঃবন্টন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
তহবিলসমূহের ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	(১০০,৭৯৪)	-	-	-	-	(১০০,৭৯৪)
সঞ্চিতি হিসাবে অস্বীকৃত বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ সম্পদ হিসাব	-	-	-	৩৫৬,৭৮৬	(৬,০৮১)	-	-	-	-	-	-	-	৩৫০,৭০৫
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার বন্টন	-	-	২,২৯৮,৯৫৬	-	-	১১,৫৯৬,১৭২	৫৫০,০০০	১০০,০০০	৩৫০,০০০	-	-	(১৪,৮৯৫,১২৮)	-
৩০ জুন ২০১৯ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	২৩,১৭৭,৪৯২	১৬৪,৮৭৪,৩৪৭	(৪,২৮১,৩৮৩)	৩৫,০৮৬,২৩১	৪০,৩৫৭,৪৯৭	১৬,২৬৭,০৪৬	১৫,৬৪৫,১৪৮	৪,৬৭৬,৭৮৫	৭,৫২২,১১৪	৪,২৫০,৫০০	৪৩,১৬৬,৭৬৬	৩৫০,৭৭২,৫৪১
সরকার থেকে প্রাপ্য এর বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(১৮,২১৪)	(১৮,২১৪)
প্রদত্ত লভ্যাংশ ২০১৮-২০১৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৪৩,১৪৮,৫৫৪)	(৪৩,১৪৮,৫৫৪)
বছরের মোট সমন্বিত আয়	-	১৩,৯৮৩,৩০৭		৮,৪৬৬,০৬৯	-		-	-	-	-	-	৬১,৮৫৬,২৭২	৮৪,৩০৫,৬৪৮
পুনঃবন্টন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
তহবিলসমূহের ব্যবহার	-	-	-	-	-	-	-	(১০৪,৫৯৭)	-	-	-	-	(১০৪,৫৯৭)
সঞ্চিতি হিসাবে অস্বীকৃত বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ সম্পদ হিসাব	-	-	-	৫০৫,৪৪০	-	-	-	-	-	-	-	-	৫০৫,৪৪০
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার আবন্টন	-	-	(২৬,৬৩৯,৭৫৭)	-	-	৩০,৯০৬,৬৪০	২৫০,০০০	১০০,০০০	২৫০,০০০	-	-	(৪,৮৬৬,৮৮৩)	-
৩০ জুন ২০২০ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	৩৭,১৬০,৭৯৯	১৩৮,২৩৪,৫৯০	৪,৬৯০,১২৬	৩৫,০৮৬,২৩১	৭১,২৬৪,১৩৭	১৬,৫১৭,০৪৬	১৫,৬৪০,৫৫১	৪,৯২৬,৭৮৫	৭,৫২২,১১৪	৪,২৫০,৫০০	৫৬,৯৮৯,৩৮৭	৩৯২,৩১২,২৬৪

বাংলাদেশ ব্যাংক
সমন্বিত নগদ প্রবাহ বিবরণী
৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের

'০০০ টাকায়

বিবরণ	২০২০	২০১৯
পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
মুনাফা	৬৩,৬৫৬,৯৯৪	৫৯,৭৯৮,২২৪
সমন্বয়সমূহ		
অবচয়	১,২১২,৬৯৬	১,১৪৫,৯৩৫
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়	-	৬০,৫৩৫
ঋণ ক্ষতি সংস্থান	(৯২৬,১৮৮)	৯৩৫,৯৪৩
স্বল্পমেয়াদি আমানত, বৈদেশিক বিল এবং বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	(৩৭,৪৮৬,৬১০)	(৪৫,৪৩৫,৮৫৬)
স্থানীয় ট্রেজারি বিল এবং বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	(২২,৬৩৮,৫৩৮)	(৭,৯৪৩,২৫৭)
স্বর্ণ লেনদেন হতে দাবিকৃত সুদ	-	(১,৯৭৩)
লভ্যাংশ আয়	(৩৬০,০০০)	(৩৬০,০০০)
	৩,৪৫৮,৩৫৩	**৮,১৯৯,৫৫০**
বছরে প্রদত্ত আয়কর	(৫৮৮,৬৭৪)	(৫৫৭,৬৮০)
শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল হতে প্রদান	(৮৮,২০০)	(৯৭,১১১)
শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিলে সংস্থান	৯৪,৭৭৫	৮৮,২০০
ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা ঋণের (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(১৭১,২৩৮,১৪২)	(৩১,০৪৬,৮১৭)
বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ হতে অন্যান্য পাওনার (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(৭৭২,৪৬৪)	(১,০৪১,৬৪৮)
সরকারকে প্রদত্ত ঋণের (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(৩৫,৮১৩,৫০০)	৬৮,৬১০,৩০০
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারীদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণের (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(২২,১১০,৮৫৭)	৫,১৮৮,৮৮১
বরাদ্দকৃত এসডিআর এর প্রদত্ত সুদের (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(১০৩,৮৯৬)	১৪,৯৩৭
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদের (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(৪২৯,৪৩৪)	৭,৪৪৩,৬৯৫
অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদের (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(১,২৫২,৪৪৪)	১,৯৭২,২৪০
প্রচারণকৃত মুদ্রার (হ্রাস)/বৃদ্ধি	৩৭৬,৯২৪,২৯৩	১৫৪,৪৭২,০৫০
অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের (হ্রাস)/বৃদ্ধি	৫৪,৮২৫,১৫৯	১৩,৯৩৪,৬৯৭
	১৯৯,৪৪৬,৬১৭	**২১৮,৯৮১,৭৪৩**
পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ	**২০২,৯০৪,৯৭০**	**২২৭,১৮১,২৯৩**
বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
আইএমএফ এর সাথে দায়সমূহের নিষ্পত্তি	(২৯৫,২৫৭)	(২,৫৫৫,৪০২)
স্বল্পমেয়াদি আমানত, ইউএস ট্রেজারি নোটস, বৈদেশিক বিলসমূহ এবং বন্ডসমূহ হতে বিনিয়োগ আয়	৩৭,৪৮৬,৬১০	৪৫,২৯৩,৭৭৬
বৈদেশিক বিলসমূহ, ইউএস ট্রেজারি নোটস এবং বন্ডসমূহ হতে বিনিয়োগ আয়	১০৭,৯০৫,৭৮১	২৪৪,৫৯১,৩১৮
বৈদেশিক স্বল্পমেয়াদি আমানত হতে বিনিয়োগ আয়	(৬১,৩৩০,১৯৩)	(৪৪,৯৬৭,১১৪)
স্বর্ণ লেনদেন হতে দাবিকৃত আয়	-	৪২,৫৫২
স্থানীয় ট্রেজারি বিল ও বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	২২,৬৩৮,৫৩৮	৬,৪১৬,৮০৯
স্থানীয় ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ	(১৬৮,৭০৭,৬৫৩)	(১৭০,১৮১,২৮৬)
অন্যান্য স্থানীয় বিনিয়োগ	২০২,৬৪০	(৩৪২,৪৭৫)
স্থায়ী সম্পদ এবং অস্পর্শনীয় সম্পদের সংযোজন	(৩৬০,৩৪৪)	(১,৫২৮,২৭৮)
স্থায়ী সম্পদের নিষ্পত্তি	-	-
বিনিয়োগ কার্যক্রমে নিট নগদ ব্যবহার	**(৬২,৪৫৯,৮৭৮)**	**৭৬,৭৬৯,৯০১**
অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
সরকারকে লভ্যাংশ প্রদান	(৪৩,১৪৮,৫৫৪)	(৬,৮৯৩,৪৭২)
অর্থায়ন কার্যক্রমে নিট নগদ বহিঃ/আন্তঃপ্রবাহ	**(৪৩,১৪৮,৫৫৪)**	**(৬,৮৯৩,৪৭২)**
নগদ ও নগদ সমতুল্যের নিট বৃদ্ধি /(হ্রাস)	**৯৭,২৯৬,৫৩৮**	**২৯৭,০৫৭,৭২২**
নগদ ও নগদ সমতুল্য প্রারম্ভিক স্থিতি	৩৬৪,৮৪৭,৭৬৬	৬৭,৭৯০,০৪৫
৩০শে জুন তারিখে নগদ ও নগদ সমতুল্য	**৪৬২,১৪৪,৩০৪**	**৩৬৪,৮৪৭,৭৬৬**
নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত		
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৪,৫০২,৯৯৮	৪৯,০৩৩,৭০০
তিন মাস বা তার কম মেয়াদি বৈদেশিক বিনিয়োগ	১,৩১৫,২৬৬,৭২২	১,২৫৬,২২০,১৪৩
ধাতব মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রার স্থিতি	১৮,৩১৪,৩৩২	১৬,৮৯০,২৬২
পুন বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজ	৭১,৫৯০,২৪৬	১৭৬,৬৩১
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক মুদ্রা জমা	(২২৩,৯৫৫,৬৮৭)	(১৯৯,৬১৯,০৬৬)
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	-	(৯৫)
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	(৭৬৩,৫৭৪,৩০৬)	(৭৫৭,৮৫৩,৮০৯)
৩০শে জুন তারিখে নগদ ও নগদ সমতুল্য	**৪৬২,১৪৪,৩০৪**	**৩৬৪,৮৪৭,৭৬৬**

বাংলাদেশ ব্যাংক
পৃথক নগদ প্রবাহ বিবরণী
৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের

'০০০ টাকায়

বিবরণ	২০২০	২০১৯
পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
মুনাফা	৬১,৮৫৬,২৭২	৫৮,১২২,৪২৯
সমন্বয়সমূহ :		
অবচয়	৮৩৫,০৭৮	৭৯০,১৪৩
পূর্ববর্তি বছরের সমন্বয়	-	৬০,৫৩৫
ঋণ ক্ষতি সংস্থান	(৯২৬,১৮৮)	৯৩৫,৯৪৩
স্বল্পমেয়াদি আমানত, বৈদেশিক বিল এবং বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	(৩৭,৪৮৬,৬১০)	(৪৫,৪৩৫,৮৫৬)
স্থানীয় ট্রেজারি বিল এবং বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	(২২,৬৩৮,৫৩৮)	(৭,৯৪৩,২৫৭)
স্বর্ণ লেনদেন হতে দাবিকৃত সুদ	-	(১,৯৭৩)
লভ্যাংশ আয়	(৩৬০,০০০)	(৩৬০,০০০)
	১,২৮০,০১৩	**৬,১৬৭,৯৬৩**
ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা ঋণের (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(১৭১,২৩৮,১৪২)	(৩১,০৪৬,৮১৭)
বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ হতে অন্যান্য পাওনার (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(৭৭২,৪৬৪)	(১,০৪১,৬৪৮)
সরকারকে প্রদত্ত ঋণের (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(৩৫,৮১৩,৫০০)	৬৮,৬১০,৩০০
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারীদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণের (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(২০,৫২৯,৩৮৭)	৫,৩২৪,৫৪৮
বরাদ্দকৃত এসডিআর এর প্রদত্ত সুদের (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(১০৩,৮৯৬)	১৪,৯৩৭
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদের (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(৪০৬,০৬৫)	৯,৩৮৪,৮৩৮
অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদের (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(৮৫১,৪২৭)	১৯৭,১২৪
প্রচারণকৃত মুদ্রার (হ্রাস)/বৃদ্ধি	৩৭৬,৯২৪,২৯৩	১৫৪,৪৭২,০৫০
অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়ের (হ্রাস)/বৃদ্ধি	৫৩,৪৯১,৮৩৯	১২,০৪৮,৩৪৭
	২০০,৭০১,২৫১	**২১৭,৯৬৩,৬৮০**
পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ	**২০১,৯৮১,২৬৪**	**২২৪,১৩১,৬৪৩**
বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
আইএমএফ এর সাথে দায়সমূহের নিষ্পত্তি	(২৯৫,২৫৭)	(২,৫৫৫,৪০২)
স্বল্পমেয়াদি আমানত, ইউএস ট্রেজারি নোটস, বৈদেশিক বিলসমূহ এবং বন্ডসমূহ হতে বিনিয়োগ আয়	৩৭,৪৮৬,৬১০	৪৫,২৯৩,৭৭৬
বৈদেশিক বিলসমূহ, ইউএস ট্রেজারি নোটস এবং বন্ডসমূহ হতে বিনিয়োগ আয়	১০৭,৯০৫,৭৮১	২৪৪,৫৯১,৩১৮
বৈদেশিক স্বল্পমেয়াদি আমানত হতে বিনিয়োগ আয়	(৬১,৩৩০,১৯৩)	(৪৪,৯৬৭,১১৪)
স্বর্ণ লেনদেন হতে দাবিকৃত আয়	-	৪২,৫৫২
স্থানীয় ট্রেজারি বিল ও বন্ড হতে বিনিয়োগ আয়	২২,৬৩৮,৫৩৮	৬,৪১৬,৮০৯
স্থানীয় ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ	(১৬৮,৭০৭,৬৫৩)	(১৭০,১৮১,২৮৬)
স্থায়ী সম্পদ এবং অস্পর্শনীয় সম্পদের সংযোজন	(১,১৬৭,৮৯৬)	(৮৩০,৭৫৩)
লভ্যাংশ প্রাপ্তি	৩৬০,০০০	৩৬০,০০০
বিনিয়োগ কার্যক্রমে নিট নগদ ব্যবহার	**(৬৩,১১০,০৭০)**	**৭৮,১৬৯,৯০০**
অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ		
সরকারকে লভ্যাংশ প্রদান	(৪৩,১৪৮,৫৫৪)	(৬,৮৯৩,৪৭২)
অর্থায়ন কার্যক্রমে নিট নগদ বহিঃ/আন্তঃপ্রবাহ	**(৪৩,১৪৮,৫৫৪)**	**(৬,৮৯৩,৪৭২)**
নগদ ও নগদ সমতুল্যের নিট বৃদ্ধি /(হ্রাস)	**৯৫,৭২২,৬৪০**	**২৯৫,৪০৮,০৭১**
নগদ ও নগদ সমতুল্য প্রারম্ভিক স্থিতি	৩৫২,৯৫৩,২৬৯	৫৭,৫৪৫,১৯৮
৩০শে জুন তারিখে নগদ ও নগদ সমতুল্য	**৪৪৮,৬৭৫,৯০৯**	**৩৫২,৯৫৩,২৬৯**
নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত		
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৪,৫০২,৯৯৮	৪৯,০৩৩,৭০০
তিন মাস বা তার কম মেয়াদি বৈদেশিক বিনিয়োগ	১,৩১৫,২৬৬,৭২২	১,২৫৬,২২০,১৪৩
ধাতব মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রার স্থিতি	৪,৮৪৫,৯৩৭	৪,৯৯৫,৭৬৪
পুন:বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজ	৭১,৫৯০,২৪৬	১৭৬,৬৩১
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক মুদ্রা জমা	(২২৩,৯৫৫,৬৮৭)	(১৯৯,৬১৯,০৬৬)
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	-	(৯৫)
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	(৭৬৩,৫৭৪,৩০৬)	(৭৫৭,৮৫৩,৮০৯)
৩০শে জুন তারিখে নগদ ও নগদ সমতুল্য	**৪৪৮,৬৭৫,৯০৯**	**৩৫২,৯৫৩,২৬৯**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

১ প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

বাংলাদেশ ব্যাংক ('ব্যাংক'), একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যা বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১২৭)-এর আদেশবলে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয় মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ এ অবস্থিত।

ব্যাংকটির ১০ টি শাখা আছে যেগুলোর অবস্থান নিম্নরূপ :

অবস্থান	ঠিকানা
মতিঝিল অফিস	মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
চট্টগ্রাম অফিস	নতুন/৬১৭, শহীদ সোহরাওয়ার্দী রোড, চট্টগ্রাম
রাজশাহী অফিস	নাটোর রোড, মাঝি হাটা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী-৬০০০
বগুড়া অফিস	হোল্ডিং নংঃ ১৬৮৩, ঠনঠনিয়া, বগুড়া-৫৮০০
রংপুর অফিস	বাংলাদেশ ব্যাংক রংপুর অফিস, রংপুর-৫৪০০
খুলনা অফিস	১, রতন সেন রোড, খুলনা-৯১০০
বরিশাল অফিস	দীনবন্ধু সেন রোড, বরিশাল-৮২০০
সিলেট অফিস	ভিআইপি রোড, তালতলা, সিলেট-৩১০০
সদরঘাট অফিস	বাহাদুরশাহ্ রোড, সদরঘাট, ঢাকা-১০০০
ময়মনসিংহ অফিস	২৯ দূর্গাবাড়ি রোড, ময়মনসিংহ-২২০০

ব্যাংকটির কিছু সুনির্দিষ্ট রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যাবলী দেশব্যাপী পরিচালনার জন্য সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের সাথে একটি স্বতন্ত্র এজেন্সি ব্যবস্থা চালু রয়েছে। উল্লেখিত এজেন্সি ব্যবস্থার অধীনে ২০২০ সালের ৩০ জুন তারিখে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের ৭৩১টি শাখা প্রাত্যহিক রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের সাথে জড়িত ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৭(অ) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যাংকটির প্রধান কার্যক্রমগুলো হচ্ছে-

- মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে হস্তক্ষেপকরণের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- মুদ্রানীতির সাথে রাজস্ব ও মুদ্রা বিনিময় হার নীতির মিথস্ক্রিয়া, অর্থনীতিতে বিভিন্ন নীতির প্রভাব সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং এ সকল বিষয় সুরাহার জন্য প্রয়োজনীয় অথবা যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে প্রস্তাব করা;
- বাংলাদেশের বৈদেশিক রিজার্ভ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকার্য সম্পন্ন করা;
- ব্যাংক নোট ইস্যুকরণসহ একটি কার্যকর পরিশোধ ব্যবস্থা স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিত করা এবং
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করা।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ১৬(১৮) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের ব্যাংকার হিসাবেও বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ ধারা ৪(২) অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পূর্ণ মূলধন বাংলাদেশ সরকারকে বণ্টন করা হয়েছে।

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড (এসপিসিবিএল) নামে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি রয়েছে যা কারেন্সি নোট মুদ্রণ ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে ২২ এপ্রিল ১৯৯২ সালে গঠিত হয়। ব্যাংক ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি একত্রে "দি গ্রুপ" নামে পরিচিত। টীকা নং ৩.০১ ও ১৩.০১ দ্রষ্টব্য।

২ আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ প্রস্তুতের ভিত্তি

২.০১ পরিপালন বিবরণী

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড (আইএএসবি) কর্তৃক ইস্যুকৃত ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএফআরএস) অনুসরণ করে যথাক্রমে ব্যাংক এবং গ্রুপের পৃথক এবং সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে। আইএফআরএস সমূহের কমপ্লায়েন্স স্ট্যাটাস নিম্নে দেখানো হল:

		কমপ্লায়েন্স স্ট্যাটাস
আইএএস ১:	আর্থিক প্রতিবেদনসমূহের উপস্থাপন	পরিপালিত
আইএএস ২:	মজুদ পণ্য	পরিপালিত
আইএএস ৭:	নগদ প্রবাহের বিবরণী	পরিপালিত
আইএএস ৮:	হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা, হিসাববিজ্ঞানের অনুমান ও ভুলসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ১০:	প্রতিবেদন পরবর্তী ঘটনাসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ১২:	আয়কর	পরিপালিত
আইএএস ১৬:	সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি	পরিপালিত
আইএএস ১৭:	লিজ	পরিপালিত
আইএএস ১৯:	কর্মচারী সুবিধাসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ২০:	সরকারি অনুদানের হিসাব ও সরকারি সাহায্যের ডিসক্লোজারসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ২১:	বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য পরিবর্তনের প্রভাব	পরিপালিত
আইএএস ২৩:	ধার ব্যয়	পরিপালিত
আইএএস ২৪:	প্রাসঙ্গিক পক্ষের ডিসক্লোজারসমূহ	পরিপালিত

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

আইএএস ২৬:	রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট প্ল্যানের অ্যাকাউন্টিং ও রিপোর্টিং	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ২৭:	পৃথক আর্থিক বিবরণী	পরিপালিত
আইএএস ২৮:	অ্যাসোসিয়েট ও জয়েন্ট ভেঞ্চার-এ বিনিয়োগ	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ৩২:	ফিন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টস: ডিসক্লোজ এবং উপস্থাপন	পরিপালিত
আইএএস ৩৩:	শেয়ার প্রতি আয়	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ৩৪:	অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক প্রতিবেদন	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ৩৬:	সম্পত্তির ইম্পেয়ারমেন্ট	পরিপালিত
আইএএস ৩৭:	সঞ্চিতি, সম্ভাব্য দায় ও সম্পদসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ৩৮:	অস্পর্শনীয় সম্পদসমূহ	পরিপালিত
আইএএস ৪০:	বিনিয়োগযোগ্য সম্পত্তি	প্রযোজ্য নয়
আইএএস ৪১:	কৃষি	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ১:	প্রথমবার ইন্টারন্যশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ২:	শেয়ার ভিত্তিক পরিশোধ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ৩:	সমন্বিত ব্যবসায়	পরিপালিত
আইএফআরএস ৪:	বীমা চুক্তি	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ৫:	বিক্রয় ও স্থগিত কার্যক্রমের জন্য অচলতি সম্পদসমূহ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ৬:	খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও মূল্যায়ন	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ৭:	আর্থিক দলিলাদি : ডিসক্লোজারসমূহ	পরিপালিত
আইএফআরএস ৮:	পরিচালন ক্ষেত্রসমূহ	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ৯:	আর্থিক দলিলাদি	পরিপালিত
আইএফআরএস ১০:	সমন্বিত আর্থিক বিবরণী	পরিপালিত
আইএফআরএস ১১:	যৌথ চুক্তি	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ১২:	অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ডিসক্লোজারসমূহ	পরিপালিত
আইএফআরএস ১৩:	প্রকৃত মূল্য নির্ণয়	পরিপালিত
আইএফআরএস ১৪:	রেগুলেটরি বিলম্বিত হিসাব	প্রযোজ্য নয়
আইএফআরএস ১৫:	গ্রাহকের সাথে চুক্তি হতে আয়	পরিপালিত

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

২.০২ মূল্যায়নের ভিত্তি

নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ ব্যতিরেকে সমন্বিত ও পৃথক আর্থিক বিবরণীসমূহ (আর্থিক অবস্থার প্রতিবেদন) ঐতিহাসিক ব্যয় ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে:

মূল্যায়নের ভিত্তি	উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ
অবলোপিত মূল্য	বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বিল; ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল; বৈদেশিক বন্ড; বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড ইউএস ট্রেজারি নোট;
ওসিআই হতে প্রকৃত মূল্য	"স্বর্ণ এবং রৌপ্য; স্বর্ণ সংক্রান্ত লেনদেন হতে উদ্ভূত দাবি"
বর্তমান মূল্য	নির্দিষ্ট বেনিফিট অবলিগেশন হতে উদ্ভূত দায়

২.০৩ কার্যকরী ও উপস্থাপন মুদ্রা

আর্থিক বিবরণীসমূহ বাংলাদেশি টাকায় উপস্থাপন করা হয়েছে যা গ্রুপের কার্যকর এবং পরিচালন মুদ্রা। আর্থিক বিবরণীসমূহ নিকটবর্তী হাজার টাকার অঙ্কে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.০৪ ইস্যু বিভাগ এবং ব্যাংকিং বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী ব্যাংকিং বিভাগ হতে পৃথক এবং সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র ইস্যু বিভাগ কর্তৃক ব্যাংক নোট ইস্যুর কাজ পরিচালনা করা হবে। সেই মতো ইস্যু বিভাগ এককভাবে নোট ইস্যু এবং ইস্যুর বিপরীতে সংশ্লিষ্ট সম্পদসমূহের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাংকের অন্যান্য সকল কার্যকলাপ ব্যাংকিং বিভাগের উপর ন্যস্ত। ব্যাংকের অভ্যন্তরে বিভাগসমূহের পৃথকীকরণ এবং ইস্যু ও ব্যাংকিং বিভাগের (একত্রে "আর্থিক অবস্থার বিবরণী" বলা হয়) বিবরণীসমূহ অভ্যন্তরীণভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং বছরব্যাপী অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রতি সপ্তাহান্তে প্রেরণ করা হয়। বাৎসরিক আর্থিক বিবরণীসমূহ ব্যাংকের সকল দায় ও সম্পদসমূহকে একত্রিত করে প্রস্তুত করা হয়। প্রচারণকৃত নোটের বিপরীতে সম্পদের সংস্থান বিষয়ে টীকা নং ১৯-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২.০৫ অনুমিত হিসাব ও বিচার্যের ব্যবহার

আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরিতে ব্যবস্থাপনার বিচার্য, অনুমিত হিসাব ও ধারণার ভিত্তি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হিসাব নীতিতে এবং উপস্থাপিত সম্পদ, দায়, আয় ও ব্যয়ের ওপর প্রতিফলিত হয়েছে। এ সকল অনুমিত হিসাব প্রকৃত ফলাফল হতে পৃথক হতে পারে। অনুমিত হিসাব ও তার সাথে সম্পর্কিত ধারণাসমূহ চলমান ধারণার

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

নীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। হিসাবরক্ষণের ধারণাসমূহের পুনঃনির্ধারণ চলতি হিসাব সময়ের মধ্যে কার্যকর করা হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যৎ সময়ের উপর কোনরূপ প্রভাব ফেললেও তা বিবেচনা করা হয়।

ঋণের ক্ষতি, সিকিউরিটির ন্যায্য মূল্য, ন্যায্য মূল্যের অনুক্রমের মূল্যায়ন, সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির ন্যায্য মূল্য, অবচয় নির্ণয়ের জন্য সম্পত্তির আর্থিক আয়ুষ্কাল এবং অবসর পরবর্তি সুবিধাদি যেমন পেনশন, গ্র্যাচুইটি এবং ছুটির নগদ বিক্রয় সংক্রান্ত সঞ্চিতি গণনা এবং ঐ সকল ধারণাসমূহ যা সুনির্দিষ্ট বেনিফিট পরিকল্পনার এ্যাকচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়নে অনুমিত হিসাব, বিচার্য হিসাব এবং ধারণাসমূহ ব্যবহৃত হয়।

২.০৬ তুলনামূলক তথ্য

এই আর্থিক বিবরণীতে আইএএস-১ এবং আইএএস- ৮ অনুসারে পূর্ববর্তী বছরের সাথে তুলনামূলক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। চলতি বছরের আর্থিক বিবরণী বোঝার সুবিধার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী বর্ণনামূলক তথ্য টীকা আকারে প্রদান করা হয়েছে।

২.০৭ পুনঃনিবেদন/পুনঃশ্রেণিকরণ

আইএএস-৮ হিসাবরক্ষণ নীতিসমূহ, হিসাবরক্ষণ প্রাক্কলন এবং ত্রুটির পরিবর্তন অনুযায়ী পূর্ববর্তী বছরের ভুল ত্রুটিগুলো পূর্ববর্তী অর্থবছরের সাথে সমন্বয় করতে হবে। ৩০ জুন ২০২০ ভিত্তিক সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় পূর্ববর্তী সময়ের কোন উল্লেখযোগ্য ভুল পরিলক্ষিত হয়নি।

৩ হিসাবের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা

গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত হিসাব নীতিমালাসমূহ পূর্ববতী সকল সময়ের আর্থিক বিবরণীতে উপস্থাপিত হয়েছে।

৩.০১ সমন্বিতকরণের ভিত্তি

গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত ও পৃথক আর্থিক বিবরণী যথাক্রমে আইএফআরএস-১০ এবং বিবরণী আইএএস ২৭ অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।"

সাবসিডিয়ারি

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ (এসপিসিবিএল) বাংলাদেশ ব্যাংকের শতভাগ মালিকানাধীন একটি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক এসপিসিবিএল-এর ১,১৯,৯৮,৯৯৪ শেয়ার ধারণ করে। কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ন্যূনতম শেয়ার ধারকের সংখ্যা ৭ জুন হওয়ায় জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের ১০০০টি শেয়ার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, এসপিসিবিএলএর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব, স্বরাষ্ট্র,

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মহাপরিচালক প্রত্যেকের জন্য একটি করে শেয়ার বরাদ্দ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এসকল শেয়ারের লভ্যাংশের মালিক। নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য সুদ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ৩০ জুন ২০২০ তারিখে ২৩,৯০,৯৮৬ টাকা আয় করে। এই আয় উল্লেখযোগ্য না হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবায়নে বিবেচনা করা হয় না। চাহিদার ভিত্তিতে সময় অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংকনোট সরবরাহ করা এসপিসিবিএল-এর দায়িত্ব। প্রতিষ্ঠানটি পূর্বনির্ধারিত মূল্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে নোট সরবরাহ করে থাকে। এসপিসিবিএল ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য পার্টির নিকটও কিছু সিকিউরিটিজ পণ্য বিক্রি করে থাকে।

সমন্বিতকরণের ক্ষেত্রে পরিহার্য লেনদেনসমূহ

সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আন্তঃগ্রুপ স্থিতি ও লেনদেনগুলো এবং আন্তঃগ্রুপ লেনদেন হতে উদ্ভূত অনুপার্জিত আয় এবং ব্যয় পরিহার করা হয়েছে। সাবসিডিয়ারি লেনদেন হতে উদ্ভূত অ-উসুলকৃত লাভ সাবসিডিয়ারি গ্রুপের স্বার্থ অনুযায়ী ততটুকু পর্যন্ত বাদ দেওয়া যায়। অ-উসুলকৃত লাভের মতো অ-উসুলকৃত ক্ষতিও একইভাবে ততটুকু পরিহার করা হয়েছে যার ক্ষতির কোনো প্রমাণ নেই।

৩.০২ নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর প্রভাব

বর্তমান অর্থবছরেই কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব শুরু হয় এবং এর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করে; তার মধ্যে আছে বড় শিল্প থেকে ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের জন্যও বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা। ঘোষিত এসব প্রণোদনা প্যাকেজের অধিকাংশই বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে উল্লেখ্য, বর্তমান অর্থবছরে উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ খুবই নগণ্য। প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রদত্ত লোন ক্যাটাগরিতে প্রদর্শিত হচ্ছে। উক্ত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের সুদহার ১-৫ শতাংশের মধ্যে এবং মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৩ বছর।

৩.০৩ আইএফআরএস-এ চলতি পরিবর্তন

আইএফআরএস ১৬-লিজ

আইএফআরএস- ১৬ একটি একক ইজারাদার হিসাবায়ন আদর্শ (Accounting Model) প্রদান করে যাতে এক বছরের কম বা লিজকৃত সম্পদের মূল্য খুব কম না হলে সব ধরনের লিজের তথ্য স্থিতিপত্রে সন্নিবেশের প্রয়োজন। ব্যাংক আইএফআরএস- ১৬ এবং এর সম্পর্কিত সংশোধনী ০১ জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে কার্যকর দেখিয়ে গ্রহণ করেছে । আইএফআরএস- ১৬ গ্রহণ করার ফলে ইজারাদার হিসেবে লিজের স্বীকৃতি ও পরিমাপ সম্পর্কিত হিসাবায়ন নীতিতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। লিজ সংক্রান্ত ব্যাংকের হিসাবায়ন নীতি নোট ৩.১৫(জ)-এ বর্ণিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.০৪ বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন

লেনদেনের তারিখে বিরাজমান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার প্রয়োগ করে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনকে টাকায় প্রকাশ করা হয়েছে "আইএএস-২১ : বৈদেশিক বিনিময় হার পরিবর্তনের প্রভাব" মেনে। স্থিতিপত্র প্রস্তুতের তারিখে বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত সম্পদ ও দায়গুলো উক্ত তারিখের বিনিময় হার প্রয়োগের মাধ্যমে টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়জনিত তারতম্য লাভ/ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ এবং দায় বাজার মূল্যে মূল্যায়িত হয়েছে এবং ঐ তারিখের বিনিময় হার প্রয়োগ করে টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে। লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে বৈদেশিক মুদ্রার লাভ-ক্ষতি বিনিময় হারের লাভ-ক্ষতির নিট ভিত্তিতে প্রদর্শিত হয় যা মূলত নির্ভর করে বৈদেশিক মুদ্রার নিট লাভ/ক্ষতির পরিবর্তনের ভিত্তিতে। স্থিতিপত্র প্রস্তুতের তারিখে টাকার বিপরীতে প্রধান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার যা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়েছে তা তুলে ধরা হল:

ফরেন কারেন্সি	বিনিময় হার (টাকা)	
	৩০ জুন, ২০২০	৩০ জুন, ২০১৯
ইউএস ডলার	৮৪.৯০০০	৮৪.৫০০০
অস্ট্রেলিয়ান ডলার	৫৮.৫৯৮০	৫৯.৩১৯০
কানাডিয়ান ডলার	৬২.৫৫০৭	৬৪.৫৫৩১
ইউরো	৯৫.৩৫১২	৯৬.০৫৯৬
পাউন্ড স্টার্লিং	১০৫.২৬৭৫	১০৭.২৫৫৯
সিএনওয়াই	১২.০১১৭	১২.৩০৩৪
জেপিওয়াই	০.৭৮৬৭	০.৭৮৩৩
এসডিআর	১১৬.৭৯৬৯	১১৭.৪৭১৯
এসজিডি	৬০.৯৪৩২	৬২.৪৯০৮
এসইকে	৯.১১০৬	৯.১০৪১

৩.০৫ বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনজনিত লাভ/ক্ষতি

বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনজনিত উসুলকৃত লাভ/ক্ষতি গড় ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্ণয় করা হয়। প্রতি মাসের শেষে প্রতিটি মুদ্রার গড় ব্যয়ের স্থিতির মধ্যকার পার্থক্য (ক) যখন মুদ্রা পজিশনের নিট বৃদ্ধি হয় তখন গড় মূল্যের বৃদ্ধি হল মাসের গড় হার এবং বৃদ্ধি পাওয়া মুদ্রার মূল্যের গুণিতকের সমান। এবং (খ) যখন মুদ্রা পজিশনের নিট হ্রাস হয় তখন প্রারম্ভিক গড় হারের সাথে হ্রাসকৃত মূল্যের তুলনা করে গড় মূল্যের হ্রাস নির্ণয় করা হয়। সমাপনী বিনিময় হারের অভিহিত মূল্য এবং মুদ্রার গড় মূল্যের পার্থক্য নির্ণীত হয়েছে। এই পার্থক্যকে উসুলকৃত পুনঃমূল্যায়নজনিত সঞ্চিতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

উসুলকৃত পুনঃমূল্যায়নজনিত সঞ্চিতি হিসাব এবং লেজার ব্যালেন্সের পার্থক্যকে আলোচ্য সময়ের অনুসুলকৃত পুনঃমূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি বলা হয় এবং তা উক্ত সময়ের লাভ/ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়। পরে উসুলকৃত এবং অনুসুলকৃত এই লাভ/ক্ষতি আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্যজনিত সঞ্চিতিতে এবং বৈদেশিক মুদ্রার পুনঃমূল্যায়নজনিত সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়।

৩.০৬ আর্থিক সম্পদ ও দায়

আর্থিক সম্পদগুলো বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব, বৈদেশিক বিনিয়োগ, আইএমএফ এ রক্ষিত সম্পদসমূহ, স্বর্ণ ও রৌপ্য, স্বর্ণ লেনদেন হতে দাবি, ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ, বৈদেশিক মুদ্রার অন্যান্য আর্থিক সম্পদ, নগদ ও নগদ সমতুল্য, রেপো, বাংলাদেশ সরকারকে দেয়া ঋণ, স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ, ব্যাংকসমূহ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কর্মকর্তাদিগকে স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ এবং স্থানীয় মুদ্রার অন্যান্য আর্থিক সম্পদ এর সমন্বয়ে গঠিত।

আর্থিক দায় বলতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় আমানত গ্রহণ, আইএমএফ-এর নিকট দায়, মুদ্রা প্রচারণ, স্বল্পমেয়াদি ধার এবং অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়।

(ক) স্বীকৃতি এবং প্রাথমিক মূল্যায়ন

আর্থিক বিবরণীতে ঋণ এবং অগ্রিম যে তারিখে উদ্ভূত হয় সে তারিখে আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সম্পদ ক্রয় অথবা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি প্রদান ও অন্তর্ভুক্তকরণের সাধারণ নিয়ম হল যে তারিখে গ্রুপ কর্তৃক সম্পদ গ্রহণ করা হবে অথবা ক্রয়মূল্য পরিশোধ করা হবে। অন্যান্য আর্থিক সম্পদ ও দায় প্রাথমিকভাবে তখনই স্বীকৃতি প্রদান করা হয় যখন গ্রুপ হাতিয়ারসমূহের বিনিময় চুক্তির একটি পক্ষ হিসেবে কাজ করে। আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহ প্রাথমিকভাবে প্রকৃত মূল্যে মূল্যায়িত হয়ে থাকে।

(খ) শ্রেণিকরণ এবং পরবর্তী পরিমাপন

প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর সম্পদ ও দায় পরিমাপের জন্য আইএফআরএস-৯ আর্থিক উপাদানসমূহ: স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন অনুযায়ী নিম্নরূপভাবে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে :

১ সমন্বিত অবলোপিত মূল্যে (Amortised Cost) বাহিত আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহ :

নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ করা আর্থিক সম্পদসমূহ সমন্বিত অবলোপিত মূল্যে পরিমাপ করা হবে

- ব্যবসায়িক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যে সকল আর্থিক সম্পদ শুধুমাত্র চুক্তিবদ্ধ আর্থিক প্রবাহ নিশ্চিত করবে; এবং

- আর্থিক সম্পদের চুক্তিবদ্ধ সময় অনুযায়ী একটি সুনির্দিষ্ট তারিখে আর্থিক প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা মূল এবং বাকি থাকা মূলের উপর আরোপিত সুদের পরিমাণ

বৈদেশিক বন্ড, ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল, বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বিল, এইচবিএফসি-তে ইক্যুইটি বিনিয়োগ এবং সুইফ্‌ট শেয়ার সমন্বিত অবলোপিত মূল্যে নিরূপিত আর্থিক সম্পদ। সুইফ্‌ট শেয়ার পরিমাপ করা হয় অবলোপিত মূল্যে কারণ এ ধরনের শেয়ারের কোন উদ্ধৃত বাজারমূল্য নেই।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন-এর শেয়ার অবলোপিত মূল্যে আইএএস ২৭ অনুযায়ী একটি পৃথক আর্থিক বিবরণীতে পরিমাপ করা হয়।

স্বল্পমেয়াদি ধার, চালুকৃত মুদ্রা, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা এবং আইএমএফ-এর নিকট দায় সমন্বিত ঐতিহাসিক মূল্যে নিরূপিত আর্থিক দায়ের অন্তর্ভুক্ত।

২ প্রকৃত মূল্য সরাসরি হিসাবায়িত অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে

আর্থিক সম্পদ প্রকৃত মূল্যে সরসরি অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়িত হবে নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে :

- ব্যবসায়িক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য যদি হয় চুক্তিবদ্ধ আর্থিক প্রবাহ গ্রহণ এবং আর্থিক সম্পদটি বিক্রয় করা; এবং

- আর্থিক সম্পদের চুক্তিবদ্ধ সময় অনুযায়ী একটি সুনির্দিষ্ট তারিখে আর্থিক প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যা মূল এবং বাকি থাকা মূলের উপর আরোপিত সুদের পরিমাণ

ইউএস ট্রেজারি নোটস, স্বর্ণ এবং রৌপ্য, বাংলাদেশ সরকারের বন্ড, ইক্যুইটি বিনিয়োগ (এসপিসিবিএল-এ বিনিয়োগ, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক এর শেয়ারে বিনিয়োগ) অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে সরাসরি হিসাবায়িত হবে।

৩ আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহ আয়/ব্যয় হিসাব বিবরণীতে প্রকৃত মূল্যে হিসাবায়িত

আর্থিক সম্পদ প্রকৃত মূল্যে আয়/ব্যয় বিবরণীতে হিসাবায়িত হবে যদি-

- উপরে বর্ণিত দুটি উপায়ে এটি পরিমাপ করা না হয়ে থাকে।
- যদিও কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো বিনিয়োগের প্রাথমিক স্বীকৃতিতে অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত নেয় যে, অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়িত বিনিয়োগ এখন থেকে প্রকৃত মূল্যে আয়/ব্যয় বিবরণীতে হিসাবায়িত হবে।

(গ) সমন্বিত অবলোপিত মূল্য (Amortised Cost) নিরূপণ নীতিমালা

আর্থিক সম্পদ ও দায়ের সমন্বিত অবলোপিত মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সম্পদ ও দায়ের প্রাথমিক মূল্যায়ন হতে পরিশোধিত আসল বাদ দেয়ার পর কার্যকরী সুদ প্রয়োগ করে নির্ধারিত পুঞ্জীভূত অবলোপন হতে উদ্ভূত প্রাথমিক মূল্যায়ন ও মেয়াদপূর্তির মূল্যের পার্থক্য যোগ বা বিয়োগ করে ব্যবহারজনিত ক্ষতি বাবদ যদি কোন ক্ষতি থাকে তা বাদ দেওয়া হয়। কার্যকরী সুদ নির্ণয় পদ্ধতি হল একটি আর্থিক সম্পদ অথবা দায়ের (অথবা আর্থিক সম্পদ/দায়সমূহের) অবলোপনকৃত ব্যয় নির্ণয় এবং সুদ আয় ও সুদ ব্যয়কে সংশ্লিষ্ট সময়কালে বণ্টন করাকে বোঝায়।

কার্যকরী সুদ হার হলো সেই হার যা ভবিষ্যৎ অনুমিত নগদ প্রদান অথবা গ্রহণকে আর্থিক হাতিয়ারসমূহের সম্ভাব্য জীবনকালের মধ্যে বণ্টন করে প্রাপ্ত হয়। যখন কার্যকরী সুদ হার নির্ণয় করা হয় তখন গ্রুপ আর্থিক

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হাতিয়ারসমূহের সকল ধরনের চুক্তির মেয়াদ এবং অনুমানসমূহের মধ্যে কোন সংশোধনী থাকলে তা লাভ/ক্ষতি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। উক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যে প্রদত্ত/প্রাপ্ত অর্থ রয়েছে যা আর্থিক হাতিয়ারসমূহের কার্যকরী সুদ হার, লেনদেন খরচ এবং অন্যান্য অভিহিত এবং অবহিত মূল্যের অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

(ঘ) প্রকৃত মূল্য নিরূপণ নীতিমালা

ওয়াকিবহাল এবং ইচ্ছুক পক্ষের মধ্যে নির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর আওতায় পরিমাপন তারিখে যে মূল্যে কোনো সম্পদ হস্তান্তর বা দায় নিষ্পন্ন করা হয় সে মূল্যকে প্রকৃত বা বাজার মূল্য বলে। একটি দায়ের প্রকৃত মূল্য উক্ত দায়ের অদক্ষতাজনিত ঝুঁকির প্রতিফলন।

কোন সম্পদ ও দায়ের প্রকৃত মূল্য নিরূপণে স্থিতিপত্রের তারিখে কার্যকরী বাজারে তার লেনদেনের দরকে বিবেচনা করা হয়েছে। কার্যকরী বাজার বলতে এমন ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে যথেষ্ট মূল্য উদ্ধৃতকারী থাকে এবং প্রতি নিয়ত প্রকৃত লেনদেন আইনসম্মতভাবে সম্পন্ন হয়।

যদি দরকৃত মূল্যের জন্য কোনো কার্যকরী বাজার না থাকে তাহলে গ্রুপ মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করে যা প্রাসঙ্গিক মূল্যায়নযোগ্য ইনপুটসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধি করে এবং অপ্রাসঙ্গিক ইনপুটসমূহের ব্যবহার হ্রাস করে। নির্বাচনকৃত মূল্যায়ন কৌশল বাজারে অংশগ্রহণকারীগণ লেনদেনের মূল্য নির্ধারণে যতগুলো সূচক ব্যবহৃত হতে পারে তার সবগুলোই বিবেচনা করে।

একটি আর্থিক হাতিয়ারের প্রকৃত মূল্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল লেনদেনকৃত মূল্য, অর্থাৎ বিবেচনাকৃত প্রাপ্ত/প্রদত্ত প্রকৃত মূল্য। যদি গ্রুপ নির্ধারণ করতে পারে যে প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীকৃত প্রকৃত মূল্য যদি লেনদেনকৃত মূল্য হতে ভিন্ন হয় এবং কোনো একটি সক্রিয় বাজারের নির্দিষ্ট একটি সম্পদ বা দায়ের প্রকৃত মূল্য যদি দরকৃত মূল্যের দ্বারা প্রমাণিত না হয় অথবা মূল্য নির্ধারণী পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা না হয় তখন আর্থিক হাতিয়ার প্রাথমিকভাবে প্রকৃত মূল্যে নির্ধারিত হয় যা প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীকৃত প্রকৃত মূল্য এবং লেনদেনকৃত মূল্যের মধ্যকার পার্থক্য দূরীকরণে সমন্বয় করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত পার্থক্য আর্থিক হাতিয়ারের জীবনকালের ভিত্তিতে যথাযথভাবে ভাগ করে লাভ-ক্ষতি হিসাবে প্রদর্শন করা হয়।

প্রকৃত মূল্যে নির্ধারিত কোন সম্পদ অথবা দায়ের যদি একটি দরকৃত মূল্য এবং একটি জিজ্ঞাস্য মূল্য থাকে তবে গ্রুপ সম্পদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লং পজিশনে দরকৃত মূল্য ব্যবহার করে এবং দায়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শর্ট পজিশনে জিজ্ঞাস্য মূল্য ব্যবহার করে।

আর্থিক সম্পদ এবং আর্থিক দায়ের পোর্টফোলিও যেগুলো বাজার ঝুঁকি ও ঋণের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে যা গ্রুপ ব্যবস্থাপনা করে থাকে সেক্ষেত্রে গ্রুপ একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকির জন্য নিট লং পজিশন বিক্রয় করে (অথবা ক্রয়ের মাধ্যমে নিট শর্ট পজিশন স্থানান্তর করে)। ঐ সকল পোর্টফোলিও শ্রেণির সমন্বয়সমূহ একক সম্পদ ও দায়সমূহের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয় পোর্টফোলিওতে তাদের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে।

রিপোর্টিং সময়ের সর্বশেষ দিনে প্রকৃত মূল্য ধাপের কোনো পর্যায়ে কোন স্থানান্তর সংঘটিত হলে গ্রুপ সেটিকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

(ঙ) পরিমাপ পরবর্তী লাভ-ক্ষতি

বিক্রয়যোগ্য সম্পদের প্রকৃত মূল্যের পরিবর্তনজনিত লাভ-ক্ষতি অন্যান্য সমন্বিত আয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যখন কোন আর্থিক সম্পদ বিক্রয়, সংগ্রহ অথবা অন্য কোনোভাবে নিষ্পত্তিকৃত হয়, তা হতে উদ্ভূত পুঞ্জীভূত লাভ/ক্ষতি যা ইতিপূর্বে অন্যান্য সমন্বিত আয়ে হিসাবায়িত হয়েছিল, তা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে স্থানান্তর করা হয়। লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে নিরূপিত প্রকৃত মূল্যের আর্থিক সম্পদ ও দায়ের মূল্য পরিবর্তনজনিত লাভ/ক্ষতি পরে লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঋণ ও প্রাপ্যসমূহ এবং মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত আর্থিক সম্পদসমূহ লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে হিসাব বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(চ) হিসাবে অ-অন্তর্ভুক্তকরণ

গ্রুপটি একটি আর্থিক সম্পদকে অস্বীকৃতি দেয় যখন আর্থিক সম্পদ হতে নগদ প্রবাহের চুক্তিভিত্তিক অধিকার মেয়াদোত্তীর্ণ হয় অথবা এটি একটি লেনদেনের চুক্তিভিত্তিক নগদ প্রবাহ গ্রহণের অধিকার স্থানান্তর করে যার ফলে পরে আর্থিক সম্পদসমূহের মালিকানার ঝুঁকি ও পুরস্কার স্থানান্তরিত হয় অথবা পরে গ্রুপটি মালিকানার সকল ঝুঁকি ও পুরস্কার স্থানান্তরও করেনা আর্থিক সম্পদসমূহের নিয়ন্ত্রণ ধরেও রাখে না। এরূপ স্থানান্তরিত আর্থিক সম্পদসমূহ যা অস্বীকৃতির যোগ্য যা গ্রুপ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বা ধরে রাখা হয় একটি ভিন্ন সম্পদ বা দায় হিসেবে। আর্থিক সম্পদের অস্বীকৃতির ফলে ঐ সম্পদের বাহিত মূল্য (অথবা স্থানান্তরিত সম্পদের মধ্যে বণ্টনকৃত বাহিত মূল্য) এবং (ক) গৃহীত অনুদান (কোন নতুন সম্পদ অর্জন বাদ নতুন দায় অবলোপন সহ) এবং (খ) কোন প্রকার ক্রমযোজিত লাভ বা ক্ষতি যা অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তা লাভ বা ক্ষতি হিসাবেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

গ্রুপ আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে স্বীকৃত সম্পদের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে একটি লেনদেন সম্পন্ন করে থাকে, কিন্তু পরে স্থানান্তরিত সম্পদের সকল বা আংশিক ঝুঁকি ও পুরস্কার ধরে রাখে। যখন সকল অথবা প্রকৃত ঝুঁকি ও পুরস্কার ধরে রাখা হয় তখন স্থানান্তরিত সম্পদসমূহকে অস্বীকৃতি দেয়া হয়না। সম্পদ স্থানান্তরে সকল অথবা প্রকৃত ঝুঁকি ও পুরস্কার অন্তর্ভুক্ত, যেমন, স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি এবং পুনঃক্রয় লেনদেনসমূহ। গ্রুপটি একটি আর্থিক দায়কে অস্বীকৃতি প্রদান করে যখন এটির চুক্তিভিত্তিক দায়সমূহ অবমুক্ত বা প্রত্যাহার বা মেয়াদপূর্তি হয়।

বিক্রয়যোগ্য আর্থিক সম্পদসমূহ এবং মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধরে রাখা হবে এমন আর্থিক সম্পদসমূহ যখন বিক্রয়ের মাধ্যমে অস্বীকৃতি দেয়া হয় এবং ক্রেতার নিকট হতে প্রাপ্যসমূহ স্বীকৃতি দেয়া হয় যখন সম্পদটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধরে রাখা হবে এমন আর্থিক হাতিয়ার, ঋণ ও প্রাপ্যসমূহকে অস্বীকৃতি দেয়া হয় ঐ দিন যে দিন সেগুলোর মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয় অথবা সম্পূর্ণ অনাদায়যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

(ছ) "ব্যবহারজনিত ক্ষতি" চিহ্নিতকরণ ও পরিমাপকরণ

সম্পদের 'ব্যবহারজনিত ক্ষতির সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে কিনা- নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিবেচনার প্রয়োজন হয়, যদি থাকে, তাহলে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতি (Expected Credit Loss- ECL) হিসেবে স্বীকৃতি

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

দিতে হয়। প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতির পরিমাণ নিরপেক্ষ এবং সম্ভাব্যতা-ভারিত রূপের প্রতিফলন যা নির্ধারণ করা হয় ঋণের সম্ভাব্য পরিণতি, অর্থের সময়মূল্য এবং বিবরণীর তারিখে বিনা ক্লেশে ও খরচে লভ্য পূর্ববর্তী ঘটনা, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক অবস্থার পূর্বাভাস সম্পর্কিত গ্রহণযোগ্য ও সমর্থনযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে। ঋণ ঝুঁকি নিরূপণের ভিত্তিতে আর্থিক সম্পদসমূহ নিম্নোক্ত তিন স্তরে ভাগ করা হয় :

স্তর ১: প্রাথমিক মূল্যায়নে আর্থিক সম্পদসমূহ স্তর ১ এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্যাংক আয়/ব্যয় বিবরণীতে প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতি ১২ মাসের সমপরিমাণ হিসাবে বরাদ্দ রাখা হয়। সুদ আয় সম্পদের মোট বাহিত মূল্যের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়।

স্তর ২: প্রাথমিক মূল্যায়ন পরবর্তী ঋণ ঝুঁকি যদি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তখন আর্থিক সম্পদসমূহ স্তর ২ এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্যাংক সেক্ষেত্রে জীবনকালব্যাপী প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতিতে বরাদ্দ রাখে এবং সুদ আয় সম্পদের মোট বাহিত মূল্যের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়।

স্তর ৩: ঋণ-ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হলে আর্থিক সম্পদসমূহ স্তর ৩ এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্যাংক সেক্ষেত্রে জীবনকালব্যাপী প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতিতে বরাদ্দ রাখে এবং সুদ আয় সম্পদের মোট বাহিত মূল্যের পরিবর্তে নিট বাহিত মূল্যের ভিত্তিতে (মোট বাহিত পরিমাণ থেকে ক্ষতি বরাদ্দ বাদ দিয়ে) হিসাবায়িত হয়।

প্রত্যাশিত ঋণ ক্ষতি অনুমান করা হয় চুক্তি অনুযায়ী ঠিক সময়ে ব্যাংকের প্রাপ্য আর্থিক প্রবাহ এবং কার্যকরী সুদ হারের ভিত্তিতে বাট্টাকৃত ব্যাংকের প্রত্যাশিত আর্থিক প্রবাহের মধ্যেকার পার্থক্যের মাধ্যমে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে, বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক সম্পদসমূহ বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করে থাকে। এভাবে এ সকল আর্থিক সম্পদসমূহ উচ্চ ঋণমানের কারণে আইএফআরএস-৯ এর আওতায় লভ্য ব্যবহারিক কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ন্যূনতম ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যাংক প্রতিনিয়ত প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

ব্যাংকের সকল আর্থিক সম্পদ স্তর ১ এর অন্তর্ভুক্ত এবং নিম্ন ঋণ ঝুঁকির ঋণ হিসেবে বিবেচিত হয়। বিবরণী তারিখের মধ্যবর্তী সময়ে আর্থিক সম্পদসমূহের স্তর পরিবর্তিত হয়নি।

(জ) অফসেটিং

কোন প্রদর্শিত অর্থ সেট অফ করার জন্য যখন কোন পক্ষের আইনত বলবৎযোগ্য অধিকার থাকে এবং ঐ লেনদেনটি নিটভিত্তিতে নিষ্পত্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত করে থাকে তখন ঐ সকল আর্থিক সম্পদ ও দায়গুলোকে অফসেট করে নিট পরিমাণকে স্থিতিপত্রে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

আয় এবং ব্যয়সমূহ নিট ভিত্তিতে প্রদর্শিত হবে একমাত্র তখনই যদি তা আইএফআরএস কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে থাকে অথবা একই ধরনের লেনদেন হতে উদ্ভূত লাভ/ক্ষতির জন্য যেমন- গ্রুপের ট্রেডিং সংক্রান্ত কার্যক্রম।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.০৭ বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব

বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বিভিন্ন বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে পরিচালিত চলতি হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবেদন দাখিলের প্রত্যেক তারিখে ঐ দিনের বিনিময় হারে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি কার্যকরী মুদ্রায় পরিমাপ করা হয় এবং এ পরিমাপ হতে উদ্ভূত লাভ-ক্ষতি আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতিবেদন দাখিলের তারিখে বিনিময়জনিত আয় মুনাফা আবণ্টনকালে সংরক্ষিত মুনাফা তহবিল থেকে পুনর্মূল্যায়ন জনিত সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়। (নোট নম্বর-৩.০৫ ঃ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনজনিত লাভ-ক্ষতি সংশ্লিষ্ট হিসাবায়ন নীতি দ্রষ্টব্য)

৩.০৮ বৈদেশিক বিনিয়োগ

বৈদেশিক বিনিয়োগে স্বল্পমেয়াদে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে এক বছরের কম সময়ের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগ, স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ, বাট্টায় ক্রয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রায় ট্রেজারি বিল এবং সুদযুক্ত বিদেশী বন্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিবেদন দাখিলের তারিখে এ সকল বিনিয়োগে বৈদেশিক মুদ্রার বাহিত পরিমাণ ঐ তারিখের বিনিময় হারে কার্যকরী মুদ্রায় পরিমাপ করা হয়। উদ্ভূত লাভ-ক্ষতি আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে স্থিতিপত্রের তারিখে বিনিময়জনিত আয় মুনাফা আবণ্টনের মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়।

৩.০৯ বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ

সুইফ্‌ট শেয়ার এবং অর্জিত সুদ ও ডিভিডেন্ড অন্যান্য সম্পদে সন্নিবেশ করা হয়েছে। সুইফ্‌ট শেয়ারের কোন বাজার মূল্য না থাকায় ভিত্তিমূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৩.১০ টাকা কয়েন এবং নগদ স্থিতি

সরকারের নিকট হতে ক্রয়কৃত এবং ব্যাংক কর্তৃক ধারণকৃত কিন্তু ইস্যুকৃত নয় এরূপ এক, দুই এবং পাঁচ টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রা, এসপিসিবিএল (সাবসিডিয়ারি) কর্তৃক ধারণকৃত নগদ এবং সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ময়মনসিংহ অফিসে নগদ জমা অভিহিত মূল্যে ব্যাংক স্থিতির নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩.১১ বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ

বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত "উপায় ও উপকরণ ঋণ", ''ওভারড্রাফট্'' (ব্লকড ও চলতি) হিসেবে প্রদত্ত ঋণ সুবিধা, সরকারের ট্রেজারি বিল ও বন্ডগুলো এ ধরনের ঋণের অন্তর্ভুক্ত।

উপায় ও উপকরণ ঋণ

সরকারি খাতে জমা অপেক্ষা উত্তোলন বেশি হলে সরকারকে প্রদত্ত এই অতিরিক্ত উত্তোলন রেপোর সুদ হারে অনধিক ৬০,০০০ মিলিয়ন টাকা (২০১৯ সালে ৪০,০০০ মিলিয়ন টাকা) "উপায় ও উপকরণ" ঋণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সরকারকে প্রদত্ত ওভারড্রাফট্-চলতি ঋণ কেবলমাত্র সম্পূর্ণরূপে সমন্বয় করার পর কোন প্রকার উদ্বৃত্ত থাকলে তা "উপায় ও উপকরণ ঋণ" হিসাবে আদায় করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ওভারড্রাফট- চলতি এবং ব্লকড

বাংলাদেশ সরকারকে "উপায় ও উপকরণ" ঋণ হিসেবে প্রদত্ত ৬০,০০০ মিলিয়ন টাকার অতিরিক্ত অনধিক ৬০,০০০ মিলিয়ন টাকা (২০১৯ সালে ৪০,০০০ মিলিয়ন টাকা) ওভারড্রাফট্ (চলতি) ঋণ হিসাবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে বিপরীত রেপোর সুদ হারের চেয়ে অতিরিক্ত ১ শতাংশ হারে সুদ আরোপ করা হয়। ব্যাংক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত চলতি ওভারড্রাফট্ খাতের ঋণ সম্পূর্ণরূপে সমন্বয়ের পর সরকার হতে উদ্বৃত্ত আদায় করা হলে তা দ্বারা উপায় ও উপকরণ খাতের ঋণ হিসাব সমন্বয় করা হয়।

ওভারড্রাফ্ট ব্লক'কে পূর্বে সরকারি ট্রেজারি বিল হিসেবে অবহিত করা হত। ২০০৭ অর্থবছরের শুরুতে সরকারি ট্রেজারি বিলের স্থিতিকে ওভারড্রাফট্ ব্লক হিসেবে স্থানান্তর করা হয়। ২০০৭ অর্থবছর থেকে অদ্যাবধি প্রতি বছর সরকার কর্তৃক ১৫,০০০ মিলিয়ন টাকা উক্ত হিসাবে সমন্বয় করা হয়। ওভারড্রাফ্ট ব্লক-এর ক্ষেত্রে ৯১ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের হারে সুদ আরোপ করা হয়।

ট্রেজারি বিল এবং বন্ড

বাণিজ্যিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারের নিকট হতে সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ড ক্রয় না করলে বাংলাদেশ ব্যাংক সেগুলো সরকার হতে ক্রয় করে। প্রতিবেদন দাখিলের তারিখে এদেরকে বাজারমূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৩.১২ স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ

গ্রুপের বিনিয়োগে হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের (বিএইচবিএফসি) ঋণপত্র, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেডের শেয়ারে বিনিয়োগ এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ঋণপত্র এবং শেয়ারে বিনিয়োগ ন্যায্যমূল্যে দেখানো হয়েছে।

৩.১৩ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংক, অন্যান্য তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আদায়যোগ্য নয় এরূপ কোন অংশ থাকলে তা বাদ দিয়ে আদায়যোগ্য অংশ এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩.১৪ স্বর্ণ ও রৌপ্য

ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে স্বর্ণ ও রৌপ্য মজুদ রয়েছে। এগুলো বাজার মূল্যে প্রদর্শিত হয়েছে। পুনর্মূল্যায়ন হতে উদ্ভূত লাভ বা ক্ষতি অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ লাভ মুনাফা আবণ্টনকালে পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি-স্বর্ণ ও রৌপ্য হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.১৫ সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

(ক) হিসাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও পরিমাপন

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির পুনর্মূল্যায়িত মূল্যকে প্রকৃত মূল্য বিবেচনা করে তা হতে পুঞ্জীভূত অবচয় এবং ইমপেয়ারমেন্ট ক্ষতি বাদ দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির আওতায় ভূমি ও ভবন ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তা ব্যাংকের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং কর্মচারীদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(খ) পুনর্মূল্যায়ন

যদি পূনর্মূল্যায়নের ফলে কোন সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে বর্ধিত মূল্য অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করার পর পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ হিসাবে ইক্যুইটির অধীনে প্রদর্শিত হয়। যদিও, বর্ধিত মূল্য লাভ-ক্ষতিতে ততটুকুই দেখানো হবে যতটুকুর বিপরীতে পূর্বের লাভ-ক্ষতিতে একই সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়নের হ্রাস দেখানো হয়েছে।

যদি পুনর্মূল্যায়নের ফলে কোন সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পায় তাহলে হ্রাসকৃত মূল্য লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়। যদিও, হ্রাসকৃত মূল্য অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে ততটুকুই দেখানো হবে যতটুকু পূর্বের পুনর্মূল্যায়নজনিত বর্ধিত হিসাবে একই সম্পত্তির বিপরীতে ক্রেডিট স্থিতিতে দেখানো হয়েছে। অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে প্রদর্শিত এই হ্রাসকৃত মূল্য পুনর্মূল্যায়নজনিত বর্ধিত হিসাবের ক্রমযোজিত ইক্যুইটিকে হ্রাস করে।

ব্যাংক তার মালিকানাধীন ভূমি ৩০ জুন ২০১৪ তারিখের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান, এস.এফ. আহমেদ এন্ড কোং দ্বারা পুনর্মূল্যায়ন করিয়েছে। সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ প্রক্রিয়া ও ধারণাগুলো নিম্নরূপ :

(অ) যৌক্তিক মূল্যে ভূমি পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক সময়ে স্থানভিত্তিক ভূমির বিক্রয় মূল্যকে বিবেচনায় নিয়ে মূল্যায়ক কর্তৃক ভূমি পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে।

(আ) ভবন, মূলধনী কাজের অগ্রগতি, বৈদ্যুতিক ও গ্যাস স্থাপনা পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্মাণ ও স্থাপনার সরঞ্জামাদির প্রকৃত মূল্য এবং শ্রমিক ও উপরিব্যয়কে মূল্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি এবং মোটরযান প্রতিস্থাপন মূল্যের ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে।

সাবসিডিয়ারির মালিকানাধীন ভূ-সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি ১ জুলাই ২০১৩ তারিখের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। ভূ-সম্পত্তি, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদির পুনর্মূল্যায়িত তথা প্রকৃত মূল্য সামগ্রিক আর্থিক বিবরণীতে সম্পত্তি হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

(গ) পরবর্তী ব্যয়

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির জন্য পরে নির্বাহিত ব্যয়কে মূলধনীকরণ করা হয় যখন উক্ত সম্পত্তি হতে অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি পায়। প্রতিস্থাপিত অংশের নির্বাহিত ব্যয়কে অহিসাবায়িত করা হয়েছে। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সংঘটিত প্রাত্যহিক ব্যয় লাভ-ক্ষতি হিসেবে হিসাবায়ন করা হয়েছে।

(ঘ) মূলধনী কাজের অগ্রগতি ব্যয়

মূলধনী কাজের অগ্রগতির খরচকে সংঘটিত হওয়ার সময় হিসাবায়ন করা হয়েছে এবং কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর অবচয় হিসাবায়ন করা হয়েছে।

(ঙ) অবচয়

ব্যবহারের প্রথম তারিখ হতে সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির অবচয় গণনা শুরু হয়, আবার নিজস্ব তৈরিকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি প্রস্তুতের শেষ দিন এবং ব্যবহারযোগ্যতার শুরুর দিন থেকে অবচয় গণনা শুরু হয়। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির ক্রয়মূল্য থেকে ভগ্নাবশেষ মূল্য বাদ দিয়ে অনুমিত ব্যবহারযোগ্য বছর দিয়ে ভাগ করে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করা হয়। অবচয় সাধারণত লাভ-ক্ষতি হিসাবে দেখানো হয় যদি না এটি অন্য সম্পত্তির বাহিত মূল্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভূমির ক্ষেত্রে অবচয় করা হয়নি। অবলোপন পদ্ধতি, অনুমিত ব্যবহারযোগ্য আয়ুষ্কাল এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য প্রতি প্রতিবেদন দাখিলের তারিখে পুনঃবিবেচনা করা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বয় করা হয়। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির আনুমানিক কার্যকরী আয়ুষ্কালের ভিত্তিতে অবচয় নিম্নবর্ণিত হারে ধার্য করা হয়েছে :

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির শ্রেণিবিন্যাস	ব্যাংক	সাবসিডিয়ারি (এসপিসিএল)
ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	৫%	২.৫% - ২০%
যান্ত্রিক/অফিস সরঞ্জামাদি	১০%	৫% - ২০%
কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	২০%	-
সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি	১০%	১০%
মোটরগাড়ি	২০%	২০%
বৈদ্যুতিক স্থাপনা	২০%	-
গ্যাস স্থাপনা	২০%	-

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

স্বল্প মূল্যের সম্পদ	১০০%	-
নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি	২০%	-
টাকা জাদুঘর ও ভাস্কর্য	৫%	-

(চ) ঋণবাবদ ব্যয়ের মূলধনায়ন

ব্যাংক সম্পদের অর্জন, নির্মাণ অথবা উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত খরচসমূহ নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে আইএএস-২৩ অনুসারে ঋণবাবদ ব্যয় হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।

অ) ব্যয়সমূহ ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সুবিধা আনয়ন করবে;

আ) ব্যয়সমূহ নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যাবে।

যদি ঋণবাবদ ব্যয়সমূহ উপর্যুক্ত শর্তাবলী পূরণ না করে তবে সেগুলো ব্যয় হিসেবে পরিগণিত হবে। মূলধনায়নের জন্য একটি উপযুক্ত সম্পদ হচ্ছে সে সম্পদ যা ব্যবহারের উদ্দেশ্য সাধন এবং বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হতে উল্লেখযোগ্য সময় নেয়।

(ছ) ব্যবহারজনিত ক্ষতি

ব্যবহারজনিত ক্ষতির কোন নির্দেশনা আছে কি না তা নিরূপণের জন্য ব্যাংকের সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি এবং অস্পর্শনীয় সম্পদসমূহের বাহিত মূল্য প্রত্যেক স্থিতিপত্রের তারিখে পুনর্বিবেচনা করা হয়। যদি এমন কোনো নির্দেশনা থেকে থাকে তবে সম্পদের আদায়যোগ্য মূল্য প্রাক্কলন করা হয়। ইমপেয়ারমেন্ট জনিত ক্ষতি তখনই হয় যখন সম্পদের বাহিত মূল্য অথবা নগদ উৎপাদনকারী ইউনিটসমূহের বাহিত মূল্য এর আদায়যোগ্য মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়। ইমপেয়ারমেন্ট জনিত যেকোন ক্ষতি লাভ-ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যে সমস্ত সম্পদের আয়ুষ্কাল অনির্দিষ্ট থাকে সেগুলোর আদায়যোগ্য মূল্য স্থিতিপত্রের তারিখে প্রাক্কলিত হয়। নিট বিক্রয়মূল্য এবং বাহিত মূল্যের মধ্যে যেটি বড় তা সম্পদের আদায়যোগ্য মূল্য হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রাক্কলিত ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহকে ডিসকাউন্ট রেট (বাট্টা হার) এ বাট্টাকরণ করে বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করা হয় যাতে অর্থের সময়মূল্য এবং সম্পদের সাথে জড়িত ঝুঁকির প্রতিফলন ঘটিয়ে চলতি বাজার মূল্য নির্দেশ করে। যে সকল সম্পদ স্বাধীনভাবে নগদ অন্তঃপ্রবাহ সৃষ্টি করে না সে সমস্ত সম্পদের ক্ষেত্রে ওই সম্পদসমূহ নগদ অন্তঃপ্রবাহ উৎপন্নকারী যেসকল ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত তার উপর ভিত্তি করে আদায়যোগ্য মূল্য নিরূপণ করা হয়।

আদায়যোগ্য মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রাক্কলনে কোনরূপ পরিবর্তন হলে ইমপেয়ারমেন্টজনিত ক্ষতি পুনঃনির্ধারণ করা হয়। সম্পদের বাহিত মূল্য অপেক্ষা ওই সম্পদের পূর্বে প্রাক্কলিত বাহিত মূল্য, নিট অবচয় বা অবলোপন যতটুকু বেশি হয় শুধুমাত্র ততটুকুই ইমপেয়ারমেন্ট জনিত ক্ষতি হিসেবে পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

(জ) লিজ

চুক্তির সময়েই ব্যাংককে নির্ধারণ করতে হবে যে এটা লিজ সংক্রান্ত চুক্তি কিনা। একটি চুক্তি তখনই লিজ চুক্তি হবে যখন চুক্তিতে কোনো স্বীকৃত সম্পদ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লিজ গ্রহণকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, ব্যাংক আইএফআরএস-১৬ এর লিজ সংক্রান্ত সংজ্ঞা ব্যবহার করেছে। এই নীতি ০১ জানুয়ারি ২০১৯ বা তার পরে চুক্তি করলে (বা পুরনো চুক্তি পরিবর্তন করলে) প্রয়োগ করা হয়েছে। লিজ শুরুর তারিখ থেকে ব্যাংক কর্তৃক ইজারাকৃত সম্পদের ব্যবহার-অধিকার এবং লিজ দায়কে স্বীকার করা হয়েছে।

ব্যাংক লিজের ক্ষেত্রে ইজারাকৃত সম্পদের ব্যবহার-অধিকার এবং লিজ দায়কে স্বীকার করেছে- যা স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত হবে। ব্যবহার-অধিকার সম্পদকে লিজ দায়ের একই পরিমাণ দিয়ে পরিমাপ করা হয় যা সমন্বিত হয় কোন আগাম পরিশোধ বা উপচিত প্রদান (Accrued) করা থাকলে। লিজ দায় অবশিষ্ট লিজের কিস্তির পরিমাণের বর্তমান মূল্যে নির্ধারণ করা হয় যা বাট্টাকৃত হয় লিজ গ্রহণকারীর বৃদ্ধিজনিত ঋণের হার দ্বারা। ব্যবহার অধিকার সম্পদ পরিমাপ করা হয় আত্মীকরণের সময় লিজ দায় দ্বারা। লিজ শুরুর তারিখ থেকে লিজ নির্ধারণ করা হয় ইজারাকৃত সম্পদের প্রকৃতমূল্যের মধ্যে যেটি সর্বনিম্ন অথবা লিজ পেমেন্টের নিম্নমূল্য দ্বারা। প্রতিটা লিজের কিস্তি লিজ দায় এবং সুদ ব্যয়ের মধ্যে ভাগ কার্যকরী সুদ পদ্ধতি অনুযায়ী ভাগ হয়ে যাবে।

ব্যবহার-অধিকার সম্পদ পরে সরলরৈখিক পদ্ধতি ব্যবহার করে অবচয় হিসাবায়ন করা হবে লিজ শুরুর দিন থেকে লিজের মেয়াদ পর্যন্ত। দায় প্রাথমিকভাবে লিজ কিস্তির বর্তমানমূল্যে পরিমাপ করা হয় যা লিজ শুরুর দিন প্রদান করা হয় না। লিজে যদি বাট্টার হার উল্লেখ থাকে সেই হার দ্বারা অথবা যদি বাট্টার হার নির্ধারণ করা না যায় সেক্ষেত্রে ব্যাংকের বৃদ্ধিজনিত ঋণের হার দিয়ে বাট্টাকরণ করতে হবে। ব্যাংক ব্যবহার-অধিকার সম্পদ স্থিতিপত্রের নোট-১৫ এর ''সম্পদ স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি'' এবং লিজ দায় নোট ২২ এর '' অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়''-এ প্রদর্শিত হয়।

৩.১৬ অস্পর্শনীয় সম্পদসমূহ এবং এর সমন্বয়করণ

ক্রয় মূল্য থেকে পুঞ্জীভূত সমন্বয় এবং অন্যান্য পুঞ্জীভূত ব্যবহারজনিত ক্ষতি বাদ দিয়ে ব্যাংক কর্তৃক অর্জিত সফট্ওয়্যারের মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

অভ্যন্তরীণভাবে তৈরিকৃত সফট্ওয়্যারের ব্যয় সম্পত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় যখন ব্যাংক এটি তৈরি সম্পন্ন করতঃ, প্রবণতা এবং কার্যক্ষমতা বর্ণনা করতে সক্ষম যা ভবিষ্যৎ আর্থিক সুবিধা অর্জন করবে এবং নির্ভরতার সাথে এটি তৈরি করার ব্যয় পরিমাপ করতে পারে। অভ্যন্তরীণভাবে তৈরিকৃত সফট্ওয়্যারের মূলধনায়িত ব্যয় সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- সফট্ওয়্যারটি তৈরিকরণের সাথে জড়িত প্রত্যক্ষ ব্যয়সমূহ, ঋণের মূলধনায়িত ব্যয়সমূহ এবং অবচয় ও ইমপেয়ারমেন্ট সঞ্চিতি বাদে মূলধনায়িত ব্যয়।

সফট্ওয়্যার সম্পদসমূহের উপর পরবর্তী খরচসমূহ মূলধনায়িত করা হয় যখন তা ভবিষ্যৎ আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি করে এবং যা এর সাথে জড়িত নির্দিষ্ট সম্পদের সাথে সম্পর্কিত। অন্যান্য ব্যয় সংঘটনের ভিত্তিতে হিসাবায়ন

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

করা হয়। ব্যবহার উপযোগী তারিখ হতে সফট্ওয়্যারসমূহের প্রাক্কলিত আয়ুষ্কালব্যাপী লাভ-ক্ষতি হিসাবে সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবলোপন করা হয়।

বর্তমান এবং তুলনামূলক সময়কালে সফট্ওয়্যারসমূহের প্রাক্কলিত আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর। অবলোপন পদ্ধতি, আয়ুষ্কাল এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য প্রতি রিপোর্টিং তারিখে পুনঃবিবেচনা করা হয় এবং প্রয়োজনানুযায়ী সমন্বয় করা হয়।

৩.১৭ সিকিউরিটিজসমূহের ঋণ গ্রহণ ও প্রদান এবং পুনঃক্রয় লেনদেনসমূহ

আর্থিক বাজার কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় সরকারের ট্রেজারি বিল ও বন্ডের (যা পুনঃক্রয় চুক্তির বন্ধকী হিসেবে ব্যবহৃত হয়) পুনঃক্রয় চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। যখন গ্রুপ কোন আর্থিক সম্পদ বিক্রয় করে এবং একই সাথে ঐ সম্পদ ভবিষ্যতে কোন তারিখে নির্দিষ্ট দামে পুনঃক্রয়ের চুক্তি করে তা গ্রুপের জমা হিসাবে গণ্য করা হয় এবং আর্থিক বিবরণীতে দেখানো হয়। একইভাবে, যখন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কোন আর্থিক সম্পদ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিক্রয় করে এবং একই সাথে ঐ সম্পদ ভবিষ্যতে কোন তারিখে নির্দিষ্ট দামে পুনঃক্রয়ের চুক্তি করে তা গ্রুপের ঋণ হিসাবে দেখানো হয় এবং আর্থিক বিবরণীতে তা দেখানো হয় না।

৩.১৮ কর্মকর্তা/কর্মচারী সুবিধা

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সেবার বিপরীতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদি বিভিন্ন কর্মচারী সুবিধার অন্তর্ভুক্ত। কর্মচারী সুবিধা নিম্নরূপভাবে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় :

ক) যখন কর্মকর্তা/কর্মচারীরা সেবা প্রদান করে তখন তার বিপরীতে ভবিষ্যতে কর্মচারী সুবিধা প্রদানের দায় সৃষ্টি হয়; এবং

খ) প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যখন প্রদত্ত সেবা হতে আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকে তখন তার বিপরীতে কর্মচারী সুবিধা খরচ হিসেবে গণ্য হয়।

৩.১৯ স্বল্পমেয়াদি কর্মকর্তা/কর্মচারী সুবিধা

স্বল্পমেয়াদি কর্মকর্তা/কর্মচারী সুবিধার দায় অ-বাট্টাকৃত পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়েছে এবং প্রদত্ত সেবার বিপরীতে ব্যয় হিসেবে হিসাবায়ন করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদে নগদ বোনাস, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফা অংশিদারিত্বের পরিকল্পনা অথবা অন্য যে কোন ব্যয় যা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.২০ চাকরি উত্তর সুবিধা

চাকরি উত্তর সুবিধা হচ্ছে ঐ সকল সুবিধা (চাকরিচ্যুতি সুবিধা ব্যতীত) যা কর্মচারীর চাকরিপূর্তিতে প্রদানযোগ্য হবে। প্রতিষ্ঠানটির চাকরি উত্তর সুবিধা প্রদানের জন্য কয়েকটি সুবিধা পরিকল্পনা রয়েছে যা তার লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে ব্যয় হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

(ক) সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনাসমূহ

সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনা হচ্ছে নিয়োগ পরবর্তী সুবিধা পরিকল্পনা যেখানে প্রতিষ্ঠান কর্মচারীর সেবার বিপরীতে একটি পৃথক সত্তাকে (তহবিল) একটি নির্দিষ্ট অংক প্রদান করে এবং যেখানে পরে যদি সুবিধা প্রদানের জন্য যথেষ্ট/পর্যাপ্ত তহবিল না থাকে সে ক্ষেত্রে অধিকতর অবদান রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানের আইনগত বা সামগ্রিক কোন দায় থাকে না।

(অ) কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড

ব্যাংক ও কর্মচারী উভয়ই এ তহবিলে অনুদান যোগান দেয়। যা বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হয়। ব্যাংক এই তহবিলের স্থিতির উপর ১৩% হারে মুনাফা প্রদানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদি কখনো এই ফান্ডের বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা ১৩% এর কম হয় সে ক্ষেত্রে ঘাটতি অংশ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হবে যা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে প্রদর্শিত হবে। এ তহবিলে প্রদেয় ব্যাংকের অনুদানকে আয়ের বিপরীতে খরচ হিসেবে দেখানো হয়।

(খ) নির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনাসমূহ

সুনির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনা হচ্ছে নিয়োগ উত্তর সুবিধা পরিকল্পনা যা সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনা হতে ভিন্ন।

(অ) জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড

কর্মচারীরা তাদের মূল বেতনের বিভিন্ন হারে (৫-২৫% এর মধ্যে) এ ফান্ডে অর্থ প্রদান করেন। এ ফান্ডে ব্যাংকের কোন অনুদান নেই। ভবিষ্য তহবিলের অর্থ বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হয় এবং ব্যাংক এ তহবিলের উপর ১৩% (২০১৯ঃ ১৩%) মুনাফা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিনিয়োগকৃত অর্থের প্রাপ্যের ঘাটতি অংশ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করা হয় এবং তা ব্যাংকের লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে প্রতিফলিত হয়।

(আ) পেনশন পরিকল্পনা (স্কীম)

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের সর্বশেষ মূল বেতনের সর্বোচ্চ ৯০% (২০১৯:৯০%) হারে পেনশন পাবার যোগ্য। প্রতি ১ টাকার ২৩০ গুণ হারে (২০১৯ : টাকা ২৩০) প্রাপ্য মোট টাকার ৫০% এককালীন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পরিশোধ করা হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের অবশিষ্ট ৫০% পেনশন আমৃত্যু মাসিক হারে গ্রহণ করবেন।

সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী নগদ চিকিৎসা ভাতা (৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত মাসিক ১, ৫০০ টাকা হারে এবং ৬৫ বছরের পরে মাসিক ২,৫০০ টাকা হারে) পাবার যোগ্য। এমনকি সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক অবসর গ্রহণের পরেও এই সুবিধা প্রদান করা হয়।

নগদমূল্যায়নকারী কর্তৃক ব্যাংকের পেনশন দায় ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখ ভিত্তিতে পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন এ্যাকচ্যুয়ারি কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রচেষ্টা ইউনিট ক্রেডিট পদ্ধতিতে এই এ্যাকচ্যুয়ারি হিসাবায়ন করা

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হয়েছে। এ সুর্নিদিষ্ট সুবিধা প্রদানের জন্য সৃষ্ট এ্যাকচ্যুয়ারিয়াল মুনাফা/ক্ষতি আয়-ব্যয় বিবরণীতে অন্যান্য সমন্বিত আয়/ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে।

(ই) গ্র্যাচুইটি পরিকল্পনা (স্কিম)

এই তহবিল ব্যাংক ৩০ জুন ২০১৬ তারিখভিত্তিতে পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন এ্যাকচ্যুয়ারি কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়। পেশাদার এ্যাকচ্যুয়ারি কর্তৃক প্রচেষ্টা ইউনিট ক্রেডিট পদ্ধতিতে এই এ্যাকচ্যুয়ারি হিসাবায়ন করা হয়েছে। এ সুনির্দিষ্ট সুবিধা প্রদানের জন্য সৃষ্ট এ্যাকচ্যুয়ারিয়াল মুনাফা/ক্ষতি লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অন্যান্য সমন্বিত আয়/ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে।

যখন এরূপ সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি প্রাপ্ত অংশটুকু যা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত চাকরিকাল সম্পর্কিত, তা লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে সংশোধন করা হয়।

(ঈ) ছুটি নগদায়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণকালীন বয়সসীমা ৫৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত অব্যবহৃত ছুটির পরিমাণ যদি এক বৎসর বা ততোধিক সময়ের জমা হয় সেক্ষেত্রে তারা সর্বোচ্চ এক বৎসর এর জন্য বেতনসহ ছুটিতে থাকতে পারেন। অবশিষ্ট অব্যবহৃত ছুটি (সর্বোচ্চ ১৮ মাস) নগদায়ন করতে পারেন। অবসর গ্রহণকালীন বয়স না হওয়া পর্যন্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীই তার ছুটি নগদায়ন করতে পারেন না।

৩.২১ অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মচারী সুবিধা

অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মচারী সুবিধার মধ্যে ঐ সকল চাকরি সুবিধা (চাকরি উত্তর সুবিধা এবং চাকরিচ্যুতি সুবিধা ব্যতীত) রয়েছে যা কর্মসমাপ্তির ১২ মাসের মধ্যে কর্মচারী পূর্ণ প্রাপ্যতা লাভ করেন না। অবসর গ্রহণের পর প্রত্যেক কর্মচারী বাৎসরিক সর্বোচ্চ ১,০০০ টাকার ঔষধ পাবার যোগ্য হবেন।

৩.২২ প্রভিশনসমূহ

অতীতের কোন ঘটনার ফলাফলের জন্য আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় এবং ভবিষ্যতে উক্ত দায় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আর্থিক সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় এবং তা নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা গেলে সেক্ষেত্রে প্রভিশন হিসাবায়ন করা হয়েছে।

প্রভিশন তখনই স্থিতিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যখন অতীতের কোন ঘটনার ফলাফলের জন্য আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় এবং ভবিষ্যতে উক্ত দায় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আর্থিক সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা থাকে এবং তা হতে কোন নগদ বহিঃপ্রবাহের সম্ভাবনা থাকে এবং তা নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়।

আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় হচ্ছে এমন ধরনের দায় যা চুক্তি, প্রবিধান বা অন্য কোন আইন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়েছে। গঠিত দায় হচ্ছে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত বা প্রকাশিত নীতি কিংবা অতীত প্র্যাকটিস হতে উদ্ভূত দায়। স্থিতিপত্রের তারিখে নির্ণয়কৃত বর্তমান দায় পরিশোধের জন্য প্রকৃত পরিমাণ ব্যয় নিরূপণপূর্বক তা

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

প্রভিশন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে ক্ষেত্রে অর্থের সময়মূল্য তাৎপর্যপূর্ণরূপে পরিগণিত হয়েছে সে ক্ষেত্রে প্রভিশন হিসাবায়নের সময় ভবিষ্যৎ দায়কে বর্তমান খরচে মূল্যায়ন করা হয়। সর্বোত্তম পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক স্থিতিপত্রের তারিখে প্রভিশন পর্যালোচনা করা হয়।

৩.২৩ প্রচারণকৃত নোট

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নোটের বিপরীতে বাহকের দাবি রয়েছে। প্রচারণকৃত নোটের দায় আর্থিক বিবরণীতে অবহিত মূল্যে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.২৪ সরকারি অনুদান

সরকারি অনুদানের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরণ করা হবে এ রকম যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা এবং অনুদান পাওয়া যাবে মর্মে নিশ্চিত হলে সরকারি অনুদানকে প্রকৃত মূল্যে হিসাবায়ন করা হয়। সম্পত্তি ক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত অনুদান বিলম্বিত আয় হিসাবে বিবেচিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ব্যবহারিক আয়ুষ্কালের মধ্যে লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে আবণ্টন করা হয়।

৩.২৫ সুদ আয় ও ব্যয়

সুদ বাবদ আয় ও ব্যয় কার্যকর সুদহার নীতি প্রয়োগ করে লাভ-ক্ষতি বিবরণী এবং সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়ন করা হয়েছে। যে হারে আর্থিক সম্পদ বা দায়ের (বা, যেখানে প্রযোজ্য, স্বল্পমেয়াদ) সাথে সংশ্লিষ্ট নগদ প্রদান বা গ্রহণ বাট্টা করে আর্থিক সম্পদ বা দায়ের প্রকৃত মূল্যের সমান হয় তাকে কার্যকর সুদহার বলে। কার্যকর সুদহার আর্থিক সম্পদ বা দায়ের প্রাথমিকভাবে হিসাবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সচরাচর পরিবর্তন করা হয় না।

সুদ বাবদ আয় ও ব্যয় এর মধ্যে বাট্টা বা প্রিমিয়াম সমষ্টিগতভাবে বা সুদ আহরণযুক্ত ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর ক্ষেত্রে অবিহিত মূল্য এবং মেয়াদপূর্তিতে কার্যকর সুদহারের ভিত্তিতে প্রকৃত মূল্যের পার্থক্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ফি ও কমিশন আয় এবং খরচ যা আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহের প্রকৃত সুদ হার নির্ণয়ের জন্য অপরিহার্য তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.২৬ কমিশন ও বাট্টা-ফি-কমিশন বাবদ আয়

কমিশন বাবদ আয় ব্যাংক কর্তৃক কোন ইনস্ট্রুমেন্ট ইস্যু করার সময়, রকমারি হিসাবে দীর্ঘদিনের বকেয়ার সূত্রে, বিবিধ দ্রব্যাদির বিক্রয়, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে আদায়কৃত গাড়ি/বাস ভাড়া এবং অন্য বিবিধ খাত হতে অর্জিত হয়।

৩.২৭ লভ্যাংশ আয়

আয় অর্জনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লভ্যাংশ বাবদ আয় ব্যাংক এর পৃথক আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.২৮ আয়কর

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২-এর ৭৩, ৭৪ ও ৭৫ নং ধারা মোতাবেক ব্যাংকটি সকল প্রকার আয়কর, স্ট্যাম্প শুল্ক বা স্বর্ণ, রৌপ্য, ধাতব মুদ্রা, কাগজী নোট, সিকিউরিটি পেপারের শুল্ক এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য পণ্যের উপর যে কোনো আয়করের আওতামুক্ত।

(খ) সাবসিডিয়ারি

সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানটি আয়করের আওতাধীন। চলতি বছরের লাভ ক্ষতির উপর আয়করের মধ্যে চলতি বছরের কর এবং বিলম্বিত কর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে আয় সরাসরি ইক্যুইটি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে তা ব্যতীত লাভ-ক্ষতি বিবরণীতে অন্যান্য বিষয়ের উপর আয়কর হিসাব করা হয়েছে। সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ৩২.৫% আয়করের আওতাধীন (২০১৯: ৩৫%)।

চলতি কর বলতে চলতি বছরের করযোগ্য আয়ের উপর প্রদেয় করকে বুঝানো হয়েছে, এক্ষেত্রে স্থিতিপত্রের তারিখে আরোপ বা আরোপযোগ্য কর হার প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রদেয় করের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

সম্পদ ও দায়ের স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত বাহিত মূল্য এবং কর হারের পার্থক্যের কারণে বিলম্বিত কর সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নলিখিত সাময়িক কারণগুলিতে বিলম্বিত কর সৃষ্টি করা হয় না: সুনামের প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, সম্পদ ও দায়ের প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণ যা হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়া বা করযোগ্য আয়-ব্যয়কে প্রভাবিত করে না এবং সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সে পরিমাণ পার্থক্য যা ভবিষ্যতে বিপরীত দাখিলার মাধ্যমে পরিবর্তন হবে না। বিলম্বিত আয়কর এমন হারে নিরূপণ করা হয়েছে যা সাময়িক পার্থক্যের উপর প্রয়োগযোগ্য হবে, বিধি মোতাবেক স্থিতিপত্রের তারিখে আরোপ বা আরোপযোগ্য কর হার প্রয়োগ করে চলমান কর হারে বিলম্বিত কর নির্ণীত হয়।

৩.২৯ স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী বিষয়গুলো

স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী ঘটনাগুলো এমন ধরনের অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে যা গ্রুপের স্থিতিপত্রের তারিখের অবস্থান সম্পর্কে অথবা যথাযথ নয় এমন চলমান ধারণা যা আর্থিক বিবরণীতে প্রতিফলিত হয়েছে। আইএএস-১০ অনুযায়ী স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী ঘটনাগুলো যা সমন্বয়ের বিষয় নয় তা গুরুত্বপূর্ণ হলে সে বিষয়ে নোটে উল্লেখ করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিবেদন ইস্যু করার তারিখ পর্যন্ত এরূপ কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়নি যা আর্থিক বিবরণীতে প্রকাশ করার প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
৪	**বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব**		
	উল্লিখিত স্থিতি অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত পুঞ্জীভূত জমা ও স্থিতির সমতুল্য মূল্য নির্দেশ করে।		
	রক্ষিত স্থিতি		
	অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রক্ষিত স্থিতি	৩৪,৪৪৮,২০৩	১৯,০৯৫,৮৪৮
	বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত স্থিতি	১০,০৫৪,৭৯৫	২৯,৯৩৭,৮৫২
	মোট	**৪৪,৫০২,৯৯৮**	**৪৯,০৩৩,৭০০**
৫	**বৈদেশিক বিনিয়োগ**		
	তাৎক্ষণিক বিনিয়োগ	২১৯,৪১২,৮৫২	১৪২,০২৪,৮৪৯
	বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	১,৩৪০,২৮০,০৪৬	১,১২০,৬০৫,৬৬৮
	ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল	৮৪,৮১৫,৪৭৩	৮৪,০২৪,৮৯২
	বৈদেশিক বন্ড	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩	৬১৯,৯৫৩,১২৪
	ইউএস ট্রেজারি নোটস্*	২১০,২৭৪,৮৮১	২৭৭,৩৬৪,৪৫০
	মোট	**২,৪৩৩,১২৯,৫৮৫**	**২,২৪৩,৯৭২,৯৮৩**
৬	**আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) সংশ্লিষ্ট সম্পদ ও দায়সমূহ**		
৬.০১	**আইএমএফ এ রক্ষিত সম্পদ**		
	কোটা	১২৪,৫৭৫,৫৭৪	১২৫,২৯৫,৫২৯
	সরকার কর্তৃক পরিশোধকৃত কোটা (আইএমএফ)*	(১৪,৫৪৬,৫৬৭)	(১৪,৫৪৬,৫৬৭)
	এসডিআর হোল্ডিং	৯৪,১৭৯,৫৫৭	১০৫,২৪৪,১৩৯
	এসডিআর হতে প্রাপ্য সুদ	১১,৯২৪	২১৮,৪০৬
	মোট	**২০৪,২২০,৪৮৮**	**২১৬,২১১,৫০৭**

*এতে ২৫% বর্ধিত কোটা (এসডিআর ৫৩৩.৩০ মিলিয়ন) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সরাসরি সরকারি হিসাব বিকলনপূর্বক বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করা হয়েছে। বর্ধিত কোটা ২০১৬ সালে কার্যকরী হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২০	২০১৯
		টাকা '০০০	টাকা '০০০
৬.০২	**আইএমএফ-এর নিকট দায়**		
	আইএমএফ সিকিউরিটিজ	১৪৭,৯১৫,৮১৪	১০৭,৫৩৪,৭৩৪
	আইএমএফ-এর আরএফআই এর বিপরীতে সরকারকে প্রদেয় ঋণ	(৪১,২৬৮,৪৩০)	-
	আইএমএফ-১ এবং আইএমএফ-২ হিসাব	১,৬০৪,৭২৫	১,৬০৪,৮০০
	এসডিআর বরাদ্দ	৫৯,৬১৩,৭৩৬	৫৯,৯৫৮,২৪৪
	আইএমএফ বর্ধিত ঋণ সুবিধা	৫৪,৪৫৭,৩০৪	৬৫,৫১১,৬৪৭
	প্রদেয় সুদ	৬,৬৩৬	১১০,৫৩২
	মোট	**২২২,৩২৯,৭৮৫**	**২৩৪,৭১৯,৯৫৭**

বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল হতে আইএমএফ এর সদস্য। বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ-এর জমাকারক (Depository) এবং আর্থিক প্রতিনিধি রূপে কাজ করে। আর্থিক প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ-এর সাথে সকল কার্যক্রম ও লেনদেন পরিচালনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। জমাকারক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ডের কারেন্সি হোল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং আর্থিক বিবরণীতে ফান্ডের সদস্য হিসেবে সম্পদ ও দায়ের যাতে যথাযথ প্রতিফলন ঘটে তার নিশ্চয়তা দেয়।

বাংলাদেশ কোটা হল সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণ। কোটা হল সেই পরিমাণ অর্থ যা প্রত্যেক আইএমএফ সদস্য দেশ কর্তৃক আইএমএফকে পরিশোধ করতে হয়। প্রত্যেক সদস্য দেশকে আইএমএফ এ যোগদানের নিমিত্তে অবশ্যই চাঁদার সম্পূর্ণ অংশ পরিশোধ করতে হয়; যার ২৫% পর্যন্ত অবশ্যই এসডিআর অথবা বহুল স্বীকৃত মুদ্রায় (যেমন ইউ.এস ডলার, ইউরো, ইয়েন অথবা পাউন্ড স্টার্লিং) পরিশোধযোগ্য, যেখানে বাকি অংশ সদস্য দেশের নিজস্ব মুদ্রায় পরিশোধযোগ্য। চাঁদা মূলত আইএমএফ এর অনুকূলে প্রমিসরি নোট ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয় এবং বাকি অংশের একটি অংশ সংরক্ষিত সম্পদের মাধ্যমে, একটি অংশ বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে এবং একটি অংশ অত্র ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত আইএমএফ হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়।

সদস্যদের কোটার উপর ভিত্তি করে আইএমএফ কর্তৃক এর সদস্যদের মধ্যে এসডিআর বরাদ্দ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক তার বরাদ্দকৃত এসডিআর-এর উপর সুদ প্রদান করে এবং তার ধারণকৃত এসডিআর এর উপর সুদ প্রাপ্য হয়।

আইএমএফ এর আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত স্থিতির সাথে সমন্বয় করতে ৩০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে প্রচলিত এসডিআর বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ-১ এবং ২ হিসাবে আইএমএফ সিকিউরিটিজসমূহ পুনঃমূল্যায়ন করে। অন্যান্য তিনটি হিসাব যথা: এসডিআর বণ্টন, আইএমএফ সম্প্রসারিত ঋণ সুবিধা এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধির অধীন প্রদত্ত ঋণ সমুহ ৩০ জুন ২০২০ তারিখের বিনিময় হার অনুযায়ী টাকায় রূপান্তর করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
৭	**স্বর্ণ ও রৌপ্য**		
	স্বর্ণ	৬৭,৪২১,৬৮৪	৫৩,৪৭৫,২৪৫
	রৌপ্য	২৫৫,২৯৩	২১৮,৪২৫
	মোট	**৬৭,৬৭৬,৯৭৭**	**৫৩,৬৯৩,৬৭০**
৮	**বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংককে প্রদত্ত ঋণ**		
	ইডিএফ ডলার বিনিয়োগ	৩৭৮,৩০৭,২৪৭	২৭৮,০৭৮,৬২২
	এলটিএফএফ বিনিয়োগ-এফএসএসপি	১৭,৫৭৫,৮৯৮	১৫,৬১৯,১০১
	গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড	৫,৩৭২,৭৫২	১,৮৮২,০৪৭
	রুপালী ব্যাংক করাচি*	৮,৫০০	৮,৫৩৩
	বাদঃ ঋণ হতে উদ্ভূত সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য সংস্থান (রূপালী ব্যাংক করাচি)	(৮,৫০০)	(৮,৫৩৩)
	মোট	**৪০১,২৫৫,৮৯৬**	**২৯৫,৫৭৯,৭৭১**

* এই অরূপান্তরযোগ্য হিসাবটি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুরোধে খোলা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অসমন্বিত কিছু রপ্তানি বিলের সমন্বয় সাধন। এই হিসাবের মূলধন প্রেরণ, স্থানান্তর কিংবা রূপান্তরযোগ্য নয়। কিন্তু স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্থানের নিয়ম-নীতি পরিপালন এবং ট্যাক্স পরিশোধ সাপেক্ষে এর সুদ স্থানান্তরযোগ্য।

৯	**বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ**		
	সুইফ্‌ট শেয়ার	৮০	৮০
	প্রাপ্য সুদ	১১,২৪০,৪৩৮	১৩,৯৪৩,৮৮৫
	অন্যান্য প্রাপ্য *	৫,২২৪,১৪৪	৫,২২৪,১৪৪
	মোট	**১৬,৪৬৪,৬৬২**	**১৯,১৬৮,১০৯**

ব্যাংক সুইফ্‌ট এর সদস্য হিসেবে এর একটি শেয়ার ক্রয় করেছে যার অভিহিত মূল্য ৮০,৪৭৪.৫৭ টাকার সমতুল্য।

* ফেব্রুয়ারি ২০১৬তে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক কর্তৃক কিছু অননুমোদিত লেনদেন সম্পন্ন (process) করা হয়েছে, যার ফলে ফেড এ রক্ষিত অত্র ব্যাংকের হিসাব থেকে টাকা ৬,৩৬৫ মিলিয়ন (ইউএসডি ৮১.১৯ মিলিয়নের সমপরিমাণ টাকা) রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশন, ফিলিপাইন (আরসিবিসি)-এর সাথে রক্ষিত তৃতীয় পক্ষের হিসাবে পরিশোধিত হয়ে যায়। উক্ত অর্থ পরিশোধে অত্র ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও আরসিবিসি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাণ অর্থ অন্যান্য হিসাবে স্থানান্তরে এই হিসাবধারীদেরকে সাহায্য করে।

এই অর্থ পুনরুদ্ধারে ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন তৎপরতা গৃহীত হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক আইনি সহায়তার আওতায় সহায়তার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ফিলিপাইনের "ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস" সব ধরনের আইনি সহায়তা করেছে এবং সরকারি আইনি পরামর্শকও নিয়োগ করেছে অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য। তাছাড়া জানা গেছে যে, উপরোক্ত লেনদেনে সংশ্লিষ্টতার কারণে "Bangko Sentral ng Pilipinas" কর্তৃক আরসিবিসিকে টাকা ১,৬৫০ মিলিয়ন (পেসো ১,০০০ এর সমপরিমাণ টাকা) জরিমানা

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

করা হয়েছে। ব্যাংক ইতোমধ্যেই টাকা ১১৪৬.৫৯ মিলিয়ন (সমপরিমাণ ইউএসডি ১৪.৬১ মিলিয়ন) পুনরুদ্ধার করেছে। সংশ্লিষ্ট ফিলিপাইন আদালত হিসাব জব্দ এবং সম্পদ সংরক্ষণের আদেশ জারি করেছে এবং একইসাথে বেসামরিক বাজেয়াপ্তকরণ মামলাও চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক এবং এফবিআইও এ ব্যাপারে একসাথে কাজ করছে। অর্থ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক-এর মধ্যে একটি চুক্তি ২৯ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক পরে ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ০৭ ব্যক্তি, ২০ প্রতিষ্ঠান এবং ২৫ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ইউএসএ'র 'ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ফর দ্য সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব নিউইয়র্ক' এ মামলা দায়ের করে। এই মামলার বিপরীতে বিবাদী কর্তৃক মামলা খারিজের আবেদন করা হয়।

শুনানি শেষে 'ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ফর দ্য সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব নিউইয়র্ক' ২০ মার্চ ২০২০ তারিখে নিম্নরূপ রায় প্রদান করে: ১) বিবাদী পক্ষের মামলা খারিজের আবেদন খারিজ করা হয় । ২) Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) আওতায় আরসিবিসি এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে করা বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিযোগ প্রায়োগিক কৌশল সংক্রান্ত কারণে গ্রহণ করা হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়োগকৃত আইনি প্রতিষ্ঠান Cozen OConor ম্যানেজমেন্ট-এর সুপারিশক্রমে আরসিবিসি এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ২৭ মে, ২০২০ তারিখে নিউইয়র্ক কাউন্টি সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা করা হয়।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বহিঃআইনি পরামর্শকের সাথে আলোচনা করেন যিনি অর্থ উদ্ধারের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ফর দ্য সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব নিউইয়র্ক কর্তৃক বিবাদী পক্ষের করা মামলা খারিজের আবেদন খারিজ করে দেওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মামলা করার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়সমূহ এবং অর্থ উদ্ধারের আইনি প্রক্রিয়া চলমান বিবেচনায় এখনো পর্যন্ত অ-উদ্ধারকৃত অর্থ আর্থিক বিবরণীর অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ খাতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

		২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
১০	**সমন্বিত টাকা কয়েন এবং নগদ স্থিতি**		
	টাকা কয়েন	৪,৮৩৯,৭৫১	৪,৯৭৪,৭০৪
	নগদ স্থিতি (পৃথক)	১৩,৪৭৪,৫৮১	১১,৯১৫,৫৫৭
	মোট	**১৮,৩১৪,৩৩২**	**১৬,৮৯০,২৬১**
১০.০১	**টাকা কয়েন এবং নগদ স্থিতি**		
	টাকা কয়েন	৪,৮৩৯,৭৫১	৪,৯৭৪,৭০৪
	নগদ স্থিতি	৬,১৮৭	২১,০৫৯
	মোট	**৪,৮৪৫,৯৩৭**	**৪,৯৯৫,৭৬৩**

সরকারের নিকট হতে ক্রয়কৃত এবং ব্যাংক কর্তৃক ধারণকৃত কিন্তু ইস্যুকৃত নয় এরূপ এক, দুই ও পাঁচ টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রা, SPCBL (সাবসিডিয়ারি) কর্তৃক ধারণকৃত নগদ এবং সোনালী ব্যাংক লিঃ, ময়মনসিংহ অফিসে নগদ জমা অভিহিত মূল্যে ব্যাংক স্থিতির নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
১১	**বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ**		
	উপায় ও উপকরণ আগাম	৬০,০০০,০০০	১৪,২২৮,৮০০
	ওভারড্রাফ্‌ট-চলতি	৫,০৪২,৩০০	-
	ওভারড্রাফ্‌ট-ব্লক	১১,৮৫০,০০০	২৬,৮৫০,০০০
	ট্রেজারি বিল	৮৩,৯৪২,৪৫০	১৪৪,৭৮৪,৪৪৭
	ট্রেজারি বন্ড	২৫৯,২৫৫,৯৫৮	১২৮,০৪৯,৩৩১
	মোট	**৪২০,০৯০,৭০৮**	**৩১৩,৯১২,৫৭৮**
১২	**স্থানীয় মুদ্রায় সমন্বিত বিনিয়োগ**		
	মুদ্রা বাজারে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ *	৩,৭২৪,৮২৩	৩,১১৯,৯৯৪
	ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার) - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	৩,৯৪৫,০০০
	শেয়ার-আইসিবি ইসলামি ব্যাংক **	৭,৪৫২	৭,৪৫২
	মোট	**৭,৬৭৭,২৭৫**	**৭,০৭২,৪৪৬**

* এটি এসপিসিবিএল কর্তৃক স্থানীয় বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে বিনিয়োগকৃত মেয়াদি আমানতের মোট পরিমাণ নির্দেশ করে।

** ২ আগস্ট ২০০৭ তারিখের বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার নং- বিআরপিডি (আর-১) ৬৫১/৯(১০)/২০০৭-৪৪৬ অনুসারে এসপিসিবিএল আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিঃ (পূর্বতন ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ) এর প্রতিটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের ৭৪৫,২০০ টি শেয়ারের মালিক।

১২.০১	**স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ**		
	ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার) - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	৩,৯৪৫,০০০
	সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ	১২,০০০,০০০	১২,০০০,০০০
	মোট	**১৫,৯৪৫,০০০**	**১৫,৯৪৫,০০০**

১৩	**স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কর্মকর্তাদের প্রদত্ত সমন্বিত ঋণ**		
	(ক) স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত ঋণ		
	সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক		
	বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩,৩৪৭,৪৪৬	৪,২১৯,১৩৮
	বিশেষায়িত ব্যাংক*	৫৪,৩১৫,৮৩৩	৪০,৪৮৪,৮২২
		৫৭,৬৬৩,২৭৮	**৪৪,৭০৩,৯৬০**
	ইমপেয়ারমেন্টের জন্য সংস্থান (টীকা-১৩.অ)	(৬,৭২৮,৯৫৫)	(৭,৮৪৮,৯৪৮)
		৫০,৯৩৪,৩২৩	**৩৬,৮৫৫,০১২**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান		
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক	২,৯২৯,৪৫৪	৩,০৪৯,০০০
অন্যান্য ঋণ ও আগাম	২৫,৯৪৬,৫৯০	২১,৯০২,১৫৭
	২৮,৮৭৬,০৪৪	**২৪,৯৫১,১৫৭**
প্রাপ্য সুদ	১,০৯২,৬০৮	৪৭৮,৮৮০
মোট (ক)	**৮০,৯০২,৯৭৫**	**৬২,২৮৫,০৪৯**
(খ) স্থানীয় মুদ্রায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম		
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪৩,১৯৫,৫০৬	৪১,০৮৩,২৭২
ঋণ ও অগ্রিম-এর বিপরীতে সংস্থান (Provision) (টীকা-১৩.আ)	(৮৩৩,৬৭৬)	(৬৩৯,৯০৪)
মোট (খ)	**৪২,৩৬১,৮৩০**	**৪০,৪৪৩,৩৬৭**
মোট ঋণ (ক+খ)	**১২৩,২৬৪,৮০৫**	**১০২,৭২৮,৪১৬**

১৩.০১ স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ

(ক) স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত ঋণ		
সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক		
বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩,৩৪৭,৪৪৬	৪,২১৯,১৩৮
বিশেষায়িত ব্যাংক*	৫৪,৩১৫,৮৩৩	৪০,৪৮৪,৮২২
	৫৭,৬৬৩,২৭৮	৪৪,৭০৩,৯৬০
ইমপেয়ারমেন্টের জন্য সংস্থান (টীকা-১৩.অ)	(৬,৭২৮,৯৫৫)	(৭,৮৪৮,৯৪৮)
	৫০,৯৩৪,৩২৩	**৩৬,৮৫৫,০১২**
অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান		
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক	২,৯২৯,৪৫৪	৩,০৪৯,০০০
অন্যান্য ঋণ ও আগাম	২৫,৯৪৬,৫৯০	২১,৯০২,১৫৭
	২৮,৮৭৬,০৪৪	২৪,৯৫১,১৫৭
প্রাপ্য সুদ	১,০৯২,৬০৮	৪৭৮,৮৮০
মোট (ক)	**৮০,৯০২,৯৭৫**	**৬২,২৮৫,০৪৯**
(খ) স্থানীয় মুদ্রায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম		
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪১,৪৭৫,৬৭২	৩৯,৩৭০,৪৩৭
ঋণ ও অগ্রিম-এর বিপরীতে সংস্থান (টীকা ১৩.আ)	(৮৩৩,৬৭৬)	(৬৩৯,৯০৪)
মোট (খ)	**৪০,৬৪১,৯৯৬**	**৩৮,৭৩০,৫৩৩**
মোট ঋণ (ক+খ)	**১২১,৫৪৪,৯৭১**	**১০১,০১৫,৫৮২**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০

* বিশেষায়িত ব্যাংক বলতে নিম্নবর্ণিত সে সকল ব্যাংককে বোঝায় যারা অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ সংক্রান্ত সেবা প্রদান করে থাকে :

ব্যাংকসমূহ	বিশেষায়িত খাতসমূহ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	কৃষি
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	কৃষি

১৩.অ) ব্যবহারজনিত ক্ষতির জন্য সংস্থান

প্রারম্ভিক স্থিতি	৭,৮৪৮,৯৪৮	৭,০১৫,০০৫
বছর জুড়ে পরিবর্তন / (ছাড়)	(১,১১৯,৯৯৩)	৮৩৩,৯৪৩
মোট	**৬,৭২৮,৯৫৫**	**৭,৮৪৮,৯৪৮**

১৩.আ) ঋণ হতে উদ্ভূত ক্ষতি পূরণের জন্য সংস্থান

প্রারম্ভিক স্থিতি	৬৩৯,৯০৪	৫৩৬,৭৬৫
বছর জুড়ে পরিবর্তন / (ছাড়)	১৯৩,৭৭২	১০৩,১৩৯
মোট	**৮৩৩,৬৭৬**	**৬৩৯,৯০৪**

ব্যবহারজনিত ক্ষতির জন্য সঞ্চিতি এক ধরনের সম্পত্তি হিসাব যা সুদ আরোপিত হয়না এমন ঋণ এর উপর সুদ আয় না হওয়া জনিত ক্ষতি হ্রাসকরণের জন্য রক্ষিত হয়। ছাড়কৃত (বিমুক্তকৃত) পরিমাণ মূলত পুনঃতফসিলকৃত ডিমান্ড লোনের বিপরীতে রক্ষিত সঞ্চিতির রাইট ব্যাককৃত অংশ। ঋণ ক্ষতির জন্য সঞ্চিতিও এক ধরনের সম্পত্তি হিসাব যা কর্মচারী আগামের (মূল ও সুদের) কুঋণ সমন্বয়ের জন্য রক্ষিত হয়।

১৪ স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ-সমন্বিত

অব্যবহৃত এফএসএসপি ফাণ্ড	৩,৩৪৭,২৩৩	৬,১৫৭,২৮৮
প্রাপ্য সুদ	৬,৬৩১,৬৩৯	৩,২৮৩,৫২৯
অন্যান্য	৪,১৩৬	৪,১৩৬
মোট	**৯,৯৮৩,০০৮**	**৯,৪৪৪,৯৫২**

১৪.০১ স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ

অব্যবহৃত এফএসএসপি ফান্ড	৩,৩৪৭,২৩৩	৬,১৫৭,২৮৮
প্রাপ্য সুদ	৫,৯২৫,১০৭	২,৭০৮,৯৮৮
মোট	**৯,২৭২,৩৪০**	**৮,৮৬৬,২৭৫**

সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডের উপর প্রাপ্য সুদ, এইচবিএফসি-এর ঋণপত্রের উপর প্রাপ্য সুদ, ইত্যাদি প্রাপ্য সুদের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

১৫ সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

সমন্বিত

৩০ জুন ২০২০

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটরগাড়ি	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	হস্তনির্মিত শিল্প ও টাকা যাদুঘর	নিম্ন মূল্যের সম্পত্তি	ইজারাকৃত সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার	চলতি কার্য মূলধন	মোট
মূল্য														
০১ জুলাই ১৯ তারিখের স্থিতি	৩৬,৫৫১,৩০৪	৭,০৯৬,২৩৩	৭,৭৬৮,৭৬৫	২,০৮৪,৭১৯	৬৪৭,৩৮৭	৩২৩,৩০৫	৮০৫,৬৬১	২,৫৫২	৭৬,৫৭৫	১,৭৩৫	৬৫,৭০৪	-	১,৯০১,৪৫২	৫৭,৩২৫,৩৯১
চলতি বছরের সংযোজন	-	২১,২৮৩	৪০,৬৫৭	১৭৮,৯০৮	২৯,৯৪৮	২২,৩৮৪	৪৩,০৪৩	১১২	৪,৪৮১	১২০	৪,৭৫৬	২৮৮,৬০৭	৬৯৪,৩৯৭	১,৩২৮,৬৯৬
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	৮,৩৮৫	৮০৩,০৪৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(৮১১,৪৩৪)	-
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(৩০৪)	-	-	(৩,৫৯৩)	-	-	-	-	-	-	-	(৩,৮৯৬)
৩০ জুন ২০২০	৩৬,৫৫১,৩০৪	৭,১২৫,৯০১	৮,৬১২,১৬৮	২,২৬৩,৬২৭	৬৭৭,৩৩৫	৩৪২,০৯৬	৮৪৮,৭০৪	২,৬৬৪	৮১,০৫৬	১,৮৫৫	৭০,৪৬০	২৮৮,৬০৭	১,৭৮৪,৪১৫	৫৮,৬৫০,১৯১
পুঞ্জীভূত অবচয়														
০১ জুলাই ১৯ তারিখে	-	৩,০৬৬,৪১৮	২,৯২৪,০৭৫	১,৭৮৮,০৫৫	২৭৫,৮৭৮	২৮৬,৬৫৬	৪০৮,৮১৪	১,৯৮৬	২৮,০৮৯	৩৮	৬৩,৪৭৭	-	-	৮,৮৪৩,৪৮৬
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়		-	২২৭,৫১৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২২৭,৫১৪
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	৩৯৮,০৪৮	৩৭৯,২৬৪	১০৫,৫১০	৬৪,৪৩১	২০,৮৩১	১২০,৪৩৪	২৮৭	১৫,৮৮৫	৮৮	৩,৬১১	৭৩,৪০৪	-	১,১৮১,৭৯৩
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	(৩০৩)	-	-	(৩,৫৫৮)	-	-	-	-	-	-	-	(৩,৮৬১)
৩০ জুন ২০২০	-	৩,৪৬৪,৪৬৬	৩,৫৩০,৫৫০	১,৮৯৩,৫৬৫	৩৪০,৩০৯	৩০৩,৯২৯	৫২৯,২৪৮	২,২৭৩	৪৩,৯৭৪	১২৬	৬৭,০৮৮	৭৩,৪০৪	-	১০,২৪৮,৯৩২
নিট বহি মূল্য														
৩০ জুন ২০২০	৩৬,৫৫১,৩০৪	৩,৬৬১,৪৩৫	৫,০৮১,৬১৮	৩৭০,০৬২	৩৩৭,০২৬	৩৮,১৬৭	৩১৯,৪৫৬	৩৯১	৩৭,০৮২	১,৭২৯	৩,৩৭২	২১৫,২০৩	১,৭৮৪,৪১৫	৪৮,৪০১,২৫৯
৩০ জুন ২০১৯	৩৬,৫৫১,৩০৪	৪,০২৯,৮১৫	৪,৮৪৪,৬৯০	২৯৬,৬৬৪	৩৭১,৫০৯	৩৬,৬৪৯	৩৯৬,৮৪৭	৫৬৬	৪৮,৪৮৬	১,৬৯৭	২,২২৭	-	১,৯০১,৪৫২	৪৮,৪৮১,৯০৫

মতিঝিল, ঢাকায় অবস্থিত সেনা কল্যাণ ভবনের দাপ্তরিক স্থান ভাড়া নেয়ায় যা লিজের অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিকভাবে ব্যাংক লিজ নেয়। এ সম্পর্কিত ভাড়া চুক্তি স্বাক্ষর ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে কার্যকর হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০১৯

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটরগাড়ি	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	হস্তনির্মিত শিল্প ও টাকা যাদুঘর	নিম্ন মূল্যের সম্পত্তি	ইজারাকৃত সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার	চলতি কার্য মূলধন	মোট
মূল্য														
০১ জুলাই ১৮ তারিখের স্থিতি	৩৬,৫৫১,৩০৪	৬,৩৩৪,৩০১	৫,৭৪৬,৭১৬	২,০৩২,০৮০	১,১৪৯,৩৪৮	৩২৮,৭১২	৫০৩,৯৮২	২,৪১৬	৫৪,৪৮৮	৪০	৬৩,৬৪২	-	৩,৪০৫,৩৪৯	৫৬,১৭২,৩৭৮
চলতি বছরের সংযোজন	-	৪০,৯৪৭	২৯,৩৯১	৮৯,৩২৩	২৯,০৩৩	-	৩০৬,৮৫০	১৩৬	২২,০৮৭	১,৬৯৫	২,০৬২	-	১,০০৬,৭৫৫	১,৫২৮,২৭৮
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	৭২৪,২৭০	২,২৬১,৫২৬	৫৫,৪১৪	(৫৩০,৫৫৮)	-	-	-	-	-	-	-	(২,৫১০,৬৫২)	-
চলতি বছরের বিয়োজন	-	(৩,২৮৫)	(২৬৮,৫১৯)	(৮৯,১০৪)	(৪৩৬)	(৫,৪০৭)	(২,৪৩৩)	-	-	-	-	-	-	(৩৬৯,১৮৪)
পুনর্মূল্যায়ন সমন্বয়করণ	-	-	(৩৪৯)	(২,৯৯৪)	-	-	(২,৭৩৮)	-	-	-	-	-	-	(৬,০৮১)
৩০ জুন ২০১৯	**৩৬,৫৫১,৩০৪**	**৭,০৯৬,২৩৩**	**৭,৭৬৮,৭৬৫**	**২,০৮৪,৭১৯**	**৬৪৭,৩৮৭**	**৩২৩,৩০৫**	**৮০৫,৬৬১**	**২,৫৫২**	**৭৬,৫৭৫**	**১,৭৩৫**	**৬৫,৭০৪**	**-**	**১,৯০১,৪৫২**	**৫৭,৩২৫,৩৯১**
পুঞ্জীভূত অবচয়														
০১ জুলাই ১৮ তারিখে	-	২,৫০৬,৬০২	২,৮০৪,৮৩৫	১,৭৮৪,৮৭২	৩৫৬,০১৩	২৫২,৪৮১	৩১৯,৯১৩	১,৭২৬	১৫,১০৫	১	৬০,৩৪৪	-	-	৮,১০১,৮৯২
পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়														
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	৩৫৯,৩০২	৩৮১,২৩৯	৯২,২৭৫	১২২,১৭৮	৩৯,৫৮২	৯১,৩৩৪	২৬০	১২,৯৮৪	৩৭	৩,১৩৩	-	-	১,১০২,৩২৪
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	২০১,৯৬১	-	-	(২০১,৯৬১)	-	-	-	-	-	-		-	-
চলতি বছরের বিয়োজন	-	(১,৪৪৭)	(২৬১,৯৯৯)	(৮৯,০৯২)	(৩৫২)	(৫,৪০৭)	(২,৪৩৩)	-	-	-	-	-	-	(৩৬০,৭৩০)
৩০ জুন ২০১৯	**-**	**৩,০৬৬,৪১৮**	**২,৯২৪,০৭৫**	**১,৭৮৮,০৫৫**	**২৭৫,৮৭৮**	**২৮৬,৬৫৬**	**৪০৮,৮১৪**	**১,৯৮৬**	**২৮,০৮৯**	**৩৮**	**৬৩,৪৭৭**	**-**	**-**	**৮,৮৪৩,৪৮৬**
নিট বহি মূল্য														
৩০ জুন ২০১৯	**৩৬,৫৫১,৩০৪**	**৪,০২৯,৮১৫**	**৪,৮৪৪,৬৯০**	**২৯৬,৬৬৪**	**৩৭১,৫০৯**	**৩৬,৬৪৯**	**৩৯৬,৮৪৭**	**৫৬৬**	**৪৮,৪৮৬**	**১,৬৯৭**	**২,২২৭**	**-**	**১,৯০১,৪৫২**	**৪৮,৪৮১,৯০৫**
৩০ জুন ২০১৮	**৩৬,৫৫১,৩০৪**	**৩,৮২৭,৬৯৯**	**২,৯৪১,৮৮১**	**২৪৭,২০৮**	**৭৯৩,৩৩৫**	**৭৬,২৩১**	**১৮৪,০৬৯**	**৬৯০**	**৩৯,৩৮৩**	**৩৯**	**৩,২৯৮**	**-**	**৩,৪০৫,৩৪৯**	**৪৮,০৭০,৪৮৬**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

১৫.০১ সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি
পৃথক
৩০ জুন, ২০২০

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটরগাড়ি	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	হস্তনির্মিত শিল্প ও টাকা যাদুঘর	নিম্ন মূল্যের সম্পত্তি	ইজারাকৃত সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার	চলতি কার্য মূলধন	মোট
মূল্য														
০১ জুলাই ১৯ তারিখের স্থিতি	৩২,৮৯২,৭০৪	৫,৮৭৫,৯০০	৮৮৬,৫০৩	২,০৮৪,৭১৯	৬০৮,৪৬৮	২৮৪,৪৭৩	৮০৫,৬৬১	২,৫৫২	৭৬,৫৭৫	১,৭৩৫	৬৫,৭০৪	-	১,৪৪০,৫৯২	৪৫,০২৫,৫৮৫
চলতি বছরের সংযোজন	-	৫,৫৪২	১৪,৯৭৯	১৭৮,৯০৮	২৮,৫১০	২২,৩৪১	৪৩,০৪৩	১১২	৪,৪৮১	১২০	৪,৭৫৬	২৮৮,৬০৭	৫৭৬,৪৯৮	১,১৬৭,৮৯৬
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	৮,৩৮৫	২৫৫,৭০৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(২৬৪,০৯০)	-
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	-	-	-	(৩,৫৯৩)	-	-	-		-	-	-	(৩,৫৯৩)
৩০ জুন ২০২০	**৩২,৮৯২,৭০৪**	**৫,৮৮৯,৮২৭**	**১,১৫৭,১৮৭**	**২,২৬৩,৬২৭**	**৬৩৬,৯৭৮**	**৩০৩,২২১**	**৮৪৮,৭০৪**	**২,৬৬৪**	**৮১,০৫৬**	**১,৮৫৫**	**৭০,৪৬০**	**২৮৮,৬০৭**	**১,৭৫৩,০০০**	**৪৬,১৮৯,৮৮৮**
পুঞ্জীভূত অবচয়														
০১ জুলাই ১৯ তারিখে	-	২,২৬৪,৬৯১	৬৬৯,৮৭৪	১,৭৮৮,০৫৬	২৪০,০৫২	২৫৮,৪১৩	৪০৮,৮১৪	১,৯৮৬	২৮,০৮৯	৩৮	৬৩,৪৭৭	-	-	৫,৭২৩,৪৯০
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	৩৪৯,৩১৮	৫৪,৮৩০	১০৫,৫১০	৬৩,৮০৫	১৭,০০২	১২০,৪৩৪	২৮৭	১৫,৮৮৫	৮৮	৩,৬১১	৭৩,৪০৪	-	৮০৪,১৭৫
চলতি বছরের বিয়োজন	-	-	-	-	-	(৩,৫৫৮)	-	-	-	-	-	-	-	(৩,৫৫৮)
৩০ জুন ২০২০	**-**	**২,৬১৪,০০৯**	**৭২৪,৭০৪**	**১,৮৯৩,৫৬৬**	**৩০৩,৮৫৭**	**২৭১,৮৫৭**	**৫২৯,২৪৮**	**২,২৭৩**	**৪৩,৯৭৪**	**১২৬**	**৬৭,০৮৮**	**৭৩,৪০৪**	**-**	**৬,৫২৪,১০৬**
নিট বহি মূল্য														
৩০ জুন ২০২০	**৩২,৮৯২,৭০৪**	**৩,২৭৫,৮১৮**	**৪৩২,৪৮৩**	**৩৭০,০৬১**	**৩৩৩,১২১**	**৩১,৩৬৪**	**৩১৯,৪৫৬**	**৩৯১**	**৩৭,০৮২**	**১,৭২৯**	**৩,৩৭২**	**২১৫,২০৩**	**১,৭৫৩,০০০**	**৩৯,৬৬৫,৭৮২**
৩০ জুন ২০১৯	**৩২,৮৯২,৭০৪**	**৩,৬১১,২০৯**	**২১৬,৬২৯**	**২৯৬,৬৬৩**	**৩৬৮,৪১৬**	**২৬,০৬০**	**৩৯৬,৮৪৭**	**৫৬৬**	**৪৮,৪৮৬**	**১,৬৯৭**	**২,২২৭**	**-**	**১,৪৪০,৫৯২**	**৩৯,৩০২,০৯৭**

মতিঝিল, ঢাকায় অবস্থিত সেনা কল্যাণ ভবনের দাপ্তরিক স্থান ভাড়া নেয়ায় যা লিজের অর্ন্তভুক্ত প্রাথমিকভাবে ব্যাংক লিজ নেয়। এ সম্পর্কিত ভাড়া চুক্তি স্বাক্ষর ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে কার্যকর হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০১৯

টাকা '০০০

বিবরণ	জমি	ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা	যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	আসবাব ও সরঞ্জামাদি	মোটর গাড়ি	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	গ্যাস স্থাপনা	নিরাপত্তা সামগ্রী	হস্তনির্মিত শিল্প ও টাকা যাদুঘর	নিম্ন মূল্যের সম্পত্তি	ইজারাকৃত সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার	চলতি কার্য মূলধন	মোট
মূল্য														
০১ জুলাই ১৮ তারিখের স্থিতি	৩২,৮৯২,৭০৪	৫,১১৭,৭৪২	১,১০৮,৩০৭	২,০৩২,০৮০	১,১১১,২৩৮	২৮৯,৮৮০	৫০৩,৯৮২	২,৪১৬	৫৪,৪৮৮	৪০	৬৩,৬৪২	-	১,৩৯৩,৫৭৮	৪৪,৫৭০,০৯৭
চলতি বছরের সংযোজন	-	৩৭,১৭৩	২৭,৬৮১	৮৯,৩২৩	২৮,২২৪	-	৩০৬,৮৫০	১৩৬	২২,০৮৭	১,৬৯৫	২,০৬২	-	৩১৫,৫২৩	৮৩০,৭৫৩
চলতি বছরের স্থানান্তর	-	৭২৪,২৭০	১৯,৩৮৩	৫৫,৪১৪	(৫৩০,৫৫৮)	-	-	-	-	-	-	-	(২৬৮,৫০৯)	-
চলতি বছরের বিয়োজন	-	(৩,২৮৫)	(২৬৮,৫১৯)	(৮৯,১০৪)	(৪৩৬)	(৫,৪০৭)	(২,৪৩৩)	-	-		-	-	-	(৩৬৯,১৮৪)
পুনর্মূল্যায়ন সমন্বয়করণ	-	-	(৩৪৯)	(২,৯৯৪)	-	-	(২,৭৩৮)	-	-	-	-	-	-	(৬,০৮১)
৩০ জুন ২০১৯	**৩২,৮৯২,৭০৪**	**৫,৮৭৫,৯০০**	**৮৮৬,৫০৩**	**২,০৮৪,৭১৯**	**৬০৮,৪৬৮**	**২৮৪,৪৭৩**	**৮০৫,৬৬১**	**২,৫৫২**	**৭৬,৫৭৫**	**১,৭৩৫**	**৬৫,৭০৪**	**-**	**১,৪৪০,৫৯২**	**৪৫,০২৫,৫৮৫**
পুঞ্জীভূত অবচয়														
০১ জুলাই ১৮ তারিখে	-	১,৭৫৩,২৮১	৮৫২,৫৫৪	১,৭৮৪,৮৭৩	৩২১,০৯১	২২৮,৮০০	৩১৯,৯১৩	১,৭২৬	১৫,১০৫	১.০০	৬০,৩৪৪.০০	-	-	৫,৩৩৭,৬৮৮
চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	-	৩১০,৮৯৬	৭৯,৩১৯	৯২,২৭৫	১২১,২৭৪	৩৫,০২০	৯১,৩৩৪	২৬০	১২,৯৮৪	৩৭.০০	৩,১৩৩	-	-	৭৪৬,৫৩২
চলতি বছরের সংযোজন		২০১,৯৬১	-	-	(২০১,৯৬১)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
চলতি বছরের বিয়োজন	-	(১,৪৪৭)	(২৬১,৯৯৯)	(৮৯,০৯২)	(৩৫২)	(৫,৪০৭)	(২,৪৩৩)	-	-	-	-	-	-	(৩৬০,৭৩০)
৩০ জুন ২০১৯	**-**	**২,২৬৪,৬৯১**	**৬৬৯,৮৭৪**	**১,৭৮৮,০৫৬**	**২৪০,০৫২**	**২৫৮,৪১৩**	**৪০৮,৮১৪**	**১,৯৮৬**	**২৮,০৮৯**	**৩৮**	**৬৩,৪৭৭**	**-**	**-**	**৫,৭২৩,৪৯০**
নিট বহি মূল্য														
৩০ জুন ২০১৯	**৩২,৮৯২,৭০৪**	**৩,৬১১,২০৯**	**২১৬,৬২৯**	**২৯৬,৬৬৩**	**৩৬৮,৪১৬**	**২৬,০৬০**	**৩৯৬,৮৪৭**	**৫৬৬**	**৪৮,৪৮৬**	**১,৬৯৭**	**২,২২৭**	**-**	**১,৪৪০,৫৯২**	**৩৯,৩০২,০৯৫**
৩০ জুন ২০১৮	**৩২,৮৯২,৭০৪**	**৩,৩৬৪,৪৬১**	**২৫৫,৭৫৩**	**২৪৭,২০৭**	**৭৯০,১৪৭**	**৬১,০৮০**	**১৮৪,০৬৯**	**৬৯০**	**৩৯,৩৮৩**	**৩৯**	**৩,২৯৮**	**-**	**১,৩৯৩,৫৭৮**	**৩৯,২৩২,৪১০**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
১৬	**অস্পর্শনীয় সম্পদ**		
	অস্পর্শনীয় সম্পদের ক্রয় মূল্য	১,৩৯১,১১৬	১,৩৫৭,১৬৮
	পুঞ্জীভূত অবচয়	(১,৩৫০,৭৮৯)	(১,৩১৯,৮৮৬)
	চলতি মূলধন	৩৯২,২৭৭	১৮৮,৬২১
	মোট	**৪৩২,৬০৪**	**২২৫,৯০৩**

উপরোল্লিখিত স্থিতি এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং, কোর ব্যাংকিং সফট্ওয়্যার, এন্টারপ্রাইজ ডেটা ওয়্যার হাউজ, রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট, বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ, বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো এবং ব্যাংকের নিজস্ব প্রস্তুতকৃত সফট্ওয়্যারের সমন্বিত মূল্য নির্দেশ করে।

১৭	**সমন্বিত অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ**		
	অগ্রিম পরিশোধ ও আগাম	৫৫০,৮০৯	৮৪১,৬৭৮
	মজুদ	২,৮৭২,৪৫১	২,২০৯,৪৭৬
	বিবিধ দেনাদার	৯৫৫,৩৮২	৬২৭,১৪০
	মোট	**৪,৩৭৮,৬৪২**	**৩,৬৭৮,২৯৪**
১৭.০১	**অন্যান্য অ-আর্থিক সম্পদ**		
	অগ্রিম পরিশোধ ও আগাম	১,০৬৮,৪৫২	২৪১,৯১৮
	মজুদ (মুদ্রিত বই, ফর্মস এন্ড পেপারস, অফিস সাপ্লাইস, মেডিসিন)	১১৩,১৮১	৮৮,২৮৮
	মোট	**১,১৮১,৬৩৩**	**৩৩০,২০৬**
১৮	**ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জমা**		
	বৈদেশিক মুদ্রায় বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা	১৬৩,০৮২,২৩১	১১৩,১৫২,৭৫৮
	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	৬০,৮৬০,৪৩৭	৮৬,৪৬৬,৩০৮
	প্রদেয় সুদ (আকু)	১৩,০১৯	২৩২,৬৫৩
	মোট	**২২৩,৯৫৫,৬৮৭**	**১৯৯,৮৫১,৭১৯**
১৯	**প্রচারণকৃত নোট**		
	প্রচারণকৃত নোট	২,০৬৫,৫২৮,২৫০	১,৬৮৮,৬০৩,৯০৪
	ব্যাংক নোটের নগদ/জমা স্থিতি	(৮৪)	(৩০)
	মোট	**২,০৬৫,৫২৮,১৬৭**	**১,৬৮৮,৬০৩,৮৭৪**

প্রচারণকৃত নোট বলতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর দাবিযোগ্য চালু নোটকে বোঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০শে জুন তারিখে চালু নোটের মূল্যমানসমূহ নিম্নরূপ :

নোটের মূল্যমান	নোট সংখ্যা	২০২০	২০১৯
১০ টাকার নোট	১,৫১৫,৩৭০,১৩৯	১৫,১৫৩,৭০১	১৫,১৯৩,২৪১
২০ টাকার নোট	৬৫৫,৯২১,৮৮৬	১৩,১১৮,৪৩৮	১৩,৬২৩,৫০৮
৫০ টাকার নোট	৩৪৫,৭০০,৯৭১	১৭,২৮৫,০৪৯	১৭,১২২,৬৩০
১০০ টাকার নোট	১,০৯০,০৩৬,২৬০	১০৯,০০৩,৬২৬	৯৩,৫০৩,৭০৯
২০০ টাকার নোট	১২,৩০২,৭০৬	২,৪৬০,৫৪১	-
৫০০ টাকার নোট	১,৭০৪,৭২১,৩৬১	৮৫২,৩৬০,৬৮১	৬৮৮,২৬৩,৪২০
১০০০ টাকার নোট	১,০৫৬,১৪৬,২১৫	১,০৫৬,১৪৬,২১৫	৮৬০,৮৯৭,৩৭৯
মোট	**৬,৩৮০,১৯৯,৫৩৮**	**২,০৬৫,৫২৮,২৫০**	**১,৬৮৮,৬০৩,৮৮৭**

চালু নোটের বিপরীতে দায় স্থিতিপত্রে তাদের অবিহিত মূল্যে দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ধারা ৩০ অনুযায়ী এ সকল দায়ের বিপরীতে বিদ্যমান সম্পদ নিম্নে দেখানো হলো :

স্বর্ণ	১১,০৯৯,৪১৬	৮,৮০৩,৪৫৮
রৌপ্য	২৫৫,২৯৩	২১৮,৪২৫
অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত স্থিতি	২,০১০,০০০,০০০	১,৬১০,০০০,০০০
বাংলাদেশ সরকারের সিকিউরিটিজ	৯,৪৫৪,৩৫২	৩৪,৭২৭,৮৭৭
টাকা ও ধাতব মুদ্রা	৪,৮৩৯,৭৫১	৪,৯৭৪,৭০৪
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	২৯,৮৭৯,৪৩৮	২৯,৮৭৯,৪৩৮
মোট	**২,০৬৫,৫২৮,২৫০**	**১,৬৮৮,৬০৩,৯০৩**

২০ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	২১৩,৮৯১,৫৮৬	২১২,৬৫৫,৬৬৩
সরকারি বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ	১৩,৪৬৯,৫০৭	১৫,৫৪৭,৮৮০
ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ	৪৫৯,১২০,৮৫২	৪৭৪,৫৪৪,৪৩৭
বিদেশি ব্যাংকসমূহ	৭১,১৬৭,৫৭৫	৪৭,৩৪৬,২৯৩
আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	৫,৮৮৯,২৬৯	৭,৭২৯,৯১৬
অন্যান্য ব্যাংক	৩৫,৫১৮	২৯,৬১৯
মোট	**৭৬৩,৫৭৪,৩০৭**	**৭৫৭,৮৫৩,৮০৮**

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমার মধ্যে বিধিবদ্ধ জমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়ের উপর ৪% (২০১৯ ঃ ৫.৫%) হারে নির্ণয় করা হয়, উক্ত দায়ের সাথে দায় নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে রাখা স্থিতিও রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
২১	**স্বল্পমেয়াদি দেনা**		
	বাংলাদেশ ব্যাংক বিল	-	৯৫
	মোট	**-**	**৯৫**

পুনঃক্রয় চুক্তিতে বিক্রীত সিকিউরিটিজ ও বাংলাদেশ ব্যাংক বিল হলো সেই হাতিয়ার যেগুলো ব্যাংক কর্তৃক বাজার থেকে অতিরিক্ত অর্থ তুলে নেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। বছরান্তে প্রদর্শিত স্থিতি উক্ত তারিখে বাজারের অবস্থাকে নির্দেশ করে।

২২	**সমন্বিত স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়**		
	সরকারি জমা	৫,০৬১	৫,০৬১
	অন্যান্য জমা* (টীকা ২২.০২)	৮৩,৩০৪,০৪৩	৩৩,২৭৯,৫০৪
	ব্যাংক নোট সমন্বয় হিসাব - অচল পাকিস্তানি নোট	৩,২৩০	৩,২৩০
	বিবিধ পাওনাদার হিসাব	৮,০৭৪,৩৫৮	৬,৫৯৩,৯৮৩
	ইজারা দায় (টীকা ২২.০৩)	২২২,৩২০	-
	স্থগিত সুদ হিসাব	১০৬,৭২১	১০৬,২৪২
	দাতা সংস্থাসমূহের জমা	৩৯,২৮৭,৩৪৪	৪০,২০৮,৬৩৪
	আন্তঃঅফিস সমন্বয় (স্থগিত)	২৪২,৭২৭	(৭৩৪,৫৩১)
	ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগকারীদের জন্য ঋণ নিশ্চয়তা স্কিম	২৪৮,৮০৮	২৪৮,৮০৮
	পেনশনের জন্য সঞ্চিতি*	২১,১৩২,৬৭১	১৯,৫৪১,৭৪৪
	আনুতোষিকের জন্য সঞ্চিতি*	২,১৫০,১০৮	২,০৭০,৭৭১
	ছুটি নগদায়নের জন্য সঞ্চিতি	৩,২২৩,৪১০	৩,০৮৯,৭৮৩
	বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ-সিবিএসপি (টীকা ২২.০৪)	২,৪২০,৩২৬	২,৪৭৭,৭০২
	বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ-এফএসএসপি (টীকা ২২.০৫)	২২,৩৮১,৬৪২	২১,৫৩৪,১৪২
	বিলম্বিত কর দায়	৫৭৫,০৮৩	৬৬০,৮১০
	অন্যান্য - সাবসিডিয়ারি	১,২১১,৪৬৪	১,০৯৯,৫২৩
	শেয়ার বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য তহবিল	৯৬৮,৬২৫	৯৭২,৮৫৫
	বিবিধ	১,৩৫২	১,৩৫২
	মোট	**১৮৫,৫৫৯,২৯৪**	**১৩১,১৫৯,৬১৩**
২২.০১	**স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়**		
	সরকারি জমা	৫,০৬১	৫,০৬১
	অন্যান্য জমা (টীকা ২২.০২)	৮৩,৩০৪,০৪৩	৩৩,২৭৯,৫০৪
	ব্যাংক নোট সমন্বয় হিসাব - অচল পাকিস্তানি নোট	৩,২৩০	৩,২৩০
	বিবিধ পাওনাদার হিসাব	৯,১৯৪,৯১১	৮,৩৫২,৭৫০

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
ইজারা দায় (টীকা ২২.০৩)	২২২,৩২০	-
স্থগিত সুদ হিসাব	১০৬,৭২১	১০৬,২৪২
দাতা সংস্থাসমূহের জমা	৩৯,২৮৭,৩৪৪	৪০,২০৮,৬৩৪
আন্তঃঅফিস সমন্বয় (স্থগিত)	২৪২,৭২৭	(৭৩৪,৫৩১)
ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগকারীদের জন্য ঋণ নিশ্চয়তা স্কিম	২৪৮,৮০৮	২৪৮,৮০৮
পেনশনের জন্য সঞ্চিতি*	২১,১৩২,৬৭১	১৯,৫৪১,৭৪৪
আনুতোষিকের জন্য সঞ্চিতি*	১,৬৬৯,৮৭৬	১,৮১৬,৮৪৪
ছুটি নগদায়নের জন্য সঞ্চিতি	২,৯২৯,৯৫৯	২,৮১৩,৪৪১
বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ - সিবিএসপি (টীকা ২২.০৪)	২,৪২০,৩২৬	২,৪৭৭,৭০২
বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ - এফএসএসপি (টীকা ২২.০৫)	২২,৩৮১,৬৪২	২১,৫৩৪,১৪২
শেয়ার বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য তহবিল	৯৬৮,৬২৫	৯৭২,৮৫৫
বিবিধ	১,৩৫২	১,৩৫২
মোট	**১৮৪,১১৯,৬১৭**	**১৩০,৬২৭,৭৭৮**

*বিস্তারিত ৪৩ নং টীকায় উল্লেখ রয়েছে।

২২.০২ অন্যান্য জমার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার স্পেশাল ইসলামিক বন্ড ফান্ড ডিপোজিট, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন ফান্ড ডিপোজিট, অবসায়ক ব্যাংক ডিপোজিট, তফসিলি ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স ফান্ড ডিপোজিট, সিকিউরিটি ডিপোজিট, এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ ডিপোজিট এবং অন্যান্য বিবিধ জমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২২.০৩ ইজারা দায়

মতিঝিল, ঢাকায় অবস্থিত সেনা কল্যাণ ভবনের দাপ্তরিক স্থান ভাড়া নেয়ায় সম্পদ ব্যবহার অধিকারের বিপরীতে উসুলকৃত। ইজারা দায় বাবদ মোট অর্থ মেয়াদপূর্তির ১ থেকে ৫ বছরের মধ্যে নিঃশেষিত হবে।

২২.০৪ সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট ফান্ড (সিবিএসপি)

বাংলাদেশ সরকার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আই.ডি.এ) এর সাথে একটি প্রকল্পের অনুকূলে একটি ঋণচুক্তি করে যে প্রকল্পটি সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট (সিবিএসপি) নামে পরিচিত। সংশ্লিষ্ট ঋণ নং হলো আইডিএ ৩৭৯২ বিডি এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো "কার্যক্রম সংস্কার এবং কার্যপ্রক্রিয়ায় বড় ধরনের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।" এই চুক্তি ছাড়াও প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে একটি সহযোগী ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩,৮৯২ মিলিয়ন টাকা (ইউএসডি ৫৫.৬০ মিলিয়ন) যার মধ্যে সরকারের মাধ্যমে আইডিএ সরবরাহ করেছে ৩,০৬০ মিলিয়ন টাকা (ইউএসডি ৪৩.৭১ মিলিয়ন) অবশিষ্ট ৮৩২ মিলিয়ন টাকা (ইউএসডি ১১.৮৮ মিলিয়ন) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বহন করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি ২০০৩ সালের শেষের দিকে শুরু হয়ে ২০১৩ সালের ৩০ এপ্রিল সম্পন্ন হয়।

ব্যাংককে উক্ত ঋণের সুদসহ মূল অংশ সরকারকে পরিশোধ করতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে যা সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী ১ ডিসেম্বর ২০১৩ হতে শুরু হয় এবং ১ জুন ২০৪৩ সালে শেষ হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

২২.০৫ ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)

বাংলাদেশ সরকার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আই.ডি.এ)-এর সাথে একটি প্রকল্পের অনুকূলে এসডিআর ২১৩,৪০০,০০০ পরিমাণের একটি ঋণচুক্তি করে যে প্রকল্পটি ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি) নামে পরিচিত। সংশ্লিষ্ট ঋণ নং হলো আইডিএ ৫৬৬৪ বিডি এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো "প্রাপকের আর্থিক বাজারের অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন সত্তার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিদর্শন সামর্থ্যের উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় প্রবেশকরণ"। এই চুক্তি ছাড়াও প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে ২৭ আগস্ট ২০১৫ সালে একটি সহযোগী ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে। এই প্রকল্পটি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে শেষ হবে বলে নির্ধারিত হয়। সহযোগী ঋণটি টাকায় হিসাবায়িত হবে এবং ব্যাংককে উক্ত ঋণের সুদসহ মূল অংশ ঋণ বাস্তবায়নের পর সরকারকে পরিশোধ করতে হবে ৩৮ বছরের মধ্যে যার মধ্যে ৬ বছরের রেয়াতি সময় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

		২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
২৩	**মূলধন**	৩০,০০০	৩০,০০০

সমুদয় মূলধন বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ এর ৪(১) ও ৪(২) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের কাছে ন্যস্ত রয়েছে।

২৪	**সমন্বিত পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি**		
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য (টীকা ২৪.০২)	৩৭,১৬০,৮০০	২৩,১৭৭,৪৯৩
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (টীকা ২৪.০৩)	১৩৮,২৩৪,৫৮৯	১৬৪,৮৭৪,৩৪৬
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি (টীকা ২৪.০৪)	৩৮,৭৬৪,১৫৬	৩৮,৭৯৮,৮৮৯
	পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক হাতিয়ারসমূহ (টীকা ২৪.০৫)	৪,৬৯০,১২৫	(৪,২৮১,৩৮৪)
	মোট	**২১৮,৮৪৯,৬৭০**	**২২২,৫৬৯,৩৪৪**

২৪.০১ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি

পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য (টীকা ২৪.০২)	৩৭,১৬০,৮০০	২৩,১৭৭,৪৯৩
পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (টীকা ২৪.০৩)	১৩৮,২৩৪,৫৮৯	১৬৪,৮৭৪,৩৪৬
পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি (টীকা ২৪.০৪)	৩৫,০৮৬,২৩০	৩৫,০৮৬,২৩০
পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক হাতিয়ারসমূহ (টীকা ২৪.০৫)	৪,৬৯০,১২৫	(৪,২৮১,৩৮৪)
মোট	**২১৫,১৭১,৭৪৪**	**২১৮,৮৫৬,৬৮৫**

২৪.০২ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি - স্বর্ণ ও রৌপ্য

ব্যাংক স্বর্ণ ও রৌপ্যের পুনঃমূল্যায়নজনিত লাভ বা ক্ষতি এবং অন্যান্য সমন্বিত বিবরণীতে প্রদর্শন করে এবং পরবর্তীকালে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য নামক আলাদা একটি হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৪.০৩ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব

ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা পুনঃমূল্যায়নজনিত অনার্জিত লাভ/ক্ষতি ব্যাংকের লাভ/ক্ষতি ও অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে প্রদর্শন করে এবং পরবর্তীতে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা নামক হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০

২৪.০৪ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির পুনঃমূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যাংক লাভ/ক্ষতি ও অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়ন করে এবং পরে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি নামক হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৪.০৫ পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক হাতিয়ারসমূহ

আর্থিক হাতিয়ারসমূহের পুনঃমূল্যায়নজনিত লাভ/ক্ষতি ব্যাংক লাভ/ক্ষতি ও অন্যান্য সমন্বিত আয় বিবরণীতে হিসাবায়ন করে এবং পরে পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- আর্থিক হাতিয়ারসমূহ নামক হিসাবে স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৫	**মুদ্রার তারতম্য সঞ্চিতি**		**৭১,২৬৪,১৩৭**	**৪০,৩৫৭,৪৯৭**

ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা পুনঃমূল্যায়নজনিত উসুলকৃত মুনাফাকে লাভ/ক্ষতি ও সমন্বিত আয়ের বিবরণীতে আকলন করেছে এবং একই দফাকে পরে বৈদেশিক মুদ্রা তারতম্য সঞ্চিতি নামক আলাদা একটি হিসাবে স্থানান্তর করেছে যেটি মূলধনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৬	**বিধিবদ্ধ তহবিল**	**টীকা**		
	পল্লি ঋণ তহবিল	২৬.০১	৬,৫০০,০০০	৬,৪০০,০০০
	কৃষিঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল	২৬.০২	৬,৫০০,০০০	৬,৪০০,০০০
	রপ্তানি ঋণ তহবিল	২৬.০৩	১,৩০০,০০০	১,৩০০,০০০
	শিল্প ঋণ তহবিল	২৬.০৪	১,৩৩৭,৮৫২	১,২৮৭,৮৫২
	ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল	২৬.০৫	৮৭৯,১৯৪	৮৭৯,১৯৪
	মোট		**১৬,৫১৭,০৪৬**	**১৬,২৬৭,০৪৬**

বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২-এর নির্দেশনা সূত্রে গঠন করে প্রতিবছর সরকারের পরামর্শক্রমে ব্যাংকের মুনাফা হতে লাভ আবণ্টনের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

২৬.০১ পল্লি ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ৬০(১) ধারা মোতাবেক সমবায় ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক এবং পল্লি ঋণ সংস্থাসমূহকে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ তহবিলে ১০০ মিলিয়ন টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।

২৬.০২ কৃষিঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ৬১ ধারা মোতাবেক শীর্ষ সমবায় ব্যাংকসমূহকে ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ তহবিলে ১০০ মিলিয়ন টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০

২৬.০৩ রপ্তানি ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ৬৩ নং ধারা মোতাবেক রপ্তানি কার্যক্রমে সহায়তার লক্ষ্যে তফসিলি ব্যাংকসমূহ এবং অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণ ও আগাম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ তহবিলে কোনো অর্থ স্থানান্তর করা হয়নি।

২৬.০৪ শিল্প ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬২ ধারা মোতাবেক সমবায় ব্যাংকসমূহকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণ প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ৫০ মিলিয়ন টাকা এ তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে।

২৬.০৫ ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ১৬ নং ধারার ২৪ নং উপধারা মোতাবেক পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তফসিলি ব্যাংকসমূহের কুটির শিল্পে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের কারণে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি পুনর্ভরণের জন্য প্রতি বছরের মুনাফা হতে অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে কোনো অর্থ স্থানান্তর করা হয়নি।

২৭	অ-বিধিবদ্ধ তহবিল	টীকা		
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল	২৭.০১	৭,০০০,০০০	৭,০০০,০০০
	গৃহায়ন পুনঃঅর্থায়ন তহবিল		৪,৬৬০,০০০	৪,৬৬০,০০০
	মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল	২৭.০২	২৭০,৫৫১	২৭৫,১৪৮
	আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল	২৭.০৩	২০০,০০০	২০০,০০০
	পল্লি কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাত শিল্প পুনঃঅর্থায়ন তহবিল	২৭.০৪	৩,৪১০,০০০	৩,৪১০,০০০
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল	২৭.০৫	১০০,০০০	১০০,০০০
	মোট		**১৫,৬৪০,৫৫১**	**১৫,৬৪৫,১৪৮**

২৭.০১ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ১৬ নং ধারার ২৪ নং উপধারা মোতাবেক ক্ষুদ্র ঋণ ও গৃহায়ন খাতে ঋণ প্রদানের জন্য তফসিলি ব্যাংকসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন করার নিমিত্তে এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তহবিলসমূহে অর্থ স্থানান্তর করা হয়।

২৭.০২ মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ৮২ নং ধারার ২(এন) নং উপধারা এবং ব্যাংকের বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশে ও বিদেশে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। অর্থবছর ১১-এ সরকারকে প্রদেয় লভ্যাংশ হতে এই তহবিলের সংস্থান করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০

২৭.০৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল

ব্যাংকের মুদ্রানীতি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যাংক বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন করা হয়েছে। অর্থবছর ১১-এ সরকারকে প্রদেয় লভ্যাংশ হতে এই তহবিলের সংস্থান করা হয়।

২৭.০৪ পল্লি কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাত শিল্প পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

গ্রাম্য কৃষিজাত পণ্যের শিল্পকে অর্থায়ন করার উদ্দেশ্যে অর্থবছর ০১-এ এই তহবিল গঠন করা হয়। এই স্কিমের আওতায় ৩৭টি কৃষিজাত পণ্যের শিল্পখাত রয়েছে। এই তহবিল বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্যখাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন এবং প্রসারণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই খাতকে "অগ্রগামী খাত" হিসেবে "জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০"-এ ঘোষণা করে।

২৭.০৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল

এই তহবিল পরিচালক পর্ষদের ২০১৩ সালের (২০১৩ সালের ৬ষ্ঠ সভা) ১৭ জুনের কার্যবিবরণী নং-বিডি-৩৪১(২০১৩-০৬)/৫০ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠন করা হয়। প্রাথমিকভাবে অনুদানের ৫০ মিলিয়ন টাকার তহবিলটি বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থবছর ১৩-এর মুনাফা থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং পরে প্রতি বছর ব্যাংকের মুনাফা থেকে ৫০ মিলিয়ন টাকা এই তহবিলে স্থানান্তর করা হয়। অর্থবছর ১৫-এ ১০০ মিলিয়ন টাকা চলতি বছরের মুনাফা থেকে কর্তন করা হয়।

২৮ অন্যান্য সঞ্চিতি		
সম্পদ নবায়ন ও পুনঃস্থাপন সঞ্চিতি (টীকা ২৮.০১)	৪,৯২৬,৭৮৫	৪,৬৭৬,৭৮৫
সুদ সঞ্চিতি (টীকা ২৮.০২)	৭,৫২২,১১৪	৭,৫২২,১১৪
মোট	**১২,৪৪৮,৮৯৯**	**১২,১৯৮,৮৯৯**

২৮.০১ সম্পদ নবায়ন ও পুনঃস্থাপন সঞ্চিতি

প্রত্যেক বছর মুনাফা আবণ্টনের সময় দালান এবং স্থাপনার অবচয়ের সমপরিমাণ ব্যয় এই খাতে স্থানান্তর করা হয়।

২৮.০২ সুদ সঞ্চিতি

অর্থবছর ০৭-এ পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য সঞ্চিতি আরাম্ভ করা হয় এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের অর্জিত সুদ এখানে হিসাবায়ন করা হয়।

২৯ সমন্বিত সাধারণ সঞ্চিতি	**৫,৩০০,৫০০**	**৫,২০০,৫০০**
২৯.০১ সাধারণ সঞ্চিতি	**৪,২৫০,৫০০**	**৪,২৫০,৫০০**

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ৫৯ নম্বর ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩০ মিলিয়ন টাকা মূল্যের ঋণপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ প্রভিশন হতে ৪,২২০.৫ মিলিয়ন টাকা সাধারণ সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
৩০	**সমন্বিত অবণ্টিত মুনাফা**		
	প্রারম্ভিক স্থিতি	৫৫,৮১৩,৬২৫	১৮,৮৩৮,১৮১
	সরকারের নিকট পাওনার বিপরীতে সমন্বয়	(৪৩,১৪৮,৫৫৪)	(৬,৮৯৩,৪৭২)
	প্রদত্ত লভ্যাংশ	৩৪,৭৩৩	২২,৭৩৬
	বিগত বছরের সমন্বয়	(১৮,২১৪)	(৯,৩৯৭)
	পুনর্মূল্যায়নজনিত সমন্বয়	(৪,৮৬৬,৮৮৩)	(১,০০০,০০০)
	চলতি বছরের মুনাফা	(১০০,০০০)	(১০০,০০০)
	মুনাফা অন্যান্য তহবিলে স্থানান্তর	(২২৭,৫১৪)	(৬০,৫৩৫)
	সাধারণ সঞ্চিতিতে স্থানান্তর	৬২,৮৯৮,২৫০	৪৫,০১৬,১১২
	সমাপনী স্থিতি	**৭০,৩৮৫,৪৪৩**	**৫৫,৮১৩,৬২৫**
৩০.০১	**অবণ্টিত মুনাফা**		
	প্রারম্ভিক স্থিতি	৪৩,১৬৬,৭৬৬	৬,৯০২,৮৬৮
	সরকারের নিকট পাওনার বিপরীতে সমন্বয়	(৪৩,১৪৮,৫৫৪)	(৬,৮৯৩,৪৭২)
	প্রদত্ত লভ্যাংশ	(৬০০,০০০)	(১,০০০,০০০)
	বিগত বছরের সমন্বয়	(১৮,২১৪)	(৯,৩৯৭)
	মুনাফা অন্যান্য তহবিলে স্থানান্তর	-	(৬০,৫৩৫)
	চলতি বছরের মুনাফা	৫৭,৫৮৯,৩৮৯	৪৪,২২৭,৩০২
	সমাপনী স্থিতি	**৫৬,৯৮৯,৩৮৭**	**৪৩,১৬৬,৭৬৬**
৩১	**বৈদেশিক মুদ্রা আর্থিক সম্পদের উপর সুদ আয়**		
	ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	১০,৫৯৪,৫৮৪	১২,৬৪১,৩৫৯
	বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট স্বল্পমেয়াদি জমা	২০,৯৭০,৪৫১	২৩,৫৩৪,২৪৫
	বৈদেশিক বন্ড এবং ইউএস ট্রেজারি নোটস	১৫,৬৯৪,২২৫	১৯,৯৭২,৮৬৪
	ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল	১,৩৮৬,১৩৭	১,৯২৮,৭৪৬
	স্বর্ণ লেনদেন হতে উদ্ভূত দাবি	-	১,৯৭৩
	অন্যান্য	৬৭৪,৫৬২	১,২৮১,৯২৭
	মোট	**৪৯,৩১৯,৯৫৮**	**৫৯,৩৬১,১১৪**
৩২	**কমিশন ও বাট্টা**		
	বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের উপর কমিশন	৩৪২,৪৪৩	১২০,২৮০
	অন্যান্য	-	৩৮২,৬০০
	মোট	**৩৪২,৪৪৩**	**৫০২,৮৮০**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
৩৩	**বৈদেশিক মুদ্রা আর্থিক দায়ের উপর সুদ ব্যয়**		
	জমা	১,৮৫৩,৬০৫	১,৬৭৬,২৯৬
	এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	৭১৫,৬০৪	১,৩১৮,৫৩৪
	আইএমএফ	৩৫২,৭৫০	৬৩৩,৮১১
	মোট	**২,৯২১,৯৫৯**	**৩,৬২৮,৬৪০**
৩৪	**স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদের উপর সমন্বিত সুদ আয়**		
	পুনঃবিক্রয় চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	৩,৩৭৬,১৭২	৩৫৪,৫২১
	সরকারি সিকিউরিটিসমূহ	২২,৬৩৮,৫৩৮	৭,৯৪৩,২৫৭
	সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৩,৭৭৮,১৯০	১,৯৮৭,৫৭৮
	ঋণপত্র	১৯৭,২৫০	১৯৭,২৫০
	ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	৩,৮৬৩,৫৩৩	৩,৪২০,৩৪০
	স্বল্পমেয়াদি মুদ্রাবাজার জমা	৯৮৩,৪৩৩	৮৯৬,৮৩৮
	মোট	**৩৪,৮৩৭,১১৬**	**১৪,৭৯৯,৭৮৪**
৩৪.০১	সুদ আয়		
	পুনঃবিক্রয় চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	৩,৩৭৬,১৭২	৩৫৪,৫২১
	সরকারি সিকিউরিটিসমূহ	২২,৬৩৮,৫৩৮	৭,৯৪৩,২৫৭
	সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৩,৭৭৮,১৯০	১,৯৮৭,৫৭৮
	ঋণপত্র	১৯৭,২৫০	১৯৭,২৫০
	ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	৩,৭৮০,২৫৭	৩,৩৪০,৩৬৫
	মোট	**৩৩,৭৭০,৪০৭**	**১৩,৮২২,৯৭১**
৩৫	**কমিশন ও বাট্টা**		
	সরকার হতে কমিশন আয়	৯,২৮৫	১১,৫৮২
	বিবিধ কমিশন আয়	২,২৫৭,৬০২	১,৫৭৭,১৭৭
	মোট	**২,২৬৬,৮৮৭**	**১,৫৮৮,৭৫৯**
৩৬	**অন্যান্য আয়**		
	বিনিময় হিসাব	৬৩	২৮৪
	সম্পত্তি বিক্রয় অথবা অবমূল্যায়নের মুনাফা	১,৬৪৬	৩,৭২২
	শাস্তিমূলক সুদ	১০,৬১৮	-
	অনুদান হতে আয়	১১,১৪৪	১৪,০০১
	মোট	**২৩,৪৭২**	**১৮,০০৭**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
৩৭	**সুদ ব্যয়**		
	বাংলাদেশ ব্যাংক বিল	৭৫৬	৭,৮৮৯
	সুদ ব্যয়-এফএসএসপি	২২৪,৫৮০	২১৮,৩৩২
	সুদ ব্যয়-সিবিএসপি	২৫,১০২	২৫,৬৭৫
	মোট	**২৫০,৪৩৮**	**২৫১,৮৯৬**
৩৮	**কমিশন ও অন্যান্য ব্যয়**		
	এজেন্সি খরচ (টীকা ৩৮.০১)	৬,৯৯৮,০০০	৬,৭৬৬,৬০৮
	ট্রেজারি বিল ও বন্ড-এর অবলেখক কমিশন (টীকা ৩৮.০২)	৪৭০,৩০০	১৬৭,০১৪
	অন্যান্য ব্যয়	৫৮,২৩৭	১৪,৪৫৫
	মোট	**৭,৫২৬,৫৩৭**	**৬,৯৪৮,০৭৭**

৩৮.০১ এজেন্সি খরচ

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য সোনালী ব্যাংককে এজেন্সি খরচ প্রদান করা হয়।

৩৮.০২ ট্রেজারি বিল ও বন্ড-এর অবলোপন কমিশন

প্রাইমারি ডিলারদেরকে সরাসরি ট্রেজারি বিল ও বন্ড ইস্যু করার জন্য অবলেখকের কমিশন প্রদান করা হয়।

৩৯	**সমন্বিত সাধারণ ও প্রশাসনিক ব্যয়**		
	কর্মকর্তা/কর্মচারী সংক্রান্ত ব্যয় (টীকা ৩৯ (ক))	১১,৮২১,২৪৭	১২,১৫১,৬৭২
	অবলোপন	১,১৮১,৭৯৩	১,১০২,৩২৪
	অবসায়ন (অলীক সম্পত্তি)	৩০,৯০৩	৪৩,৬১১
	পরিচালকদের খরচ	১,১৭৭	১,০৫০
	নিরীক্ষা ফি	৮,৮৬৯	৮,৮৬৯
	মনিহারি	৯৫,৯০৯	৬৭,৩৬২
	ভাড়া, বিদ্যুৎ অন্যান্য	২৯৯,২০১	৩৮২,৫০২
	ট্রেজারি হতে রেমিট্যান্স	৫৬,২২৫	৫২,৬৭২
	অনুদান	২৩০,৫৭২	২২৫,৭২৪
	টেলিফোন	১১৫,৭৫৪	১১৩,৩৭৬
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩৮৬,০৩৮	৩৩৫,৪৯৭
	মালামাল	১,৯৪১,১৯৯	২,৯৮১,৪৩৩
	কর্মচারীদের মুনাফায় অংশহগ্রহণমূলক তহবিল সঞ্চিতি	৯৪,৭৭৫	৮৮,২০০
	আয়কর ও ভ্যাট	২৮৬,০৭২	৬২৬,৯৫৫
	বিবিধ	২,০৬৪,৮৬৯	৩,০৭৭,৫৮৯
	মোট	**১৮,৬১৪,৬০৩**	**২১,২৫৮,৮৩৬**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
৩৯.ক	কর্মকর্তা/কর্মচারী সংক্রান্ত ব্যয়		
	বেতন	৩,০৭২,২৭৫	২,৯১৭,৫২০
	বাড়িভাড়া	১,১৬৫,০৮৫	১,০৯২,০৫৪
	কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা	৭৬৮,০৩৮	৮৬৩,২০৩
	পেনশন ও আনুতোষিক	২,৯৩৪,৭৬৬	২,৫৫৭,১০০
	ছুটি নগদায়ন	২৯৪,৮৬৬	১,০৫০,৩৩৬
	সাধারণ ও প্রেরণা বোনাস	১,৭৭১,৫৬৩	১,৭৪১,২৯৩
	চিকিৎসা খরচ	৪৬৩,৯৯৮	৪৭১,১১৫
	প্রশিক্ষণ	১১৮,৩১৭	১৮২,১৭০
	ভ্রমণ খরচ	৪৪৬,২৫৫	৪২৭,৫২৮
	মধ্যাহ্ন আহার	২৬৮,৬১১	৩০৭,৪০৫
	অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যয়	৫১৭,৪৭৩	৫৪১,৯৪৮
	মোট	**১১,৮২১,২৪৭**	**১২,১৫১,৬৭২**
৩৯.০১	সাধারণ ও প্রশাসনিক খরচ		
	কর্মকর্তা/কর্মচারী খাতে ব্যয় (টীকা ৩৯.০১.(ক)	১০,৮৩৭,৩১৭	১০,৭৭১,৪২০
	অবচয়	৮০৪,১৭৫	৭৪৬,৫৩২
	অবলোপন	৩০,৯০৩	৪৩,৬১১
	পরিচালকদের ফি	৬৩৫	৬৫৪
	নিরীক্ষা ফি	৮,২৯৪	৮,২৯৪
	মনিহারি	৯২,৯৯১	৬৪,৩৭৮
	ভাড়া	২০০,০১৮	২৭৩,৮১৫
	ট্রেজারি প্রেরণ	৫৫,৯০৪	৫২,৩০৪
	অনুদান	২০৯,৬৯৮	২০২,১৮৩
	টেলিফোন	১১৪,৯৯১	১১২,৬৫৩
	মেরামত	৩৭৫,৪৩৫	২৮৯,৪৫৭
	বিবিধ	১,৬৩৭,২৩৩	৩,০৫৭,৬৫২
	মোট	**১৪,৩৬৭,৫৯২**	**১৫,৬২২,৯৫৩**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	২০২০ টাকা '০০০	২০১৯ টাকা '০০০
৩৯.০১.(ক) কর্মকর্তা/কর্মচারী খাতে ব্যয়		
বেতন	২,৭৩৭,৮২৫	২,৫৯২,০৩৬
বাড়ি ভাড়া	১,১৬৫,০৮৫	১,০৯২,০৫৪
কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা	৪৯৩,৬৩৮	১৬৩,২০৩
পেনশন ও আনুতোষিক	২,৯৩৪,৭৬৬	২,৫৫৭,১০০
ছুটি নগদায়ন	২৫৫,৪৮৯	৯৯৫,৩৬৩
সাধারণ ও প্রেরণা বোনাস	১,৫৯০,৯৪০	১,৬৩৮,১৭৯
চিকিৎসা খরচ	৪৫০,৯৪৩	৪৫৭,৩০২
প্রশিক্ষণ	১১৭,৩৯০	১৮০,৪৯১
ভ্রমণ খরচ	৪৩২,৬০৬	৪১৪,৭৫৭
মধ্যাহ্ন আহার	২৪০,০৭৩	২৭২,৬১৩
অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যয়	৪১৮,৫৬৪	৪০৮,৩২২
মোট	**১০,৮৩৭,৩১৭**	**১০,৭৭১,৪২০**

৪০ আর্থিক হাতিয়ারসমূহ - প্রকৃত মূল্য এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৪০.১ ক. হিসাব শ্রেণিকরণ এবং প্রকৃত মূল্য

নিম্নোক্ত ছক প্রকৃত মূল্যের ক্রমানুসারে আর্থিক সম্পদ এবং আর্থিক দায়ের বাহিত মূল্য এবং প্রকৃত মূল্য প্রদর্শন করে। যদি বাহিত মূল্য প্রকৃত মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে ইহা অবলোপনকৃত মূল্যের আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায়ের প্রকৃত মূল্যের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে না।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

সমন্বিত

হাজার টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০২০							
	বাহিত মূল্য				প্রকৃত মূল্য			
	অবলোপন ব্যয়	অন্যান্য সমন্বিত আয়ের মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
আর্থিক সম্পদ - প্রকৃত মূল্যে								
ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল	৮৪,৮১৫,৪৭৩	-	-	৮৪,৮১৫,৪৭৩	৮৪,৮১৫,৪৭৩	-	-	৮৪,৮১৫,৪৭৩
বৈদেশিক বন্ড	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩	-	-	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩	-	-	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩
ইউএস ডলার ট্রেজারি নোট	-	২১০,২৭৪,৮৮১	-	২১০,২৭৪,৮৮১	২১০,২৭৪,৮৮১	-	-	২১০,২৭৪,৮৮১
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	-	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	-	-	৬৭,৬৭৬,৯৭৭
ট্রেজারি বিল	-	৮৩,৯৪২,৪৫০	-	৮৩,৯৪২,৪৫০	-	৮৩,৯৪২,৪৫০	-	৮৩,৯৪২,৪৫০
ট্রেজারি বন্ড	-	২৫৯,২৫৫,৯৫৮	-	২৫৯,২৫৫,৯৫৮	-	২৫৯,২৫৫,৯৫৮	-	২৫৯,২৫৫,৯৫৮
সুইফট শেয়ার	৮০	-	-	৮০	-	-	৮০	৮০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	-	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০
	৬৬৭,১০৬,৮৮৬	**৬২১,১৫০,২৬৬**	-	**১,২৮৮,২৫৭,১৫২**	**৯৪১,১১৩,৬৬৩**	**৩৪৭,১৪৩,৪০৮**	**৮০**	**১,২৮৮,২৫৭,১৫২**
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে								
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	১৮,৩১৪,৩৩২	-	-	১৮,৩১৪,৩৩২	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৪,৫০২,৯৯৮	-	-	৪৪,৫০২,৯৯৮	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২১৯,৪১২,৮৫২	-	-	২১৯,৪১২,৮৫২	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	১,৩৪০,২৮০,০৪৬	-	-	১,৩৪০,২৮০,০৪৬	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	২০৪,২২০,৪৮৮	-	-	২০৪,২২০,৪৮৮	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৪০১,২৫৫,৮৯৬	-	-	৪০১,২৫৫,৮৯৬	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১১,২৪০,৪৩৮	-	-	১১,২৪০,৪৩৮	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৫,২২৪,১৪৪	-	-	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	৬০,০০০,০০০	-	-	৬০,০০০,০০০	-	-	-	-
ওভারড্রাফট-ব্লক	১১,৮৫০,০০০	-	-	১১,৮৫০,০০০	-	-	-	-
ওভারড্রাফট-কারেন্ট	৫,০৪২,৩০০	-	-	৫,০৪২,৩০০	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি মুদ্রা বাজার বিনিয়োগ	৭৫,৩১৫,০৬৯	-	-	৭৫,৩১৫,০৬৯	-	-	-	-
আইসিবি ইসলামি ব্যাংকের শেয়ার	৭,৪৫২	-	-	৭,৪৫২	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৩,৩৪৭,৪৪৬	-	-	৩,৩৪৭,৪৪৬	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	৪৭,৫৮৬,৮৭৭	-	-	৪৭,৫৮৬,৮৭৭	-	-	-	-
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	২,৯২৯,৪৫৪	-	-	২,৯২৯,৪৫৪	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	২৫,৯৪৬,৫৯০	-	-	২৫,৯৪৬,৫৯০	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১,০৯২,৬০৮	-	-	১,০৯২,৬০৮	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪২,৩৬১,৮৩০	-	-	৪২,৩৬১,৮৩০	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	৯,৯৮৩,০০৮	-	-	৯,৯৮৩,০০৮	-	-	-	-
	২,৫২৯,৯১৩,৮২৬	-	-	**২,৫২৯,৯১৩,৮২৬**	-	-	-	-
আর্থিক দায় - প্রকৃত মূল্যে								
শূন্য	-	-	-	-	-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে								
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	২২২,৩২৯,৭৮৫	-	-	২২২,৩২৯,৭৮৫	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	১৬৩,০৮২,২৩১	-	-	১৬৩,০৮২,২৩১	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	৬০,৮৭৩,৪৫৬	-	-	৬০,৮৭৩,৪৫৬	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,০৬৫,৫২৮,১৬৭	-	-	২,০৬৫,৫২৮,১৬৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	-	-	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	-	-	-	-
	৩,২৭৫,৩৮৭,৯৪৬	-	-	**৩,২৭৫,৩৮৭,৯৪৬**	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হাজার টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০১৯							
	বাহিত মূল্য				প্রকৃত মূল্য			
	অবলোপন ব্যয়	অন্যান্য সমন্বিত আয়ের মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
আর্থিক সম্পদ - প্রকৃত মূল্যে								
ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল	৮৪,০২৪,৮৯২	-	-	৮৪,০২৪,৮৯২	৮৪,০২৪,৮৯২	-	-	৮৪,০২৪,৮৯২
বৈদেশিক বন্ড	৬১৯,৯৫৩,১২৪	-	-	৬১৯,৯৫৩,১২৪	৬১৯,৯৫৩,১২৪	-	-	৬১৯,৯৫৩,১২৪
ইউএস ডলার ট্রেজারি নোট	-	২৭৭,৩৬৪,৪৫০	-	২৭৭,৩৬৪,৪৫০	২৭৭,৩৬৪,৪৫০	-	-	২৭৭,৩৬৪,৪৫০
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	৫৩,৬৯৩,৬৭০	-	৫৩,৬৯৩,৬৭০	৫৩,৬৯৩,৬৭০	-	-	৫৩,৬৯৩,৬৭০
ট্রেজারি বিল	-	১৪৪,৭৮৪,৪৪৭	-	১৪৪,৭৮৪,৪৪৭	-	১৪৪,৭৮৪,৪৪৭	-	১৪৪,৭৮৪,৪৪৭
ট্রেজারি বন্ড	-	১২৮,০৪৯,৩৩১	-	১২৮,০৪৯,৩৩১	-	১২৮,০৪৯,৩৩১	-	১২৮,০৪৯,৩৩১
সুইফ্ট শেয়ার	৮০	-	-	৮০	-	-	৮০	৮০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	-	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০
	৭০৭,৯২৩,০৯৬	**৬০৩,৮৯১,৮৯৮**	**-**	**১,৩১১,৮১৪,৯৯৫**	**১,০৩৫,০৩৬,১৩৬**	**২৭৬,৭৭৮,৭৭৭**	**৮০**	**১,৩১১,৮১৪,৯৯৩**
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে								
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	১৬,৮৯০,২৬১	-	-	১৬,৮৯০,২৬১	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,০৩৩,৭০০	-	-	৪৯,০৩৩,৭০০	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	১৪২,০২৪,৮৪৯	-	-	১৪২,০২৪,৮৪৯	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	১,১২০,৬০৫,৬৬৮	-	-	১,১২০,৬০৫,৬৬৮	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	২১৬,২১১,৫০৭	-	-	২১৬,২১১,৫০৭	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২৯৫,৫৭৯,৭৭০	-	-	২৯৫,৫৭৯,৭৭০	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১৩,৯৪৩,৮৮৫	-	-	১৩,৯৪৩,৮৮৫	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৫,২২৪,১৪৪	-	-	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	১৪,২২৮,৮০০	-	-	১৪,২২৮,৮০০	-	-	-	-
ওভারড্রাফ্ট-ব্লক	২৬,৮৫০,০০০	-	-	২৬,৮৫০,০০০	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি মুদ্রা বাজার বিনিয়োগ	৩,২৯৬,৬২৫	-	-	৩,২৯৬,৬২৫	-	-	-	-
আইসিবি ইসলামি ব্যাংকের শেয়ার	৭,৪৫২	-	-	৭,৪৫২	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৪,২১৯,১৩৮	-	-	৪,২১৯,১৩৮	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	৩২,৬৩৫,৮৭৪	-	-	৩২,৬৩৫,৮৭৪	-	-	-	-
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	৩,০৪৯,০০০	-	-	৩,০৪৯,০০০	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	২১,৯০২,১৫৭	-	-	২১,৯০২,১৫৭	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৪৭৮,৮৮০	-	-	৪৭৮,৮৮০	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪০,৪৪৩,৩৬৭	-	-	৪০,৪৪৩,৩৬৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	৯,৪৪৪,৯৫২	-	-	৯,৪৪৪,৯৫২	-	-	-	-
	২,০১৬,০৭০,০২৯	-	-	**২,০১৬,০৭০,০২৯**	-	-	-	-
আর্থিক দায় - প্রকৃত মূল্যে								
শূন্য	-	-	-	-	-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে								
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	২৩৪,৭১৯,৯৫৭	-	-	২৩৪,৭১৯,৯৫৭	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	১১৩,১৫২,৭৫৮	-	-	১১৩,১৫২,৭৫৮	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	৮৬,৬৯৮,৯৬১	-	-	৮৬,৬৯৮,৯৬১	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	১,৬৮৮,৬০৩,৮৭৪	-	-	১,৬৮৮,৬০৩,৮৭৪	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৭৫৭,৮৫৩,৮০৮	-	-	৭৫৭,৮৫৩,৮০৮	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	৯৫	-	-	৯৫	-	-	-	-
	২,৮৮১,০২৯,৪৫৩	-	-	**২,৮৮১,০২৯,৪৫৩**	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক

হাজার টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০২০							
	বাহিত মূল্য				প্রকৃত মূল্য			
	অবলোপন ব্যয়	অন্যান্য সমন্বিত আয়ের মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
আর্থিক সম্পদ - প্রকৃত মূল্যে								
ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল	৮৪,৮১৫,৪৭৩	-	-	৮৪,৮১৫,৪৭৩	৮৪,৮১৫,৪৭৩	-	-	৮৪,৮১৫,৪৭৩
বৈদেশিক বন্ড	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩	-	-	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩	-	-	৫৭৮,৩৪৬,৩৩৩
ইউএস ডলার ট্রেজারি নোট	-	২১০,২৭৪,৮৮১	-	২১০,২৭৪,৮৮১	২১০,২৭৪,৮৮১	-	-	২১০,২৭৪,৮৮১
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	-	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	-	-	৬৭,৬৭৬,৯৭৭
ট্রেজারি বিল	-	৮৩,৯৪২,৪৫০	-	৮৩,৯৪২,৪৫০	-	৮৩,৯৪২,৪৫০	-	৮৩,৯৪২,৪৫০
ট্রেজারি বন্ড	-	২৫৯,২৫৫,৯৫৮	-	২৫৯,২৫৫,৯৫৮	-	২৫৯,২৫৫,৯৫৮	-	২৫৯,২৫৫,৯৫৮
সুইফ্ট শেয়ার	৮০	-	-	৮০	-	-	৮০	৮০
সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ	-	১২,০০০,০০০	-	১২,০০০,০০০	-	-	১২,০০০,০০০	১২,০০০,০০০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	-	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০		৩,৯৪৫,০০০
	৬৬৭,১০৬,৮৮৫	**৬৩৩,১৫০,২৬৬**	**-**	**১,৩০০,২৫৭,১৫২**	**৯৪১,১১৩,৬৬৩**	**৩৪৭,১৪৩,৪০৮**	**১২,০০০,০৮০**	**১,৩০০,২৫৭,১৫২**
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে								
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,৮৪৫,৯৩৭	-	-	৪,৮৪৫,৯৩৭	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৪,৫০২,৯৯৮	-	-	৪৪,৫০২,৯৯৮	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	২১৯,৪১২,৮৫২	-	-	২১৯,৪১২,৮৫২	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	১,৩৪০,২৮০,০৪৬	-	-	১,৩৪০,২৮০,০৪৬	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	২০৪,২২০,৪৮৮	-	-	২০৪,২২০,৪৮৮	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৪০১,২৫৫,৮৯৬	-	-	৪০১,২৫৫,৮৯৬	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১১,২৪০,৪৩৮	-	-	১১,২৪০,৪৩৮	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৫,২২৪,১৪৪	-	-	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	৬০,০০০,০০০	-	-	৬০,০০০,০০০	-	-	-	-
ওভারড্রাফ্ট-ব্লক	১১,৮৫০,০০০	-	-	১১,৮৫০,০০০	-	-	-	-
ওভারড্রাফ্ট-কারেন্ট	৫,০৪২,৩০০	-	-	৫,০৪২,৩০০	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	৭১,৫৯০,২৪৬	-	-	৭১,৫৯০,২৪৬	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৩,৩৪৭,৪৪৬	-	-	৩,৩৪৭,৪৪৬	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	৪৭,৫৮৬,৮৭৭	-	-	৪৭,৫৮৬,৮৭৭	-	-	-	-
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	২,৯২৯,৪৫৪	-	-	২,৯২৯,৪৫৪	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	২৫,৯৪৬,৫৯০	-	-	২৫,৯৪৬,৫৯০	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১,০৯২,৬০৮	-	-	১,০৯২,৬০৮	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৪০,৬৪১,৯৯৬	-	-	৪০,৬৪১,৯৯৬	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	৯,২৭২,৩৪০	-	-	৯,২৭২,৩৪০	-	-	-	-
	২,৫১০,২৮২,৬৫৪	-	-	**২,৫১০,২৮২,৬৫৪**	-	-	-	-
আর্থিক দায় - প্রকৃত মূল্যে								
শূন্য	-	-	-	-	-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে								
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	২২২,৩২৯,৭৮৫	-	-	২২২,৩২৯,৭৮৫	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	১৬৩,০৮২,২৩১	-	-	১৬৩,০৮২,২৩১	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	৬০,৮৭৩,৪৫৬	-	-	৬০,৮৭৩,৪৫৬	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,০৬৫,৫২৮,১৬৭	-	-	২,০৬৫,৫২৮,১৬৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	-	-	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	-	-	-	-
	৩,২৭৫,৩৮৭,৯৪৬	-	-	**৩,২৭৫,৩৮৭,৯৪৬**	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

হাজার টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০১৯							
	বাহিত মূল্য				প্রকৃত মূল্য			
	অবলোপন ব্যয়	অন্যান্য সমন্বিত আয়ের মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	লাভ/ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য	মোট	লেভেল ১	লেভেল ২	লেভেল ৩	মোট
আর্থিক সম্পদ - প্রকৃত মূল্যে								
ইউএস ট্রেজারি বিল	৮৪,০২৪,৮৯২	-	-	৮৪,০২৪,৮৯২	৮৪,০২৪,৮৯২	-	-	৮৪,০২৪,৮৯২
বৈদেশিক বন্ড	৬১৯,৯৫৩,১২৪		-	৬১৯,৯৫৩,১২৪	৬১৯,৯৫৩,১২৪	-	-	৬১৯,৯৫৩,১২৪
ইউএস ট্রেজারি নোট	-	২৭৭,৩৬৪,৪৫০	-	২৭৭,৩৬৪,৪৫০	২৭৭,৩৬৪,৪৫০	-	-	২৭৭,৩৬৪,৪৫০
স্বর্ণ ও রৌপ্য	-	৫৩,৬৯৩,৬৭০	-	৫৩,৬৯৩,৬৭০	৫৩,৬৯৩,৬৭০	-	-	৫৩,৬৯৩,৬৭০
ট্রেজারি বিল	-	১৪৪,৭৮৪,৪৪৭	-	১৪৪,৭৮৪,৪৪৭	-	১৪৪,৭৮৪,৪৪৭	-	১৪৪,৭৮৪,৪৪৭
ট্রেজারি বন্ড	-	১২৮,০৪৯,৩৩১	-	১২৮,০৪৯,৩৩১	-	১২৮,০৪৯,৩৩১	-	১২৮,০৪৯,৩৩১
সুইফট শেয়ার	৮০	-	-	৮০	-	-	৮০	৮০
সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ	-	১২,০০০,০০০	-	১২,০০০,০০০	-	-	১২,০০০,০০০	১২,০০০,০০০
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৩,৯৪৫,০০০	-	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০	-	৩,৯৪৫,০০০
	৭০৭,৯২৩,০৯৬	**৬১৫,৮৯১,৮৯৮**	**-**	**১,৩২৩,৮১৪,৯৯৪**	**১,০৩৫,০৩৬,১৩৬**	**২৭৬,৭৭৮,৭৭৮**	**১২,০০০,০৮০**	**১,৩২৩,৮১৪,৯৯৪**
আর্থিক সম্পদ - অবলোপনকৃত মূল্যে								
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,৯৯৫,৭৬৩	-	-	৪,৯৯৫,৭৬৩	-	-	-	-
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,০৩৩,৭০০	-	-	৪৯,০৩৩,৭০০	-	-	-	-
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	১৪২,০২৪,৮৪৯	-	-	১৪২,০২৪,৮৪৯	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি জমা	১,১২০,৬০৫,৬৬৮	-	-	১,১২০,৬০৫,৬৬৮	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	২১৬,২১১,৫০৭	-	-	২১৬,২১১,৫০৭	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	২৯৫,৫৭৯,৭৭০	-	-	২৯৫,৫৭৯,৭৭০	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১৩,৯৪৩,৮৮৫	-	-	১৩,৯৪৩,৮৮৫	-	-	-	-
অন্যান্য প্রাপ্য	৫,২২৪,১৪৪	-	-	৫,২২৪,১৪৪	-	-	-	-
উপায় ও উপকরণ আগাম	১৪,২২৮,৮০০	-	-	১৪,২২৮,৮০০	-	-	-	-
ওভারড্রাফট-ব্লক	২৬,৮৫০,০০০	-	-	২৬,৮৫০,০০০	-	-	-	-
ওভারড্রাফট-কারেন্ট	-	-	-	-	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	১৭৬,৬৩১	-	-	১৭৬,৬৩১	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ	৪,২১৯,১৩৮	-	-	৪,২১৯,১৩৮	-	-	-	-
বিশেষায়িত ব্যাংককে ঋণ	৩২,৬৩৫,৮৭৪	-	-	৩২,৬৩৫,৮৭৪	-	-	-	-
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংককে ঋণ	৩,০৪৯,০০০	-	-	৩,০৪৯,০০০	-	-	-	-
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	২১,৯০২,১৫৭	-	-	২১,৯০২,১৫৭	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৪৭৮,৮৮০	-	-	৪৭৮,৮৮০	-	-	-	-
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	৩৮,৭৩০,৫৩৩	-	-	৩৮,৭৩০,৫৩৩	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	৮,৮৬৬,২৭৫	-	-	৮,৮৬৬,২৭৫	-	-	-	-
	১,৯৯৮,৭৫৬,৫৭৪	**-**	**-**	**১,৯৯৮,৭৫৬,৫৭৪**	**-**	**-**	**-**	**-**
আর্থিক দায় - প্রকৃত মূল্যে								
শূন্য	-	-	-	-	-	-	-	-
আর্থিক দায় - অবলোপনকৃত মূল্যে								
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	২৩৪,৭১৯,৯৫৭	-	-	২৩৪,৭১৯,৯৫৭	-	-	-	-
বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় জমা	১১৩,১৫২,৭৫৮	-	-	১১৩,১৫২,৭৫৮	-	-	-	-
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	৮৬,৬৯৮,৯৬১	-	-	৮৬,৬৯৮,৯৬১	-	-	-	-
প্রচারণকৃত মুদ্রা	১,৬৮৮,৬০৩,৮৭৪	-	-	১,৬৮৮,৬০৩,৮৭৪	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৭৫৭,৮৫৩,৮০৮	-	-	৭৫৭,৮৫৩,৮০৮	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	৯৫	-	-	৯৫	-	-	-	-
	২,৮৮১,০২৯,৪৫৩	-	-	২,৮৮১,০২৯,৪৫৩	-	-	-	-

৩০ জুন ২০২০ এবং ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে, ব্যাংকের লেভেল ৩ আর্থিক হাতিয়ার হিসেবে ছিল শুধু সুইফট শেয়ার। ব্যবস্থাপনা বিশ্বাস করে যে এইসব শেয়ারের বাহিত মূল্য এর প্রকৃত মূল্যের সমান। যেহেতু বিগত বছরের বিনিয়োগের প্রকৃত মূল্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি সেহেতু লেভেল ৩ সমন্বয় টেবিল প্রকাশিত করা হয়নি ।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪০.১ খ) ন্যায্যমূল্য পরিমাপকরণ

ন্যায্যমূল্য হলো হিসাবায়নের তারিখে বাজারে বিদ্যমান পক্ষসমূহের মধ্যে একটি সম্পদ বিক্রয় করে যে টাকা পাওয়া যাবে বা একটি দায় স্থানান্তরের জন্য যে টাকা পরিশোধ করতে হবে। সম্পদ এবং দায়ের পোর্টফোলিও অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ভিত্তিতে ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীর তারিখে বিক্রয়যোগ্য বৈদেশিক সিকিউরিটিজসমূহ উদ্ধৃত বাজারমূল্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। (২০১৮: বিক্রয়যোগ্য বৈদেশিক সিকিউরিটিজসমূহ ন্যায্যমূল্যে পরিমাপ করা হয়েছে।) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদসমূহের মধ্যে এসপিসিবিএল-এর ১২,০০০,০০০,০০০ টাকা (২০১৯: ১২,০০০,০০০,০০০ টাকা) এবং এইচবিএফসি-এর ডিবেঞ্চার ৩,৯৪৫,০০০,০০০ টাকা (২০১৯: ৩,৯৪৫,০০০,০০০ টাকা) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার বাজারমূল্য নির্ভরতার সাথে নির্ধারণ করা যায়নি যেহেতু সক্রিয় বাজারে এগুলোর কোনো ট্রেড নেই এবং অনুরূপ কোনো সিকিউরিটিজও মার্কেটে নেই। কর্তৃপক্ষ মনে করে এই সিকিউরিটিসমূহের বাহিত মূল্যই হলো ন্যায্য বাজারমূল্য।

সরকারকে প্রদত্ত ঋণ (ওভারড্রাফ্‌ট ব্লক এবং কারেন্ট) ব্যয় ভিত্তিতে হিসাবায়ন করা হয়েছে এবং প্রাপ্য সুদ দৈনিক ভিত্তিতে হিসাবায়ন করা হয়েছে। ট্রেজারি বিল এবং বন্ড বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিজ হিসাবে শ্রেণি বিন্যাস করা হয়েছে এবং বাজারমূল্যে হিসাবায়ন করা হয়েছে। ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ অবলোপিত মূল্যে হিসাবায়ন করা হয়েছে এবং ইমপেয়ারমেন্ট প্রভিশনকে নেট অফ করা হয়েছে। এইগুলোর বাজার মূল্যই হচ্ছে বাহিত মূল্য।

৪০.২ আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

গ্রুপের আর্থিক হাতিয়ারসমূহ হতে নিম্নরূপ ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে ঃ

ক) ঋণ ঝুঁকি

খ) তারল্য ঝুঁকি

গ) বাজার ঝুঁকি

ঘ) পরিচালন ঝুঁকি

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো

ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড "আইএফআরএস-৭ আর্থিক হাতিয়ারসমূহ : প্রকাশ" অনুযায়ী স্বীকৃত ও অস্বীকৃত উভয় প্রকার আর্থিক হাতিয়ার, এগুলোর তাৎপর্য ও কার্যকারিতা, হিসাবরক্ষণ নীতিমালা, রীতি ও পদ্ধতি, নিট প্রকৃত মূল্য ও ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করতে হবে-ব্যাংকের নীতিমালা হলো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ব্যাংক নীতি নির্ধারণী কাজে নিয়োজিত। ফলে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ভিন্ন। ব্যাংকের মূল ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত ঝুঁকিসমূহ হলো ঋণ ঝুঁকি, বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি এবং সুদের হার ঝুঁকি। চাহিদা অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে তারল্য ঝুঁকি হ্রাসকেই প্রধান বিবেচ্য হিসেবে গণ্য করে থাকে। অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতোই বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলীর ধরন বিভিন্ন ধরনের পরিচালন ও সুনাম সংক্রান্ত ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহের মূল্যায়ন, তদারকি ও ব্যবস্থাপনার জন্য দৃঢ় ও কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য। গভর্নর কর্তৃক বৈদেশিক লেনদেনের সীমা ও অর্পিত দায়িত্ব নির্দিষ্টকৃত অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তাগণ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুযায়ী ব্যাংকের স্থানীয় মুদ্রা/বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা এবং বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন পরিচালনা করে থাকেন।

দু'টি বহিঃনিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা ব্যাংকের বার্ষিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে থাকে যাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর ৬৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নিয়োগ দেয়া হয়। পর্ষদের নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং নিরীক্ষা কার্যক্রমসমূহ তত্ত্বাবধান করা হয়ে থাকে এবং উক্ত কমিটি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমও তদারকি করে থাকে। কমিটি তাদের কার্যক্রমের বিষয়ে পর্ষদকে অবহিত করে থাকে।

সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিতকরণের জন্য। ব্যাংক তার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে আর্থিক বাজারের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থাসমূহ অবলম্বন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে থাকে। এই টীকার ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থিতিপত্রে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১) ঋণ ঝুঁকি

ঋণ ঝুঁকি বলতে গ্রুপ/গোষ্ঠীটির আর্থিক ক্ষতিকে বোঝায় যা অপর পক্ষ কর্তৃক আর্থিক হাতিয়ার সংক্রান্ত চুক্তির শর্তাবলী পরিপালনে ব্যর্থতার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। ঋণের ঝুঁকি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন শ্রেণির স্বীকৃত আর্থিক সম্পদের সর্বোচ্চ ঋণের ঝুঁকির পরিমাণ হচ্ছে ঐ সম্পদের বাহিত মূল্য যা আর্থিক অবস্থার বিবৃতিতে নির্দেশিত রয়েছে। ব্যাংকের ব্যাপক পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তা অতি উচ্চ সূচক সম্পন্ন প্রতিপক্ষের ঝুঁকি প্রশমনের কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ক) ঋণের কেন্দ্রীভূতকরণ

বছরান্তে এই প্রতিষ্ঠানের দেশ/অঞ্চলভিত্তিক ঋণদাতা সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ :

বিবরণ	২০২০		২০১৯	
	সমন্বিত	পৃথক	সমন্বিত	পৃথক
বাংলাদেশ	১,০৮১,০১২,৫০৫	১,০২০,১৬৮,৮২৭	৭৬৮,১২৪,১৭২	৭৬২,৮১০,৭১৮
এশীয় অন্য দেশসমূহ	৬৪২,৬৮৮,১৫০	৬৪২,৬৮৮,১৫০	৪৮২,৪৯০,৭৫৪	৪৮২,৪৯০,৭৫৪
যুক্তরাষ্ট্র	৫১০,৪৫৬,৬৫৪	৫১০,৪৫৬,৬৫৪	৭৯৩,৭৮৭,৪৬৭	৭৯৩,৭৮৭,৪৬৭
ইউরোপ	৯৫০,৯৮২,৫৯৮	৯৫০,৯৮২,৫৯৮	৪০৪,৩১২,৮৯৪	৪০৪,৩১২,৮৯৪
অস্ট্রেলিয়া	৪৫,১৯৭,০০৩	৪৫,১৯৭,০০৩	১৩৯,৬৪০,৩১১	১৩৯,৬৪০,৩১১
অন্যান্য	৬৪১,০৪৬,৫৭৬	৬৪১,০৪৬,৫৭৬	৭৩৯,৫৮৭,০৯৫	৭৩৯,৫৮৭,০৯৫
মোট	**৩,৮৭১,৩৮৩,৪৮৬**	**৩,৮১০,৫৩৯,৮০৮**	**৩,৩২৭,৯৪২,৬৯৩**	**৩,৩২২,৬২৯,২৩৯**

খ) সূচকভিত্তিক সমন্বিত ঋণের বিশ্লেষণ

নিচের সারণির সম্পদসমূহ MOODY'S ঋণের সূচকের (অন্যান্য এজেন্সির সূচকের সময় MOODY'S সমমান সূচক) উপর ভিত্তি করে উপস্থাপন করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি জমার ক্ষেত্রে এএএ হলো সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন সূচক এবং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির ঋণ যে পরমোৎকৃষ্ট গুণগত মানসম্পন্ন এবং ঋণের ঝুঁকির মাত্রা যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের তা নির্দেশ করে। এএ সূচক দ্বারা উৎকৃষ্ট মানের ঋণকে নির্দেশ করে কিন্তু গুণগত মান এএএ এর চাইতে কম । এএ১ দ্বারা এএ ক্যাটাগরিভুক্ত সূচকের সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করে; এএ২ দ্বারা এএ ক্যাটাগরিভুক্ত সূচকের মধ্যম সীমা নির্দেশ করে এবং এএ৩ দ্বারা এএ ক্যাটাগরিভুক্ত সূচকের সর্বনিম্ন সীমা নির্দেশ করে। স্বল্পমেয়াদি জমার ক্ষেত্রে পি-১ দ্বারা ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রাইম-১ ভুক্ত জমাকে নির্দেশ করে এবং উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন ঋণ প্রদান প্রস্তাব করে এবং সময়মতো স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে একটি খুবই মজবুত সামর্থ্যকে নির্দেশ করে। এসটি-১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের সর্বোচ্চ সামর্থ্যকে নির্দেশ করে, এসটি-২ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের মজবুত সামর্থ্য নির্দেশ করে আর এসটি-৩ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের গড় সামর্থ্য নির্দেশ করে।

এছাড়া, স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পত্তির সাথে ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণসমূহ ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ লিমিটেড, ইমারজিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড, ন্যাশনাল ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড, আলফা ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড, অরগাস ক্রেডিট রেটিং সার্ভিসেস লিমিটেড ইত্যাদির রেটিং-এর উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

সমন্বিত

টাকা '০০০

বিবরণী	ঋণের সূচক	২০২০		২০১৯	
		পরিমাণ '০০০ টাকায়	আর্থিক সম্পদ (%)	পরিমাণ '০০০ টাকায়	আর্থিক সম্পদ (%)
১) বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	পি-১	৪৪,৫০২,৯৯৮	১.১৯	৪৯,০৩৩,৭০০	১.৫০
স্বল্পতম সময়ের জন্য বিনিয়োগ	পি-১	২১৯,৪১২,৮৫২	৫.৮৫	১৪২,০২৪,৮৪৯	৪.৩৪
বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	পি-১	১,৩৪০,২৮০,০৪৬	৩৫.৭৪	১,১২০,৬০৫,৬৬৮	৩৪.২৩
ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল	পি-১	৮৪,৮১৫,৪৭৩	২.২৬	৮৪,০২৪,৮৯২	২.৫৭
বিদেশি বন্ড	এএএ	৩০৩,৬৯৭,১৯৪	৮.১০	৩৪৬,৭১৪,২০৫	১০.৫৯
বিদেশি বন্ড	এএ১, এএ২, এএ৩	৬৭,৭১৭,৩৭৪	১.৮১	৯৯,১৬১,৬৭৯	৩.০৩
বিদেশি বন্ড	এ১, এ২,এ৩	৬৯,১১৮,৫৫৭	১.৮৪	৬২,২৫৭,০৩৮	১.৯০
বিদেশি বন্ড	বিএএ১, বিএএ২, বিএএ৩,বিএ১, বিএ২, বিএ৩,বি১,বি২,বি৩	১৩৭,৮১৩,২০৭	৩.৬৭	১১১,৮২০,২০৩	৩.৪২
ইউএস ডলার ট্রেজারি নোটস্	এএএ	২১০,২৭৪,৮৮১	৫.৬১	২৭৭,৩৬৪,৪৫০	৮.৪৭
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	এ	১৯,৩০৪,১৬০	০.৫১	২৯,৭৩৫,৩৯৮	০.৯১
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	এএএ হতে এএ	৩৮১,৪৬২,৭১৬	১০.১৭	২৬৪,৭১৪,২৪৩	৮.০৮
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	বিএএ, বিএ, বি	৪৮৯,০২১	০.০১	৯৯৩,৩২৫	০.০৩
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	সূচকবিহীন	-	০.০০	১৩৬,৮০৪	০.০০
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	সূচকবিহীন	২০৪,২২০,৪৮৮	৫.৪৫	২১৬,২১১,৫০৭	৬.৬০
বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	সূচকবিহীন	১৬,৪৬৪,৬৬২	০.৪৪	১৯,১৬৮,১০৯	০.৫৯
মোট		**৩,০৯৯,৫৭৩,৬২৯**	**৮২.৬৪**	**২,৮২৩,৯৬৬,০৭১**	**৮৬.২৪**
২) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	বিএ৩	৪২০,০৯০,৭০৮	১১.২০	৩১৩,৯১২,৫৭৮	৯.৫৯
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ্ ক্রয়	এ	৭১,৫৯০,২৪৬	১.৯১	১৭৬,৬৩১	০.০১
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	সূচকবিহীন	৭,৬৭৭,২৭৫	০.২০	৭,০৭২,৪৪৬	০.২২
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	এ	৭,০৬০,৬৩২	০.১৯	১৮,৬১৯,৬৩৭	০.৫৭
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	এএএ হতে এএ	১৩,৯৭৬,৩৭০	০.৩৭	১২,৮৭৬,৭৬১	০.৩৯
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	বিএ হতে বি	৯,৫২৯,৬১১	০.২৫	১৭৪,৮১৩	০.০১
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	বিএএ	১৩১,৩৪৪	০.০০	২৩,৩৪৪	০.০০
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	সূচকবিহীন	৫০,২০৫,০১৭	১.৩৪	৩০,৫৯০,৪৯৫	০.৯৩
কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	-	৪২,৩৬১,৮৩০	১.১৩	৪০,৪৪৩,৩৬৭	১.২৪
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক সম্পদ	-	৯,৯৮৩,০০৮	০.২৭	৯,৪৪৪,৯৫২	০.২৯
টাকা মুদ্রা ও নগদ স্থিতি	-	১৮,৩১৪,৩৩২	০.৪৯	১৬,৮৯০,২৬১	০.৫২
মোট		**৬৫০,৯২০,৩৭২**	**১৭.৩৬**	**৪৫০,২২৫,২৮৩**	**১৩.৭৫**
মোট-আর্থিক সম্পদ (১+২)		**৩,৭৫০,৪৯৪,০০১**	**১০০.০০**	**৩,২৭৪,১৯১,৩৫৩**	**১০০.০০**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক

টাকা '০০০

বিবরণী	ঋণের সূচক	২০২০		২০১৯	
		পরিমাণ '০০০ টাকায়	আর্থিক সম্পদ (%)	পরিমাণ '০০০ টাকায়	আর্থিক সম্পদ (%)
ক) বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	পি-১	৪৪,৫০২,৯৯৮	১.১৯	৪৯,০৩৩,৭০০	১.৫০
স্বল্পতম সময়ের জন্য বিনিয়োগ	পি-১	২১৯,৪১২,৮৫২	৫.৮৬	১৪২,০২৪,৮৪৯	৪.৩৪
বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	পি-১	১,৩৪০,২৮০,০৪৬	৩৫.৮১	১,১২০,৬০৫,৬৬৮	৩৪.২৮
ইউএস ডলার ট্রেজারি বিল	এএএ	৮৪,৮১৫,৪৭৩	২.২৭	৮৪,০২৪,৮৯২	২.৫৭
বিদেশি বন্ড	এএএ	৩০৩,৬৯৭,২০১	৮.১১	৩৪৬,৭১৪,২০৫	১০.৬১
বিদেশি বন্ড	এএ১, এএ২, এএ৩	৬৭,৭১৭,৩৫৬	১.৮১	৯৯,১৬১,৬৭৯	৩.০৩
বিদেশি বন্ড	এ১, এ২,এ৩	৬৯,১১৮,৫৬১	১.৮৫	৬২,২৫৭,০৩৮	১.৯০
বিদেশি বন্ড	বিএএ১, বিএএ২, বিএএ৩,বিএ১, বিএ২, বিএ৩,বি১,বি২,বি৩	১৩৭,৮১৩,২১৪	৩.৬৮	১১১,৮২০,২০৩	৩.৪২
ইউএস ডলার ট্রেজারি নোটস্	এএএ	২১০,২৭৪,৮৮১	৫.৬২	২৭৭,৩৬৪,৪৫০	৮.৪৯
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	এ	১৯,৩০৪,১৬০	০.৫২	২৯,৭৩৫,৩৯৮	০.৯১
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	এএএ হতে এএ	৩৮১,৪৬২,৭১৬	১০.১৯	২৬৪,৭১৪,২৪৩	৮.১০
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	বিএএ, বিএ, বি	৪৮৯,০২১	০.০১	৯৯৩,৩২৫	০.০৩
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	সূচকবিহীন	-	০.০০	১৩৬,৮০৪	০.০০
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	সূচকবিহীন	২০৪,২২০,৪৮৮	৫.৪৬	২১৬,২১১,৫০৭	৬.৬১
বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য সম্পদ	সূচকবিহীন	১৬,৪৬৪,৬৬২	০.৪৪	১৯,১৬৮,১০৯	০.৫৯
মোট		**৩,০৯৯,৫৭৩,৬২৯**	**৮২.৮১**	**২,৮২৩,৯৬৬,০৭০**	**৮৬.৩৯**
খ) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	বিএ৩	৪২০,০৯০,৭০৮	১১.২২	৩১৩,৯১২,৫৭৮	৯.৬০
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	এ	৭১,৫৯০,২৪৬	১.৯১	১৭৬,৬৩১	০.০১
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	সূচকবিহীন	১৫,৯৪৫,০০০	০.৪৩	১৫,৯৪৫,০০০	০.৪৯
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	এ	৭,০৬০,৬৩২	০.১৯	১৮,৬১৯,৬৩৭	০.৫৭
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	এএএ হতে এএ	১৩,৯৭৬,৩৭০	০.৩৭	১২,৮৭৬,৭৬১	০.৩৯
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	বিএ হতে বি	৯,৫২৯,৬১১	০.২৫	১৭৪,৮১৩	০.০১
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	বিএএ	১৩১,৩৪৪	০.০০	২৩,৩৪৪	০.০০
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	সূচকবিহীন	৫০,২০৫,০১৭	১.৩৪	৩০,৫৯০,৪৯৫	০.৯৪
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	-	৪০,৬৪১,৯৯৬	১.০৯	৩৮,৭৩০,৫৩৩	১.১৮
বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য সম্পদ	-	৯,২৭২,৩৪০	০.২৫	৮,৮৬৬,২৭৫	০.২৭
টাকা মুদ্রা ও নগদ স্থিতি	-	৪,৮৪৫,৯৩৭	০.১৩	৪,৯৯৫,৭৬৪	০.১৫
মোট		**৬৪৩,২৮৯,২০১**	**১৭.১৯**	**৪৪৪,৯১১,৮৩১**	**১৩.৬১**
মোট-আর্থিক সম্পদ (ক+খ)		**৩,৭৪২,৮৬২,৮৩০**	**১০০.০০**	**৩,২৬৮,৮৭৭,৯০১**	**১০০.০০**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

গ) সাধারণ ও অন্যান্য বর্ধিত জামানত সংরক্ষণ এবং তার আর্থিক প্রভাব

ব্যাংক প্রদত্ত নির্দিষ্ট ঋণের বিপরীতে সাধারণ ও অন্যান্য বর্ধিত জামানত সংরক্ষণ করে থাকে। নিচের ছকে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সম্পদের বিপরীতে সংরক্ষিত প্রধান জামানত প্রদর্শিত হলোঃ

টাকা'০০০

বিবরণ	২০২০		২০১৯	
	পরিমাণ (টাকা'০০০)	প্রধান জামানত	পরিমাণ (টাকা'০০০)	প্রধান জামানত
ক) বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ				
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ	৪০১,২৫৫,৮৯৬	জামানতবিহীন	২৯৫,৫৭৯,৭৭০	জামানতবিহীন
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	২০৪,২২০,৪৮৮	জামানতবিহীন	২১৬,২১১,৫০৭	জামানতবিহীন
খ) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ				
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৪২০,০৯০,৭০৮	সরকারি নিশ্চয়তা	৩১৩,৯১২,৫৭৮	সরকারি নিশ্চয়তা
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১২১,৫৪৪,৯৭১	সরকারি নিশ্চয়তা ব্যাংক নিশ্চয়তা ডিমান্ড প্রমিজরি নোট কর্মকর্তা/কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল, আনুতোষিক তহবিল এবং সম্পদ বন্ধকীকরণ	১০১,০১৫,৫৮২	সরকারি নিশ্চয়তা ব্যাংক নিশ্চয়তা ডিমান্ড প্রমিজরি নোট কর্মকর্তা/কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল, আনুতোষিক তহবিল এবং সম্পদ বন্ধকীকরণ

২) তারল্য ঝুঁকি

তারল্য ঝুঁকি হলো সেই ঝুঁকি যাতে গ্রুপ তার আর্থিক দায় নগদ বা অন্য আর্থিক সম্পদ দ্বারা পরিশোধের জন্য সমস্যায় পড়তে পারে। এই ঝুঁকি প্রশমিত করার জন্য গ্রুপ যথেষ্ট পরিমাণ তারল্য সংরক্ষণ করে যাতে কোনো আর্থিক দায় পরিশোধের সময় এলে স্বাভাবিক কিংবা যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত আর্থিক ক্ষতি ব্যতিরেকে কিংবা সুনাম ক্ষুণ্ন না করে গ্রুপ তা পরিশোধ করতে পারে।

বাজার ভাঙ্গন (ধস) বা ঋণমানের অধোগমনের কারণে কিছু আয় কিংবা সম্পদ উৎস তাৎক্ষণিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া থেকে তারল্য ঝুঁকির সৃষ্টি হতে পারে। এই ঝুঁকি প্রশমনের জন্য গ্রুপের নানাবিধ বিনিয়োগ রয়েছে। তাছাড়া তারল্য ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই সম্পদসমূহ বিনিয়োগ/পরিচালনা করা হয়।

চুক্তিভিত্তিক পুনঃপরিশোধ তারিখ যা আর্থিক অবস্থার বিবরণীর তারিখ হতে চুক্তিভিত্তিক মেয়াদপূর্তি তারিখ পর্যন্ত সময়কালের ভিত্তিতে ব্যাংকের আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহের মেয়াদপূর্তি প্রোফাইল-এর সারসংক্ষেপ নিম্নোক্ত টেবিলে তুলে ধরা হলো :

নিম্নোক্ত সময়কালের মধ্যে সম্পদ ও দায়সমূহের মেয়াদপূর্তি হবে :

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

সমন্বিত বিবরণী ৩০ জুন, ২০২০

(টাকা'০০০)

বিবরণ	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস মেয়াদি	৩ হতে ১২ মাস মেয়াদি	১ হতে ৫ বছর মেয়াদি	৫ বছরের অধিক মেয়াদি
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৪,৫০২,৯৯৮	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৭৫০,৫৩২,০৮০	৬৪৯,৩৬৮,৭১৯	৪৩১,৭৫০,৩৮৭	৬০১,৪৭৮,৩৯৮	-
আইএমএফ এর সহিত রক্ষিত সম্পদ	৯৪,১৭৯,৫৫৭	১১,৯২৪	-	-	১১০,০২৯,০০৬
স্বর্ণ ও রৌপ্য	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ	৪১৩,২৩২	১৮১,৫১২	১১,১২৮,৩০১	৩৮২,৩৯৭,৩২৭	৭,১৩৫,৫২৫
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	১১,২৪০,৪৩৮	-	-	৫,২২৪,১৪৪	৮০
মোট	**৯৬৮,৫৪৫,২৮২**	**৬৪৯,৫৬২,১৫৫**	**৪৪২,৮৭৮,৬৮৯**	**৯৮৯,০৯৯,৮৬৯**	**১১৭,১৬৪,৬১১**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	১৮,৩১৪,৩৩২	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ ক্রয়	৭১,৫৯০,২৪৬				
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৭০,২৯৬,৬০৯	৫৫,৭১১,৫১৭	৬৩,৭৮৪,৮৪১	৯৪,৯৯৮,৫২৫	১৩৫,২৯৯,২১৭
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	-	৩,৭২৪,৮২৩	-	৩,৯৫২,৪৫২
ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	২,১১৮,৮০৩	৩১,৬৮০,৮১৯	১১,২৬৮,৫২৪	২৯,১২৬,৩৮৩	৪৯,০৭০,২৭৬
অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ	৯,৯৮৩,০০৮	-	-	-	-
মোট	**১৭২,৩০২,৯৯৮**	**৮৭,৩৯২,৩৩৬**	**৭৮,৭৭৮,১৮৭**	**১২৪,১২৪,৯০৭**	**১৮৮,৩২১,৯৪৪**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**১,১৪০,৮৪৮,২৮০**	**৭৩৬,৯৫৪,৪৯১**	**৫২১,৬৫৬,৮৭৬**	**১,১১৩,২২৪,৭৭৬**	**৩০৫,৪৮৬,৫৫৫**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	২২৩,৯৫৫,৬৮৭	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৬১১,৩৬১	-	-	৫৪,৪৫৭,৩০৪	১৬৬,২৬১,১১৯
মোট	**২২৫,৫৬৭,০৪৮**	**-**	**-**	**৫৪,৪৫৭,৩০৪**	**১৬৬,২৬১,১১৯**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,০৬৫,৫২৮,১৬৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	৬,৪১৩	২৪,৮০১,৯৬৯	১,৬৫০,৪২৯	৬০,০৭৩,৪৬৩	৯৯,২১০,৯৮৭
মোট	**২,৮২৯,১০৮,৮৮৭**	**২৪,৮০১,৯৬৯**	**১,৬৫০,৪২৯**	**৬০,০৭৩,৪৬৩**	**৯৯,২১০,৯৮৭**
মোট আর্থিক দায়	**৩,০৫৪,৬৭৫,৯৩৫**	**২৪,৮০১,৯৬৯**	**১,৬৫০,৪২৯**	**১১৪,৫৩০,৭৬৮**	**২৬৫,৪৭২,১০৬**
মেয়াদপূর্তি বিচ্যুতি	**(১,৯১৩,৮২৭,৬৫৫)**	**৭১২,১৫২,৫২২**	**৫২০,০০৬,৪৪৭**	**৯৯৮,৬৯৪,০০৯**	**৪০,০১৪,৪৫০**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০১৯

বিবরণ	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস মেয়াদি	৩ হতে ১২ মাস মেয়াদি	১ হতে ৫ বছর মেয়াদি	৫ বছরের অধিক মেয়াদি
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,০৩৩,৭০০	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৬৮৬,৮০৯,৮২০	৫৬৯,৪১০,৩২৪	৪১০,৭১৭,৮৯৬	৫৭৭,০৩৪,৯৪৫	-
আইএমএফ এর সহিত রক্ষিত সম্পদ	১০৫,২৪৪,১৩৯	২১৮,৪০৬	-	-	১১০,৭৪৮,৯৬১
স্বর্ণ ও রৌপ্য	৫৩,৬৯৩,৬৭০	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ	৩৭,১৪৫,৫৪৪	১২১,৭৯৯,৪৭৮	১২১,৩৫০,৯১২	৯,০১৪,৮৬৪	৬,২৬৮,৯৭৩
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	১৩,৯৪৩,৮৮৫	-	৫,২২৪,১৪৪	-	৮০
মোট	**৯৪৫,৮৭০,৭৫৮**	**৬৯১,৪২৮,২০৮**	**৫৩৭,২৯২,৯৫২**	**৫৮৬,০৪৯,৮০৯**	**১১৭,০১৮,০১৪**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	১৬,৮৯০,২৬১	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ্ ক্রয়	১৭৬,৬৩১				
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	২৪,৬৫৯,৮৬৫	৬৭,৯০২,২৮২	৯৫,৭০৮,৭৮১	৫৮,৬৩৯,৮০৭	৬৭,০০১,৮৪৩
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	-	৩,১১৯,৯৯৪	-	৩,৯৫২,৪৫২
ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	১,৬৫২,২৫৬	১২,০৩৪,৭০২	১৬,০১৯,৯৮৩	৩১,৫১৪,৪৪০	৪১,৫০৭,০৩৫
অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ	৯,৪৪৪,৯৫২	-	-	-	-
মোট	**৫২,৮২৩,৯৬৫**	**৭৯,৯৩৬,৯৮৪**	**১১৪,৮৪৮,৭৫৮**	**৯০,১৫৪,২৪৭**	**১১২,৪৬১,৩৩০**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**৯৯৮,৬৯৪,৭২৩**	**৭৭১,৩৬৫,১৯২**	**৬৫২,১৪১,৭১০**	**৬৭৬,২০৪,০৫৬**	**২২৯,৪৭৯,৩৪৪**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	১৯৯,৮৫১,৭১৯	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৭১৫,৩৩২	-	-	৬৫,৫১১,৬৪৭	১৬৭,৪৯২,৯৭৮
মোট	**২০১,৫৬৭,০৫১**	**-**	**-**	**৬৫,৫১১,৬৪৭**	**১৬৭,৪৯২,৯৭৮**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	১,৬৮৮,৬০৩,৮৭৪	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৭৫৭,৮৫৩,৮০৮	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	৯৫	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	৬,৪১৩	২৪,০১১,৮৪৪	১,০০৫,৩৭৮	৫৮,০৩১,৮৬৬	৪৮,১০৪,১১৩
মোট	**২,৪৪৬,৪৬৪,১৯০**	**২৪,০১১,৮৪৪**	**১,০০৫,৩৭৮**	**৫৮,০৩১,৮৬৬**	**৪৮,১০৪,১১৩**
মোট আর্থিক দায়	**২,৬৪৮,০৩১,২৪১**	**২৪,০১১,৮৪৫**	**১,০০৫,৩৭৮**	**১২৩,৫৪৩,৫১৩**	**২১৫,৫৯৭,০৯১**
মেয়াদপূর্তি বিচ্যুতি	**(১,৬৪৯,৩৩৬,৫১৮)**	**৭৪৭,৩৫৩,৩৪৮**	**৬৫১,১৩৬,৩৩২**	**৫৫২,৬৬০,৫৪৩**	**১৩,৮৮২,২৫৪**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক বিবরণী, ৩০ জুন, ২০২০

(টাকা'০০০)

বিবরণ	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস মেয়াদি	৩ হতে ১২ মাস মেয়াদি	১ হতে ৫ বছর মেয়াদি	৫ বছরের অধিক মেয়াদি
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৪,৫০২,৯৯৮	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৭৫০,৫৩২,০৮০	৬৪৯,৩৬৮,৭১৯	৪৩১,৭৫০,৩৮৭	৬০১,৪৭৮,৩৯৮	-
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	৯৪,১৭৯,৫৫৭	১১,৯২৪	-	-	১১০,০২৯,০০৬
স্বর্ণ ও রৌপ্য	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৪১৩,২৩২	১৮১,৫১২	১১,১২৮,৩০১	৩৮২,৩৯৭,৩২৭	৭,১৩৫,৫২৫
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	১১,২৪০,৪৩৮	-	-	৫,২২৪,১৪৪	৮০
মোট	**৯৬৮,৫৪৫,২৮২**	**৬৪৯,৫৬২,১৫৫**	**৪৪২,৮৭৮,৬৮৯**	**৯৮৯,০৯৯,৮৬৯**	**১১৭,১৬৪,৬১১**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,৮৪৫,৯৩৭	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ্ ক্রয়	৭১,৫৯০,২৪৬	-	-	-	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৭০,২৯৬,৬০৯	৫৫,৭১১,৫১৭	৬৩,৭৮৪,৮৪১	৯৪,৯৯৮,৫২৫	১৩৫,২৯৯,২১৭
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	-	৬৫০,০০০	-	১৫,২৯৫,০০০
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	২,১১৮,৮০৩	৩১,৬৮০,৮১৯	১১,২৬৮,৫২৪	২৯,১২৬,৩৮৩	৪৭,৩৫০,৪৪২
অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ	৯,২৭২,৩৪০	-	-	-	-
মোট	**১৫৮,১২৩,৯৩৬**	**৮৭,৩৯২,৩৩৬**	**৭৫,৭০৩,৩৬৫**	**১২৪,১২৪,৯০৭**	**১৯৭,৯৪৪,৬৫৯**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**১,১২৬,৬৬৯,২১৮**	**৭৩৬,৯৫৪,৪৯১**	**৫১৮,৫৮২,০৫৪**	**১,১১৩,২২৪,৭৭৬**	**৩১৫,১০৯,২৭০**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২২৩,৯৫৫,৬৮৭	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৬১১,৩৬১	-	-	৫৪,৪৫৭,৩০৪	১৬৬,২৬১,১১৯
মোট	**২২৫,৫৬৭,০৪৮**	**-**	**-**	**৫৪,৪৫৭,৩০৪**	**১৬৬,২৬১,১১৯**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	২,০৬৫,৫২৮,১৬৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	৬,৪১৩	২৪,৮০১,৯৬৯	১,০৭৫,৩৪৭	৫৯,৬৭৩,০৮০	৯৮,৭৪৬,৭৭৭
মোট	**২,৮২৯,১০৮,৮৮৭**	**২৪,৮০১,৯৬৯**	**১,০৭৫,৩৪৭**	**৫৯,৬৭৩,০৮০**	**৯৮,৭৪৬,৭৭৭**
মোট আর্থিক দায়	**৩,০৫৪,৬৭৫,৯৩৫**	**২৪,৮০১,৯৬৯**	**১,০৭৫,৩৪৭**	**১১৪,১৩০,৩৮৫**	**২৬৫,০০৭,৮৯৬**
মেয়াদপূর্তি বিচ্যুতি	**(১,৯২৮,০০৬,৭১৭)**	**৭১২,১৫২,৫২২**	**৫১৭,৫০৬,৭০৭**	**৯৯৯,০৯৪,৩৯২**	**৫০,১০১,৩৭৩**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন ২০১৯

বিবরণ	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস মেয়াদি	৩ হতে ১২ মাস মেয়াদি	১ হতে ৫ বছর মেয়াদি	৫ বছরের অধিক মেয়াদি
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,০৩৩,৭০০	-	-	-	-
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৬৮৬,৮০৯,৮২০	৫৬৯,৪১০,৩২৪	৪১০,৭১৭,৮৯৬	৫৭৭,০৩৪,৯৪৫	-
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	১০৫,২৪৪,১৩৯	২১৮,৪০৬	-	-	১১০,৭৪৮,৯৬১
স্বর্ণ ও রৌপ্য	৫৩,৬৯৩,৬৭০	-	-	-	-
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৩৭,১৪৫,৫৪৪	১২১,৭৯৯,৪৭৮	১২১,৩৫০,৯১২	৯,০১৪,৮৬৪	৬,২৬৮,৯৭৩
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	১৩,৯৪৩,৮৮৫		৫,২২৪,১৪৪		৮০
মোট	**৯৪৫,৮৭০,৭৫৮**	**৬৯১,৪২৮,২০৮**	**৫৩৭,২৯২,৯৫১**	**৫৮৬,০৪৯,৮০৮**	**১১৭,০১৮,০১৪**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ					
টাকা, কয়েন ও নগদ স্থিতি	৪,৯৯৫,৭৬৩	-	-	-	-
পুনঃবিক্রয়ের চুক্তিতে সিকিউরিটিজ্ ক্রয়	১৭৬,৬৩১				
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	২৪,৬৫৯,৮৬৫	৬৭,৯০২,২৮২	৯৫,৭০৮,৭৮১	৫৮,৬৩৯,৮০৭	৬৭,০০১,৮৪৩
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	-	-	-	৬৫০,০০০	১৫,২৯৫,০০০
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	১,৬৫২,২৫৬	১২,০৩৪,৭০২	১৫,৮৮৪,৩১৫	৩১,৫১৪,৪৪০	৩৯,৯২৯,৮৬৯
অন্যান্য স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ	৮,৮৬৬,২৭৫	-	-	-	-
মোট	**৪০,৩৫০,৭৯০**	**৭৯,৯৩৬,৯৮৪**	**১১১,৫৯৩,০৯৬**	**৯০,৮০৪,২৪৭**	**১২২,২২৬,৭১২**
মোট আর্থিক সম্পদসমূহ	**৯৮৬,২২১,৫৪৮**	**৭৭১,৩৬৫,১৯২**	**৬৪৮,৮৮৬,০৪৮**	**৬৭৬,৮৫৪,০৫৭**	**২৩৯,২৪৪,৭২৬**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়					
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	১৯৯,৮৫১,৭১৯	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১,৭১৫,৩৩২	-	-	৬৫,৫১১,৬৪৭	১৬৭,৪৯২,৯৭৮
মোট	**২০১,৫৬৭,০৫১**	**-**	**-**	**৬৫,৫১১,৬৪৭**	**১৬৭,৪৯২,৯৭৮**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়					
প্রচারণকৃত মুদ্রা	১,৬৮৮,৬০৩,৮৭৪	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	৭৫৭,৮৫৩,৮০৮	-	-	-	-
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	৯৫	-	-	-	-
স্থানীয় মুদ্রায় অন্যান্য আর্থিক দায়	৬,৪১৩	২৪,০১১,৮৪৪	৩৪৪,৫৬৮	৫৮,৪৭৯,০০৩	৪৭,৭৮৫,৯৫১
মোট	**২,৪৪৬,৪৬৪,১৯০**	**২৪,০১১,৮৪৪**	**৩৪৪,৫৬৮**	**৫৮,৪৭৯,০০৩**	**৪৭,৭৮৫,৯৫১**
মোট আর্থিক দায়	**২,৬৪৮,০৩১,২৪১**	**২৪,০১১,৮৪৪**	**৩৪৪,৫৬৮**	**১২৩,৯৯০,৬৫০**	**২১৫,২৭৮,৯২৯**
মেয়াদপূর্তি বিচ্যুতি	**(১,৬৬১,৮০৯,৬৯৩)**	**৭৪৭,৩৫৩,৩৪৮**	**৬৪৮,৫৪১,৪৮০**	**৫৫২,৮৬৩,৪০৭**	**২৩,৯৬৫,৭৯৭**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩) বাজার ঝুঁকি

বাজার ঝুঁকি হচ্ছে বাজার মূল্যে পরিবর্তনজনিত কারণে যে ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হয়। যেমন - বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, সুদ হার এবং ইক্যুইটির মূল্য ইত্যাদি ব্যাংকের সামগ্রিক আয় অথবা এর ধারণকৃত আর্থিক হাতিয়ারের মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বাজার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে বাজার ঝুঁকির সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করা এবং পাশাপাশি লাভের হার সর্বোচ্চকরণ।

ক) মুদ্রা ঝুঁকি

মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তনের কারণে মুদ্রা ঝুঁকি (বিনিময় হার ঝুঁকি) সৃষ্টি হয়, যা আর্থিক হাতিয়ারসমূহের ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহের বাজার মূল্যকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রম বিনিয়োগ কমিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রমের অনুমোদিত গাইডলাইন অনুসারে বিনিয়োগ কমিটি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। গাইডলাইনসমূহে যৌক্তিক রিটার্ন অর্জনের জন্য বিভিন্ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নির্দেশনা দেয়া হয়। গাইডলাইনে অনুমোদিত মানদণ্ড অনুযায়ী মুদ্রার অবস্থা বিবেচনা করে বিনিয়োগ, পোর্টফোলিওর পরিমাণ ও সময়কাল বিবেচনা অনুসারে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপক/ডিলারগণ মানদণ্ড মেনে চলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন এবং বিনিয়োগ কমিটির অনুমোদন অনুযায়ী দৈনিক/সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পুনঃবিন্যাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট থাকেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ ও দায়

৩০ জুন, ২০২০

টাকা,০০০

বিবরণ	ইউএস ডলার সমতুল্য	স্বর্ণ ও রৌপ্য সমতুল্য	ইউরো সমতুল্য	জিবিপি সমতুল্য	ইয়েন সমতুল্য	কাঃডঃ সমতুল্য	অঃ ডঃ সমতুল্য	সিএনওআই সমতুল্য	এসডিআর সমতুল্য	অন্যান্য সমতুল্য
সম্পদ										
অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা	৭,৮৪৩,৩৮৯	-	১০,১১৯,৩৩৬	৯,৫৩৪,৯৮৫	১২,৮০২,২৮৩	১,৪৮৩,২৫১	৭২৩,৪১১	৬৩৪,০৫১	-	১,৩৬২,২৯৪
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	১৮৮,০৮৭,৪৬০	-	৩১,৩২৫,৩৯২	-	-	-	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	১,১২০,২৬৩,৭২০	-	-	১১৫,২০২,৬০৯	-	৩১,৭৫৪,৮৭৭	৩৮,৮২৪,৪৮৩	৩৩,৪০৭,৩৩৩	-	৮২৭,০২৩
ট্রেজারি বিল	৮৪,৮১৫,৪৭৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদেশি বন্ড	৪৪৮,৭৫০,১৮৫	-	১১০,০৮২,৪৯৮	৪,৮২৪,৬৪৮	-	৪,৩৮২,০৩৭	৯,৮২৬,৪৬১	৪৮০,৫০৫	-	-
ইউএস ট্রেজারি নোটস্	২১০,২৭৪,৮৮১									
অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ	৪০১,২৫৫,৮৯৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	-	৬৭,৬৭৬,৯৭৭	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	৯,৭৯৩,৭৫৯	-	৮২৮,৪৩৭	১৯০,৭৮০	-	৫৬,৯৬৯	১৮৪,২৪২	১৮২,৫১৩	-	৩,৭৩৮
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	-	-	-	-	-	-	-	-	২০৪,২২০,৪৮৮	-
মোট	**২,৪৭১,০৮৪,৭৬২**	**৬৭,৬৭৬,৯৭৭**	**১৫২,৩৫৫,৬৬২**	**১২৯,৭৫৩,০২২**	**১২,৮০২,২৮৩**	**৩৭,৬৭৭,১৩৪**	**৪৯,৫৫৮,৫৯৬**	**৩৪,৭০৪,৪০২**	**২০৪,২২০,৪৮৮**	**২,১৯৩,০৫৪**
দায়										
অন্যান্য ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও আকুর জমা	১৯৪,১৩৬,৩০৫	-	২৯,৩৯৪,৯৬৪	৪০৮,৮৯৩	১৪,৭০৫	৮১৯	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	-	-	-	-	-	-	-	-	২২২,৩২৯,৭৮৫	-
মোট	**১৯৪,১৩৬,৩০৫**	**-**	**২৯,৩৯৪,৯৬৪**	**৪০৮,৮৯৩**	**১৪,৭০৫**	**৮১৯**	**-**	**-**	**২২২,৩২৯,৭৮৫**	**-**
নিট	**২,২৭৬,৯৪৮,৪৫৭**	**৬৭,৬৭৬,৯৭৭**	**১২২,৯৬০,৬৯৮**	**১২৯,৩৪৪,১২৯**	**১২,৭৮৭,৫৭৮**	**৩৭,৬৭৬,৩১৫**	**৪৯,৫৫৮,৫৯৬**	**৩৪,৭০৪,৪০২**	**(১৮,১০৯,২৯৭)**	**২,১৯৩,০৫৪**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ ও দায়

৩০ জুন, ২০১৯

টাকা,০০০

বিবরণ	ইউএস ডলার সমতুল্য	স্বর্ণ ও রৌপ্য সমতুল্য	ইউরো সমতুল্য	জিবিপি সমতুল্য	ইয়েন সমতুল্য	কাঃডঃ সমতুল্য	অঃ ডঃ সমতুল্য	সিএনওআই সমতুল্য	এসডিআর সমতুল্য	অন্যান্য সমতুল্য
সম্পদ										
অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং	২৮,৯৫২,৭৭৯	-	৫,৩৫৮,৩২৪	১,৬৮২,২৪৩	১০,৬৮৬,২০২	৭৬৮,৮৯২	৭৮১,১২০	৫৭১,২২২	-	৫৫১
স্বল্পতম মেয়াদি বিনিয়োগ	১৩৩,৩৪৯,৪৫০	-	৮,৬৭৫,৩৯৯	-	-	-	-	-	-	-
বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	৯০৯,৪৮৭,৪১৮	-	-	১০৪,৯৮২,৯২৫	-	৩২,৮৭৫,৫১১	৩৯,১০৩,০৮৯	৩২,১৬৫,৬৭০	-	১,৯৯১,০৫৫
ট্রেজারি বিল	৮৪,০২৪,৮৯২	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদেশি বন্ড	৪৯১,৬৭৯,৮৭৭	-	১০৬,৫৪৯,৮৬০	৫,৮৫৭,১৩০	-	৪,৫১১,৮৯৭	৯,৩৮৩,২৩৪	১,৯৭১,১২৬	-	-
ইউএস ট্রেজারি নোট	২৭৭,৩৬৪,৪৫০									
অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ	২৯৫,৫৭৯,৭৭১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	-	৫৩,৬৯৩,৬৭০	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রাপ্য সুদ	১১,৯৮৩,২৮৪	-	১,০৩১,৮৫৭	২৫৪,৬৪০	-	১৫১,৯২৮	৩২৬,৩২২	১৯২,৭৭৫	-	৩,০৭৯
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	-	-	-	-	-	-	-	-	২১৬,২১১,৫০৭	-
মোট	**২,২৩২,৪২১,৯২১**	**৫৩,৬৯৩,৬৭০**	**১২১,৬১৫,৪৪০**	**১১২,৭৭৬,৯৩৮**	**১০,৬৮৬,২০২**	**৩৮,৩০৮,২২৮**	**৪৯,৫৯৩,৭৬৫**	**৩৪,৯০০,৭৯৩**	**২১৬,২১১,৫০৭**	**১,৯৯৪,৬৮৫**
দায়										
অন্যান্য ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও আকুর জমা	১৯৪,৫৫৮,০৭৮	-	৪,৪০২,৭৩৮	৮৮৩,২৪৩	৭,৪৬৩	১৯৭	-	-	-	-
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	-	-	-	-	-	-	-	-	২৩৪,৭১৯,৯৫৭	-
মোট	**১৯৪,৫৫৮,০৭৮**	**-**	**৪,৪০২,৭৩৮**	**৮৮৩,২৪৩**	**৭,৪৬৩**	**১৯৭**	**-**	**-**	**২৩৪,৭১৯,৯৫৭**	**-**
নিট	**২,০৩৭,৮৬৩,৮৪৩**	**৫৩,৬৯৩,৬৭০**	**১১৭,২১২,৭০২**	**১১১,৮৯৩,৬৯৫**	**১০,৬৭৮,৭৩৯**	**৩৮,৩০৮,০৩১**	**৪৯,৫৯৩,৭৬৫**	**৩৪,৯০০,৭৯৩**	**(১৮,৫০৮,৪৫০)**	**১,৯৯৪,৬৮৫**

মুদ্রা ঝুঁকির সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপাদান স্থির রেখে এই বছরে যদি ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের প্রধান মুদ্রাসমূহের বিপরীতে টাকার মূল্যমান ১০ শতাংশ কমে যেত তবে মুনাফার পরিমাণ ৪২৬.৬৮ মিলিয়ন টাকা বেশি হতো, (২০১৯:১,৩০৪ মিলিয়ন টাকা)। বিপরীতক্রমে, অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপদান স্থির রেখে টাকার মূল্যমান যদি ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয় তবে ঐ সকল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের বিপরীতে মুনাফা ৪২৬.৬৮ মিলিয়ন টাকা কম হতো, (২০১৯: ১,৩০৪ মিলিয়ন টাকা)।। লাভ/ক্ষতি উভয়ই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের সাথে অতি মাত্রায় সংবেদনশীল। ব্যাংক তার মূল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ রাখে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

খ) সুদ হার ঝুঁকি

সুদ হার পরিবর্তন হওয়ার কারণে ক্ষতি সংগঠিত হবার সম্ভাবনাই হলো সুদ হার ঝুঁকি। সম্পদ ও দায়সমূহ পুনঃমূল্যায়নে সুদ হার সঠিক না হলে গ্রুপ/গোষ্ঠীটি সুদ হার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। যেহেতু মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন এবং বজায় রাখা ব্যাংকের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য, ব্যাংক তার নিজস্ব প্রজ্ঞা দ্বারা মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে যা পরবর্তীতে ব্যাংক বাস্তবায়ন করে এবং মূল্য স্থিতিশীলতা অর্জন এবং বজায় রাখার জন্যে মুদ্রানীতি হাতিয়ার ব্যবহার করে। ৩০ জুন ২০২০ তারিখের চুক্তিভিত্তিক পুনঃমূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যাংকের সুদ হার সংবেদনশীলতার অবস্থা নিম্নে উপস্থাপিত হলো। এর মধ্যে ব্যাংকের আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহ বাহিত মূল্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা মেয়াদপূর্তির প্রাথমিক চুক্তিভিত্তিক পুনঃমূল্যায়নের দ্বারা শ্রেণিকৃত। নিম্নোক্ত সারণিতে পুনঃনির্ধারণের সময়সীমার মধ্যে সমস্ত আর্থিক উপকরণগুলোর সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো, যা পরিপক্কতার অবশিষ্ট মেয়াদের সমতুল্য।

সমন্বিত ৩০ জুন, ২০২০

'০০০ টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন, ২০২০ তারিখের স্থিতি	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				ভারিত গড় সুদ
		০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	
সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৪,৫০২,৯৯৮	৪৪,৫০২,৯৯৮	-	-	-	০.০০%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	২,৪৩৩,১২৯,৫৮৫	১,৩৯৯,৯০০,৭৯৯	৪৩১,৭৫০,৩৮৭	৬০১,৪৭৮,৩৯৮	-	১.২৩%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	২০৪,২২০,৪৮৮	৯৪,১৯১,৪৮১	-	-	১১০,০২৯,০০৬	০.৪০%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৪০১,২৫৫,৮৯৬	৫৯৪,৭৪৩	১১,১২৮,৩০১	৩৮২,৩৯৭,৩২৭	৭,১৩৫,৫২৫	২.২৭%
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	১৬,৪৬৪,৬৬২	১১,২৪০,৪৩৮	-	৫,২২৪,১৪৪	৮০	-
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৩,০৯৯,৫৭৩,৬২৯**	**১,৫৫০,৪৩০,৪৫৯**	**৪৪২,৮৭৮,৬৮৯**	**৯৮৯,০৯৯,৮৬৯**	**১১৭,১৬৪,৬১১**	-
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৪২০,০৯০,৭০৮	১২৬,০০৮,১২৭	৬৩,৭৮৪,৮৪১	৯৪,৯৯৮,৫২৫	১৩৫,২৯৯,২১৭	৭.২৭%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	৭,৬৭৭,২৭৫	-	৩,৭২৪,৮২৩	-	৩,৯৫২,৪৫২	৩.৪৯%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১২৩,২৬৪,৮০৫	৩৩,৭৯৯,৬২২	১১,২৬৮,৫২৪	২৯,১২৬,৩৮৩	৪৯,০৭০,২৭৬	৩.১২%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৫৫১,০৩২,৭৮৮**	**১৫৯,৮০৭,৭৪৮**	**৭৮,৭৭৮,১৮৭**	**১২৪,১২৪,৯০৭**	**১৮৮,৩২১,৯৪৪**	-
দায় সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	২২৩,৯৫৫,৬৮৭	২২৩,৯৫৫,৬৮৭	-	-	-	০.৮৩%
আইএমএফ এর নিকট দায়	২২২,৩২৯,৭৮৫	১,৬১১,৩৬১	-	৫৪,৪৫৭,৩০৪	১৬৬,২৬১,১১৯	০.১৯%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়	**৪৪৬,২৮৫,৪৭২**	**২২৫,৫৬৭,০৪৮**	-	**৫৪,৪৫৭,৩০৪**	**১৬৬,২৬১,১১৯**	-
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	-	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	-	-	-	০.০০%
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়	-	**৭৬৩,৫৭৪,৩০৭**	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

সমন্বিত ৩০ জুন, ২০১৯

'০০০ টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন, ২০১৯ তারিখের স্থিতি	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				ভারিত গড় সুদ
		০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	
সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,০৩৩,৭০০	৪৯,০৩৩,৭০০	-	-	-	০.৯২%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	২,২৪৩,৯৭২,৯৮৩	১,২৫৬,২২০,১৪৩	৪১০,৭১৭,৮৯৬	৫৭৭,০৩৪,৯৪৫	-	২.৩৬%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	২১৬,২১১,৫০৭	১০৫,৪৬২,৫৪৫	-	-	১১০,৭৪৮,৯৬১	১.১০%
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	২৯৫,৫৭৯,৭৭০	১৫৮,৯৪৫,০২২	১২১,৩৫০,৯১২	৯,০১৪,৮৬৪	৬,২৬৮,৯৭৩	৩.৪৬%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১৯,১৬৮,১০৯	১৩,৯৪৩,৮৮৫	৫,২২৪,১৪৪	-	৮০	০.০০%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**২,৮২৩,৯৬৬,০৬৯**	**১,৫৮৩,৬০৫,২৯৫**	**৫৩৭,২৯২,৯৫২**	**৫৮৬,০৪৯,৮০৯**	**১১৭,০১৮,০১৪**	-
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৩১৩,৯১২,৫৭৮	৯২,৫৬২,১৪৭	৯৫,৭০৮,৭৮১	৫৮,৬৩৯,৮০৭	৬৭,০০১,৮৪৩	৬.৩৭%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	৭,০৭২,৪৪৬	-	৩,১১৯,৯৯৪	-	৩,৯৫২,৪৫২	৩.৪৯%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১০২,৭২৮,৪১৬	১৩,৬৮৬,৯৫৮	১৬,০১৯,৯৮৩	৩১,৫১৪,৪৪০	৪১,৫০৭,০৩৫	৪.০৩%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৪২৩,৭১৩,৪৪০**	**১০৬,২৪৯,১০৫**	**১১৪,৮৪৮,৭৫৮**	**৯০,১৫৪,২৪৭**	**১১২,৪৬১,৩৩০**	-
দায়সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	১৯৯,৮৫১,৭১৯	১৯৯,৮৫১,৭১৯	-	-	-	১.৯৮%
আইএমএফ এর নিকট দায়	২৩৪,৭১৯,৯৫৭	১,৭১৫,৩৩২	-	৬৫,৫১১,৬৪৭	১৬৭,৪৯২,৯৭৮	১.১০%
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়	**৪৩৪,৫৭১,৬৭৬**	**২০১,৫৬৭,০৫১**	-	**৬৫,৫১১,৬৪৭**	**১৬৭,৪৯২,৯৭৮**	-
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	৯৫	৯৫	-	-	-	০.০০%
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়	৯৫	৯৫	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

পৃথক ৩০ জুন, ২০২০

'০০০ টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন, ২০২০ তারিখের স্থিতি	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				ভারিত গড় সুদ
		০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	
সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৪,৫০২,৯৯৮	৪৪,৫০২,৯৯৮	-	-	-	০.০০%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	২,৪৩৩,১২৯,৫৮৫	১,৩৯৯,৯০০,৭৯৯	৪৩১,৭৫০,৩৮৭	৬০১,৪৭৮,৩৯৮	-	১.২৩%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	২০৪,২২০,৪৮৮	৯৪,১৯১,৪৮১	-	-	১১০,০২৯,০০৬	০.৪০%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	৪০১,২৫৫,৮৯৬	৫৯৪,৭৪৩	১১,১২৮,৩০১	৩৮২,৩৯৭,৩২৭	৭,১৩৫,৫২৫	২.২৭%
অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	১৬,৪৬৪,৬৬২	১১,২৪০,৪৩৮	-	৫,২২৪,১৪৪	৮০	০.০০%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৩,০৯৯,৫৭৩,৬২৯**	**১,৫৫০,৪৩০,৪৫৯**	**৪৪২,৮৭৮,৬৮৯**	**৯৮৯,০৯৯,৮৬৯**	**১১৭,১৬৪,৬১২**	-
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৪২০,০৯০,৭০৮	১২৬,০০৮,১২৭	৬৩,৭৮৪,৮৪১	৯৪,৯৯৮,৫২৫	১৩৫,২৯৯,২১৭	৭.২৭%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৫,৯৪৫,০০০	-	-	-	১৫,২৯৫,০০০	৩.৪৯%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদেরকে স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১২১,৫৪৪,৯৭১	৩৩,৭৯৯,৬২২	১১,২৬৮,৫২৪	২৯,১২৬,৩৮৩	৪৭,৩৫০,৪৪২	৩.১১%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৫৫৭,৫৮০,৬৭৯**	**১৫৯,৮০৭,৭৪৮**	**৭৫,০৫৩,৩৬৪**	**১২৪,১২৪,৯০৭**	**১৯৭,৯৪৪,৬৫৯**	-
দায়সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আমানত গ্রহণ	২২৩,৯৫৫,৬৮৭	২২৩,৯৫৫,৬৮৭	-	-	-	০.৮৩%
আইএমএফ এর নিকট দায়	২২২,৩২৯,৭৮৫	১,৬১১,৩৬১	-	৫৪,৪৫৭,৩০৪	১৬৬,২৬১,১১৯	০.১৯%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়	**৪৪৬,২৮৫,৪৭২**	**২২৫,৫৬৭,০৪৮**	**-**	**৫৪,৪৫৭,৩০৪**	**১৬৬,২৬১,১১৯**	-
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহ						
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে আমানত গ্রহণ	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	৭৬৩,৫৭৪,৩০৭	-	-	-	০.০০%
মোট স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়	**৭৬৩,৫৭৪,৩০৭**	**৭৬৩,৫৭৪,৩০৭**	-	-	-	-

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৩০ জুন, ২০১৯

'০০০ টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন, ২০১৯ তারিখের স্থিতি	পুনঃমূল্যায়ন সময়কাল				ভারিত গড় সুদ
		০ হতে ৩ মাস পর্যন্ত	৩ হতে ১২ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৫ বছর পর্যন্ত	৫ বছরের অধিক সময়ের জন্য	
সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪৯,০৩৩,৭০০	৪৯,০৩৩,৭০০	-	-	-	০.৯২%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	২,২৪৩,৯৭২,৯৮৩	১,২৫৬,২২০,১৪৩	৪১০,৭১৭,৮৯৬	৫৭৭,০৩৪,৯৪৫	-	২.৩৬%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	২১৬,২১১,৫০৭	১০৫,৪৬২,৫৪৫	-	-	১১০,৭৪৮,৯৬১	১.১০%
স্বর্ণ লেনদেনজনিত দাবি	২৯৫,৫৭৯,৭৭০	১৫৮,৯৪৫,০২২	১২১,৩৫০,৯১২	৯,০১৪,৮৬৪	৬,২৬৮,৯৭৩	৩.৪৬%
ব্যাংকসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১৯,১৬৮,১০৯	১৩,৯৪৩,৮৮৫	৫,২২৪,১৪৪	-	৮০	০.০০%
মোট- বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**২,৮২৩,৯৬৬,০৬৯**	**১,৫৮৩,৬০৫,২৯৫**	**৫৩৭,২৯২,৯৫২**	**৫৮৬,০৪৯,৮০৯**	**১১৭,০১৮,০১৪**	-
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ						
বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৩১৩,৯১২,৫৭৮	৯২,৫৬২,১৪৭	৯৫,৭০৮,৭৮১	৫৮,৬৩৯,৮০৭	৬৭,০০১,৮৪৩	৬.৩৭%
স্থানীয় মুদ্রায় বিনিয়োগ	১৫,৯৪৫,০০০	-	-	৬৫০,০০০	১৫,২৯৫,০০০	৩.৪৯%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদের স্থানীয় মুদ্রায় প্রদত্ত ঋণ	১০১,০১৫,৫৮২	১৩,৬৮৬,৯৫৮	১৫,৮৮৪,৩১৫	৩১,৫১৪,৪৪০	৩৯,৯২৯,৮৬৯	৪.০২%
মোট- স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ	**৪৩০,৮৭৩,১৬০**	**১০৬,২৪৯,১০৫**	**১১১,৫৯৩,০৯৬**	**৯০,৮০৪,২৪৭**	**১২২,২২৬,৭১২**	-
দায়						
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়						
বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা		১৯৯,৮৫১,৭১৯	-	-	-	১.৯৮%
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	২৩৪,৭১৯,৯৫৭	১,৭১৫,৩৩২	-	৬৫,৫১১,৬৪৭	১৬৭,৪৯২,৯৭৮	১.১০%
মোট-বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়	**৪৩৪,৫৭১,৬৭৬**	**২০১,৫৬৭,০৫১**	**-**	**৬৫,৫১১,৬৪৭**	**১৬৭,৪৯২,৯৭৮**	-
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়						
স্বল্পমেয়াদি ঋণ	৯৫	৯৫	-	-	-	০.১৮%
ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে আমানত গ্রহণ	৭৫৭,৮৫৩,৮০৮	৭৫৭,৮৫৩,৮০৮	-	-	-	০.০০%
মোট-স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়	**৭৫৭,৮৫৩,৯০৩**	**৭৫৭,৮৫৩,৯০৩**	-	-	-	-

সুদ হার ঝুঁকির সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপাদান অপরিবর্তিত রেখে এই অর্থবছরে, যদি সুদ হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট বেশি থাকত তবে লাভ ৩৫,৩৪৮.২৩ মিলিয়ন টাকা বেশি হতো (২০১৯: ২৮,০৪০ মিলিয়ন টাকা), যা মূলত আর্থিক সম্পদসমূহের উপর উচ্চ সুদ হারের কারণে অর্জিত হতো। বিপরীতক্রমে, অন্য সকল পরিবর্তনশীল উপাদান অপরিবর্তিত রেখে যদি সুদ হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট কম থাকত তবে এই বছরের লাভ ৩৫,৩৪৮.২৩ মিলিয়ন টাকা কম হতো (২০১৯ : ২৮,০৪০ মিলিয়ন টাকা),যা মূলত আর্থিক সম্পদসমূহের উপর নিম্ন সুদ হারের কারণে হতো। যেহেতু সুদ হার হলো এই ব্যাংকের আয়ের মূল খাত, সেহেতু ব্যাংকের লাভ সুদের হারের পরিবর্তনের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪) পরিচালনা ঝুঁকি

পরিচালন ঝুঁকি হলো গ্রুপের প্রক্রিয়া, কর্মী, প্রযুক্তি, অবকাঠামো এবং ঋণ, বাজার ও তারল্য ব্যতীত বিভিন্নমুখী অন্যান্য বাহ্যিক কারণে সৃষ্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঝুঁকি যেমন মনুষ্যঘটিত ভুল, অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগত ব্যর্থতা, আইনি ও নিয়ন্ত্রক সংক্রান্ত চাহিদা এবং সর্বজন স্বীকৃত কর্পোরেট আচরণ থেকে উদ্ভূত। পরিচালনা ঝুঁকি গ্রুপের সকল কার্যক্রম হতে সৃষ্ট হয়।

পরিচালনা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করাকে দৈনন্দিন কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সুযোগ এবং ঝুঁকির সময় গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করা হয়। পরিচালনাগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে ব্যাংকভিত্তিক কর্পোরেট নীতি নির্ধারণ যা কর্মীদের জন্য অপরিহার্য মানদণ্ড এবং গ্রুপের বিভিন্ন কার্যাবলীর জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বর্ণনা করে। কর্পোরেট নীতিমালাসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা এবং একটি সক্রিয় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভাগীয় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

৪১ সম্ভাব্য দায়

বাংলাদেশ সরকারের কাউন্টার গ্যারান্টি বিপরীতে আন্তর্জাতিক ইসলামিক বাণিজ্য অর্থায়ন সংস্থার পক্ষে ৩০ জুন, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৫,৪৭০.৩১ মিলিয়ন টাকার (২০১৯ ঃ ২৫,৩৫০.২০৭ মিলিয়ন টাকা) সম্ভাব্য দায় রয়েছে।

৪২ পরিচালনা বিভাজন

ব্যাংকের কার্যক্রম শুধুমাত্র বাংলাদেশেই কেন্দ্রীভূত বিধায় এরূপ গঠনপ্রণালীর কারণে পরিচালনা বিভাজনের জন্য প্রযোজ্য আইএফআরএস-৯ এর একক প্রতিবেদন উপযুক্ত। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার অনুযায়ী ব্যাংকের ইস্যু ও ব্যাংকিং কার্যাবলী অনুসারে আয় ও ব্যয়সমূহকে পৃথকভাবে প্রতিবেদনে দেখানোর বাধ্যবাধকতা থাকলেও এর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ সকল কার্যক্রম পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয় না।

৪৩ নির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনাসমূহের অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়ন

সম্প্রতি স্বাধীন অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল ফার্ম, এআইআর কনসালটিং কর্তৃক ৩০ জুন ২০১৬ ভিত্তিক অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩০ জুন ২০১৬ অর্থবছরে পেনশন ফান্ডের দায় ছিল ১৫,৪৯৪,৬৪৬ হাজার টাকা এবং গ্র্যাচুইটি ফান্ডের জন্য ছিল ১,২১৭,৭৯১ হাজার টাকা। পরবর্তী বছরগুলোতে মূল্যায়নকারী ফার্মের সুপারিশের ভিত্তিতে দায় নিরূপণ করা হয়েছে।

৩০ জুন ২০২০ অর্থবছরে পেনশন ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটি ফান্ডের দায় যথাক্রমে ২১,১৩২,৬৭১ হাজার টাকা এবং ১,৬৬৯,৮৭৬ হাজার টাকা হিসাবায়িত হয়। নিম্নে ফান্ডের স্থিতিসমূহ দেয়া হলো ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ	ভবিষ্য তহবিলের পরিকল্পনা		আনুতোষিকের পরিকল্পনা	
	২০২০	২০১৯	২০২০	২০১৯
প্রস্তুতকৃত তারিখে স্বীকৃত পরিমাণ				
বছরের শুরুতে স্থিতি	১৯,৫৪১,৭৪৪	১৮,১১৫,০৭২	১,৮১৬,৮৪৪	১,৮৭২,৩৯৫
চলতি বছরে প্রদেয়	(১,৩৪৩,৮৩৯)	(১,১৩০,৪২৮)	(১৬১,৪০৩)	(৫৫,৫৫১)
চলতি বছরে দান/স্থানান্তর	২,৯৩৪,৭৬৬	২,৫৫৭,১০০	১৪,৪৩৫	-
তহবিলের স্থিতি	**২১,১৩২,৬৭১**	**১৯,৫৪১,৭৪৪**	**১,৬৬৯,৮৭৬**	**১,৮১৬,৮৪৪**

অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়নের অনুমান

বিবরণ	ভবিষ্য তহবিলের পরিকল্পনা		আনুতোষিকের পরিকল্পনা	
	২০২০	২০১৯	২০২০	২০১৯
বাট্টা হার	৭.৫০%	৭.৫০%	৬.১০%	৬.১০%
বেতন বৃদ্ধি হার	৫%	৫%	৫%	৫%

ভবিষ্যৎ মৃত্যু হার এফএ ১৯৭৫-৭৮ এর প্রকাশিত পরিসংখ্যান এবং মৃত্যু হার তালিকার ভিত্তিতে অনুমান করা হয়েছে (যুক্তরাজ্যের বীমাকারীদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে)।

সংবেদনশীলতা

অন্যান্য সূচক অপরিবর্তিত থেকে বাট্টা হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট ভিত্তি হ্রাস পেলে, ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক তহবিলে জমা চলতি বছরে যথাক্রমে ১৯৫.৬৭ মিলিয়ন টাকা এবং ১৫.৪৭ মিলিয়ন টাকা বেশি হতো যা মূলত নিম্ন বাট্টা আয়ের ফলে উদ্ভূত। অন্যদিকে, অন্যান্য সূচক অপরিবর্তিত থেকে বাট্টা হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট ভিত্তি বেশি হলে, ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক তহবিলে জমা চলতি বছরে যথাক্রমে ১৯৫.৬৭ মিলিয়ন টাকা এবং ১৫.৪৭ মিলিয়ন টাকা কম হতো যা মূলত উচ্চ বাট্টা আয়ের ফলে উদ্ভূত। বাট্টা হার তহবিলের জমার হিসাবায়নের সাথে খুবই সংবেদনশীল।

৪৪ মূলধন অঙ্গীকার

৩০শে জুন, ২০২০ তারিখে সিভিল, যান্ত্রিক এবং ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ব্যাংকের মূলধনী প্রতিশ্রুতি রয়েছে ১৩৯.০৮ মিলিয়ন টাকা (২০১৯: ৩২১.৮৫ মিলিয়ন টাকা)।

৪৫ সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন

আর্থিক অথবা পরিচালন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে পক্ষসমূহকে সংশ্লিষ্ট বিবেচনা করা হয় যদি পক্ষটির অন্য পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করা অথবা সুনির্দিষ্টভাবে প্রভাবিত করার যোগ্যতা থাকে। ব্যাংকের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ, যা আন্তর্জাতিক হিসাব মান নং ২৪-এ সংজ্ঞায়িত; এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো পরিচালকগণ, কর্মকর্তাগণ, যে সকল কোম্পানিতে তারা মূল মালিক এবং মূল কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে ব্যাংকিং লেনদেন হয় স্বল্পতম সময়ের ভিত্তিতে পূর্বনির্ধারিত শর্তানুযায়ী।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ব্যাংকটি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং কর্পোরেশন-এর উপর বাংলাদেশ সরকারের স্বার্থ রয়েছে। ব্যাংক তার মুদ্রানীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এই সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করে।

আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থিতির বকেয়া এবং গড় নিম্নরূপ : টাকা' ০০০

বিবরণ	২০২০		২০১৯	
	বকেয়া	গড়	বকেয়া	গড়
বাংলাদেশ সরকারের নিকট বকেয়া স্থিতি ঃ				
ওয়েজ এন্ড মিনস্ এড্ভান্স	৬০,০০০,০০০	৩৭,১১৪,৪০০	১৪,২২৮,৮০০	২৭,১১৪,৪০০
ওভারড্রাফট - ব্লক	১১,৮৫০,০০০	১৯,৩৫০,০০০	২৬,৮৫০,০০০	৩৪,৩৫০,০০০
ওভারড্রাফট - কারেন্ট	৫,০৪২,৩০০	২,৫২১,১৫০	-	১৩,৯১৯,৫৫০
ট্রেজারি বিল	৮৩,৯৪২,৪৫০	১১৪,৩৬৩,৪৪৯	১৪৪,৭৮৪,৪৪৭	৯৬,৮০০,৬৩২
ট্রেজারি বন্ড	২৫৯,২৫৫,৯৫৮	১৯৩,৬৫২,৬৪৫	১২৮,০৪৯,৩৩১	৯৩,৬০৬,৮১২
অন্যান্য সম্পদ (প্রাপ্য সুদ)	৫,৮২১,০৪৯	৪,২৩৩,২২৩	২,৬৪৫,৩৯৭	১,৮৮২,১৭২
মোট	**৪২৫,৯১১,৭৫৭**	**৩৭১,২৩৪,৮৬৬**	**৩১৬,৫৫৭,৯৭৫**	**২৬৭,৬৭৩,৫৬৬**
অন্যান্য দায়				
আমানত	৫,০৬১	৫,০৬১	৫,০৬১	৫,০৪১
বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ	২৪,৮০১,৯৬৯	২৪,৪০৬,৯০৬	২৪,০১১,৮৪৪	১৩,২৭৩,৪৬১
মোট	**২৪,৮০৭,০৩০**	**২৪,৪১১,৯৬৭**	**২৪,০১৬,৯০৫**	**১৩,২৭৮,৫০১**
সাবসিডিয়ারি সংশ্লিষ্ট স্থিতি- সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন				
অন্যান্য সম্পদ - অগ্রিম পরিশোধ এবং আগাম	৮৮০,৩৩৯	৪৪০,১৭০	-	৩৩,৪৪৩
অন্যান্য দায়সমূহ- বিবিধ পাওনাদার	১,১২০,৬২৫	১,৪৩৮,৮৮৬	১,৭৫৭,১৪৭	১,৪১২,৭৭১

আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষ সম্পর্কিত আয় এবং ব্যয়সমূহ নিম্নরূপ :

সরকারের আয় ও ব্যয়সমূহ	২০২০	২০১৯
সুদ আয়	২৬,৪১৬,৭২৮	৯,৯৩০,৮৩৫
প্রাপ্ত কমিশন	৯,২৮৫	১১,৫৮২
মোট	**২৬,৪২৬,০১৩**	**৯,৯৪২,৪১৭**
ব্যয়		
এজেন্সি খরচ	৬,৯৯৮,০০০	৬,৭৬৬,৬০৮
অবলেখকের কমিশন- ট্রেজারি বিল ও বন্ড	৪৭০,৩০০	১৬৭,০১৪
মোট	**৭,৪৬৮,৩০০**	**৬,৯৩৩,৬২২**

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

		টাকা' ০০০
সাবসিডিয়ারি সংশ্লিষ্ট আয় ও ব্যয়- সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন	**২০২০**	**২০১৯**
লভ্যাংশ আয়	৩৬০,০০০	৩৬০,০০০
নোট ছাপানো ব্যয়	৩,১৪৫,৯৯১	৪,৮১২,১৯৯
মূল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ		
বেতন, মজুরি ও অন্যান্য সুবিধাদি (টীকা নং ৪৫.০৬)	৫,৬৮৪	৪,২৩৭

৪৫.০১ সরকার ও সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থার সাথে লেনদেন

চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, ব্যাংক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন করে থাকে। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকার যা ব্যাংকের প্রকৃত মালিক, তাছাড়া বিভিন্ন সরকারি বিভাগ এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাসমূহের সাথে ব্যাংক লেনদেন করে থাকে। সকল লেনদেন বাজারের হার অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়ে থাকে। যে সকল লেনদেনসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয় তা হলো:

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের কোষাধ্যক্ষ, ব্যাংকার এবং আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা রাখে; ব্যাংক সরকারের, সরকারি প্রতিনিধির এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের জমাকারক হিসাবে কাজ করে, সরকার ও সরকারি বিভাগসমূহ এবং সংস্থাসমূহকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।

খ) সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যাংক সরকার এবং সরকারের প্রতিনিধি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্যারান্টি ও ঋণ প্রদান করে থাকে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ন্ত্রণ করে;

গ) সরকার এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে সেবা প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক সাধারণত কোনো কমিশন, ফি অথবা চার্জ আদায় করে না।

ঘ) সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক সরকারি সিকিউরিটিজ ইস্যু করে থাকে এবং ইস্যুর অবিলিকৃত অংশ ও ব্যাংকের জন্য নির্ধারিত অংশ ক্রয় করে থাকে;

ঙ) সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক সরকারি ঋণ ও বৈদেশিক রিজার্ভ এর ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

চলতি বছরে ব্যাংক সরকারের পক্ষে ৫,৭২০,৩২১ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ (২০১৯ সালে : ৪,৬০১,৩২০ মিলিয়ন) এবং ৫,৭৭,১৩৫ মিলিয়ন (২০১৯ সালে : ৪,৫৪৭,৭০৯ মিলিয়ন) টাকা পরিশোধ করেছে। ৩০শে জুন ২০২০ তারিখে মোট বকেয়া স্থিতির পরিমাণ ৪২০,০৯০.৭১ মিলিয়ন টাকা।

(চ) ব্যবস্থাপনার অধীনস্থ সম্পদ		টাকা' ০০০
	২০২০	২০১৯
জাপান হতে ত্রাণ প্রাপ্তি	১১৮,১৩৭	১১৭,৬২৫

বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জাপানের নিকট হতে প্রাপ্ত ত্রাণ ব্যবস্থাপনা করে।

৪৫.০২ তাৎপর্যপূর্ণ বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন

চলতি বছরে ব্যাংক হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (এইচবিএফসি) হতে ডিবেঞ্চারের সুদ বাবদ ১৯৭.২৫ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ করেছে যা সুদ আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪৫.০৩ নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন

চলতি বছরে ব্যাংক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে নোট মুদ্রণ ব্যয় বাবদ ৩,৫৫২.২৮ মিলিয়ন টাকা (২০১৯: ৪,৮১২.২০ মিলিয়ন টাকা) সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ লিঃ কে পরিশোধ করেছে, যা সামগ্রিক আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি ১০০% শেয়ার মালিকানাধীন ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান। সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের সময় এই লেনদেন বাদ দেয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ লিঃ তাদের পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩৬০ মিলিয়ন টাকা (২০১৯: ৩৬০ মিলিয়ন টাকা) লভ্যাংশ প্রদান করেছে।

৪৫.০৪ অবসর কল্যাণ পরিকল্পনা সম্পর্কিত লেনদেন

অ্যাকচ্যুয়ারিয়্যাল ভ্যালুয়েশন প্রতিবেদন অনুযায়ী পর্যাপ্ত তহবিল থাকায় বিবেচ্য বছরে ব্যাংকের ব্যয় খাত হতে অবসর কল্যাণ পরিকল্পনা (এই পেনশন পরিকল্পনায় বিধবা/বিপত্নীকগণ অন্তর্ভুক্ত আছেন) বাবদ কোনো অর্থ স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়নি। অবসর সুবিধা পরিকল্পনার আওতায় জমাকৃত অর্থের স্থিতি টীকা নং ৪৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৫.০৫ পরিচালক পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত মুখ্য সদস্যগণ

নাম	চেয়ারম্যান/পরিচালক পর্ষদের সদস্যবৃন্দ	নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ	নিরীক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ
জনাব ফজলে কবির -পরিচালক পর্ষদের সভাপতি এবং গভর্নর হিসেবে ২০ মার্চ ২০১৬ তারিখ হতে নিযুক্ত হন।	সভাপতি	সভাপতি	-
জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম- ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং একই সাথে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব পদে নিযুক্ত আছেন।	সদস্য	সদস্য	আহ্বায়ক
জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মোনেম- পরিচালক হিসাবে ০৯ জানুয়ারি ২০২০ হতে পরবর্তী নির্দেশনার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। এছাড়াও তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের চেয়ারম্যান এবং সিনিয়র সচিব পদে নিয়োজিত আছেন।	সদস্য	-	-
জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার- ০৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখ হতে পরবর্তী নির্দেশনার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। এছাড়াও তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিভাগের সচিব পদে নিয়োজিত আছেন।	সদস্য	-	-
জনাব মাহবুব আহমেদ- ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন।	সদস্য	সদস্য	সদস্য
জনাব এ. কে. এম আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ- ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে পুনঃনিযুক্ত হন।	সদস্য	-	সদস্য
জনাব মোঃ নজরুল হুদা-০৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন।	সদস্য	-	সদস্য
জনাব এস, এম. মনিরুজ্জামান- ০৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং একই সাথে তিনি ডেপুটি গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত আছেন।	সদস্য	সদস্য	-
এ বছরে অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	১০	৭	৪

বাংলাদেশ ব্যাংক : আর্থিক বিবরণীর টীকাসমূহ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

৪৫.০৬ পরিচালক পর্ষদ ও উচ্চ ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত সদস্যগণের সম্মাননা

পরিচালক পর্ষদের সদস্যগণ সম্মানী বাবদ পেয়েছেন মোট ৬৫৩,৪৯০.০০ টাকা (২০১৯: ৬৩৫,৯১০.০০ টাকা) এবং গভর্নর মহোদয় বেতন বাবদ পেয়েছেন মোট ১,২১৮,৪০০.০০ টাকা (২০১৯: ১,২১৮,৪০০.০০ টাকা)। অধিকন্তু, গভর্নর মহোদয় ভাড়ামুক্ত সুসজ্জিত বাসস্থান সুবিধা ও সার্বক্ষণিক পরিবহন সুবিধা পেয়ে থাকেন। ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত অন্যান্য মুখ্য কর্মকর্তাগণ বেতন বাবদ পেয়েছেন ২,৯৭৭,২০০.০০ টাকা (২০১৯: ৩,০১৮,৮৬৩.৪৭ টাকা) । এছাড়াও, তারা অফিস হতে আবাসন ও পরিবহন সুবিধা পেয়ে থাকেন।

৪৬ স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী বিষয়সমূহ

স্থিতিপত্রের তারিখ হতে আর্থিক বিবরণীতে সমন্বয়যোগ্য বা প্রকাশযোগ্য উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি।

৪৭ আর্থিক প্রতিবেদনের জন্য পরিচালকদের দায়বদ্ধতা

২৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে পরিচালক পর্ষদ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ অনুমোদন করেছে।

পরিশিষ্ট-১

প্রধান নীতিমালার পর্যায়ক্রমিক ঘোষণা: অর্থবছর ২০

প্রধান নীতিমালার পর্যায়ক্রমিক ঘোষণা: অর্থবছর ২০

ক. ব্যাংক ও আর্থিক খাত উন্নয়ন

জুলাই ২০১৯ ● বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থবছর ২০-এর জন্য কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থবছর ২০-এর জন্য কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২৪১২৪ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৬৬ শতাংশ বেশি।

জুলাই ২০১৯ ● সকল ব্যাংক সংশ্লিষ্ট উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে প্রধান করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মবল নিয়ে ১০০ কোটি টাকা এবং তদূর্ধ্ব স্থিতি বিশিষ্ট শ্রেণিকৃত ঋণ হিসাবসমূহ তদারকির লক্ষ্যে 'Special Monitoring Cell' নামক একটি বিশেষ তদারকি সেল গঠন করবে এবং উক্ত সেল 'Quarterly Statement of Classified Loans amounting BDT 100 crore & above' নামক ত্রৈমাসিক বিবরণী স্ব স্ব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করবে। এছাড়া, উক্ত বিবরণী EDW (Enterprise Data Ware House)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগে দাখিল করতে হবে।

আগস্ট ২০১৯ ● আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নির্ণীত ইক্যুয়িটির সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ হারে কলমানি মার্কেট হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।

আগস্ট ২০১৯ ● ব্যাংকের ধারণকৃত স্থাবর/স্থায়ী সম্পদের মোট পরিমাণ (বুক ভ্যালু) ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ৩০ ভাগে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। ব্যাংক-কোম্পানির অর্থে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যে মোটরকার (Sedan) এবং এক কোটি টাকার অধিক মূল্যে জিপ (Sport Utility Vehicle) ক্রয় না করতে সকল তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নতুন শাখা স্থাপন বা বিদ্যমান শাখা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে শহর শাখার জন্য ৬,০০০ বর্গফুট এবং পল্লি শাখার জন্য ৩,০০০ বর্গফুট-এর ভবন/ ফ্লোর স্পেস ব্যবহার সীমিত রাখতে হবে। এছাড়া, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, বিজ্ঞাপন, ব্র্যান্ডিং এর নামে অতিরিক্ত খরচ পরিহার করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০১৯ ● তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক নতুন ও পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোট গ্রহণ, প্রদান এবং গণনাকরত সর্টিং ও প্যাকেটিং করার সময় নোটের উপর কোনো প্রকার সংখ্যা লিখন, অনুস্বাক্ষর প্রদান, সীল প্রদান কিংবা অন্য যে কোনো ধরনের লেখালেখি করা যাবে না। এছাড়া, তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ১০০০ টাকা মূল্যমানের নোট ব্যতীত যে কোনো মূল্যমানের নতুন ও পুনঃপ্রচলনযোগ্য নোটের প্যাকেট স্ট্যাপলিং করা যাবে না।

সেপ্টেম্বর ২০১৯ ● সকল প্রকার সঞ্চয়পত্রে পুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ লক্ষ অতিক্রম না করলে, এরূপ বিনিয়োগ হতে অর্জিত সুদের উপর উৎসে কর কর্তনের হার ১০ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ ৫ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে হলে উৎসে কর কর্তনের হার ১০ শতাংশ প্রযোজ্য হবে।

সেপ্টেম্বর ২০১৯ ● প্রচলিত ধারার ব্যাংকের জন্য অগ্রিম-আমানত হার (ADR) সর্বোচ্চ ৮৫ শতাংশ (৮১.৫ শতাংশ + সার্বিক আর্থিক সূচকসমূহ বিবেচনায় ব্যাংকের পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে অতিরিক্ত ৩.৫ শতাংশ) এবং ইসলামি শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক এবং প্রচলিত ধারার ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য বিনিয়োগ-আমানত হার (IDR) সর্বোচ্চ ৯০ শতাংশ (৮৯.০ শতাংশ + সার্বিক আর্থিক সূচকসমূহ বিবেচনায় ব্যাংকের পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে অতিরিক্ত ১.০ শতাংশ) নির্ধারণ করা হয়েছে।

অক্টোবর ২০১৯ ● বাজারে পেঁয়াজের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধকল্পে পেঁয়াজ আমদানি অর্থায়নের সুদ হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ নির্ধারণ করতে তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, পেঁয়াজ আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে মার্জিনের হার ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

অক্টোবর ২০১৯ ● বর্তমানে প্রচলিত 'BACPS Operating Rules & Procedure' এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত এ সংক্রান্ত সার্কুলার/সার্কুলার লেটারসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করে স্থানীয় মুদ্রার চেক ক্লিয়ারিং কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এ ব্যবস্থায় EFT লেনদেন প্রতিদিন ২টি সেশনে স্থানীয় মুদ্রায় সম্পন্ন করা হবে। প্রথম সেশন রাত ১২:০১ মিনিট হতে দুপুর ২:০০ মিনিট পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টি দুপুর ২:০১ মিনিট হতে রাত ১১:৫৯ মিনিট পর্যন্ত পরিচালিত হবে। ডেবিট ও ক্রেডিট লেনদেন পৃথক পৃথক ফাইলের মাধ্যমে অর্থাৎ একই ফাইলে উভয় প্রকার লেনদেন অন্তর্ভুক্ত না করে উপস্থাপন করতে হবে। ডেবিট ও ক্রেডিট লেনদেনের ক্ষেত্রে পরবর্তী সেশনের মধ্যে Return কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এতদ্‌ব্যতীত, অন্যান্য ক্ষেত্রে EFT লেনদেন বর্তমানে প্রচলিত 'BEFTN Operating Rules' এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এ সংক্রান্ত সার্কুলার/সার্কুলার লেটারসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

অক্টোবর ২০১৯ ● ব্যাংকিং খাতে আমানত বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র আমানতকারীদেরকে ব্যাংকমুখী করার লক্ষ্যে তফসিলি ব্যাংকসমূহকে সঞ্চয়ী হিসাবে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত গড় আমানত স্থিতির ক্ষেত্রে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ফি আদায় করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সঞ্চয়ী হিসাবে প্রতি ষাণ্মাসিকে ১০,০০০ টাকার অধিক কিন্তু ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত গড় আমানত স্থিতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০০ টাকা; ২৫,০০০ টাকার অধিক কিন্তু ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গড় আমানত স্থিতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা; ২ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গড় আমানত স্থিতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫০ টাকা; এবং ১০ লক্ষ টাকার অধিক গড় আমানত স্থিতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ফি আদায় করা যাবে। চলতি হিসাবে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ফি বাবদ প্রতি ষাণ্মাসিকে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা আদায় করা যাবে।

নভেম্বর ২০১৯ ● নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি বিবেচনায়, ব্যাংকসমূহের আবাসনখাতে অর্থায়নের সর্বোচ্চ সীমা প্রত্যেক ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে ২০ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আবাসনখাতে অর্থায়নে ডেট-ইক্যুইটি অনুপাত হবে সর্বোচ্চ ৭০:৩০।

জানুয়ারি ২০২০ ● আমানতকারী ১২ ডিজিটের টিআইএনধারী হলে সকল ধরনের আমানতের এবং স্কিমের/সঞ্চয় প্রকল্পের সুদের উপর ১৫ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ হারে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। সকল প্রকার কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত ফান্ড যেমন পেনশন ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি ফান্ডের আমানতের সুদের উপর ৫ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী আমানতের সুদ প্রদান অথবা হিসাবে ক্রেডিট করার সময় উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র চূড়ান্ত প্রদানের সময় (On maturity) কর কর্তন না করে প্রতিবার সুদ ক্রেডিট প্রদানকালে উৎসে কর কর্তন ও জমাদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ২০২০ ● বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং পরিচালন বাজেটের আওতায় প্রাপ্ত অর্থের অথবা স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং সরকার মালিকানাধীন কোম্পানির নিজস্ব তহবিলের অর্থের ৫০ শতাংশ বাংলাদেশে কার্যরত বেসরকারি ব্যাংক অথবা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আমানত হিসেবে রাখা যাবে। উল্লিখিত উৎসসমূহের উদ্বৃত্ত অর্থ সর্বোচ্চ ৫.৫০ শতাংশ সুদ হারে রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে এবং মোট উদ্বৃত্ত অর্থের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ সুদ হারে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে মেয়াদি আমানত রাখা যাবে। তবে, প্রতিষ্ঠানসমূহের ভবিষ্যৎ তহবিলের অর্থ, পেনশন তহবিলের অর্থ এবং এন্ডাউমেন্ট (Endowment) ফান্ডের অর্থ এর আওতা বহির্ভূত থাকবে।

ফেব্রুয়ারি ২০২০ ● ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পসহ ব্যবসা ও সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিক সক্ষমতা অর্জন এর লক্ষ্যে ক্রেডিট কার্ড ব্যতীত অন্যান্য সকল খাতে অশ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ-এর উপর সুদ/মুনাফা হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। কোনো ঋণ/বিনিয়োগ-এর উপর উল্লিখিতভাবে সুদ/মুনাফা হার ধার্য করার পরও যদি সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হয় সেক্ষেত্রে যে সময়কালের জন্য খেলাপি হবে সে সময়ের মোট খেলাপি ঋণ/বিনিয়োগ এর উপর সর্বোচ্চ ২ শতাংশ হারে দণ্ড সুদ/অতিরিক্ত মুনাফা আরোপ করা যাবে। উপরোক্ত দণ্ডসুদ/অতিরিক্ত মুনাফা ব্যতিরেকে ঋণ/বিনিয়োগ-এর উপর অন্য কোনো সুদ/মুনাফা/দণ্ডসুদ/অতিরিক্ত মুনাফা আরোপ করা যাবে না। প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণের বিদ্যমান সর্বোচ্চ সুদ/মুনাফা হার ৭ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থবছর ২০ হতে ব্যাংকের মোট ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতির মধ্যে এসএমইর ম্যানুফ্যাকচারিং খাতসহ শিল্প খাতে প্রদত্ত সকল ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতি অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৩ বছরের গড় হারের চেয়ে কোনোভাবেই কম হতে পারবে না।

মার্চ ২০২০ ● ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিটি ব্যাংক তাদের প্রধান কার্যালয়ে একটি ‘কেন্দ্রীয় ক্যুইক রেসপন্স টিম’ গঠন করবে যাতে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে ব্যাংকের

পক্ষ থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। একইভাবে প্রতিটি বিভাগ/জোন/এরিয়া অফিসে 'ক্যুইক রেসপন্স টিম' গঠন করতে হবে। এরূপ টিমের সদস্যদের নাম, পদবি, মোবাইল নম্বরসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

মার্চ ২০২০ ● তফসিলি ব্যাংকের সকল শাখার ক্যাশ কাউন্টারে কাজ করার সময় ক্যাশ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে মুখে মাস্ক ও হাতে গ্লাভস পরিহিত অবস্থায় গ্রাহকের নিকট হতে অর্থ গ্রহণ ও প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, নোট গণনা/নাড়াচাড়ার পর হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার অথবা সাবান দিয়ে হাত ধৌত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

মার্চ ২০২০ ● তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট 'সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ (SLR)' সংরক্ষণের পর অতিরিক্ত সরকারি সিকিউরিটিজ থাকলে তা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বাজারমূল্যে বিক্রয় করতে পারবে। কোভিড-১৯ এর কারণে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তারল্য ব্যবস্থাপনায় যাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সেকেন্ডারি মার্কেট হতে সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয় কার্যক্রম জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এপ্রিল ২০২০ ● রপ্তানি বাণিজ্যের উপর কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকারের বাজেট বরাদ্দ হতে ৫০ বিলিয়ন টাকার আর্থিক প্রণোদনা তহবিল গঠন করা হয়েছে। কেবল রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের তিন মাসের বেতন-ভাতা প্রদানের নিমিত্তে পরিশোধের নিমিত্তে ঋণ/বিনিয়োগের জন্য বিনা সুদে তফসিলি ব্যাংক আলোচ্য তহবিল হতে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারবে। আলোচ্য ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানকালে ব্যাংকসমূহ তাদের প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য এককালীন দুই শতাংশ সার্ভিস চার্জ আরোপ করতে পারবে।

এপ্রিল ২০২০ ● বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট চলমান সংকটময় পরিস্থিতিতে বাজারে শিশু খাদ্যের মূল্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং সরবরাহে সম্ভাব্য সংকট মোকাবেলায় শিশু খাদ্য আমদানির লক্ষ্যে ঋণপত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে মার্জিনের হার সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

এপ্রিল ২০২০ ● এপ্রিল ১৫, ২০২০ তারিখ হতে নগদ জমা হার (CRR) দ্বি-সাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে পূর্বনির্ধারিত ন্যূনতম ৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৪ শতাংশ এবং দৈনিক ভিত্তিতে পূর্বনির্ধারিত ন্যূনতম ৪.৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৩.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

এপ্রিল ২০২০ ● প্রচলিত ধারার ব্যাংকের জন্য অগ্রিম-আমানত হার (ADR) ৮৫ শতাংশ হতে ২ শতাংশ বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ৮৭ শতাংশ এবং ইসলামি শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক এবং প্রচলিত ধারার

ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য বিনিয়াগে-আমানত হার (IDR) ৯০ শতাংশ হতে ২ শতাংশ বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

এপ্রিল ২০২০ ● কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ৩০০ বিলিয়ন টাকার আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। উক্ত প্যাকেজের আওতায় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা দিবে। এ ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার হবে সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ, যার ৪.৫ শতাংশ ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৪.৫ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে প্রদান করবে। এ প্যাকেজের মেয়াদ ৩ বছর হলেও প্রতিটি ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ সর্বোচ্চ এক বছর।

এপ্রিল ২০২০ ● কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের (CMSME) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০০ বিলিয়ন টাকার বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এই প্যাকেজের আওতায় উদ্যোক্তাগণ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে চলতি মূলধন (Working Capital) বাবদ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সুদ/মুনাফার হার হবে সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ, যার ৪ শতাংশ ঋণগ্রহীতা পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৫ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসেবে প্রদান করবে। এ প্যাকেজের মেয়াদ ৩ বছর।

এপ্রিল ২০২০ ● কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষি খাতের (হর্টিকালচার, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি, ডেইরি ও প্রাণিসম্পদ খাত) সম্ভাব্য ক্ষতি কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৫০ বিলিয়ন টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে অর্থায়নকৃত এ স্কিমের নাম 'কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনঃঅর্থায়ন স্কিম'। এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্ধারিত ১ শতাংশ সুদ হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে এবং গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ।

এপ্রিল ২০২০ ● বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, ২০২০' নামে একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Revolving Refinance Scheme) গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে গঠিত এ আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের পরিমাণ ৩০ বিলিয়ন টাকা। এ স্কিমের মেয়াদ ৩ বছর। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নকারী ব্যাংকের অনুকূলে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়নের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার হবে বার্ষিক ১ শতাংশ এবং অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত অর্থায়নের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার হবে বার্ষিক ৩.৫ শতাংশ।

এপ্রিল ২০২০ ● বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য চলতি মূলধন (Working Capital) বাবদ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৫০ বিলিয়ন টাকার

একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Revolving Refinance Scheme) গঠন করা হয়েছে। এই স্কিমের নাম 'বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতে চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম'। এই স্কিমের মেয়াদ হবে তিন বছর। এই স্কিমের সুদ/মুনাফার হার হবে ৪ শতাংশ যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আরোপিত হবে।

এপ্রিল ২০২০ ● কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ/শিল্প (CMSME) সমূহের জন্য চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১০০ বিলিয়ন টাকার একটি আবতর্নশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Revolving Refinance Scheme) গঠন করা হয়েছে। তিন বছর মেয়াদি এ স্কিমের সুদ/মুনাফার হার হবে ৪.০০ শতাংশ যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আরোপিত হবে।

এপ্রিল ২০২০ ● খাদ্যের উৎপাদন ও খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে আমদানি বিকল্প ফসলসমূহের পাশাপাশি ধান, গম, সকল দানা শস্য, অর্থকরী ফসল, শাক-সবজি ইত্যাদি চাষের জন্য কৃষক পর্যায়ে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ করার জন্য সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ১ এপ্রিল ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদি এ স্কিমের সুদ হার হবে ৪ শতাংশ। বিতরণকৃত ঋণসমূহের বিপরীতে ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রকৃত সুদ-ক্ষতি বাবদ ৫ শতাংশ হারে সুদ-ক্ষতি পুনর্ভরণ সুবিধা প্রাপ্য হবে।

এপ্রিল ২০২০ ● বিদ্যমান পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম পরিমার্জন করে 'পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগ/প্রকল্পের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' গঠন করা হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনায় এ তহবিলের আকার ২ বিলিয়ন থেকে ৪ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় শুধুমাত্র মেয়াদি ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানযোগ্য হবে। এ স্কিমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ব্যাংক হারে সুদ আদায় করবে এবং ব্যাংকসমূহ ঋণের মেয়াদ কালের ভিত্তিতে গ্রাহক পর্যায়ে শতকরা ৭ থেকে ৮ ভাগ হারে সুদ আদায় করবে।

মে ২০২০ ● করোনা ভাইরাস-এর কারণে সৃষ্ট ব্যবসায়িক পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্যাংকের সকল প্রকার ঋণ/বিনিয়োগের উপর ০১ এপ্রিল ২০২০ তারিখ হতে ৩১ মে ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সময়ে আরোপিত/আরোপযোগ্য সুদ/মুনাফা 'সুদবিহীন ব্লকড হিসাবে' স্থানান্তর করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ব্লকড হিসাবে স্থানান্তরিত সুদ/মুনাফা সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার নিকট হতে আদায় করা যাবে না এবং এরূপ সুদ/মুনাফা ব্যাংকের আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে না। কোনো ব্যাংক কর্তৃক ইতোমধ্যে সুদ/মুনাফা আয়খাতে স্থানান্তর করা হয়ে থাকলে তা রিভার্স এন্ট্রির মাধ্যমে সমন্বয় করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

মে ২০২০ ● করোনা ভাইরাস মহামারিজনিত পরিস্থিতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৫ মিলিয়ন দুস্থ পরিবারের জন্য নগদ সহায়তা সরাসরি সুবিধাভোগীর মোবাইল হিসাবে

প্রদানের উদ্দেশ্যে Mobile Financial Services (MFS)-এর নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও সকল মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার/ ডাক অধিদপ্তরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক দরিদ্র পরিবারকে এককালীন ২,৫০০ টাকা করে নগদ সহায়তা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

জুন ২০২০ ● ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ঋণ/বিনিয়োগের শ্রেণিমান যা ছিল, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সময়ে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ তার চেয়ে বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না। তবে, কোনো ঋণের/বিনিয়োগের শ্রেণিমানের উন্নতি হলে তা যথাযথ নিয়মে শ্রেণিকরণ করা যাবে। বিদ্যমান মেয়াদি (স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ) ঋণ/বিনিয়োগসমূহের বিপরীতে ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়কালীন প্রদেয় কিস্তিসমূহ deferred হিসেবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে অক্টোবর ২০২০ হতে সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগের কিস্তির পরিমাণ ও সংখ্যা পুনঃনির্ধারিত হবে। আলোচ্য সময়ে কোনো কিস্তি পরিশোধিত না হলেও উক্ত কিস্তিসমূহের জন্য মেয়াদি ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা কিস্তি খেলাপি হিসেবে বিবেচিত হবেন না।

জুন ২০২০ ● মেয়াদি আমানত গ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বিসাপ্তাহিক ভিত্তিতে গড়ে দৈনিক ১.৫ শতাংশ হারে সিআরআর সংরক্ষণ করতে পারবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে, যে কোনো দিনই এই সংরক্ষণের পরিমাণ ১ শতাংশ এর কম হবে না।

খ. মুদ্রানীতি উন্নয়ন

সেপ্টেম্বর ২০১৯ ● তফসিলি ব্যাংকসমূহ তাদের অতিরিক্ত তারল্য পুঁজিবাজারে SOLO ও Consolidated ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারবে। SOLO ভিত্তিতে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা বিবেচ্য মূলধন উপাদানের ২৫ শতাংশ এবং Consolidated ভিত্তিতে বিবেচ্য মূলধন উপাদানের ৫০ শতাংশের কম হতে হবে। ব্যাংকসমূহকে নিজস্ব পোর্টফোলিওতে সরাসরি বিনিয়োগ অথবা সাবসিডিয়ারি কোম্পানির নিজস্ব পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সাবসিডিয়ারি কোম্পানিকে ঋণ হিসেবে প্রদানের মাধ্যমে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের অনুমতি দেয়া হয়েছে। বিনিয়োগের জন্য নতুনভাবে পৃথক বিও অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত তারল্য হতে ট্রেজারি বন্ড বা বিল রেপোর মাধ্যমে এই তারল্য সুবিধা গ্রহণ করতে হবে। ট্রেজারি বন্ড বা বিলের রেপো মূল্যের ৫ শতাংশ মার্জিন হিসেবে রেখে তারল্য সুবিধা প্রদেয় হবে। প্রাথমিকভাবে রেপোর মেয়াদ ২৮ দিন হলেও তহবিল ব্যবহারের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে তা সর্বোচ্চ ৬ মাস পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান রাখা যাবে। এরূপ রেপোর জন্য সুদের হার হবে ৬ শতাংশ।

মার্চ ২০২০ ● বাংলাদেশ ব্যাংকের রেপো সুদহার বার্ষিক শতকরা ৬ ভাগ থেকে ২৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৫.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। তবে, রিভার্স রেপো সুদহার বার্ষিক

শতকরা ৪.৭৫ ভাগে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এ নির্দেশনা ২৪ মার্চ, ২০২০ থেকে কার্যকর হয়েছে।

এপ্রিল ২০২০ ● বাংলাদেশ ব্যাংকের রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৫.৭৫ ভাগ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৫.২৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

গ. বৈদেশিক খাত উন্নয়ন

জুলাই ২০১৯ ● চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদক-রপ্তানিকারকদের কাঁচামাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণের বিপরীতে অনুমোদিত ডিলারদের (এডি) ইডিএফ থেকে একজন ঋণগ্রহীতাকে সর্বোচ্চ ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত ঋণ প্রদান করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

জুলাই ২০১৯ ● মায়ানমারসহ সার্কের সদস্য দেশ এবং অন্যান্য দেশে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে প্রাইভেট ট্র্যাভেল এনটাইটেলমেন্ট এক পঞ্জিকাবর্ষে প্রাপ্তবয়স্ক যাত্রী প্রতি যথাক্রমে ৫০০০ ও ৭০০০ মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ১২০০০ মার্কিন ডলার বা সমমানে উন্নীত করা হয়েছে। ভ্রমণের ক্ষেত্রে একজন প্রাপ্তবয়স্ক যাত্রীর জন্য ভ্রমণ এনটাইটেলমেন্ট অঞ্চল বা দেশভেদে সীমাবদ্ধ না রেখে বিশ্বব্যাপী এই সীমা এক পঞ্জিকাবর্ষে ১২,০০০ মার্কিন ডলার হওয়া প্রয়োজন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অপ্রাপ্তবয়স্কদের (১২ বছরের কম) ক্ষেত্রে পূর্বের মতো প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য গ্রহণযোগ্য পরিমাণের অর্ধেকাংশ প্রযোজ্য হবে।

আগস্ট ২০১৯ ● বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক টাকায় রূপান্তরিত অর্থ প্রচলিত বিধিবিধান পরিপালন করে উপকারভোগীকে প্রদান বা উপকারভোগীর হিসাবে জমার সময় উক্ত অর্থের উপর শতকরা ২ ভাগ হারে নগদ সহায়তা প্রদান করবে। কিন্তু, আলোচ্য অর্থ প্রত্যাবাসিত হতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় পরিচালিত বিদেশি এক্সচেঞ্জ হাউস বা ব্যাংকের মাধ্যমে। এই সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে, একজন প্রবাসী কোনো প্রকার কাগজপত্র ব্যতিরেকে প্রতিবার সর্বোচ্চ ১৫০০ মার্কিন ডলারের প্রণোদনা সুবিধা প্রাপ্য হবেন। উপকারভোগীকে ১৫০০ মার্কিন ডলারের অধিক বা এর সমতুল্য অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণের বিপরীতে বৈধ কাগজপত্র দাখিল সাপেক্ষে নগদ সহায়তা প্রদান করা হবে।

আগস্ট ২০১৯ ● অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের প্রত্যক্ষ ও বিবেচিত রপ্তানির বিপরীতে গ্রহণযোগ্য বা বিলম্বিত রপ্তানি বিল বাট্টা/ক্রয় করতে অনুমতি পেয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০১৯ ● অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস সরবরাহকারীদের মাধ্যমে লেনদেনের উদ্দেশ্যে অস্থাবর স্মল ভ্যালু সার্ভিস রপ্তানির বিপরীতে রেমিট্যান্স প্রেরণের সর্বোচ্চ সীমা ৫,০০০ মার্কিন ডলার হতে বাড়িয়ে ১০,০০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০১৯ ● দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল হোম ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নিট এফওবি মূল্যের ওপর শতকরা ১০ ভাগ হারে

উৎপাদনকারী–রপ্তানিকারক ভর্তুকি প্রাপ্য হবে, যা বিশেষায়িত অঞ্চল (ইপিজেড/ ইজেড) -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এই ক্ষেত্রে, পণ্যসমূহের স্থানীয় মূল্য সংযোজন হার অবশ্যই ন্যূনতম শতকরা ৩০ ভাগ হতে হবে।

অক্টোবর ২০১৯ ● দেশ বা অঞ্চল নির্বিশেষে বিদেশে সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে অংশগ্রহণকারীদের সুবিধার্থে, অনুমোদিত ডিলারগণ (এডি) অংশগ্রহণকারীদেরকে কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রকৃত সময়কালের জন্য প্রতিদিন ৪০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান করতে পারবে মর্মে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, আবেদনকারী বা তাদের নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠানের নামে প্রাপ্ত আমন্ত্রণপত্রের ভিত্তিতে ট্রানজিট হিসেবে অতিরিক্ত একটি দিন রাখা হয়েছে।

অক্টোবর ২০১৯ ● নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে নিট এফওবি মূল্যের ওপর শতকরা ১ ভাগ হারে উৎপাদনকারী–রপ্তানিকারক বিশেষ নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। এই ক্ষেত্রে, পণ্যসমূহের স্থানীয় মূল্য সংযোজন হার অবশ্যই ন্যূনতম শতকরা ৩০ ভাগ হবে। ইইউ, আমরিকা ও কানাডায় রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষায়িত অঞ্চল (ইপিজেড/ইজেড)-এ অবস্থিত টাইপ-সি-(দেশীয় মালিকানাধীন) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে। কিন্তু, এই সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোনো বিধিলঙ্ঘন সংঘটিত হয়, তাহলে নগদ প্রণোদনা হিসেবে দেওয়া তহবিল আদায়যোগ্য হবে না।

অক্টোবর ২০১৯ ● দেশ/অঞ্চল নির্বিশেষে, চলতি অর্থবছর ২০-এ হাইটেক পার্ক ও অর্থনৈতিক অঞ্চলের টাইপ–সি (দেশীয় মালিকানাধীন) প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট পণ্য রপ্তানির বিপরীতে ন্যূনতম শতকরা ৩০ ভাগ স্থানীয় মূল্য সংযোজন সাপেক্ষে শতকরা ৪ ভাগ নতুন পণ্য/নতুন বাজার সম্প্রসারণ সহায়তা প্রযোজ্য হবে।

নভেম্বর ২০১৯ ● রপ্তানি বাণিজ্যকে বেগবান করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ডিলারদের কাছে ইডিএফ লোনের সুদের হার ষাণ্মাসিক ইউএসডি এলআইবিওআর + ০.৫ শতাংশ ধার্য করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যেখানে উৎপাদক-রপ্তানিকারকদের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিলারগণ ষাণ্মাসিক ইউএসডি এলআইবিওআর + ১.৫ শতাংশ ধার্য করবে। উক্ত সিদ্ধান্ত ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

নভেম্বর ২০১৯ ● কোন প্রকার কাগজপত্র ব্যতিরেকে, রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহের উপর সর্বোচ্চ ১৫০০ মার্কিন ডলার/সমমূল্যের অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা/১,৫০,০০০ টাকা অর্থের বিপরীতে শতকরা ২ ভাগ হারে প্রণোদনা সুবিধা প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি দাখিলের সময়সীমা পূর্বের ৫ কার্যদিবস হতে বর্ধিত করে ১৫ কার্যদিবস পর্যন্ত করা হয়েছে।

নভেম্বর ২০১৯ ● অনুমোদিত আমদানির বিপরীতে অগ্রিম প্রদানের সীমা ৫,০০০ মার্কিন ডলার থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ মার্কিন ডলার বা সমতুল্য অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা করা হয়েছে।

ডিসেম্বর ২০১৯ ● ব্যাংকিং চ্যানেলে আগত রেমিট্যান্স-এর অর্থ শতকরা ২ ভাগ নগদ প্রণোদনাসহ সর্বোচ্চ ১,২৫,০০০ টাকা ব্যাংক কর্তৃক সুবিধাভোগীর এমএফএস হিসাবে আকলন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র যথাযথ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে আগত রেমিট্যান্স লেনদেনের ক্ষেত্রে এই সুবিধা প্রযোজ্য হবে।

ডিসেম্বর ২০১৯ ● ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অতিরিক্ত নগদ সুবিধা পূর্বের ন্যায় রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের (নিট, ওভেন ও সোয়েটার) অন্তর্ভুক্ত তৈরি পোশাক/ বস্ত্রজাত সামগ্রী উৎপাদনকারী–রপ্তানিকারক, বস্ত্র উৎপাদনকারী ও সুতা উৎপাদনকারীদের মধ্যে যে কোনো একপক্ষ প্রাপ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে, অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রে প্রাপকপক্ষের নাম ও ঠিকানা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা সাপেক্ষে প্রচলিত বিকল্প নগদ সহায়তা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অতিরিক্ত সুবিধার প্রাপকপক্ষ ভিন্ন হতে পারে। যদি উল্লিখিত সুবিধা দুটির প্রাপকপক্ষ ভিন্ন হয়, তাহলে সুবিধা অনুসারে প্রাপকপক্ষের নাম ও ঠিকানা সংশ্লিষ্ট অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রে উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে, পৃথকভাবে আবেদনপত্র দাখিল এবং নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

জানুয়ারি ২০২০ ● বিদেশি ক্রেতার নিকট রপ্তানিকারকের নাম সম্বলিত ভুয়া ই-মেইল আইডি হতে বার্তা প্রেরণ করে রপ্তানি আয় ভিন্ন ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের অপচেষ্টা পরিলক্ষিত হওয়ায়, এ সংক্রান্ত যে কোনো জালিয়াতি রোধে টিটির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিসসমূহকে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

জানুয়ারি ২০২০ ● অর্থবছর ২০-এ নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত তৈরি পোশাক (আরএমজি)/বস্ত্রজাত সামগ্রী (যেমনঃ টেরিটাওয়েল ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল) রপ্তানির বিপরীতে নিট এফ্ওবি মূল্যের ওপর শতকরা ১ ভাগ হারে উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারক বিশেষ নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে। ইইউ, আমেরিকা ও কানাডায় রপ্তানির ক্ষেত্রেও বিশেষায়িত অঞ্চল (ইপিজেড, ইজেড)-এ অবস্থিত টাইপ-সি (দেশীয় মালিকানাধীন) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এ সুবিধা সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এই সুবিধা এবং ডিউটি ড্র-ব্যাক/বন্ড সুবিধা একইসাথে গ্রহণ করা যাবে। বিধিবহির্ভূতভাবে এই বিশেষ নগদ সুবিধা প্রদান করা হলে, পরিশোধকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে পরিশোধকারী ব্যাংকের হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করা হবে। যদি অনিয়ম প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে সংঘটিত অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জানুয়ারি ২০২০ ● বিএএসআইএস-এর সদস্যভুক্ত আইটি/সফ্টওয়্যার প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক আন্তর্জাতিক কার্ড-এর মাধ্যমে জরুরি চলতি দায় পরিশোধের জন্য কার্ড-এর সীমা এক পঞ্জিকাবর্ষে ৩০,০০০ মার্কিন ডলার থেকে বাড়িয়ে ৪০,০০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে। উক্ত ৪০,০০০ মার্কিন ডলারের মধ্যে অর্থ পরিশোধের জন্য আন্তর্জাতিক

কার্ডে ৬,০০০ মার্কিন ডলারের স্থলে ৮,০০০ মার্কিন ডলার প্রদান করা যাবে যা কার্ড সীমার পর্যাপ্ততা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নিয়মাচার পরিপালন সাপেক্ষে পুনরায় প্রদানযোগ্য।

জানুয়ারি ২০২০ ● স্থানীয় বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য (পেঁয়াজ, রসুন, মসুর, মটর কলাই, শুকনা মরিচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, ধনিয়া বীজ, জিরার বীজ, আদা, হলুদ, তেজপাতা, ধনে বীজ, ইডিবেল সয়াবিন অয়েল, ইডিবেল পাম অয়েল, চিনি, ইডিবেল লবণ, বিট লবণ অন্তর্ভুক্ত নয়) সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে আমদানিকারকদেরকে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থায় অনুসরণীয় বিধিবিধান পরিপালন সাপেক্ষে আমদানি ঋণপত্র স্থাপন ও আমদানির ক্ষেত্রে যাবতীয় কার্যক্রম নির্বিঘ্নে ও দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখাসমূহকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

জানুয়ারি ২০২০ ● Stamp Act, ১৮৯৯ অনুযায়ী Usance রপ্তানি বিলের 'বিল অব এক্সচেঞ্জ' এ আরোপিত স্ট্যাম্প ডিউটি রপ্তানিকারকদের উপর আরোপযোগ্য নয়। বর্ণিতাবস্থায়, Usance রপ্তানি বিলের 'বিল অব এক্সচেঞ্জ'-এ ০.২০ শতাংশ হারে আরোপিত স্ট্যাম্প ডিউটি রপ্তানিকারকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

জানুয়ারি ২০২০ ● অর্থবছর ২০-এ দেশে উৎপাদিত ধান সংগ্রহের মাধ্যমে নিজস্ব কারখানায় প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে উৎপাদিত চাল রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকারী-রপ্তানিকারক শতকরা ১৫ ভাগ হারে রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি প্রাপ্য হবে। বিশেষায়িত অঞ্চল (ইপিজেড, ইজেড)-এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান থেকে রপ্তানির ক্ষেত্রে আলোচ্য সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।

ফেব্রুয়ারি ২০২০ ● একক ব্যক্তি কর্তৃক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত ঘোষণা ব্যতিরেকে দেশে আগমন বা বহির্গমনকালে বৈদেশিক মুদ্রা বহন করার পরিমাণ ৫০০০ মার্কিন ডলার বা এর সমতুল্য অন্যান্য মুদ্রা থেকে ১০০০০ মার্কিন ডলার বা এর সমতুল্য অন্যান্য মুদ্রা পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ২০২০ ● উৎপাদক-রপ্তানিকারকদের কাঁচামাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে অনুমোদিত ডিলারগণ (এডি) কর্তৃক ইডিএফ থেকে অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিকেএমইএ-এর সদস্য মিলগুলোর ঋণ নেওয়ার সর্বোচ্চ সীমা ১৫,০০০ মার্কিন ডলার থেকে বাড়িয়ে ২০,০০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে।

মার্চ ২০২০ ● করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত জীবন-রক্ষাকারী ওষুধ, মেডিকেল কিট বা সরঞ্জাম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মেডিকেল সামগ্রী দ্রুত আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণ পরিশোধের গ্যারান্টি ছাড়াই অনুমোদিত ডিলারদের (এডি) ৫,০০,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বা সমতুল্য অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার অগ্রিম অর্থ প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

এপ্রিল ২০২০	●	বাংলাদেশ ব্যাংক পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত, বিতরণের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত ডিলারদের (এডি) ইডিএফ ঋণের সুদ বার্ষিক ১ শতাংশ হারে ধার্য করবে যেখানে অনুমোদিত ডিলারগণ উৎপাদক-রপ্তানিকারকদের বার্ষিক ২ শতাংশ হারে সুদ ধার্য করবে। ইডিএফ-এর পরিমাণ ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে।
এপ্রিল ২০২০	●	করোনা ভাইরাসের মাধ্যমে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঃঅর্থায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল থেকে ৫০ বিলিয়ন টাকার 'প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' নামে একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করেছে। এই স্কিমের মেয়াদ ৩ বছর। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার ক্ষেত্রে ক্রেতা পর্যায়ে সুদের হার শতকরা ৬ ভাগ যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ক্ষেত্রে শতকরা ৩ ভাগ হারে সুদ ধার্য করেছে। এই ঋণের মেয়াদপূর্তিকাল হবে এক বছর।
মে ২০২০	●	বিজিএমইএ এবং বিটিএমএ-এর সদস্য মিলগুলোর কাঁচামাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থ সরবরাহের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিলারগণ কর্তৃক রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিদ্যমান সীমা ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বাড়িয়ে ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-২

অর্থবছর ২০-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা কার্যক্রম

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক গবেষণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

গবেষণা বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, গভর্নর সচিবালয়, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট, পরিসংখ্যান বিভাগ, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট এবং সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট-এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কাজের সারসংক্ষেপ এখানে বর্ণিত হলো। সকল কার্যক্রম নিম্নোক্ত শ্রেণিতে বিভক্ত: (ক) বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক এবং বিষয়ভিত্তিক অগ্রগতির সমন্বিত বিশ্লেষণ এবং (খ) সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক/আর্থিক খাতের উপর প্রায়োগিক গবেষণা।

ক. বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কিত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা/প্রতিবেদন ও তাদের সংখ্যা

১. বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট: অন্যান্য বিভাগ থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রথম খসড়া প্রণয়ন।

২. Monetary Policy Statement (MPS): মনিটরি পলিসি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অর্থনৈতিক অগ্রগতির হালনাগাদকৃত তথ্যসহ অর্ধ-বার্ষিক মুদ্রানীতির কৌশল ঘোষণা।

৩. Financial Stability Report (FSR): ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আর্থিক স্থিতিশীলতার প্রধান সূচকসমূহের বার্ষিক পর্যালোচনা এবং বিগত বছরের আর্থিক উপাত্তসমূহের উপর ভিত্তি করে আর্থিক খাতের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিসহ অভ্যন্তরীণ আর্থিক খাতের স্থিতিস্থাপকতার মূল্যায়ন।

৪. Outstanding Principal Liabilities Against the Facilities Received from the IMF: গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন।

৫. গবেষণা বিভাগ কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রকাশনা "আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০" শীর্ষক পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণ।

৬. Foreign Direct Investment (FDI) in Bangladesh: পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি অর্ধ-বার্ষিক জরিপ প্রতিবেদন।

৭. ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্ধ-বার্ষিক সিএসআর প্রতিবেদন।

৮. Bangladesh Systemic Risk Dash Board: ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন।

৯. 'Thoughts on Banking and Finance' শীর্ষক বিবিটিএ জার্নালটি ২০১২ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এখন পর্যন্ত জার্নালটির ভলিউম-৬, খণ্ড-২ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে।

১০. Bangladesh Bank Quarterly (BBQ): চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বল্পমেয়াদি সম্ভাবনাসহ বিগত ত্রৈমাসিকের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ।

১১. Quarterly Financial Stability Assessment Report (QFSAR): ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিগত ত্রৈমাসিকসমূহের আর্থিক পরিবর্তন, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং অগ্রগতি সম্পর্কিত বিশ্লেষণ।

১২. সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রমের উপর ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা প্রতিবেদন।

১৩. Developments of Islamic Banking in Bangladesh: গবেষণা বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমের অগ্রগতির উপর ত্রৈমাসিক হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।

১৪. Quarterly Report on Remittance Inflows: গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের উপর একটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন।

১৫. Quarterly Review on RMG: গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতের অগ্রগতির উপর ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা।

১৬. Quarterly Analysis on Government Revenue Receipts: গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব আয় সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক বিশ্লেষণ।

১৭. Major Economic Indicators (MEI): মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান নির্দেশকসমূহের মাসিক হালনাগাদ প্রতিবেদন।

১৮. গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের উপর মাসিক প্রতিবেদন।

১৯. গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থায়নের উপর মাসিক প্রতিবেদন।

খ. অর্থবছর ২০-এ সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক/আর্থিক খাত বিষয়ক গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

(i) মুদ্রানীতি/মূল্যস্ফীতি সম্পর্কিত

১. Inflation Trend and Persistence in Bangladesh : An Empirical Analysis (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং সিরিজ, WP2001, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।

২. Nominal Interest Rate , Inflation and Money Market Link in Bangladesh: An Econometric Analysis; Asian Journal of Humanity, Art and Literature (https://i-proclaim.my/journals/index.php/ajhal/article/view/501, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।

৩. How the banking system is creating a two-way inflation in an economy. PLOS ONE journal, (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.00229937 ; ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪)।

(ii) আর্থিক খাত সম্পর্কিত

১. Assessment of Banks Insolvency and Stability: Evidence from the Private Banks in Bangladesh; (বার্ষিক ব্যাংকিং সম্মেলন ২০১৯, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।

২. Financial Inclusion Landscape in Bangladesh: Strength and Weakness (প্রথম আন্তর্জাতিক এফআইএন-বি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্মেলন এবং অন্তর্ভুক্তি মেলা ২০১৯, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।

৩. Potential of the Ceramics Industry in Bangladesh (বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি নোট, পেপার নং ১৯০২, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।

৪. Survey on Impact Analysis of Access to Finance in Bangladesh (বাংলাদেশ ব্যাংক স্পেশাল রিসার্চ ওয়ার্ক, SRW 1903, চিফ ইকোনমিস্ট'স ইউনিট)।

৫. The implication of foreign credit and higher saving certificate rate on bank's liquidity in Bangladesh";(https://www.bb.org.bd/pub/research/workingpaper/wp1903.pdf, গভর্নর সচিবালয়)।

৬. Comprehensive Framework on the Development of the Bond Market in Bangladesh (https://www.bb.org.bd/pub/special/bondmarketframework.pdf, 2019, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট)।

(iii) প্রকৃত অর্থনীতি খাত সম্পর্কিত

১. A Survey on Investment in National Savings Certificates (NSC's) of Bangladesh; (স্পেশাল রিসার্চ ওয়ার্ক: স্পেশাল রিসার্চ ওয়ার্ক নং. ১৯০১, https://www.bb.org.bd/ pub/research/sp_research_work/ srw1901.pdf , গভর্নর সচিবালয়)।

২. Investment Absorption Capacity and Current Macroeconomic Conditions of Bangladesh (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্কিং পেপার ; https://www.bb.org.bd/pub/research/working paper/wp1902.pdf; গভর্নর সচিবালয়)।

৩. Global Economic Crisis Due to Novel Coronavirus (COVID-19): Challenges and Overcome for Bangladesh Economy; Journal of Economics and Sustainable Development (পৃষ্ঠা:৮৮-১০০, ভলিউম:১১, নং.১০, ২০২০, পরিসংখ্যান বিভাগ)।

৪. A Microeconometric Analysis of youth NEET in Bangladesh: What Factors Affect to be "Not in Employment , Education or Training" (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, ভলিউম:৭২, নং:১ এবং ২, ২০২০, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট)।

৫. "Bangladesh's economic and Social Progress: From a Basket Case to a Development Model, 2020, Palgrave Macmillan, Springer nature, Singapore" বইটির "Pace and Prospects of light Engineering Sector in the Economic Department of Bangladesh" নামক একটি অধ্যায় (গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত)।

(iv) বহিঃঅর্থনীতি খাত সম্পর্কিত

১. "SAARCFINANCE Collaborative study on Reducing the Cost of Cross-border Remittances among SAARC Countries" (যৌথ অধ্যয়ন), web portal: https://www.bb.org.bd/saarcfinance/ collaborativestudy_1.pdf.

পরিশিষ্ট-৩

বাংলাদেশ : কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান

সারণি ১ : প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহের গতিধারা

নির্দেশকসমূহ	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯[স]	অর্থবছর ২০[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬
১। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (অর্থবছর ০৬-এর বাজার মূল্যে)	৭.১১	৭.২৮	৭.৮৬	৮.১৫	৫.২৪
২। ব্যাপক মুদ্রা (এম২) প্রবৃদ্ধির হার	১৬.৩৫	১০.৮৮	৯.২৪	৯.৮৮	১২.৬৬
৩। জিডিপি ডিফ্লেটরের প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তি : অর্থবছর ০৬=১০০)	৬.৭৩	৬.২৮	৫.৬০	৪.৪৬	৪.৫১
৪। সিপিআই মূল্যস্ফীতির হার(১২ মাসের গড়)©	৫.৯২	৫.৪৪	৫.৭৮	৫.৪৮	৫.৬৫
৫। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩০.১৭	৩৩.৪৯	৩২.৯৪	৩২.৭২	৩৬.০৪
৬। নিট বৈদেশিক সম্পদ (বিলিয়ন টাকা)	২৩৩১.৩৬	২৬৬৬.৯৭	২৬৪৬.৭৪	২৭২৪.০০	২৯৭৩.৩৬
৭। বিনিময় হার (টাকা/ডলার, গড়)	৭৮.২৬	৭৯.১২	৮২.১০	৮৪.০৩	৮৪.৭৮
৮। রিয়ার সূচক জুন শেষে**	১০০.০০	১০২.৪৮	১০০.৬৯	১০৫.৭০	১০৭.৬৩
৯। মাথাপিছু জিডিপি টাকায় (চলতি বাজারমূল্যে)	১০৮৩৭৮.৪৯	১২২১৫২.৪২	১৩৭৫১৭.৮৩	১৫৩৫৭৭.৯৩	১৬৬৮৮৮.১৭
(জিডিপির শতকরা হার)					
১০। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	২৪.৯৮	২৫.৩৩	২২.৮৩	২৫.০২	২৫.৩১
১১। বিনিয়োগ	২৯.৬৫	৩০.৫১	৩১.২৩	৩১.৫৭	৩১.৭৫
১২। রাজস্ব আয়	৯.৯৮	১০.১৮	৯.৬২	৯.৯১	১২.৪৫*
১৩। রাজস্ব ব্যয়	৮.৩৩	৮.৩৩	৭.৯৫	৮.৫৭	৯.৮৩*
১৪। রাজস্ব উদ্বৃত্ত (+) /রাজস্ব ঘাটতি (−)	১.৬৫	১.৮৬	১.৬৭	১.৩৪	২.৬২*
১৫। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	৪.৫৮	৪.২৬	৫.৩১	৫.৭৯	৬.৯০*
১৬। মোট ব্যয়	১৩.৭৬	১৩.৬৪	১৪.৩০	১৫.৪১	১৭.৯৪*
১৭। সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	-৩.৭৮	-৩.৪৬	-৪.৬৮	-৫.৪৬	-৫.৪৯*
১৮। সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদানসহ)	- ৩.৬৭	-৩.৪২	-৪.৬৪	-৫.৪৩	-৫.৩৭*
১৯। সার্বিক বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন (ক+খ)	৩.৬৭	৩.৪২	৪.৬৪	৫.৪৩	৫.৩৭*
ক) নিট বৈদেশিক অর্থায়ন	০.৭৪	০.৫৯	১.১৪	১.২৩	১.৮৯*
খ) নিট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন (১+২)	২.৯৩	২.৮৩	৩.৫০	৪.২০	৩.৪৮*
১) ব্যাংক ঋণ	০.৬১	-০.৪২	০.৫২	১.৩৬	২.৯৫*
২) ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ	২.৩২	৩.২৫	২.৯৮	২.৮৪	০.৫৩*
২০। সরকারের ঋণের স্থিতি (১+২)	২৭.৬৬	২৭.০২	২৮.০৫	২৯.৬১	৩১.৬৮
১) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৫.৭৮	১৫.৬৭	১৫.৮২	১৬.৮৯	১৮.২৯
২) বৈদেশিক ঋণ#	১১.৮৮	১১.৩৫	১২.২৩	১২.৭২	১৩.৩৯
২১। চলতি হিসাবের ভারসাম্য : উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	১.৯২	-০.৫৩	-৩.৪৯	-১.৬৯	-১.৪৭

[স] সংশোধিত [সা] সাময়িক
© ভিত্তি: অর্থবছর ০৬=১০০।
**ভিত্তি: অর্থবছর ১৬=১০০ ১৫টি মুদ্রা ঝুড়িসহ।
* অর্থবছর ২০-এর জন্য সংশোধিত বাজেট।
# আইএমএফ ঋণ ব্যতীত ।

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাজেটের সংক্ষিপ্তসার (বিভিন্ন সংখ্যা) এবং অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণি ২ (ক) : মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো : প্রধান নির্দেশকসমূহ

	প্রকৃত				প্রক্ষেপণ		
সূচকসমূহ	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২	অর্থবছর ২৩
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
প্রকৃত খাত							
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৭.৩	৭.৯	৮.২	৫.২	৮.২	৮.৩	৮.৪
সিপিআই মূল্যস্ফীতি (%)	৫.৪	৫.৮	৫.৫	৫.৬	৫.৪	৫.৩	৫.২
মোট বিনিয়োগ (জিডিপির শতকরা হার)	৩০.৫	৩১.২	৩১.৬	৩১.৭	৩৩.৫	৩৪.৫	৩৫.৬
বেসরকারি	২৩.১	২৩.৩	২৩.৫	২৩.৬	২৫.৩	২৬.৬	২৭.৭
সরকারি	৭.৪	৮.০	৮.০	৮.১	৮.১	৭.৯	৭.৯
রাজস্ব খাত (জিডিপির শতকরা হার)							
মোট রাজস্ব আয়	১০.২	৯.৬	৯.৯	১২.৪[স]	১১.৯	১২.১	১২.২
কর আয়	৯.০	৮.৬	৮.৯	১১.২[স]	১০.৯	১১.০	১১.১
তন্মধ্যে, এনবিআর কর আয়	৮.৭	৮.৩	৮.৬	১০.৭[স]	১০.৪	১০.৫	১০.৬
কর ব্যতীত আয়	১.২	১.০	১.০	১.২[স]	১.০	১.১	১.১
মোট ব্যয়	১৩.৬	১৪.৩	১৫.৪	১৭.৯[স]	১৭.৯	১৭.১	১৭.২
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৩	৫.৩	৫.৮	৬.৯[স]	৬.৫	৬.৫	৬.৫
সার্বিক ভারসাম্য	-৩.৪	-৪.৭	-৫.৫	৫.৫[স]	-৬.০	-৫.০	-৫.০
অর্থায়ন	৩.৪	৪.৭	৫.৫	৫.৫[স]	৬.০	৫.০	৫.০
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	০.৭	১.২	১.৩	২.০[স]	২.৫	২.১	২.১
বৈদেশিক অর্থায়ন (নিট)	২.৮	৩.৫	৩.৯	৩.৫[স]	৩.৫	২.৯	২.৯
মুদ্রা ও ঋণ (পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বর্তমান বছরে শতকরা পরিবর্তন)							
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১১.২	১৪.৭	১২.৩	১৪.০	১৭.২	১৮.৫	১৮.৩
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১৫.৭	১৬.৯	১১.৩	৮.৬	১৬.৭	১৬.৮	১৬.৮
ব্যাপক মুদ্রা (এম২)	১০.৯	৯.২	৯.৯	১২.৭	১২.৫	১২.৫	১২.৫
বৈদেশিক খাত (শতকরা পরিবর্তন)							
রপ্তানি (এফওবি)	১.৭	৬.৭	৯.২	-১৭.১	১৫.০	১০.৮	১১.০
আমদানি (এফওবি)	৯.০	২৫.২	১.৮	-৮.৬	১০.০	৮.০	৭.০
রেমিট্যান্স	-১৪.৫	১৭.৩	৯.৬	১০.৯	১৫.০	১০.০	১০.০
চলতি হিসাবের ভারসাম্য (জিডিপির শতকরা হার)	-০.৫	-৩.৫	-১.৭	-১.৫	০.১	০.৪	০.৮
মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩৩.৫	৩২.৯	৩২.৭	৩৬.০	৪০.২	৪৫.০	৫০.০
মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (আমদানির মাস হিসেবে)	৬.৬	৬.০	৬.৫	৬.৪	৮.৮	৯.১	৯.৫
মেমোর‍্যান্ডাম আইটেম							
জিডিপি (চলতি বাজারমূল্যে, বিলিয়ন টাকা)	১৯৭৫৮.২	২২৫০৪.৮	২৫৪২৪.৮	২৭৯৬৩.৮	৩১৭১৮.০	৩৫৮৩৪.০	৪০৪৫৬.০

[স] অর্থবছর ২০-এর সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী।

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২০, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণি ২ (খ): কোভিড-১৯ পরিস্থিতি উত্তরণে এবং অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিতকরণে প্রণোদনা প্যাকেজ

ক্রমিক নং	প্রণোদনার নাম	বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকা)
১.	তৈরি পোশাকসহ রপ্তানিমুখী উৎপাদনশীল শিল্পের কর্মীদের বেতন-ভাতা পরিশোধে বিশেষ তহবিল	৫০.০০
২.	ব্যবসা-বাণিজ্য সচল রাখার লক্ষ্যে শিল্প ও সেবা খাতের ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বল্প সুদে চলতি মূলধন সরবরাহ	৪০০.০০
৩.	কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বল্প সুদে চলতি মূলধন সরবরাহ	২০০.০০
৪.	রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি করে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীতকরণ এবং ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির আওতায় কাঁচামাল আমদানি সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তহবিলের সুদহার মাত্র শতকরা ২.০ ভাগে নির্ধারণ	১২৭.৫০
৫.	রপ্তানিকারকের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাক-জাহাজীকরণ পুনঃঅর্থায়ন ঋণ তহবিল চালুকরণ	৫০.০০
৬.	করোনা সংক্রমিত চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের সেবাদানে নিয়োজিত ডাক্তার, সেবিকা, স্বাস্থ্যকর্মীদের দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ বিশেষ সম্মাননা প্রদান	১.০০
৭.	করোনা সংক্রমিত চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের সেবাদানে নিয়োজিত ডাক্তার, সেবিকা, স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পাশাপাশি সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়োজিত মাঠ প্রশাসন কর্মী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত অন্যান্য সরকারি কর্মীদের করোনা ভাইরাস সংক্রমণে অথবা মৃত্যুতে তাদের পরিবারবর্গকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান	৭.৫০
৮.	করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে হঠাৎ কর্মহীন দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে পাঁচ লক্ষ মেট্রিক টন চাল এবং এক লক্ষ মেট্রিক টন গম বিনামূল্যে বিতরণ	২৫.০০
৯.	করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্প আয়ের মানুষের মাঝে খোলা বাজার বিক্রয় কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতি কেজি ১০ টাকা দরে চাল বিক্রয়	৭.৭০
১০.	করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের ফলে কর্মহীন এবং আয় হারানো অতিদরিদ্র জনসাধারণকে সুরক্ষার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৫০ লক্ষ সুবিধাভোগী প্রত্যেক পরিবারকে ২৫০০ টাকা করে সরাসরি নগদ অর্থ স্থানান্তর	১২.৫৮
১১.	করোনা ভাইরাসের প্রতিকূল প্রভাব হতে দরিদ্র জনসাধারণকে রক্ষার লক্ষ্যে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও বিবাহবিচ্ছেদ ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতাপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের সংখ্যা বাড়িয়ে ১১ লক্ষে উন্নীতকরণ	৮.১৫
১২.	করোনা ভাইরাস অতিমারীতে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহনির্মাণে তহবিল বরাদ্দ	২১.৩০
১৩.	করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পরবর্তী সময়ে বাজারে ধানের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে এবং চালের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে ধান আহরণ এবং বণ্টন-এর লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে দুই লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণ	৮.৬০
১৪.	কৃষি খামার যান্ত্রিকীকরণের জন্য সহায়তা প্রদান	৩২.২০
১৫.	কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ	৯৫.০০
১৬.	কৃষকের সহজ ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কৃষি পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি চালু	৫০.০০
১৭.	স্বল্প আয়ের পেশাজীবী, কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন ঋণ তহবিল গঠন	৩০.০০
১৮.	ব্যবসা প্রতিষ্ঠা এবং কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত উৎপাদন ও সেবা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প-এ আত্মকর্মসংস্থানের জন্য গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক, প্রবাসফেরত শ্রমিক এবং প্রশিক্ষিত ও বেকার যুবকদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান	২০.০০
১৯.	২০২০ সালের এপ্রিল ও মে মাসে সুদ স্থগিতকরণের আংশিক ছাড়ের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ভর্তুকি প্রদান	২০.০০
২০.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণ গ্যারান্টি কর্মসূচি	২০.০০
২১.	তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা শিল্পের অসহায় কর্মীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম	১৫.০০
মোট (টাকায়)		**১২০১.৫৩**
মোট (মার্কিন ডলারে)		**১৪০১৪ মিলিয়ন**
জিডিপির শতকরা অংশ হিসেবে		**৪.৩০**

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২০, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণি ৩ : মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ/খাত	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯[স]	অর্থবছর ২০[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১। জিডিপি (চলতি বাজার মূল্যে)	১১৯৮৯.২	১৩৪৩৬.৭	১৫১৫৮.০	১৭৩২৮.৬	১৯৭৫৮.২	২২৫০৪.৮	২৫৪২৪.৮	২৭৯৬৩.৮
২। মোট বিনিয়োগ (চলতি মূল্যে)	৩৪০৩.৭	৩৮৩৯.৯	৪৩৭৮.৭	৫১৩৮.৪	৬০২৮.৩	৭০২৯.৪	৮০২৬.৭	৮৮৭৯.৯
ক) বেসরকারি খাত	২৬০৭.৫	২৯৬০.০	৩৩৪৪.৭	৩৯৮৩.৫	৪৫৬৩.৬	৫২৩৫.২	৫৯৮৫.৮	৬৬০৮.৪
খ) সরকারি খাত	৭৯৬.২	৮৭৯.৯	১০৩৩.৯	১১৫৪.৯	১৪৬৪.৭	১৭৯৪.২	২০৪০.৯	২২৭১.৫
৩। মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (চলতি মূল্যে)	২৬৪২.৪	২৯৬৮.২	৩৩৫৮.৮	৪৩২৮.৩	৫০০৪.৬	৫১৩৮.৯	৬৩৬২.২	৭০৭৭.১
৪। মোট জাতীয় সঞ্চয় (চলতি মূল্যে)	৩৬৬০.০	৩৯২৭.০	৪৩৯৮.৮	৫৩৩২.২	৫৮৫৭.২	৬১৭০.২	৭৫০০.৪	৮৪১৯.৭
৫। খাতওয়ারি জিডিপি (অর্থবছর ০৬-এর স্থির মূল্যে)								
১। কৃষি	**১১৭৪.৪**	**১২২৫.৭**	**১২৬৬.৫**	**১৩০১.৮**	**১৩৪০.৫**	**১৩৯৬.৬**	**১৪৫১.৪**	**১৪৯৬.৪**
ক) কৃষি ও বনজ	৯১৬.৬	৯৫১.৫	৯৭৪.৮	৯৯২.৩	১০১১.৭	১০৪৬.৯	১০৭৯.৯	১১০২.৩
১) শস্য ও শাক-সবজি	৬৬৪.৩	৬৮৯.৪	৭০২.০	৭০৮.১	৭১৪.৯	৭৩৬.৮	৭৫১.২	৭৫৭.৯
২) পশু সম্পদ	১২৮.৯	১৩২.৬	১৩৬.৭	১৪১.০	১৪৫.৭	১৫০.৬	১৫৬.০	১৬০.৭
৩) বনজ সম্পদ	১২৩.৪	১২৯.৬	১৩৬.১	১৪৩.১	১৫১.১	১৫৯.৫	১৭২.৭	১৮৩.৭
খ) মৎস্য সম্পদ	২৫৭.৮	২৭৪.২	২৯১.৭	৩০৯.৫	৩২৮.৮	৩৪৯.৭	৩৭১.৫	৩৯৪.১
২। শিল্প	**২০৩০.১**	**২১৯৫.৭**	**২৪০৮.০**	**২৬৭৫.১**	**২৯৪৮.৭**	**৩৩০৪.৩**	**৩৭২২.৯**	**৩৯৬৪.২**
ক) খনিজ ও খনন	১১৫.৮	১২১.৩	১৩২.৯	১৫০.০	১৬৩.৩	১৭৪.৭	১৮৫.০	১৯৩.১
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	১৩২৯.৯	১৪৪৬.৫	১৫৯৫.৭	১৭৮২.২	১৯৭৭.৭	২২৪২.৭	২৫৬১.২	২৭১০.৭
১) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১০৮৪.৪	১১৮৫.৪	১৩১২.৩	১৪৭৩.১	১৬৩৮.২	১৮৭১.৮	২১৪৯.৭	২২৬৭.২
২) ক্ষুদ্র শিল্প	২৪৫.৬	২৬১.১	২৮৩.৪	৩০৯.১	৩৩৯.৫	৩৭০.৯	৪১১.৫	৪৪৩.৫
গ) বিদ্যুৎ , গ্যাস ও পানি সরবরাহ	১০১.৩	১০৫.৯	১১২.৪	১২৭.৪	১৩৮.২	১৫০.৯	১৬৫.৩	১৭৫.৫
ঘ) নির্মাণ	৪৮৩.০	৫২২.১	৫৬৭.০	৬১৫.৫	৬৬৯.৫	৭৩৬.০	৮১১.৪	৮৮৪.৯
৩। সেবা খাত	**৩৭৯৪.৯**	**৪০০৮.৪**	**৪২৪০.৯**	**৪৫০৫.৮**	**৪৮০৭.৩**	**৫১১৪.৪**	**৫৪৬১.৩**	**৫৭৫১.৮**
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটরগাড়ি ও মোটর সাইকেল মেরামত, গৃহস্থালী সামগ্রী	৯৮১.৭	১০৪৭.৮	১১১৪.৩	১১৮৬.৭	১২৭৪.২	১৩৬৯.১	১৪৮০.৬	১৫৫৫.০
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৫২.২	৫৫.৭	৫৯.৫	৬৩.৭	৬৮.২	৭৩.২	৭৮.৭	৮৩.৮
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৮০৫.১	৮৫৩.৮	৯০৪.৭	৯৫৯.৭	১০২৪.৬	১০৯২.১	১১৭০.৬	১২৪৩.০
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	২৩১.১	২৪৭.৯	২৬৭.২	২৮৭.৯	৩১৪.১	৩৩৮.৯	৩৬৩.৯	৩৮০.২
চ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া এবং ব্যবসা কার্যক্রম	৪৯৫.১	৫১৬.১	৫৩৮.৯	৫৬৩.০	৫৯০.০	৬১৯.৪	৬৫১.৭	৬৮৩.৩
ছ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২৩৫.৪	২৫১.৬	২৭৬.৪	৩০৮.০	৩৩৬.২	৩৬৪.৬	৩৮৮.০	৪১১.৩
জ) শিক্ষা	১৫৬.৫	১৬৭.৮	১৮১.৩	২০২.৫	২২৫.৫	২৪১.৩	২৫৯.৮	২৭৫.৮
ঝ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১৩১.৪	১৩৮.০	১৪৫.২	১৫৬.১	১৬৮.০	১৭৯.৮	২০১.১	২২১.১
ঞ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৭০৬.৪	৭২৯.৬	৭৫৩.৫	৭৭৮.৪	৮০৬.৫	৮৩৬.০	৮৬৭.১	৮৯৮.৪
মোট মূল্য সংযোজন স্থির মূল্যে	**৬৯৯৯.৪**	**৭৪২৯.৮**	**৭৯১৫.৪**	**৮৪৮২.৭**	**৯০৯৬.৫**	**৯৮১৫.৩**	**১০৬৩৫.৬**	**১১২১২.৫**
করবিহীন ভর্তুকি	২৯৯.৬	৩১১.৬	৩৩৩.২	৩৫২.৭	৩৮২.৫	৪০৯.১	৪২২.৩	৪২৪.৯
জিডিপি (অর্থবছর ০৬-এর বাজার মূল্যে)	**৭২৯৯.০**	**৭৭৪১.৪**	**৮২৪৮.৬**	**৮৮৩৫.৪**	**৯৪৭৯.০**	**১০২২৪.৪**	**১১০৫৭.৯**	**১১৬৩৭.৪**

[স]সংশোধিত, [সা]সাময়িক

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

সারণি ৪ : প্রবৃদ্ধি ও জিডিপির খাতওয়ারি অংশের (অর্থবছর ০৬-এর স্থির মূল্যে) গতিধারা

খাতসমূহ	অর্থবছর১৩	অর্থবছর১৪	অর্থবছর১৫	অর্থবছর১৬	অর্থবছর১৭	অর্থবছর১৮	অর্থবছর ১৯[স]	অর্থবছর২০[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
			শতকরা প্রবৃদ্ধি					
১। কৃষি	**২.৫**	**৪.৪**	**৩.৩**	**২.৮**	**৩.০**	**৪.২**	**৩.৯**	**৩.১**
ক) কৃষি ও বনজ	১.৫	৩.৮	২.৫	১.৮	২.০	৩.৫	৩.২	২.১
১) শস্য ও শাকসবজি	০.৬	৩.৮	১.৮	০.৯	১.০	৩.১	২.০	০.৯
২) পশু সম্পদ	২.৭	২.৮	৩.১	৩.২	৩.৩	৩.৪	৩.৫	৩.০
৩) বনজ সম্পদ	৫.০	৫.০	৫.১	৫.১	৫.৬	৫.৫	৮.৩	৬.৪
খ) মৎস্য সম্পদ	৬.২	৬.৪	৬.৪	৬.১	৬.২	৬.৪	৬.২	৬.১
২। শিল্প	**৯.৬**	**৮.২**	**৯.৭**	**১১.১**	**১০.২**	**১২.১**	**১২.৭**	**৬.৫**
ক) খনিজ ও খনন	৯.৪	৪.৭	৯.৬	১২.৮	৮.৯	৭.০	৫.৯	৪.৪
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.৩	৮.৮	১০.৩	১১.৭	১১.০	১৩.৪	১৪.২	৫.৮
১) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১০.৭	৯.৩	১০.৭	১২.৩	১১.২	১৪.৩	১৪.৮	৫.৫
২) ক্ষুদ্র শিল্প	৮.৮	৬.৩	৮.৫	৯.১	৯.৮	৯.৩	১১.০	৭.৮
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৯.০	৪.৫	৬.২	১৩.৩	৮.৫	৯.২	৯.৬	৬.২
ঘ) নির্মাণ	৮.০	৮.১	৮.৬	৮.৬	৮.৮	৯.৯	১০.৩	৯.১
৩। সেবা খাত	**৫.৫**	**৫.৬**	**৫.৮**	**৬.৩**	**৬.৭**	**৬.৪**	**৬.৮**	**৫.৩**
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটরগাড়ি/ মোটর সাইকেল মেরামত, গৃহস্থালী সামগ্রী	৬.২	৬.৭	৬.৪	৬.৫	৭.৪	৭.৫	৮.১	৫.০
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৬.৫	৬.৭	৬.৮	৭.০	৭.১	৭.৩	৭.৬	৬.৫
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৩	৬.১	৬.০	৬.১	৬.৮	৬.৬	৭.২	৬.২
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৯.১	৭.৩	৭.৮	৭.৭	৯.১	৭.৯	৭.৪	৪.৫
চ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া এবং ব্যবসা	৪.০	৪.৩	৪.৪	৪.৫	৪.৮	৫.০	৫.২	৪.৮
ছ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৬.৫	৬.৯	৯.৮	১১.৪	৯.২	৮.৫	৬.৪	৬.০
জ) শিক্ষা	৬.৩	৭.৩	৮.০	১১.৭	১১.৪	৭.০	৭.৭	৬.২
ঝ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৪.৮	৫.১	৫.২	৭.৫	৭.৬	৭.০	১১.৮	১০.০
জ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৩.৩	৩.৩	৩.৩	৩.৩	৩.৬	৩.৭	৩.৭	৩.৬
জিডিপি (স্থির বাজার মূল্যে)	**৬.০**	**৬.১**	**৬.৬**	**৭.১**	**৭.৩**	**৭.৯**	**৮.২**	**৫.২**
			খাতওয়ারী অংশ (জিডিপির শতকরা অংশ হিসেবে)					
১। কৃষি	**১৬.৮**	**১৬.৫**	**১৬.০**	**১৫.৪**	**১৪.৭**	**১৪.২**	**১৩.৭**	**১৩.৩**
ক) কৃষি ও বনজ	১৩.১	১২.৮	১২.৩	১১.৭	১১.১	১০.৭	১০.২	৯.৮
১) শস্য ও শাক-সবজি	৯.৫	৯.৩	৮.৯	৮.৪	৭.৯	৭.৫	৭.১	৬.৮
২) পশু সম্পদ	১.৮	১.৮	১.৭	১.৭	১.৬	১.৫	১.৫	১.৪
৩) বনজ সম্পদ	১.৮	১.৭	১.৭	১.৭	১.৭	১.৬	১.৬	১.৬
খ) মৎস্য সম্পদ	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৬	৩.৬	৩.৫	৩.৫
২। শিল্প	**২৯.০**	**২৯.৬**	**৩০.৪**	**৩১.৫**	**৩২.৪**	**৩৩.৭**	**৩৫.০**	**৩৫.৪**
ক) খনিজ ও খনন	১.৭	১.৬	১.৭	১.৮	১.৮	১.৮	১.৭	১.৭
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	১৯.০	১৯.৫	২০.২	২১.০	২১.৭	২২.৯	২৪.১	২৪.২
১) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১৫.৫	১৬.০	১৬.৬	১৭.৪	১৮.০	১৯.১	২০.২	২০.২
২) ক্ষুদ্র শিল্প	৩.৫	৩.৫	৩.৬	৩.৬	৩.৭	৩.৮	৩.৯	৪.০
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	১.৫	১.৪	১.৪	১.৫	১.৫	১.৫	১.৬	১.৬
ঘ) নির্মাণ	৬.৯	৭.০	৭.২	৭.৩	৭.৪	৭.৫	৭.৬	৭.৯
৩। সেবা খাত	**৫৪.২**	**৫৪.০**	**৫৩.৬**	**৫৩.১**	**৫২.৯**	**৫২.১**	**৫১.৪**	**৫১.৩**
ক) পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটরগাড়ি/মোটর সাইকেল মেরামত, গৃহস্থালী সামগ্রী	১৪.০	১৪.১	১৪.১	১৪.০	১৪.০	১৪.০	১৩.৯	১৩.৯
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮	০.৭	০.৮
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১১.৫	১১.৫	১১.৪	১১.৩	১১.৩	১১.১	১১.০	১১.১
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৩.৩	৩.৩	৩.৪	৩.৪	৩.৫	৩.৫	৩.৪	৩.৪
চ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া এবং ব্যবসা	৭.১	৭.০	৬.৮	৬.৬	৬.৫	৬.৩	৬.১	৬.১
ছ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৩.৪	৩.৪	৩.৫	৩.৬	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭
জ) শিক্ষা	২.২	২.৩	২.৩	২.৪	২.৫	২.৫	২.৪	২.৫
ঝ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	১.৯	১.৯	১.৮	১.৮	১.৯	১.৮	১.৯	২.০
জ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	১০.১	৯.৮	৯.৫	৯.২	৮.৯	৮.৫	৮.২	৮.০
মোট মূল্য সংযোজন (স্থির মূল্যে)	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

[স]সংশোধিত, [সা]সাময়িক

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

সারণি ৫ : সরকারের বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রমের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০[স]	অর্থবছর ২১ (বাজেট)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ক। রাজস্ব আয় ও বৈদেশিক অনুদান	১৪৬৭.৩	১৪৮২.৯	১৭৪৮.৪	২০১৯.১	২১৭৪.২	২৫৩৫.৬	৩৫১৫.২	৩৮২০.১
১) রাজস্ব আয়	১৪০৩.৭	১৪৫৯.৭	১৭২৯.৫	২০১২.১	২১৬৫.৬	২৫১৮.৮	৩৪৮০.৭	৩৭৮০.০
ক) কর রাজস্ব	১১৬০.৩	১২৮৮.০	১৫১৮.৯	১৭৮০.৮	১৯৪৩.৩	২২৫৯.৬	৩১৩০.৭	৩৪৫০.০
খ) কর-বহির্ভূত রাজস্ব	২৪৩.৪	১৭১.৭	২১০.৭	২৩১.৪	২২২.৩	২৫৯.২	৩৫০.০	৩৩০.০
২) বৈদেশিক অনুদান	৬৩.৬	২৩.২	১৮.৯	৭.০	৮.৭	১৬.৮	৩৪.৫	৪০.১
খ। ব্যয়	১৮৮২.১	২০৪৩.৮	২৩৮৪.৩	২৬৯৫.০	৩২১৮.৬	৩৯১৬.৯	৫০১৫.৮	৫৬৮০.০
১) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১১০৫.৭	১১৮৯.৯	১৪৪৪.৩	১৬৪৪.৯	১৭৮৮.৮	২১৭৮.১	২৭৪৯.১	৩১১১.৯
২) অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়	১০৪.৪	১০৫.৩	১২৩.৮	১১৩.৬	১২৫.৯	২০৩.০	২০৩.৭	৩৬৯.৯
৩) ঋণ ও অগ্রিম (নিট)	৭৭.২	৯০.৫	১০.৬	২৬.০	১২.৪	-১৭.১	৩২.৯	৪২.১
৪) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৫৫৩.৩	৬০৩.৮	৭৯৩.৫	৮৪০.৯	১১৯৫.৪	১৪৭২.৯	১৯২৯.২	২০৫১.৫
৫) অন্যান্য ব্যয়	৪১.৫	৫৪.৩	১২.১	৬৯.৬	৯৬.১	৮০.০	১০০.৯	১০৪.৬
গ। সার্বিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	৪৭৮.৩	৫৮৪.২	৬৫৪.৮	৬৮২.৯	- ১০৫৩.১	- ১৩৯৮.১	- ১৫৩৫.১	-১৯০০.০
ঘ। সার্বিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	৪১৪.৮	৫৬০.৯	৬৩৫.৯	৬৭৫.৯	- ১০৪৪.৪	- ১৩৮১.৩	-১৫০০.৫	১৮৫৯.৯-
ঙ। অর্থায়ন	৪১৪.৯	৫৬০.৮	৬৩৬.০	৬৭৫.৯	১০৪৪.৪	১৩৮১.৩	১৫০০.৫	১৮৫৯.৯
১) বৈদেশিক ঋণ - নিট	৩৩.৫	৪৯.১	১২৮.৭	১১৬.০	২৫৬.২	৩১২.৯	৫২৭.১	৭৬০.০
বৈদেশিক ঋণ	১১৯.৪	১১৯.৯	১৯৫.৫	১৮৮.০	৩৩১.৩	৪৪৭.৯	৬৩৬.৬	৮৮৮.২
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	- ৮৫.৯	-৭০.৮	- ৬৬.৯	-৭২.০	-৭৫.১	-১৩৫.০	-১০৯.৫	-১২৮.২
২) অভ্যন্তরীণ ঋণ- নিট	৩৮১.৪	৫১১.৭	৫০৭.৩	৫৫৯.৯	৭৮৮.২	১০৬৮.৫	৯৭৩.৪	১০৯৯.৮
ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ (নিট)	১৮১.৭	৫.১	১০৬.১	-৮৩.৮	১১৭.৩	৩৪৫.৯	৮২৪.২	৮৪৯.৮
ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ (নিট)	১৯৯.৭	৫০৬.৬	৪০১.২	৬৪৩.৬	৬৭০.৮	৭২২.৬	১৪৯.২	২৫০.০
মেমোর‍্যান্ডাম আইটেম : জিডিপি*	**১১৮১০.০**	**১৫১৩৬.০**	**১৭২৯৫.৭**	**১৯৫৬০.৬**	**২২৫০৪.৮**	**২৫৩৬১.৮**	**২৮০৫৭.০**	**৩১৭১৮.০**

স সংশোধিত বাজেট

* অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রাক্কলিত (চলতি বাজারমূল্যে)

উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার (বিভিন্ন সংখ্যা), অর্থ মন্ত্রণালয়।

সারণি ৬ : মুদ্রা ও ঋণের গতিধারা*

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১। ব্যাপক মুদ্রা (এম২)	৬০৩৫.১	৭০০৬.২	৭৮৭৬.১	৯১৬৩.৮	১০১৬০.৮	১১০৯৯.৮	১২১৯৬.১	১৩৭৩৭.৪
২। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ*	৫৭১৭.৪	৬৩৭৯.১	৭০১৫.৩	৮০১২.৮	৮৯০৬.৭	১০২১৬.৩	১১৪৬৮.৮	১৩০৭৬.৩
ক) সরকারি খাত	১১৯৫.৮	১৩০২.৭	১২৬৯.৩	১৩০২.৭	১১৪৬.১	১১৪১.০	১৩৬৬.৩	২১০৩.৭
১) সরকার (নিট)[@]	১১০১.২	১১৭৫.৩	১১০২.৬	১১৪২.২	৯৭৩.৩	৯৪৯.০	১১৩২.৭	১৮১১.৫
২) অন্যান্য সরকারি খাত	৯৪.৬	১২৭.৪	১৬৬.৭	১৬০.৫	১৭২.৮	১৯২.০	২৩৩.৬	২৯২.২
খ) বেসরকারি খাত	৪৫২১.৬	৫০৭৬.৪	৫৭৪৬.০	৬৭১০.১	৭৭৬০.৬	৯০৭৫.৩	১০১০২.৬	১০৯৭২.৭
৩। ব্যাপক মুদ্রা (এম২) জিডিপির শতকরা হিসেবে (চলতি বাজার মূল্যে)	৫০.৩	৫২.১	৫২.০	৫২.৯	৫১.৪	৪৯.৩	৪৮.০	৪৯.১
৪। এম৩ জিডিপির শতকরা হিসেবে (চলতি বাজার মূল্যে)	৫৬.৭	৫৯.০	৬০.০	৬২.১	৬২.৪	৬১.১	৬০.৩	৬০.৯
				শতকরা প্রবৃদ্ধি				
১। ব্যাপক মুদ্রা (এম২)	১৬.৭	১৬.১	১২.৪	১৬.৩	১০.৯	৯.২	৯.৯	১২.৬
২। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ*	১১.০	১১.৬	১০.০	১৪.২	১১.২	১৪.৭	১২.৩	১৪.০
ক) সরকারি খাত	১১.৭	৮.৯	-২.৬	২.৬	-১২.০	-০.৪	১৯.৮	৫৪.০
১) সরকার (নিট)[@]	২০.১	৬.৭	-৬.২	৩.৬	-১৪.৮	-২.৫	১৯.৪	৫৯.৯
২) অন্যান্য সরকারি খাত	-৩৮.৪	৩৪.৭	৩০.৯	-৩.৭	৭.৭	১১.১	২১.৬	২৫.১
খ) বেসরকারি খাত	১০.৮	১২.৩	১৩.২	১৬.৮	১৫.৭	১৬.৯	১১.৩	৮.৬
৩। এম৩	১৫.৩	১৬.৫	১৪.৮	১৮.৩	১৪.৬	১১.৪	১১.৬	১১.১

[সা] সাময়িক

*জুন শেষের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে

[@] সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডসমূহ এতে সমন্বয় করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : (১) সরকারি সিকিউরিটিজ এবং ট্রেজারি বিলসমূহ জুন ২০০২ থেকে ব্যয় মূল্যে দেখানো হয়েছে।

(২) অগ্রিমসমূহ সামষ্টিক ভিত্তিতে।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ৭ : ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) এবং মূল্যস্ফীতির হার - জাতীয় (ভিত্তি : অর্থবছর ০৬=১০০)

সময়	১২-মাসের গড় ভিত্তিক						১২-মাসের পয়েন্ট-টু পয়েন্ট ভিত্তিক					
	সাধারণ		খাদ্য		খাদ্য-বহির্ভূত		সাধারণ		খাদ্য		খাদ্য-বহির্ভূত	
	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার
ভার	১০০.০০		৫৬.১৮		৪৩.৮২		১০০.০০		৫৬.১৮		৪৩.৮২	
অর্থবছর ১৩	১৮১.৭৩	৬.৭৮	১৯৩.২৪	৫.২২	১৬৬.৯৭	৯.১৭	১৮৪.০৪	৮.০৫	১৯৪.৫৮	৮.২৬	১৭০.৫৩	৭.৭৫
অর্থবছর ১৪	১৯৫.০৮	৭.৩৫	২০৯.৭৯	৮.৫৭	১৭৬.২২	৫.৫৪	১৯৬.৮৬	৬.৯৭	২১০.১৫	৮.০০	১৭৯.৮২	৫.৪৫
অর্থবছর ১৫	২০৭.৫৮	৬.৪০	২২৩.৮০	৬.৬৮	১৮৬.৭৯	৫.৯৯	২০৯.১৭	৬.২৫	২২৩.৪৩	৬.৩২	১৯০.৮৮	৬.১৫
অর্থবছর ১৬	২১৯.৮৬	৫.৯২	২৩৪.৭৭	৪.৯০	২০০.৭৪	৭.৪৭	২২০.৭৪	৫.৫৩	২৩২.৮৭	৪.২৩	২০৫.১৯	৭.৫০
অর্থবছর ১৭	২৩১.৮২	৫.৪৪	২৪৮.৯০	৬.০২	২০৯.৯২	৪.৫৭	২৩৩.৮৬	৫.৯৪	২৫০.৩৫	৭.৫১	২১২.৭২	৩.৬৭
অর্থবছর ১৮	২৪৫.২২	৫.৭৮	২৬৬.৬৪	৭.১৩	২১৭.৭৭	৩.৭৪	২৪৬.৮২	৫.৫৪	২৬৫.৩৩	৫.৯৮	২২৩.০৯	৪.৮৭
অর্থবছর ১৯	২৫৮.৬৫	৫.৪৮	২৮১.৩২	৫.৫১	২২৯.৫৮	৫.৪২	২৬০.৪৪	৫.৫২	২৭৯.৬৫	৫.৪০	২৩৫.৮২	৫.৭১
অর্থবছর ২০	২৭৩.২৬	৫.৬৫	২৯৬.৮৬	৫.৫২	২৪৩.০০	৫.৮৫	২৭৬.১২	৬.০২	২৯৭.৯৫	৬.৫৪	২৪৮.১৩	৫.২২
অর্থবছর২০												
জুলাই-১৯	২৫৯.৮২	৫.৪৮	২৮২.৫৪	৫.৪৫	২৩০.৬৮	৫.৫৪	২৬৩.৬৯	৫.৬২	২৮৪.৫৪	৫.৪২	২৩৬.৯৫	৫.৯৪
আগস্ট-১৯	২৬০.৯৮	৫.৪৮	২৮৩.৭৫	৫.৩৯	২৩১.৭৮	৫.৬৪	২৬৬.৯৬	৫.৪৯	২৮৯.৬০	৫.২৭	২৩৭.৯৩	৫.৮২
সেপ্টেম্বর১৯	২৬২.১৭	৫.৪৯	২৮৫.০০	৫.৩৮	২৩২.৮৯	৫.৬৭	২৭১.৯০	৫.৫৪	২৯৬.৮১	৫.৩০	২৩৯.৯৬	৫.৯২
অক্টোবর১৯	২৬৩.৩৫	৫.৫০	২৮৬.২৯	৫.৪২	২৩৩.৯৩	৫.৬৪	২৭৩.৩০	৫.৪৭	২৯৮.৯৯	৫.৪৯	২৪০.৩৮	৫.৪৫
নভেম্বর-১৯	২৬৪.৬৫	৫.৫৬	২৮৭.৮০	৫.৫১	২৩৪.৯৭	৫.৬৩	২৭৩.৬০	৬.০৫	২৯৯.২৬	৬.৪১	২৪০.৭১	৫.৪৭
ডিসেম্বর-১৯	২৬৫.৮৮	৫.৫৯	২৮৯.১৭	৫.৫৬	২৩৬.০৩	৫.৬৪	২৭২.৯৭	৫.৭৫	২৯৭.৬৯	৫.৮৮	২৪১২৮	৫.৫৫
জানুয়ারি-২০	২৬৭.১০	৫.৬০	২৯০.৩৯	৫.৫৪	২৩৭.২৪	৫.৭০	২৭৬.১৬	৫.৫৭	৩০০.১১	৫.১২	২৪৫.৪৬	৬.৩০
ফেব্রুয়ারি- ২০	২৬৮.২৯	৫.৬০	২৯১.৫৭	৫.৫০	২৩৮.৪৪	৫.৭৭	২৭৫.৬৩	৫.৪৬	২৯৯.১৩	৪.৯৭	২৪৫.৪৯	৬.২৩
মার্চ-২০	২৬৯.৪৯	৫.৬০	২৯২.৭৩	৫.৪৩	২৩৯.৬৮	৫.৮৬	২৭৬.৮৩	৫.৪৮	৩০০.৭৪	৪.৮৭	২৪৬১৭	৬.৪৫
এপ্রিল- ২০	২৭০.৭৯	৫.৬৩	২৯৪.১৫	৫.৪৬	২৪০.৮৫	৫.৯০	২৭৮.৩৯	৫.৯৬	৩০৩.৩৯	৫.৯১	২৪৬.৩৪	৬.০৪
মে-২০	২৭১.৯৫	৫.৬১	২৯৫.৩৩	৫.৪৩	২৪১.৯৭	৫.৮৯	২৭৩.৫৩	৫.৩৫	২৯৪.০৮	৫.০৯	২৪৭.১৭	৫.৭৫
জুন-২০	২৭৩.২৬	৫.৬৫	২৯৬.৮৬	৫.৫২	২৪৩.০০	৫.৮৫	২৭৬.১২	৬.০২	২৯৭.৯৫	৬.৫৪	২৪৮.১৩	৫.২২

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ৮ : বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক (ভিত্তি : অর্থবছর ০৬ =১০০)

ক্রমিক নং	প্রধান শিল্প গ্রুপ	ভার	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০[সা]
১.	ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের সাধারণ সূচক	১০০.০০	২৯৭.৮৯	৩৪২.৪৭	৩৯২.৮২	৩৯৩.৮২
২.	খাদ্য	১০.৮৪	৪১০.৪২	৫০১.১৬	৫৬২.৭০	৬০১.২৭
৩.	পানীয়	০.৩৪	২৫৭.৬১	২৪০.৪১	২৭২.৭৪	২৫৫.৩০
৪.	তামাক	২.৯২	১৩৯.৫৭	১৩৮.৫১	১৩৮.৫৯	১৪৪.৮২
৫.	বস্ত্র	১৪.০৭	১৬৮.৩৯	১৯৫.১৯	২০০.২৭	২২৭.৬৮
৬.	পোশাক পরিচ্ছদ	৩৪.৮৪	৩৪৩.৭৪	৩৮৮.৬২	৪৪৩.০৫	৩৬৮.৬৯
৭.	চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্য	৪.৪০	১৯৪.১৩	২৯২.২২	৩৪৮.৫৮	৩৪৬.৬৯
৮.	কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য এবং কর্ক	০.৩৩	৩২৫.২৬	৩৩৯.৫২	৩৫৬.৪২	৩৭৮.০০
৯.	কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য	০.৩৩	১৮৩.৬৭	১৮৫.৩৮	১৮৭.৫৮	১৯৮.৮৮
১০.	প্রিন্টিং অ্যান্ড রিপ্রডাক্শন অব রেকর্ডেড মিডিয়া	১.৮৩	১৫৫.৬২	১৬২.২২	১৭৮.৮৯	২০২.৭৫
১১.	কোক ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	১.২৫	১৮২.৭৪	১০০.৮০	১০৯.৭৪	৬৯.৫৭
১২.	রাসায়নিক এবং রসায়নজাত দ্রব্য	৩.৬৭	১০৪.০৪	১০০.৫০	১৩৩.২২	১১৯.৭৩
১৩.	ঔষধজাত এবং চিকিৎসা কাজে ব্যবহার্য রাসায়নিক	৮.২৩	৪২৪.৩০	৫০৭.৫৩	৬৭০.৪১	৮৮৩.০৩
১৪.	রাবার এবং প্লাস্টিক দ্রব্য	১.৫৬	৩৫৯.৭৯	৪১১.৯৪	৪৪২.৬৩	৪৪৫.৯২
১৫.	নন মেটালিক খনিজ দ্রব্য	৭.১২	৩৪১.৮৫	৩৮১.৮৫	৪৪৩.৭২	৪৮৪.৭৪
১৬.	মৌলিক ধাতব দ্রব্য	৩.১৫	১৭৪.০৪	১৮৫.২৭	১৮৮.১৪	১৭৩.৬৫
১৭.	মেশিনারি ব্যতীত অন্যান্য ফেব্রিকেটেড ধাতু	২.৩২	২৪৬.০১	২৭৪.৩৪	২৯৮.০০	২৯৮.৩১
১৮.	কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক্স এবং অপটিক্যাল প্রডাক্ট	০.১৫	৩৫৩.৩৩	১৭৮.৫৭	২৪৬.০৫	২৭৭.৬০
১৯.	ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী	০.৭৩	৩৪২.৭৭	৩৩৭.৫৮	৩৬৬.৩৫	২৮১.৮০
২০.	মেশিনারি এবং ইক্যুইপমেন্ট (এন.ই.সি)	০.১৮	৪০৬.৩৭	৫৪৮.৭৩	৬৪১.০০	৭৬০.২৩
২১.	মোটরযান, ট্রেইলরস এবং সেমি ট্রেইলরস	০.১৩	৫৫৯.৬১	৪৩৮.৪৪	৬১৪.১১	২৮৫.৫৪
২২.	অন্যান্য যানবাহন সরঞ্জাম	০.৭৩	৫৬০.০০	৬০৪.৪৩	৬০৭.৫৩	৬২৫.০৩
২৩.	আসবাবপত্র	০.৮৮	১৫১.৪৪	১৮৪.৮১	১৯৩.৮৪	১৮৪.২৯
	শতকরা প্রবৃদ্ধি					
১.	ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের সাধারণ সূচক		১১.২০	১৪.৯৭	১৪.৭০	০.২৬
২.	খাদ্য		৬.৫৭	২২.১১	১২.২৮	৬.৮৬
৩.	পানীয়		-৪.৫০	-৬.৬৮	১৩.৪৫	-৬.৪০
৪.	তামাক		৩.০২	-০.৭৬	০.০৬	৪.৫০
৫.	বস্ত্র		২১.২৩	১৫.৯২	২.৬০	১৩.৬৯
৬.	পোশাক পরিচ্ছদ		১.৪৮	১৩.০৬	১৪.০১	-১৬.৭৮
৭.	চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্য		৫৪.৭৬	৫০.৫৩	১৯.২৯	-০.৫৪
৮.	কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্য এবং কর্ক		৭.৮০	৪.৩৮	৪.৯৮	৬.০৫
৯.	কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য		১.৪৩	০.৯৩	১.১৯	৬.০৩
১০.	প্রিন্টিং অ্যান্ড রিপ্রডাক্শন অব রেকর্ডেড মিডিয়া		৫.২৭	৪.২৪	১০.২৮	১৩.৩৪
১১.	কোক ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম		৯৪.৩৪	-৪৪.৮৪	৮.৮৭	-৩৬.৬১
১২.	রাসায়নিক এবং রসায়নজাত দ্রব্য		১২.৩৫	-৩.৪০	৩২.৫৬	-১০.১৩
১৩.	ঔষধজাত এবং চিকিৎসা কাজে ব্যবহার্য রাসায়নিক		৩২.৯০	১৯.৬২	৩২.০৯	৩১.৭২
১৪.	রাবার এবং প্লাস্টিক দ্রব্য		৬.৪০	১৪.৪৯	৭.৪৫	০.৭৪
১৫.	নন মেটালিক খনিজ দ্রব্য		৩২.৩৩	১১.৭০	১৬.২০	৯.২৪
১৬.	মৌলিক ধাতব দ্রব্য		-১৪.২০	৬.৪৫	১.৫৫	-৭.৭০
১৭.	মেশিনারি ব্যতীত অন্যান্য ফেব্রিকেটেড ধাতু		২২.৬৮	১১.৫২	৮.৬২	০.১০
১৮.	কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক্স এবং অপটিক্যাল প্রডাক্ট		৫২.৩৭	-৪৯.৪৬	৩৭.৭৯	১২.৮২
১৯.	ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী		৬০.০৮	-১.৫১	৮.৫২	-২৩.০৮
২০.	মেশিনারি এবং ইক্যুইপমেন্ট (এন.ই.সি)		৪৫.৫৮	৩৫.০৩	১৬.৮২	১৮.৬০
২১.	মোটরযান, ট্রেইলরস এবং সেমি ট্রেইলরস		৬৮.৭৫	-২১.৬৫	৪০.০৭	-৫৩.৫০
২২.	অন্যান্য যানবাহন সরঞ্জাম		-৫.৪৭	৭.৯৩	০.৫১	২.৮৮
২৩.	আসবাবপত্র		১৪.৭১	২২.০৪	৪.৮৯	-৪.৯৩

[সা] সাময়িক

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

সারণি ৯ : রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উপাদানসমূহের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	তফসিলি ব্যাংকসমূহে রক্ষিত নগদ অর্থ	বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে তফসিলি ব্যাংকসমূহের ব্যালেন্স*	বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যালেন্স	রিজার্ভ মুদ্রা
১	২	৩	৪	৫	৬=(২+৩+৪+৫)
২০০৪	১৫৮.১	১৪.৮	৬৫.৬	০.২	২৩৮.৭
২০০৫	১৮৫.২	১৮.১	৭০.৪	০.৪	২৭৪.১
২০০৬	২২৮.৬	২০.৩	৯০.১	০.৫	৩৩৯.৫
২০০৭	২৬৬.৪	২১.৪	১০৫.৭	০.৭	৩৯৪.২
২০০৮	৩২৬.৯	২৯.৬	১১৮.১	১.১	৪৭৫.৬
২০০৯	৩৬০.৫	৩৪.০	২৩১.৬	১.৪	৬২৭.৫
২০১০	৪৬১.৬	৪৩.১	২৩৪.৭	২.১	৭৪১.৪
২০১১	৫৪৮.০	৫৭.৩	২৯০.১	২.০	৮৯৭.৩
২০১২	৫৮৪.২	৬৪.৮	৩২৬.৬	২.৪	৯৭৮.০
২০১৩	৬৭৫.৫	৭৮.২	৩৬৮.০	৩.১	১১২৪.৯
২০১৪	৭৬৯.১	৮৫.৮	৪৪০.০	৩.৯	১২৯৮.৮
২০১৫	৮৭৯.৪	১০২.১	৪৯৮.৪	৪.৯	১৪৮৪.৮
২০১৬	১২২০.৭	১০২.৩	৬০৩.০	৬.০	১৯৩২.০
২০১৭	১৩৭৫.৩	১৩৭.৩	৭২৭.৩	৬.৭	২২৪৬.৬
২০১৮	১৪০৯.২	১৪০.২	৭৮০.৪	৭.৬	২৩৩৭.৪
২০১৯	১৫৪২.৯	১৬১.০	৭৫০.১	৭.৯	২৪৬১.৯
২০২০	১৯২১.১	১৫৯.৮	৭৫৭.৭	৬.২	২৮৪৪.৮

* জুন ২০০২ পর্যন্ত ফরেন কারেন্সি ক্লিয়ারিং অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স ব্যতীত বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ডিএমবি এর ব্যালেন্স এবং রিজার্ভ মুদ্রা সেই অনুসারে সংশোধন করা হয়েছে।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১০ : রিজার্ভ মুদ্রা ও এর উৎসসমূহের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি					নিট বৈদেশিক সম্পদ	অন্যান্য সম্পদ (নিট)	রিজার্ভ মুদ্রা
	সরকার (নিট)	তফসিলি ব্যাংকসমূহ	অন্যান্য সরকারি সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	বেসরকারি খাত	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬=(২+৩+৪+৫)	৭	৮	৯=(৬+৭+৮)
২০০৪	১১৮.৫	৫৮.৫	১২.৪	১২.৪	২০১.৮	১৩৫.৪	-৯৮.৫	২৩৮.৭
২০০৫	১৫৬.৭	৬১.৩	১১.১	১৩.৪	২৪২.৫	১৪৬.৯	-১১৫.৩	২৭৪.১
২০০৬	২৪৯.৮	৬৩.৪	১০.১	১৪.৩	৩৩৭.৬	১৮৬.৪	-১৮৪.৫	৩৩৯.৫
২০০৭	২৫৯.৩	৬৪.৪	৯.৯	১৫.৮	৩৪৯.৪	২৮৭.৭	-২৪২.৯	৩৯৪.২
২০০৮	২৫৯.৩	৭৩.৩	৯.৫	১৭.০	৩৫৯.১	৩২৮.১	-২১১.৬	৪৭৫.৬
২০০৯	২৮৪.৭	৬৮.৫	৮.৫	২০.২	৩৮১.৯	৪৩২.৩	-১৮৬.৭	৬২৭.৫
২০১০	২১৪.৭	৬৬.১	৮.৩	২৫.৯	৩১৫.০	৬১১.৮	-১৮৫.৪	৭৪১.৪
২০১১	৩১৭.১	১৮৬.১	৭.৮	৩১.৪	৫৪২.৪	৬১৩.৪	-২৫৮.৫	৮৯৭.৩
২০১২	৩৭৮.৫	২২৬.৩	১১.৮	৩৬.০	৬৫২.৬	৬৮৯.৩	-৩৬৩.৯	৯৭৮.০
২০১৩	২৭০.৭	১০২.২	১৩.৫	৪১.৮	৪২৮.২	১০৩২.৫	-৩৩৫.৮	১১২৪.৯
২০১৪	৩৮.৪	৬২.৮	১২.০	৪২.৭	১৫৬.০	১৪৭৫.০	-৩৩২.২	১২৯৮.৮
২০১৫	৮.১	৫৬.৬	২১.৬	৪৬.৪	১৩২.৭	১৭৭৪.০	-৪২১.৯	১৪৮৪.৮
২০১৬	১৩৩.৭	৬০.২	২০.২	৪৯.৭	২৬৩.৮	২১৮৮.৯	-৫২০.৭	১৯৩২.০
২০১৭	১২৯.৮	৫০.৫	২১.৬	৪৯.৮	২৫১.৭	২৫২০.৩	-৫২৫.৪	২২৪৬.৬
২০১৮	২২৫.৭	৫৫.৮	২৩.৭	৫১.৫	৩৫৬.৭	২৫৩৫.১	-৫৫৪.৪	২৩৩৭.৪
২০১৯	৩১১.৯	৫৩.৯	২৩.৮	৪৭.৯	৪৩৭.৫	২৫৭২.০	-৫৪৭.৫	২৪৬১.৯
২০২০	৪২১.২	১৩৭.৬	২৫.৫	৫৩.৪	৬৩৭.৮	২৮৬০.৪	-৬৫৩.৩	২৮৪৪.৮

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১১ : সরকারি এবং বেসরকারি খাতের আমানতসমূহের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	তলবি আমানত ১/			মেয়াদি আমানত ১/		
	সরকারি ২/	বেসরকারি	মোট	সরকারি ২/	বেসরকারি ৩/	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০০৪	২৭.১	১৩৬.০	১৬৩.১	১৮৪.২	৮৬৫.৯	১০৫০.১
২০০৫	৩৫.২	১৫৮.৯	১৯৪.১	২২৩.৩	১০০৮.৪	১২৩১.৭
২০০৬	৩৮.১	১৮৩.৯	২২২.০	২৫৫.১	১২১২.৯	১৪৬৮.০
২০০৭	৪২.২	২১৮.৮	২৬১.০	২৯৮.৭	১৪০৯.৮	১৭০৮.৫
২০০৮	৪৯.৫	২৫৪.৯	৩০৪.৪	৩৬৪.৮	১৬৪৭.৬	২০১২.৪
২০০৯	৫৭.৫	২৮০.৩	৩৩৭.৮	৪৪২.৭	২০০৫.৬	২৪৪৮.৩
২০১০	৬১.৮	৩৯৩.০	৪৫৪.৮	৫৩৭.১	২৩৭৪.৫	২৯১১.৬
২০১১	৮৭.৮	৪৩৯.৩	৫২৭.১	৬৭৭.০	২৯০০.৪	৩৫৭৭.৪
২০১২	১০৩.৪	৪৭১.০	৫৭৪.৪	৮৪৫.১	৩৪৮০.৭	৪৩২৫.৮
২০১৩	১১২.১	৫১৭.৮	৬২৯.৯	৯৫৪.৮	৪১৪৪.২	৫০৯৯.০
২০১৪	১১৫.৩	৬০০.২	৭১৫.৫	১০৮০.৯	৪৮২৮.৪	৫৯০৯.৩
২০১৫	১১৯.২	৬৮৩.৬	৮০২.৮	১৩৭৬.৫	৫২৮৩.৭	৬৬৬০.২
২০১৬	১৩৯.২	৮৫৩.৪	৯৯২.৬	১৬৩৮.৩	৫৮৭১.৪	৭৫০৯.৭
২০১৭	১৯২.১	৯৭১.৫	১১৬৩.৬	১৭৮১.০	৬৪৮০.৮	৮২৬১.৮
২০১৮	২০৪.১	১০৭১.০	১২৭৫.১	২০৩৪.০	৭১৩১.৯	৯১৬৫.৯
২০১৯	২৪৭.৭	১১০৫.৯	১৩৫৩.৬	২১৬৪.৯	৭৯৫৪.৬	১০১১৯.৫
২০২০	২৭৪.৮	১২৬৭.২	১৫৪১.৯	২২৩০.৭	৮৯১৮.৪	১১১৪৯.১
			শতকরা অংশ			
২০০৪	১৬.৬	৮৩.৪	১০০.০	১৭.৫	৮২.৫	১০০.০
২০০৫	১৮.১	৮১.৯	১০০.০	১৮.১	৮১.৯	১০০.০
২০০৬	১৭.১	৮২.৯	১০০.০	১৭.৪	৮২.৬	১০০.০
২০০৭	১৬.২	৮৩.৮	১০০.০	১৭.৫	৮২.৫	১০০.০
২০০৮	১৬.৩	৮৩.৭	১০০.০	১৮.১	৮১.৯	১০০.০
২০০৯	১৭.০	৮৩.০	১০০.০	১৮.১	৮১.৯	১০০.০
২০১০	১৩.৬	৮৬.৪	১০০.০	১৮.৪	৮১.৬	১০০.০
২০১১	১৬.৭	৮৩.৩	১০০.০	১৮.৯	৮১.১	১০০.০
২০১২	১৮.০	৮২.০	১০০.০	১৯.৫	৮০.৫	১০০.০
২০১৩	১৭.৮	৮২.২	১০০.০	১৮.৭	৮১.৩	১০০.০
২০১৪	১৬.১	৮৩.৯	১০০.০	১৮.৩	৮১.৭	১০০.০
২০১৫	১৪.৮	৮৫.২	১০০.০	২০.৭	৭৯.৩	১০০.০
২০১৬	১৪.০	৮৬.০	১০০.০	২১.৮	৭৮.২	১০০.০
২০১৭	১৬.৫	৮৩.৫	১০০.০	২১.৬	৭৮.৪	১০০.০
২০১৮	১৬.০	৮৪.০	১০০.০	২২.২	৭৭.৮	১০০.০
২০১৯	১৮.৩	৮১.৭	১০০.০	২১.৪	৭৮.৬	১০০.০
২০২০	১৭.৮	৮২.২	১০০.০	২০.০	৮০.০	১০০.০

১/ আন্তঃব্যাংক লেনদেন ব্যতীত।
২/ সরকারি আমানতসহ।
৩/ ওয়েজ আর্নার্স আমানতসহ।
উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১২ : তফসিলি ব্যাংকসমূহের নির্বাচিত পরিসংখ্যানের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	৩০ জুন ২০১৩	৩০ জুন ২০১৪	৩০ জুন ২০১৫	৩০ জুন ২০১৬	৩০ জুন ২০১৭	৩০ জুন ২০১৮	৩০ জুন ২০১৯	৩০ জুন ২০২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১। ব্যাংক আমানত (আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে)	৫৭২৯.৭	৬৬২৫.৭	৭৪৬৩.৪	৮৪৯৬.৩	৯৪২৫.৯	১০৪৪১.৫	১১৪৭৩.৬	১২৬৯১.৫
(ক) তলবি আমানত	৫৫৭.৪	৬৪৩.৪	৭২৩.৮	৮৯৭.৬	১০১৮.৯	১১৩২.২	১১৮২.২	১৩৫৫.৩
(খ) মেয়াদি আমানত	৪৭৯৯.০	৫৫৮৯.৮	৬২৬৮.০	৭০৩৯.৫	৭৭৬০.০	৮৫৫০.৯	৯৪৬৩.২	১০৪৫৪.৭
(গ) নিয়ন্ত্রিত আমানত	০.৮	০.৩	০.৪	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫
(ঘ) সরকারি আমানত	৩৭২.৫	৩৯২.২	৪৭১.২	৫৫৮.৭	৬৪৬.৫	৭৫৭.৯	৮২৭.৮	৮৮১.০
২। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ঋণ	৯৪.৪	৫৫.৩	৪৮.২	১৮৩.৯	২৪৩.৯	৩২৩.৩	৩৫৩.৭	৫০৩.০
৩। সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল	৭৮.২	৮৫.৮	১০২.১	১০২.৩	১৩৭.৩	১৪০.২	১৬১.০	১৫৯.৮
৪। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ব্যালেন্স (এফসিডি অন্তর্ভুক্ত)	৪৫৩.৪	৫৫৮.৫	৫৬৮.৫	৬৭২.৯	৮১৫.৯	৮৭১.৬	৮৬৬.৯	৮৬৯.৯
৫। বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাংকের সাথে ব্যালেন্স	১৫৯.৪	১৬৮.৮	১৫৯.৩	২০৬.৬	২৮৫.৮	৪৪৪.৩	৪৪১.৮	৩৫৫.৩
৬। চাহিবা মাত্র এবং স্বল্প নোটিসে ফেরতযোগ্য অর্থ	৫৩.০	৪৯.৯	২৫.৩	৫১.৭	৬৫.৪	৪৬.৭	৬৫.৪	৭৪.৪
৭। মোট বিনিয়োগ©	১৩৬১.১	১৬৯৮.৮	১৭৪৪.৩	১৭৯৮.৭	১৭৮৭.৫	১৮৪৮.০	২১৩০.৭	২৭৪৫.৩
(ক) সরকারি সিকিউরিটিজ ও ট্রেজারি বিল*	১২০৮.১	১৪৯৩.৩	১৫২৪.২	১৫৩৬.৭	১৪৭৬.৫	১৪৯২.৭	১৬৬৩.৬	২২৬৪.৬
(খ) অন্যান্য	১৫৩.০	২০৫.৫	২২০.১	২৬২.০	৩১১.০	৩৫৫.৩	৪৬৭.১	৪৮০.৭
৮। ব্যাংক ঋণ (আন্তঃব্যাংক লেনদেন ও বৈদেশিক বিল বাদে)	৪৩৭২.০	৪৮৮২.২	৫৫৩৩.৪	৬৪২৮.৩	৭৪৫৬.১	৮৭৬২.৫	৯৮২৪.৫	১০৭৩৫.৩
(ক) বাংলাদেশে প্রদত্ত অগ্রিম **	৪১৭২.৯	৪৬৮৮.৭	৫৩৩৩.১	৬১৮৭.৮	৭১৬৬.৬	৮৪৮০.৫	৯৫১৮.৮	১০৪৯৫.৭
(খ) অভ্যন্তরীণ ক্রয়কৃত এবং বাট্টাকৃত বিলসমূহ	১৯৯.০	১৯৩.৫	২০০.৩	২৪০.৫	২৮৯.৪	২৮২.০	৩০৫.৭	২৩৯.৫
৯। ঋণ/আমানত অনুপাত (বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ বাদে)	০.৮	০.৭	০.৭	০.৮	০.৮	০.৮	০.৯	০.৮

© সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেজারি বিল/বন্ডসমূহ এবং অন্যান্য বিনিয়োগ (শেয়ার/ডিবেঞ্চার, রিভার্স রেপো ইত্যাদি) এতে অন্তর্ভুক্ত।

* সরকারি সিকিউরিটিজ এবং ট্রেজারি বিলসমূহ জুন ২০০২ থেকে ব্যয় মূল্যে দেখানো হয়েছে।

** অগ্রিমসমূহ সামষ্টিক ভিত্তিতে।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১৩ : নির্বাচিত সুদের হারের গতি (বছর শেষে)

	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ব্যাংক রেট	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০
ট্রেজারি বিল রেট*								
৯১-দিন	৮.৪০	৬.৯০	৫.৩৯	৩.৯২	৩.৭৮	৩.৮৯	৬.৯২	৬.৮৭
১৮২-দিন	১০.২০	৭.৫০	৬.৪০	৪.৬৫	৪.৩১	৪.৪২	৭.০৭	৭.০০
৩৬৪-দিন	১০.৪০	৮.০০	৬.৭৮	৫.২২	৪.৪৭	৪.৬০	৭.২৯	৭.৪১
কল মানি রেট*								
ঋণ	৭.২০	৬.২৫	৫.৭৯	৩.৭০	৩.৯৩	৩.৪১	৪.৫৫	৫.০১
ধার	৭.২০	৬.২৫	৫.৭৯	৩.৭০	৩.৯৩	৩.৪১	৪.৫৫	৫.০১
তফসিলি ব্যাংকসমূহের সুদহার*								
আমানত	৮.৫০	৭.৭৯	৬.৮০	৫.৫৪	৪.৮৪	৫.৫০	৫.৪৩	৫.০৬
অগ্রিম	১৩.৭০	১৩.১০	১১.৬৯	১০.৩৯	৯.৫৬	৯.৯৫	৯.৫৮	৭.৯৫

* ব্যাংক রেট ব্যতীত ভারীত-গড় ।

উৎস : মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১৪ : ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের বিবরণ

(বিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	উদ্দেশ্যাবলী	৩০ জুন ২০১৯ এ স্থিতি	৩০ জুন ২০২০[সা] এ স্থিতি
১	২	৩	৪	৫
ক.	**বাংলাদেশ ব্যাংক**			
১.	উপায়-উপকরণ অগ্রিম	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	১৪.২২	৬০.০০
২.	ওভারড্রাফ্ট		০.০০	৫.০৪
৩.	ওভারড্রাফট ব্লক		২৬.৮৫	১১.৮৫
৪.	ডিভল্‌ভমেন্ট		২৭৮.৪৫	৩৪৬.৭২
	ক) ট্রেজারি বিল		১৪৪.৭৮	৮৩.৯৪
	খ) ট্রেজারি বন্ড		১৩৩.৬৭	২৬২.৭৭
৫.	সরকারের মুদ্রা দায়		২০.২৬	২০.২৬
৬.	স্বায়ত্তশাসিত ও আধা - স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত আগাম		০.০০	০.০০
৭.	পুঞ্জিত সুদ		২.৬৫	৫.৮২
৮.	সরকারি আমানত© (-)		-০.৩৫	-০.৩৩
৯.	জিআইআইবি তহবিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থিতি (-)		-২৪.৫৮	- ৬৫.৯৪
ক.	**মোট : (১ +...+ ৯)***		**৩১৭.৫০**	**৩৮৩.৪২**
খ.	**আমানত গ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ (ডিএমবিস)**			
১.	**গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বিল**		২৮৬.৬৬	৫২৩.৩১
	১) ট্রেজারি বিল (১ - বছরের কম)	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	২৮৬.৬৬	৫২৩.৩১
২.	**বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি)**		১১২৫.৬৬	১৫৩৮.৩৯
	১. ২-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		১১৩.৩১	২৩৬.৩৯
	২. ৩-বছর মেয়াদি (এফআরটিবি) বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড [১/]	বিভিন্ন ব্যাংকের, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন কোম্পানির কর্মচারীদের জিএফ বৃদ্ধি	১.১২	১.১২
	৩. ৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		২১৯.১৫	৩১৫.২৯
	৪. ১০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		৩৯৩.৬৫	৪৯৭.৪৯
	৫. ১৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		২০৯.৭৪	২৪৯.৮৬
	৬. ২০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড		১৮৮.৬৮	২৩৮.২৫
৩.	**অন্যান্য বিশেষ ট্রেজারি বন্ড (ক+খ)**		**১০৭.৯৮**	**১০৬.৮৮**
ক)	**১ বছর এবং তার বেশি কিন্তু ৫ বছরের কম (বিশেষায়িত বন্ড)**		**০.৪১**	**০.৪১**
	১. সুদমুক্ত ৩-বছর মেয়াদি হিমায়িত খাদ্য ট্রেজারি বন্ড ২০২১	হিমায়িত খাদ্য শিল্পের ঋণ পরিশোধ	০.৪১	০.৪১
খ)	**৫ বছর এবং তার বেশি (বিশেষায়িত বন্ড)**		১০৭.৫৭	১০৬.৪৮
	১. সুদমুক্ত ১০-বছর মেয়াদি (বিজেএমসি এবং বিটিএমসি) ট্রেজারি বন্ড- ২০২০	বিজেএমসি এবং বিটিএমসি এর ঋণ পরিশোধ	২.০৪	২.০৪
	২. শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ২৫-বছর মেয়াদি (জুট) ট্রেজারি বন্ড-২০১৯	পাট খাতের ঋণ পরিশোধে পুনর্ভরণ	০.০০	০.০০
	৩. শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ২৫-বছর মেয়াদি (জুট) ট্রেজারি বন্ড-২০২০[২/]	প্রাইভেট ব্যাংক কর্তৃক পাট কলের ঋণের লোকসানের এক তৃতীয়াংশ পুনর্ভরণ	০.০৩	০.০২
	৪. শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ১২ থেকে ১৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ট্রেজারি বন্ড[৩/]	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর ঋণ পরিশোধ	২৮.২৩	২৭.২৩
	৫. শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ৯ থেকে ১৩ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) ট্রেজারি বন্ড	বিজেএমসি এর ঋণ পরিশোধ	১৭.৯২	১৭.৯২
	৬. শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত ৭ বছর মেয়াদি এসপিটিবি-২০২০[৪/]		২০.০০	০.০০
	৭. শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত ৮ বছর মেয়াদি এসপিটিবি -২০২১	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	২০.০০	২০.০০
	৮. শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত ১০ বছর মেয়াদি এসপিটিবি -২০২৩		১৯.৩৫	১৯.৩৫

সারণি ১৪ : ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের বিবরণ (চলমান)

(বিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	উদ্দেশ্যাবলী	৩০ জুন ২০১৯ এ স্থিতি	৩০ জুন ২০২০[সা] এ স্থিতি
১	২	৩	৪	৫
	৯. শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ৭ বছর মেয়াদি হানিফ ফ্লাইওভার এসপিটিবি -২০২৬ ৫/		০.০০	১৪.৩৯
	১০. সুদমুক্ত ৭ -বছর মেয়াদি হানিফ ফ্লাইওভার এসপিটিবি-২০২৬ ৬/	হানিফ ফ্লাইওভার এর ঋণ পরিশোধ	০.০০	৫.৫৪
৪.	**উপ-মোট: (১+২+৩)**		**১৫২০.২৯**	**২১৬৮.৫৯**
৫.	প্রাইজ বন্ড/ ইনকাম ট্যাক্স বন্ড		০.২৫	০.৩১
৬.	সরকারি অন্যান্য সিকিউরিটিজ		০.০৪	০.০৫
৭.	খাদ্য মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত অগ্রিম		১২.৬৩	৫.৭৩
৮.	অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত অগ্রিম		১৬.৭৯	১৭.০২
৯.	স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত অগ্রিম		১৯.৬০	২৪.৩৫
১০.	পুঞ্জিত সুদ		২০.৭৭	২৭.৩০
১১.	মন্ত্রণালয়সমূহ ও বিভাগসমূহের গচ্ছিত আমানত (-)		-৩৬৫.৯৫	-৩৪৮.৫০
১২.	স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের গচ্ছিত আমানত (-)		-৪৬১.৮৪	-৫৩২.৫০
১৩	জিআইআইবি তহবিলে তফসিলি ব্যাংকসমূহের স্থিতি (১+২)		২০.৫৮	৬২.০৩
	১. জিআইআইবি তহবিলে বিনিয়োগ		১০৫.২৯	১২৯.৭২
	২. জিআইআইবি তহবিল থেকে গৃহীত ঋণ (-)		-৮৪.৭১	-৬৭.৬৯
খ.	**মোট : (৪+...+১৩)**		**৭৮৩.১৬**	**১৪২৪.৩৯**
	সর্বমোট : ক+খ		**১১০০.৬৬**	**১৮০৭.৮১**

নোট: ② অন্যান্য গচ্ছিত আমানতসমূহ অন্তর্ভুক্ত।

* জিআইআইবি তহবিল অন্তর্ভুক্ত

সা সাময়িক

১/ ২৭ মার্চ, ২০১৯ সালে ৩-বছর মেয়াদি (এফআরটিবি) বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করা হয়।

২/ জুন ২০১৯ সালের ৩.৪ কোটি টাকার স্থিতির বিপরীতে জুলাই ২০১৯ সালে ১.৭ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।

৩/ জুন ২০১৯ সালের ২৮২২.৫ কোটি টাকার স্থিতির বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে ১০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।

৪/ জুন ২০১৯ সালের ২০০০ কোটি টাকার স্থিতির বিপরীতে জুন ২০২০ সালে ২০০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।

৫/ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে ১৪৩৮.৫ কোটি টাকার ৭-বছর মেয়াদি হানিফ ফ্লাইওভার এসপিটিবি ইস্যু করা হয়।

৬/ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে ৫৫৪ কোটি টাকার সুদমুক্ত ৭-বছর মেয়াদি হানিফ ফ্লাইওভার এসপিটিবি ইস্যু করা হয়।

উৎস : ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১৫ : সরকারের ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ

(বিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্থবছর ১৯ বিক্রয়	অর্থবছর ১৯ পরিশোধ মূল	অর্থবছর ১৯ পরিশোধ সুদ	অর্থবছর ১৯ নিট বিক্রয়	অর্থবছর ২০ বিক্রয়	অর্থবছর ২০ পরিশোধ মূল	অর্থবছর ২০ পরিশোধ সুদ	অর্থবছর ২০ নিট বিক্রয়
১	২	৩	৪	৫	৬ = (৩-৪)	৭	৮	৯	১০ =(৭-৮)
	জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহ								
১.	প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০১	০.০১	-০.০১	০.০০	০.০০	০.০১	০.০০
২.	৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	১০৩.৭৩	৩৭.৬৪	৯.৪৩	৬৬.০৯	৮৪.৯১	৪২.০০	১০.৯০	৪২.৯১
৩.	৩-বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
'৪.	বোনাস সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫.	৬-মাস অন্তর মুনাফভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬.	পরিবার সঞ্চয়পত্র	২৬৯.৩১	১২১.১৪	১২৩.৬২	১৪৮.১৭	১৬৭.৫৬	১৮৫.২৮	১৪৮.৩৫	-১৭.৭২
৭.	৩-মাস অন্তর মুনাফভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	২৭২.৩৪	১২১.১৬	৬১.৮২	১৫১.১৮	১৩৮.৪৪	১৭০.২০	৬৬.৭১	-৩১.৭৬
৮.	জামানত সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	৫০.৪৪	১৭.৯৭	২২.০৩	৩২.৪৭	৪৫.৯১	২১.০৯	১৯.১৯	২৪.৮২
১০.	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক	১৮৬.৯৮	৯৮.২৪	২০.০১	৮৮.৭৪	২১৬.৪৭	১০৩.৪৫	২৪.০১	১১৩.০৩
	ক) সাধারণ হিসাব	৩২.০২	২৮.৭১	০.৬৬	৩.৩১	৪৪.৬৩	৩১.৬৬	৩.৫২	১২.৯৭
	খ) মেয়াদি হিসাব	১৫৪.৯৫	৬৯.৫২	১৯.৩৫	৮৫.৪৩	১৭১.৮৪	৭১.৭৯	২০.৪৯	১০০.০৫
	গ) বোনাস হিসাব	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১.	ডাক জীবন বীমা	০.৯৫	০.৮৫	০.২৮	০.১০	০.৯৯	০.৮৫	০.২৮	০.১৫
১২.	প্রাইজ বন্ড	০.৮২	০.৪২	০.৩০	০.৪০	০.৭৯	০.৩৭	০.২৭	০.৪২
১৩.	ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড	১৩.৬৭	৩.১২	৯.৫০	১০.৫৫	১৩.৪১	১.৮৮	৯.৯৩	১১.৫৩
১৪.	৩-বছর মেয়াদি জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড	০.০০	০.০১	০.০০	-০.০১	০.০০	০.০২	০.২৫	-০.০২
১৫.	ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	০.৪৮	০.৩১	০.২৭	০.১৭	০.৩০	০.৪১	০.২২	-০.১১
১৬.	ইউএস ডলার বিনিয়োগ বন্ড	৪.৭২	৩.১৭	১.৬৮	১.৫৫	২.৪৯	১.৪৪	০.৯৫	১.০৫
১৭.	**মোট : (১+...+১৬)**	**৯০৩.৪২**	**৪০৪.০৩**	**২৪৮.৯৬**	**৪৯৯.৩৯**	**৬৭১.২৮**	**৫২৬.৯৯**	**২৮১.০৫**	**১৪৪.২৮**

		স্থিতি ৩০ জুন ২০১৯	নিট পরিবর্তন	স্থিতি ৩০ জুন ২০২০	নিট পরিবর্তন
১৮.	সরকারি ট্রেজারি বিলস্/বন্ডস্	৩০২.৮৬	৩৯.৬১	৩৮৭.৬০	৮৪.৭৪
	১) সরকারি ট্রেজারি বিলস	৯.৩২	৭.০১	২০.৫৮	১১.২৬
	২) বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড (বিজিটিবি)	২৯৩.৫৪	৩২.৬০	৩৬৭.০২	৭৩.৪৮
	ক) ২-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	১.২৭	-০.৬৫	১১.৭৫	১০.৪৮
	খ) ৩-বছর মেয়াদি (এফআরটিবি) বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	গ) ৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	৬১.৮৩	১.১৩	৭৯.৩২	১৭.৪৮
	ঘ) ১০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	১২৪.৯৯	১৫.৮১	১৫০.১৫	২৫.১৬
	ঙ) ১৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	৫১.৩২	১০.৪৭	৬৩.১৮	১১.৮৫
	চ) ২০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড	৫৪.১৩	৫.৮৩	৬২.৬৩	৮.৫০
১৯.	**সরকারের ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নিট) : (১৭+১৮)**		**৫৩৯.০০**		**২২৯.০২**

উৎস : জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর এবং ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১৬ : লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা*

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯[স]	অর্থবছর ২০[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-৬৭৯৪**	**-৬৯৬৫**	**-৬৪৬০**	**-৯৪৭২**	**-১৮১৭৮**	**-১৫৮৩৫**	**-১৭৮৫৮**
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	২৯৭৭৭	৩০৬৯৭	৩৩৪৪১	৩৪০১৯	৩৬২৮৫	৩৯৬০৪	৩২৮৩২
তন্মধ্যে, তৈরি পোশাক(আরএমজি)	২৪৪৯২	২৫৪৯১	২৮০৯৪	২৮১৫০	৩০৬১৫	৩৪১৩৩	২৭৯৪৯
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	৩৬৫৭১	৩৭৬৬২	৩৯৯০১	৪৩৪৯১	৫৪৪৬৩	৫৫৪৩৯	৫০৬৯০
সেবা	-৪০৯৬	-৩১৮৬	-২৭০৮	-৩২৮৮	-৪২০১	-৩১৭৬	-২৫৪১
গ্রহণ	৩১১৫	৩০৮৪	৩৫২৩	৩৬২১	৪৫৪০	৭১৫৪	৬৭৫১
প্রদান	৭২১১	৬২৭০	৬২৩১	৬৯০৯	৮৭৪১	১০৩৩০	৯২৯২
আয়	-২৬৩৫	-২২৫২	-১৯১৫	-১৮৭০	-২৬৪১	-২৩৮২	-৩১০৬
গ্রহণ	১৩১	৭৬	৭৪	৮২	১৪৬	১৭৭	১৪০
প্রদান	২৭৬৬	২৩২৮	১৯৮৯	১৯৫২	২৭৮৭	২৫৫৯	৩২৪৬
তন্মধ্যে, অফিসিয়াল সুদ পরিশোধ	৪২৭	৩৬৬	৩৮২	৩৮৪	৫৯৭	৭৫৮	৯৭৮
চলতি হস্তান্তর	**১৪৯৩৪**	**১৫৮৯৫**	**১৫৩৪৫**	**১৩২৯৯**	**১৫৪৫৩**	**১৬৯০৩**	**১৮৭৮২**
সরকারি	৮৩	৭৫	৬৭	৫৯	৫১	৪১	১৯
বেসরকারি	১৪৮৫১	১৫৮২০	১৫২৭৮	১৩২৪০	১৫৪০২	১৬৮৬২	১৮৭৬৩
তন্মধ্যে : বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থ	১৪১১৬	১৫১৭০	১৪৭১৭	১২৭৬৯	১৪৯৮২	১৬৪২০	১৮২০৫
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**১৪০৯**	**৩৪৯২**	**৪২৬২**	**-১৩৩১**	**-৯৫৬৭**	**-৪৪৯০**	**-৪৭২৩**
মূলধনী হিসাব	**৫৯৮**	**৪৯৬**	**৪৬৪**	**৪০০**	**৩৩১**	**২৩৯**	**২৫৬**
মূলধন হস্তান্তর	৫৯৮	৪৯৬	৪৬৪	৪০০	৩৩১	২৩৯	২৫৬
আর্থিক হিসাব	**২৮৫৫**	**১২৬৭**	**৯৪৪**	**৪২৪৭**	**৯০১১**	**৫১৩০**	**৭৫৩৭**
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (সামষ্টিক)[©]	---	২৫২৫	২৫০২	৩০৩৮	৩২৯০	৪৯৪৬	৩২৩৩
তন্মধ্যে : এফডিআই (নিট)	১৪৭৪	১১৭২	১২৮৫	১৬৫৩	১৭৭৮	২৬২৮	১২৭১
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	৯৩৭	৩৭৯	১৩৯	৪৫৭	৩৪৯	১৭১	৪৪
অন্যান্য বিনিয়োগ	৪৪৪	-২৮৪	-৪৮০	২১৩৭	৬৮৮৪	২৩৩১	৬২২২
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি (সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট ব্যতীত)	২৪০৪	২৪৭২	৩০৩৩	৩২১৮	৫৯৮৭	৬২৬৩	৬৯৯৬
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	১০১৮	৯১০	৮৪৯	৮৯৫	১১১৩	১২০২	১২৫৭
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নিট)	৪৭৭	-৩৫	-১১০	-১৫৩	১৪১	৩০২	৪৩৮
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নিট)	-৮৩৮	-১০৫	-৪৩৫	১০৩০	১৫০৮	২৭২	৯৩১
বাণিজ্য ঋণ (নিট)	-৩৪০	-২৫০৮	-২১০১	-১১৮৫	-১২৭০	-৩৪৯৩	-৬১৬
বাণিজ্যিক ব্যাংক	-২৪১	৮০২	-১৮	১২২	১৬৩১	১৮৯	-২৭০
সম্পদ	৮৯৮	৮৬	৩৪৭	১৭৮	-৫০	৩৬৭	-২৪২
দায়	৬৫৭	৮৮৮	৩২৯	৩০০	১৫৮১	৫৫৬	-৫১২
ভ্রান্তি ও বাদসমূহ	**৬২১**	**-৮৮২**	**-৬৩৪**	**-১৪৭**	**-৬৩২**	**-৭০০**	**-১৪৫**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**৫৪৮৩**	**৪৩৭৩**	**৫০৩৬**	**৩১৬৯**	**-৮৫৭**	**১৭৯**	**২৯২৫**
রিজার্ভ	**-৫৪৮৩**	**-৪৩৭৩**	**-৫০৩৬**	**-৩১৬৯**	**৮৫৭**	**-১৭৯**	**-২৯২৫**
বাংলাদেশ ব্যাংক	-৫৪৮৩	৪৩৭৩	৫০৩৬	-৩১৬৯	৮৫৭	-১৭৯	-২৯২৫
সম্পদ	৫৯৩৩	৪২৪৯	৫৩২২	৩২০৮	-৬৩৩	-১৫৫	৩২৫০
দায়	৪৫০	-১২৪	২৮৬	৩৯	২২৪	-৩৩৪	৩২৫

[স] সংশোধিত, [সা] সাময়িক, © সামষ্টিক সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (অর্থবছর ১৫) থেকে নির্ণয় করা হয়েছে।

* ব্যালেন্স অব পেমেন্ট ম্যানুয়াল ৬ অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য: (১) আমদানি (এফওবি) পরিমাপের জন্য কাস্টমস্ এর রেকর্ড ব্যবহার করা হয়েছে।

(২) পুনঃবিনিয়োগ, ঋণ পুনঃনির্মাণ এবং ক্ষতি বিপিএম৬ অনুসারে কর্তন করা হয়েছে এবং এতে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিবর্তে আর্থিক হিসাব গণনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১৭ : প্রকারভিত্তিক পণ্য রপ্তানির গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর১৮	অর্থবছর১৯	অর্থবছর২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ক. হিমায়িত খাদ্য	**৬৩৮.২**	**৫৬৮.০**	**৫৩৫.৮**	**৫২৬.৫**	**৫০৮.৪**	**৫০০.৪**	**৪৫৬.২**
১. মাছ	৫২.৫	৪৯.১	৪৭.১	৪৪.০	৫৮.৩	৬৩.৮	৭৫.৩
২. চিংড়ি	৫৫০.২	৫০৯.৭	৪৪৮.৬	৪৪৬.০	৪০৮.৭	৩৬১.১	৩৩২.৭
৩. অন্যান্য	৩৫.৫	৯.২	৪০.১	৩৬.৫	৪১.৪	৭৫.৫	৪৮.২
খ. কৃষিজাত পণ্যসমূহ	**৬১৫.১**	**৫৮৬.১**	**৫৯৬.১**	**৫৫৩.২**	**৬৭৩.৭**	**৯০৯.০**	**৮৬২.১**
১. শাকসবজি	১৪৭.৬	১০৩.২	১০৪.৩	৮১.০	৭৮.০	৯৯.৭	১৬৪.০
২. তামাক	৫৮.৭	৬৮.৫	৫৫.০	৪৬.৬	৫৬.৪	৬৩.৩	৮০.৪
৩. কাট ফ্লাওয়ার	৩৯.৩	১১.৪	৪.৭	০.১	০.১	৫.৪	০.০
৪. ফলমূল	৬১.৮	৩৮.৫	২০.২	২.৭	২.২	০.৩	০.৫
৫. অন্যান্য	৩০৭.৭	৩৬৪.৫	৪১১.৮	৪২২.৮	৫৩৭.০	৭৪০.৩	৬১৭.২
গ. ম্যানুফ্যাকচারড্ পণ্যসমূহ	**২৮৯৩৩.৩**	**৩০০৫৪.৮**	**৩৩১২৫.৩**	**৩৩৫৭৬.২**	**৩৫৪৮৬.১**	**৩৯১২৫.৬**	**৩২৩৫৫.৮**
১. পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	১৬২.৩	৭৭.৬	২৯৭.০	২৪৩.৮	৩৩.৭	২০৩.৭	২৩.৫
২. রাসায়নিক দ্রব্য	৯৩.২	১১১.৯	১২৩.৭	১৪০.০	১৫০.৭	২০৫.২	১৯৮.৯
৩. প্লাস্টিক সামগ্রী	৮৫.৭	১০০.৬	৮৯.০	১১৭.০	৯৮.৫	১১৯.৮	১০০.৫
৪. চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রী (চামড়ার জুতা ব্যতীত)	৭৪৫.৬	৬৪৬.৭	৬৬৬.২	৬৯৭.০	৫১৯.৯	৪১১.৯	৩১৮.৯
৫. তুলা ও তুলাজাত সামগ্রী	১১৫.৬	১০৭.০	১০২.৮	১০৯.৫	১২৪.৯	১৫২.২	১৩৩.৬
৬. কাঁচা পাট	১২৬.৪	১১১.৬	১৭৩.২	১৬৭.৮	১৫৫.৭	১১২.৫	১২৯.৯
৭. পাটজাত দ্রব্যসামগ্রী	৬৯৮.১	৭৫৭.০	৭৪৬.৪	৭৯৪.৬	৮৬৯.৯	৭০৩.৮	৭৫২.৫
৮. বিশেষায়িত টেক্সটাইল	১০৮.৮	১০৭.০	১০৮.৭	১০৬.১	১১০.০	১৪৩.৯	১১৬.০
৯. নিটওয়্যার পণ্য	১২০৪৯.৮	১২৪২৬.৮	১৩৩৫৫.৪	১৩৭৫৭.৩	১৫১৮৮.৫	১৬৮৮৮.৫	১৩৯০৮.০
১০. ওভেন পোশাকপরিচ্ছদ	১২৪৪২.১	১৩০৬৪.৬	১৪৭৩৮.৭	১৪৩৯২.৬	১৫৪২৬.৩	১৭২৪৪.৭	১৪০৪১.২
১১. হোম টেক্সটাইল	৭৯২.৫	৮০৪.৩	৭৫৩.০	৭৯৯.১	৮৭৮.৭	৮৫১.৭	৭৫৮.৯
১২. পাদুকা	৫৫০.১	৬৭৩.৩	৭১৪.০	৭৭৭.৮	৮০৯.৭	৮৭৯.৪	৭৫৫.৯
১৩. ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য	৩৬৬.৬	৪৪৭.০	৫১০.১	৬৮৮.৮	৩৫৬.০	৩৪১.৩	২৯২.৯
১৪. অন্যান্য	৫৯৬.৫	৬১৯.৪	৭৪৭.১	৭৮৪.৮	৭৬৩.৬	৮৬৭.০	৮২৫.১
মোট রপ্তানি (ক+খ+গ)	**৩০১৮৬.৬**	**৩১২০৮.৯**	**৩৪২৫৭.২**	**৩৪৬৫৫.৯**	**৩৬৬৬৮.২**	**৪০৫৩৫.০**	**৩৩৬৭৪.১**
তন্মধ্যে, ইপিজেড থেকে রপ্তানি	৪৪৮০.৩	৪৯৫৭.৮	৫৪৩৯.৩	৫২১৩.৬	৫৭৮৫.৩	৬০৩০.২	৪৯৪৩.৭
প্রবৃদ্ধির শতকরা হার (পূর্ববর্তী বছরের তুলনায়)	১১.৭	৩.৪	৯.৮	১.২	৫.৮	১০.৫	-১৬.৯

উৎস : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

সারণি ১৮ : প্রকারভিত্তিক পণ্য আমদানির গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯[স]	অর্থবছর ২০[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক. খাদ্যশস্য	**১৪৯০.৬**	**১০৬১.৮**	**১২৮৬.৪**	**৩০৯৮.৮**	**১৫৫১.৬**	**১৬৭২.০**
১. চাল	৫০৮.০	১১২.৮	৮৯.৩	১৬০৪.৫	১১৫.১	২১.৫
২. গম	৯৮২.৬	৯৪৯.০	১১৯৭.১	১৪৯৪.৩	১৪৩৬.৫	১৬৫০.৫
খ. অন্যান্য পণ্যসমূহ	**৩৯২১৩.১**	**৪২০৬০.৭**	**৪৫৭১৮.৮**	**৫৫৭৬৬.৫**	**৫৮৩৬৩.১**	**৫৩১১২.৭**
১. দুধ এবং দুধজাত দ্রব্য	২৭৭.২	২১৬.০	২৫৩.৬	৩২১.৭	৩৬০.৮	৩৪১.২
২. মসলা	১৮২.৪	১৯৯.৬	২৬৮.৯	২৮২.৪	৩২৭.১	৩৫১.১
৩. তেলবীজ	৩৭৪.০	৫৩৪.১	৪৩২.৪	৫৭১.১	৭৯৬.৪	১১৮২.৭
৪. ভোজ্য তেল	৯২৩.৮	১৪৫০.০	১৬২৫.৬	১৮৬৩.২	১৬৫৬.৩	১৬১৭.৩
৫. ডাল (সব ধরনের)	৪৩৪.৩	৪৭৯.৯	৬৭১.৪	৪৩৩.৯	৪৬৯.৫	৬৬২.২
৬. চিনি	৭৮৮.৭	৬৫৬.৪	৯৮৮.৫	৯১৩.০	৭০২.৫	৭৩৩.৪
৭. ক্লিংকার	৬৩৮.৪	৫৭৩.৯	৬৪৩.৮	৭৬৫.৭	৯৯৩.৩	৮৭৮.৬
৮. অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৩১৬.০	৩৮৫.৮	৪৭৭.৬	৩৬৫.২	৪১৫.৫	৭৩০.৯
৯. পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	২০৭৫.৭	২২৭৫.৪	২৮৯৭.৬	৩৬৫২.৩	৪৫৬১.৫	৪৬২৬.৬
১০. রাসায়নিক দ্রব্য	১৭২৩.৭	১৮৫৩.১	১৯৭৫.৫	২৩১৫.০	২৪৭২.০	২৫৩৩.৪
১১. ঔষধ সামগ্রী	১৩৬.৯	২৩৭.২	২৪৫.৬	২৫২.৭	২৪৫.৯	২৯৩.৮
১২. সার	১৩৩৮.৯	১১১৬.৯	৭৩৭.৪	১০০৫.৬	১৩০১.৪	১০৩৫.২
১৩. ডাইং ও টেনিং প্রক্রিয়াজাতকরণ সামগ্রী	৫৯৯.০	৫৮৬.৭	৬০৬.৭	৬৯৫.০	৭৭৯.২	৬৯৭.৩
১৪. প্লাস্টিক ও রাবার এবং তন্তুজাত সামগ্রী	২০৫২.৩	১৯৫১.১	২২২০.৩	২৫২৫.১	২৭৫৭.২	২৬০৯.৮
১৫. কাঁচা তুলা	২২৯৫.৫	২২৪৪.৯	২৫২৮.৯	৩২৩৫.৪	৩০৮২.২	২৯৬০.৬
১৬. সুতা	১৮৫১.২	১৯৬৮.৭	১৯৭১.৮	২৩৫১.০	২৪৪৪.৯	১৯০১.০
১৭. টেক্সটাইল এবং তন্তুজাত সামগ্রী	৫৭৪২.০	৬২২০.৫	৬০৩৮.০	৬৮৫৯.৫	৭২৮৪.৪	৬৩৮০.২
১৮. স্ট্যাপল ফাইবার	১০৭৮.০	১০১৮.১	১০১৬.৬	১১৭৯.৭	১২২৮.২	১০৮৫.৫
১৯. লৌহ, ইস্পাত এবং অন্যান্য ধাতু	৩২৬৫.০	৩২৩৫.৭	৩৭৭১.০	৪৮৩১.৯	৫২৪৬.৩	৪৯৯৭.০
২০. মূলধনী যন্ত্রপাতি	৩৩২০.৫	৩৫৫৫.৫	৩৮১৬.৮	৫৪৬২.৪	৫৪১২.৬	৩৫৮১.৩
২১. অন্যান্য	৯৭৯৯.৫	১১৩০১.২	১২৫৩০.৮	১৫৮৮৪.৭	১৫৮২৫.৯	১৩৯১৩.৬
মোট আমদানি (সিআইএফ)	**৪০৭০৩.৭**	**৪৩১২২.৫**	**৪৭০০৫.২**	**৫৮৮৬৫.৩**	**৫৯৯১৪.৭**	**৫৪৭৮৪.৭**
মোট আমদানি (এফওবি)	**৩৭৬৬২.০**	**৩৯৯০১.০**	**৪৩৪৯১.০**	**৫৪৪৬৩.২**	**৫৫৪৩৮.৫**	**৫০৬৯০.৪**
তন্মধ্যে: ইপিজেড-এর আমদানি	৩১৩৮.১	৩২৮৬.৯	৩১৯০.৭	৩৭৫৬.০	৪০৩১.৫	৩৪৮৭.৭

[স] সংশোধিত, [সা] সাময়িক

উৎস : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর উপাত্ত ব্যবহার করে পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত।

সারণি ১৯ : আমদানি ঋণপত্র খোলা, নিষ্পত্তি ও আমদানি ঋণপত্র বাতিলকরণের খাতভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণী

(মিলিয়ন ডলার)

খাত/পণ্য	অর্থবছর ১৯			অর্থবছর ২০			অর্থবছর ১৯-এর তুলনায় অর্থবছর ২০-এ পরিবর্তনের শতকরা হার	
	নতুন এলসি খোলা	এলসি নিষ্পত্তি	বাতিলকৃত	নতুন এলসি খোলা	এলসি নিষ্পত্তি	বাতিলকৃত	নতুন এলসি খোলা	এলসি নিষ্পত্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১) ভোগ্যপণ্য	৫,৭৭৩.৭০	৫,৩৪২.৩৫	৮৮.৭৪	৬,০৪০.০১	৫,৫৪৪.০২	৫৫.৭৬	+৪.৬১	+৩.৭৭
মোট এর শতকরা হার	৯.৮৬	৯.৪০	১২.০১	১১.৪৭	১০.৮৭	১৪.০২		
ক) খাদ্যশস্য (চাল এবং গম)	১,২৬২.৮৮	১,২৭৫.৩৩	২৭.৯৮	১,৪৫৬.১২	১,৩৫১.১৪	০.৩৯	+১৫.৩০	+৫.৯৪
খ) অন্যান্য খাদ্যশস্য	৪,৫১০.৮২	৪,০৬৭.০৩	৬০.৭৬	৪,৫৮৩.৮৯	৪,১৯২.৮৮	৫৫.৩৭	+১.৬২	+৩.০৯
২) মাধ্যমিক পণ্য	৬,২৪৬.২৬	৫,৭৯৮.৫৯	৮৮.০৯	৪,৭৮৭.১০	৪,৭৭৮.৭৮	৮৪.০০	-২৩.৩৬	-১৭.৫৯
মোট এর শতকরা হার	১০.৬৭	১০.২০	১১.৯২	৯.০৯	৯.৩৭	২১.১৩		
৩) শিল্প কাঁচামাল	২০,৩০৪.৯১	১৯,৫০০.৪৬	১৬৫.৫৮	১৮,৮৯৯.৫৪	১৭,৬৬৩.৬৬	১০৫.০১	-৬.৯২	-৯.৪২
মোট এর শতকরা হার	৩৪.৬৯	৩৪.৩১	২২.৪১	৩৫.৮৯	৩৪.৬২	২৬.৪১		
৪) পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	৪,১৪৯.৫৮	৪,১৭৩.৭১	৩.৬০	৪,৩০২.১৪	৩,৮৫৩.৪৫	৩.০৩	+৩.৬৮	-৭.৬৭
মোট এর শতকরা হার	৭.০৯	৭.৩৪	০.৪৯	৮.১৭	৭.৫৫	০.৭৬		
৫) মূলধনী যন্ত্রপাতি	৬,০৭৮.৯৫	৪,৭৩৫.৯৪	১৬৯.৫০	৪,৬০৬.১৮	৪,৩৩৩.১৩	৪০.৬৭	-২৪.২৩	-৮.৫১
মোট এর শতকরা হার	১০.৩৯	৮.৩৩	২২.৯৪	৮.৭৫	৮.৪৯	১০.২৩		
৬) বিবিধ শিল্প যন্ত্রপাতি	৩,৯৬৪.৩২	৩,৫০৬.২৪	৩০.৪৪	২,৯০৬.০৬	২,৮৩৬.৭৮	১২.৮০	-২৬.৬৯	-১৯.০৯
মোট এর শতকরা হার	৬.৭৭	৬.১৭	৪.১২	৫.৫২	৫.৫৬	৩.২২		
৭) অন্যান্য	১২,০১৫.০৮	১৩,৭৭১.২৪	১৯২.৯৪	১১,১২২.৬৯	১২,০১৪.৮৭	৯৬.২৯	-৭.৪৩	-১২.৭৫
মোট এর শতকরা হার	২০.৫৩	২৪.২৩	২৬.১১	২১.১২	২৩.৫৫	২৪.২২		
ক. বাণিজ্যিক ক্ষেত্র	৩,৪৬১.০০	৩,৭০৫.৬২	১১৫.১২	২,৯৫৩.৪৯	৩,০৩৫.৬৩	৪০.৬১	-১৪.৬৬	-১৮.০৮
খ. শিল্প ক্ষেত্র	৮,৫৫৪.০৯	৯,১৭৮.৪১	৭৭.৮২	৮,১৬৯.২০	৮,৩১৯.২০	৫৫.৬৮	-৪.৫০	-৯.৩৬
গ. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র*	০.০০	৮৮৭.২১	০.০০	০.০০	৬৬০.০৪	০.০০		-২৫.৬০
মোট :	**৫৮,৫৩২.৮০**	**৫৬,৮২৮.৫৩**	**৭৩৮.৮৯**	**৫২,৬৬৩.৭২**	**৫১,০২৪.৬৮**	**৩৯৭.৫৭**	**-১০.০৩**	**-১০.২১**
তন্মধ্যে, ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি	৯,১০৪.৭১	৯,৪৯৭.৫১	৮৬.৬১	৭,৫২৮.৭২	৭,৩৬১.৮৩	৩৮.১১	-১৭.৩১	-২২.৪৯

* রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের মোট নিষ্পত্তি ২২৪০.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

উৎস : ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ২০ : বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের গতিধারা

বছর (জুন শেষে)	মোট রিজার্ভ	
	মিলিয়ন টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩
২০০৩	১৪১,৭৫৩	২,৪৭০
২০০৪	১৬৩,২৪১	২,৭০৫
২০০৫	১৮৬,৭৬৯	৩,০২৪
২০০৬	২৪২,৯১৪	৩,৪৮৪
২০০৭	৩৪৯,৩১৪	৫,০৭৭
২০০৮	৪২১,৩৭৭	৬,১৪৯
২০০৯	৫১৫,৯৪৫	৭,৪৭১
২০১০	৭৪৭,১২১	১০,৭৫০
২০১১	৮০৯,৯৯৬	১০,৯১২
২০১২	৮৪৮,০৭১	১০,৩৬৪
২০১৩	১,১৯০,৮৯৬	১৫,৩১৫
২০১৪	১,৬৬৯,৬৬৫	২১,৫০৮
২০১৫	১,৯৪৬,৬০১	২৫,০২৫
২০১৬	২,৩৬৫,১৮৯	৩০,১৬৮
২০১৭	২,৬৯৯,৪৯২	৩৩,৪৯৩
২০১৮	২,৭৫৮,০৮২	৩২,৯৪৩
২০১৯	২,৭৬৪,৫৪৫	৩২,৭৫১
২০২০	৩,০৫৯,৫৪৪	৩৬,০৩৭

উৎস : একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ২১ : টাকা-মার্কিন ডলার বিনিময় হারের গতিধারা

অর্থবছর	প্রতি মার্কিন ডলারে টাকা	
	অর্থবছরের বার্ষিক গড়	অর্থবছর শেষে
১	২	৩
অর্থবছর ১১	৭১.১৭১৯	৭৪.১৪৫০
অর্থবছর ১২	৭৯.০৯৬৩	৮১.৮২০০
অর্থবছর ১৩	৭৯.৯৩২৬	৭৭.৭৬৫০
অর্থবছর ১৪	৭৭.৭২১৮	৭৭.৬৩০০
অর্থবছর ১৫	৭৭.৬৭৪৬	৭৭.৮০৫০
অর্থবছর ১৬	৭৮.২৬৩৭	৭৮.৪০০০
অর্থবছর ১৭	৭৯.১১৯২	৮০.৫৯৫০
অর্থবছর ১৮	৮২.১০০৯	৮৩.৭২৫০
অর্থবছর ১৯	৮৪.০২৬৩	৮৪.৫০০০
অর্থবছর ২০	৮৪.৭৮১১	৮৪.৯০০০

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ২২ : দেশভিত্তিক প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশসমূহ	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭	অর্থবছর ১৮	অর্থবছর ১৯	অর্থবছর ২০	মোট পরিমাণের শতকরা হিসেবে অর্থবছর ২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সৌদি আরব	২৯৫৫.৫৫	২২৬৭.২২	২৫৯১.৫৮	৩১১০.৪০	৪০১৫.১৬	২২.০৬
সংযুক্ত আরব আমিরাত	২৭১১.৭৪	২০৯৩.৫৪	২৪২৯.৯৬	২৫৪০.৪১	২৪৭২.৫৬	১৩.৫৮
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৪২৪.৩২	১৬৮৮.৮৬	১৯৯৭.৪৯	১৮৪২.৮৬	২৪০৩.৪০	১৩.২০
কুয়েত	১০৩৯.৯৫	১০৩৩.৩১	১১৯৯.৭০	১৪৬৩.৩৫	১৩৭২.২৪	৭.৫৪
যুক্তরাজ্য	৮৬৩.২৮	৮০৮.১৬	১১০৬.০১	১১৭৫.৬৩	১৩৬৪.৮৯	৭.৫০
ওমান	৯০৯.৬৫	৮৯৭.৭১	৯৫৮.১৯	১০৬৬.০৬	১২৪০.৫৪	৬.৮১
মালয়েশিয়া	১৩৩৭.১৪	১১০৩.৬২	১১০৭.২১	১১৯৭.৬৩	১২৩১.৩০	৬.৭৬
কাতার	৪৩৫.৬১	৫৭৬.০২	৮৪৪.০৬	১০২৩.৯১	১০১৯.৬০	৫.৬০
ইতালি	৩৫১.৩১	৫১০.৭৮	৬৬২.২২	৭৫৭.৮৮	৬৯৯.১৫	৩.৮৪
সিঙ্গাপুর	৩৮৭.২৪	৩০০.৯৯	৩৩০.১৬	৩৬৮.৩৩	৪৫৭.৪০	২.৫১
বাহরাইন	৪৮৯.৯৯	৪৩৭.১৪	৫৪১.৬২	৪৭০.০৮	৪৩৭.১৮	২.৪০
দক্ষিণ কোরিয়া	৬৪.৭৮	৮০.৬৫	৯৬.২৯	১১২.৫১	১৭৭.৮৩	০.৯৮
দক্ষিণ আফ্রিকা	২২.৫৭	৮৫.১২	১৫৩.১৫	১৬৮.১৪	১৬৮.০৬	০.৯২
ফ্রান্স	১৫৭.৯১	১০৪.৮০	১৩৪.৪০	১৫৯.৪২	১৬০.৫৩	০.৮৮
জর্ডান	৫৬.৭৪	৯১.০২	১১১.১৬	১২৬.২৮	১২৬.৭৮	০.৭০
লেবানন	৮২.৯২	১০৩.৮৬	১১৫.৭২	১২৬.৮৫	৮৬.৯৯	০.৪৮
কানাডা	৫৫.১০	৪৯.৫৪	৫৭.৫৬	৬২.৯০	৭৭.১৫	০.৪২
অস্ট্রেলিয়া	৬৯.১৫	৫২.০৩	৫৬.৫৬	৫৭.১৫	৬১.৩২	০.৩৪
জার্মানি	২৫.৮৯	৩১.৭৫	৪০.২০	৬০.৬২	৫২.৭৫	০.২৯
গ্রীস	১৮.৯৯	২২.৫৩	৩৯.৪৩	৪২.৯৪	৫২.৩০	০.২৯
অন্যান্য দেশ	৪৭১.৩৩	৪৩০.৮০	৪০৯.০২	৪৮৬.২৮	৫২৭.৮৮	২.৯০
সর্বমোট :	**১৪৯৩১.১৬**	**১২৭৬৯.৪৫**	**১৪৯৮১.৬৯**	**১৬৪১৯.৬৩**	**১৮২০৫.০১**	**১০০.০০**

উৎস : অর্থবছর ১৬ পর্যন্ত : ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।
অর্থবছর ১৭ থেকে : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ২৩ : তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা

(৩০ জুন ২০২০)

ব্যাংক	প্রতিষ্ঠার তারিখ	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
ক. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন/রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংকসমূহ (৬+৩=৯)		
ক.১ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৬)		
১) সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	২৬/০৩/১৯৭২	১৫/১১/২০০৭ তারিখ পর্যন্ত সোনালী ব্যাংক ।
২) জনতা ব্যাংক লিমিটেড	২৬/০৩/১৯৭২	১৫/১১/২০০৭ তারিখ পর্যন্ত জনতা ব্যাংক ।
৩) অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	২৬/০৩/১৯৭২	১৫/১১/২০০৭ তারিখ পর্যন্ত অগ্রণী ব্যাংক।
৪) রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	২৬/০৩/১৯৭২	১৪/১২/১৯৮৬ তারিখ পর্যন্ত রূপালী ব্যাংক।
৫) বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	৩১/১০/১৯৭২	৩১/১২/২০০৯ তারিখ পর্যন্তশিল্প ব্যাংক, ০৩/০১/২০১০ তারিখে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থাকে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড এর সাথে একীভূত করা হয়।
৬) বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	২১/০১/১৯৮৯	-
ক.২ বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ (৩)		
১) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৩১/০৩/১৯৭৩	০১/০৪/১৯৭৩ তারিখের আগে এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ।
২) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৫/০৩/১৯৮৭	-
৩) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	৩০/০৭/২০১৮	
খ. ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৪২)		
১) উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	২৬/০৩/১৯৭২	১৫/০৯/১৯৮৩ তারিখ পর্যন্ত উত্তরা ব্যাংক ।
২) পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	২৬/০৩/১৯৭২	২৪/০১/১৯৮৫ তারিখ পর্যন্ত পূবালী ব্যাংক ।
৩) এবি ব্যাংক লিমিটেড	১২/০৪/১৯৮২	-
৪) ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	২৩/০৩/১৯৮৩	-
৫) দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড	২৭/০৩/১৯৮৩	-
৬) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	৩০/০৩/১৯৮৩	-
৭) ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স (আইএফআইসি) ব্যাংক লিমিটেড	২৪/০৬/১৯৮৩	-
৮) ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	২৯/০৬/১৯৮৩	-
৯) আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড	২০/০৫/১৯৮৭	১৯৮৮ সাল হতে আল-আরাফাহ বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড এবং পরবর্তীতে ২০০৪ হতে ২৮/০৪/২০০৮ পর্যন্তদি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড।
১০) ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড	১৬/০৮/১৯৯২	-
১১) ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	১৭/০৫/১৯৯৩	-
১২) প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	১৭/০৪/১৯৯৫	-
১৩) সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২৫/০৫/১৯৯৫	-
১৪) ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	০৫/০৭/১৯৯৫	-
১৫) আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২৭/০৯/১৯৯৫	-
১৬) সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২২/১১/১৯৯৫	-
১৭) ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৩/১৯৯৬	-
১৮) বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	১৬/০৯/১৯৯৮	-
১৯) মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	০২/০৬/১৯৯৯	-
২০) স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৬/১৯৯৯	-
২১) ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	১৪/০৭/১৯৯৯	-
২২) এক্সপোর্ট ইমপোর্ট (এক্সিম) ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড	০৩/০৮/১৯৯৯	জুলাই, ২০০৪ সালে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তর হয়।
২৩) মিউচুয়্যাল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২৪/১০/১৯৯৯	-
২৪) ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২৫/১০/১৯৯৯	২০০৯ সালে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তর হয়।
২৫) দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	২৬/১০/১৯৯৯	-
২৬) ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	২৭/১১/১৯৯৯	-
২৭) ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২৯/১১/১৯৯৯	-
২৮) যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	২৫/০৪/২০০১	-
২৯) শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১০/০৫/২০০১	-
৩০) ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড	০১/০৭/২০০১	-
৩১) ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	২৫/০৩/২০১৩	-
৩২) মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৪/২০১৩	-
৩৩) মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড	০৯/০৪/২০১৩	-

সারণি ২৩ : তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা (চলমান)

(৩০ জুন ২০২০)

ব্যাংক	প্রতিষ্ঠার তারিখ	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
৩৪) এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	১৮/০৪/২০১৩	-
৩৫) পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড	২৫/০৪/২০১৩	২৯/০১/২০১৯ তারিখের পূর্বে দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড।
৩৬) সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	২৮/০৪/২০১৩	-
৩৭) এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড	২৮/০৪/২০১৩	-
৩৮) মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড	১৬/০৬/২০১৩	-
৩৯) এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড	২৯/০৭/২০১৩	-
৪০) সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড	২১/০৭/২০১৬	-
৪১) কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	০১/১১/২০১৮	-
৪২) বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	২৩/০২/২০২০	-
গ. বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৯)		
১) স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	১৩/০৫/১৯৭২	-
২) স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	০৫/০৫/১৯৭৫	-
৩) হাবিব ব্যাংক লিমিটেড	০৩/০৬/১৯৭৬	-
৪) ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৮/০৪/১৯৯৪	-
৫) সিটি ব্যাংক এন.এ.	২৪/০৬/১৯৯৫	-
৬) উরি ব্যাংক	২১/০৯/১৯৯৬	১৯৯৬ সালের পূর্বে হানিল ব্যাংক।
৭) দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন (এইচএসবিসি) লিমিটেড	১৭/১২/১৯৯৬	-
৮) কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন পিএলসি	০৬/১১/২০০৩	-
৯) ব্যাংক আল্‌ফালাহ্ লিমিটেড	২৪/০৪/২০০৫	-

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ২৪ : আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা*

(৩০ জুন ২০২০)

ক. রাষ্ট্র-মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (৩)

১. অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানি লিমিটেড
২. বাংলাদেশ ইনফ্রাস্টাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড
৩. ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

খ. যৌথ মালিকানাধীন (২+১১=১৩)

খ.১. বৈদেশিক সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকার (২)

১. সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড
২. দি ইউএই- বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

খ.২. বৈদেশিক কোম্পানির সাথে দেশীয় কোম্পানি (১১)

১. বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড
২. সিভিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
৩. ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড (ডিবিএইচ)
৪. জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড
৫. হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড
৬. আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
৭. লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড
৮. লংকান এলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেড
৯. স্ট্যাটেজিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
১০. ইউনাইটেড ফাইন্যান্স লিমিটেড
১১. উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

গ. ব্যক্তি মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (১৯)

১. বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড
২. বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
৩. ফারইস্ট ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
৪. এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
৫. ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড
৬. আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড
৭. ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড
৮. ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
৯. ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
১০. ম্যারিডিয়ান ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
১১. মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড
১২. ন্যাশনাল ফাইন্যান্স লিমিটেড
১৩. ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
১৪. পিপলস্ লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
১৫. ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
১৬. প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড
১৭. প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
১৮. রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেড
১৯. ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড

* আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সকৃত।

উৎস: আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশিষ্ট-৪

ব্যাংকিং খাতের কর্মদক্ষতার সূচকসমূহ

(সারণি : ১-১৩)

সারণি ১ : ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০২০ (জুন)					
	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ	মোট সম্পদ এর শতকরা অংশ	আমানত	মোট আমানতের শতকরা অংশ
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৬	৩৭৭৫	৪২২২.৭	২৪.৬	৩১৯৩.৮	২৫.৪
বিশেষায়িত	৩	১৪৮৩	৩৬৮.৩	২.২	৩২৪.৬	২.৬
বেসরকারি	৪২	৫২৬৫	১১৫৬২.২	৬৭.৪	৮৪৯৭.৯	৬৭.৫
বিদেশি	৯	৬৫	৯৯৪.৬	৫.৮	৫৬৯.০	৪.৫
মোট	**৬০**	**১০৫৮৮**	**১৭১৪৭.৮**	**১০০.০**	**১২৫৮৫.৩**	**১০০.০**

উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এবং ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ২ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মূলধন ও ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অনুপাতের গতিধারা

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	১১.৭	৮.১	১০.৮	৮.৩	৬.৪	৫.৯	৭০	১০.৩	৫.০	৬.৯
বিশেষায়িত	-৪.৫	-৭.৮	-৯.৭	-১৭৩	-৩২.০	-৩৩.৭	-৩২.৮	-৩১.৭	-৩২.০	-৩৬.৫
বেসরকারি	১১.৫	১১.৪	১২.৬	১২.৫	১২.৪	১২.৪	১২.২	১২.৮	১৩.৬	১৩.৩
বিদেশি	২১.০	২০.৬	২০.২	২২.৬	২৫.৬	২৫.৪	২৩.৩	২৫.৯	২৪.৫	২৪.৪
মোট	**১১.৪**	**১০.৫**	**১১.৫**	**১১.৩**	**১০.৮**	**১০.৮**	**১০.৮**	**১২.১**	**১১৬**	**১১.৬**

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৩ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	১১.৩	২৩.৯	১৯.৮	২২.২	২১.৫	২৫.০	২৬.৫	৩০.০	২৩.৯	২২.৭
বিশেষায়িত	২৪.৬	২৬.৮	২৬.৮	৩২.৮	২৩.২	২৬.০	২৩.৪	১৯.৫	১৫.১	১৫.৯
বেসরকারি	২.৯	৪.৬	৪.৫	৪.৯	৪.৯	৪.৬	৪.৯	৫.৫	৫.৮	৫.৯
বিদেশি	৩.০	৩.৫	৫.৫	৭.৩	৭.৮	৯.৬	৭.০	৬.৫	৫.৭	৫.৫
মোট	**৬.১**	**১০.০**	**৮.৯**	**৯.৭**	**৮.৮**	**৯.২**	**৯.৩**	**১০.৩**	**৯.৩**	**৯.২**

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৪ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাতের গতিধারা

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	-০.৩	১২.৮	১.৭	৬.১	৯.২	১১.১	১১.২	১১.৩	৬.১	৩.২
বিশেষায়িত	১৭.০	২০.৪	১৯.৭	২৫.৫	৬.৯	১০.৫	৯.৭	৫.৭	৩.০	২.৭
বেসরকারি	০.২	০.৯	০.৬	০.৮	০.৬	০.১	০.২	০.৪	-০.১	-০.৫
বিদেশি	-১.৮	-০.৯	-০.৪	-০.৯	-০.২	১.৯	০.৭	০.৭	০.২	-০.৪
মোট	**০.৭**	**৪.৪**	**২.০**	**২.৭**	**২.৩**	**২.৩**	**২.২**	**২.২**	**১.০**	**০.২**

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ

(মিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৯১.৭	২১৫.২	১৬৬.১	২২৭.৬	২৭২.৮	৩১০.৩	৩৭৩.৩	৪৮৭.০	৪৩৯.৯	৪২৯.৪
বিশেষায়িত	৫৬.৫	৭৩.৩	৮৩.৬	৭২.৬	৪৯.৭	৫৬.৮	৫৪.৩	৪৭.৯	৪০.৬	৪৫.২
বেসরকারি	৭২.০	১৩০.৪	১৪৩.১	১৮৪.৩	২৫৩.৩	২৩০.৬	২৯৪.০	৩৮১.৪	৪৪১.৭	৪৬৫.৯
বিদেশি	৬.৩	৮.৫	১৩.০	১৭.১	১৮.২	২৪.১	২১.৫	২২.৯	২১.০	২০.৬
মোট	**২২৬.৫**	**৪২৭.৪**	**৪০৫.৮**	**৫০১.৬**	**৫৯৪.০**	**৬২১.৮**	**৭৪৩.১**	**৯৩৯.২**	**৯৪৩.৩**	**৯৬১.২**

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৬ : প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন - সকল ব্যাংক

(মিলিয়ন টাকা)

সকল ব্যাংক	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ	২২৬.৪	৪২৭.৩	৪০৫.৮	৫০১.৬	৫৯৪.১	৬২১.৭	৭৪৩.০	৯৩৯.১	৯৪৩.৩	৯৬১.২
প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১৪৮.২	২৪২.৪	২৫২.৪	২৮৯.৬	৩০৮.৯	৩৬২.১	৪৪৩.০	৫৭০.৪	৬১৩.২	৬৫৪.০
সংরক্ষিত প্রভিশন	১৫২.৭	১৮৯.৮	২৪৯.৮	২৮১.৬	২৬৬.১	৩০৭.৪	৩৭৫.৩	৫০৪.৩	৬৪৬.৬	৬০৯.০
উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	৪.৬	-৫২.৬	-২.৬	-৭.৯	-৪২.৮	-৫৪.৭	-৬৭.৭	-৬৬.১	-৬৬.৬	-৪৫.০
প্রভিশন সংরক্ষণের হার(%)	১০৩.০	৭৮.৩	৯৯.০	৯৭.২	৮৬.১	৮৪.৯	৮৪.৭	৮৮.৪	৮৯.২	৯৩.১

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৭ : প্রভিশন পর্যাপ্ততার তুলনামূলক চিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বছর	উপাদানসমূহ	রাষ্ট্র মালিকানাধীন	বিশেষায়িত	বেসরকারি	বিদেশি
২০১৭	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২১৬.৯	২৬.১	১৮৪.৩	১৫.৬
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১৩৪.৩	২৬.২	১৯৮.২	১৬.৫
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৬১.৯	১০০.৪	১০৭.৫	১০৫.৮
২০১৮	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২৮৯.৩	২৩.৪	২৪১.১	১৬.৬
	সংরক্ষিত প্রভিশন	২১০.৬	২৫.৯	২৫০.২	১৭.৬
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৭২.৮	১১০.৭	১০৩.৮	১০৬.০
২০১৯	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৩৫৩.০	২২.৩	৩২১.২	১৫.৮
	সংরক্ষিত প্রভিশন	২৮৪.৫	২৫.৪	২৯৩.১	১৭.৩
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৮০.৬	১১৩.৯	৯১.৩	১০৯.৫
জুন, ২০২০	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	২৭৬.৯	২৩.৯	৩৩৭.৫	১৫.৭
	সংরক্ষিত প্রভিশন	২১৬.৯	২৫.৩	৩৪৭.৮	১৯.০
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৭৮.৪	১০৫.৮	১০৩.০	১২১.১

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৮ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরণ	৩০ জুন ২০১১	৩০ জুন ২০১২	৩০ জুন ২০১৩	৩০ জুন ২০১৪	৩০ জুন ২০১৫	৩০ জুন ২০১৬	৩০ জুন ২০১৭	৩০ জুন ২০১৮	৩০ জুন ২০১৯	৩০ জুন ২০২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৮২.৪	৭২.৯	১০৭.২	১৫৪.৮	২১০.৩	২২০.৪	২২৪.৪	২২৬.২	২৩২.২	১৭৯.৪
বিশেষায়িত	৩২.০	২৪.৫	৩২.৬	৩৪.২	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৫.৬	৫.৮	৩.৮
বেসরকারি	৭৭.১	৬৪.৯	১০৯.৭	১২৭.৭	১৫৫.৫	১৮৯.৪	২১৬.৭	২৪৬.৫	২৯৪.৩	২৩৯.৪
বিদেশি	২.৪	২.৬	৩.৭	৪.৪	৫.১	৭.২	৮.৬	১০.৭	১২.৩	১০.১
মোট	**১৯৩.৯**	**১৬৪.৯**	**২৫৩.২**	**৩২১.১**	**৩৭৬.৫**	**৪২২.৬**	**৪৫৫.৩**	**৪৮৯.০**	**৫৪৪.৬**	**৪৩২.৭**

উৎস : ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৯ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৬২.৭	৭৩.২	৮৪.১	৮৪.১	৮৪.৫	৯০.২	৮১.৩	৮০.৫	৮৪.৯	৮৫.৮
বিশেষায়িত	৮৮.৬	৯১.২	৯৪.৮	৯৯.৫	১১৩.৯	১৩৭.৮	১২৪.০	১৪৪.৬	১৫৯.৮	১৮৯.০
বেসরকারি	৭১.৭	৭৬.০	৭৭.৯	৭৫.৮	৭৫.৫	৭৩.৫	৭৩.৮	৭৬.৭	৭৭.৬	৮২.৬
বিদেশি	৪৭.৩	৪৯.৬	৫০.৪	৪৬.৮	৪৭.০	৪৫.৭	৪৬.৬	৪৭.৫	৪৮.৮	৪৫.৫
মোট	**৬৮.৬**	**৭৪.০**	**৭৭.৮**	**৭৬.১**	**৭৬.৩**	**৭৬.৬**	**৭৪.৭**	**৭৬.৬**	**৭৮.০**	**৮৪.১**

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১০ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	সম্পদের আয় হার (ROA)										ইক্যুইটির আয় হার (ROE)									
	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	১.৩	-০.৬	০.৬	-০.৬	-০.০	-০.২	০.২	-১.৩	-০.৬	০.০৪	১৯.৭	-১১.৯	১০.৯	-১৩.৫	-১.৫	-৬.০	৩.৫	-২৯.৬	-১৩.৭	০.৮
বিশেষায়িত	০.১	০.১	-০.৪	-০.৭	-১.২	-২.৮	-০.৬	-২.৮	-৩.৩	-৫.১	-০.৯	-১.১	-৫.৮	-৬.০	-৫.৮	-১৩.৯	-৩.১	-১৩.৫	-১৭.০	-২২.৯
বেসরকারি	১.৬	০.৯	১.০	১.০	১.০	১.০	০.৯	০.৮	০.৮	০.৬	১৫.৭	১০.২	৯.৮	১০.৩	১০.৮	১১.১	১২.০	১১.০	১১.২	৮.৫
বিদেশি	৩.২	৩.৩	৩.০	৩.৪	২.৯	২.৬	২.২	২.২	২.৩	২.২	১৬.৬	১৭.৩	১৬.৯	১৭.৭	১৪.৬	১৩.১	১১.৩	১২.৪	১৩.৪	১৩.৮
মোট	**১.৫**	**০.৬**	**০.৯**	**০.৬**	**০.৮**	**০.৭**	**০.৭**	**০.৩**	**০.৪**	**০.৪**	**১৭.০**	**৮.২**	**১১.১**	**৮.১**	**১০.৫**	**৯.৪**	**১০.৬**	**৩.৯**	**৬.৮**	**৬.৭**

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১১ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে নিট সুদ মার্জিন

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৩.৬৬	১.১৮	-০.৩২	১.৯৬	১.৬২	১.৭৫	১.৯৮	২.৩৫	১.৯৪	১.৮৭
বিশেষায়িত	৩.৭০	২.৯২	১.৯৮	১.৫০	১.৪৩	০.৭৬	২.০৫	০.৬২	০.০১	-০.৯১
বেসরকারি	৩.১৯	৩.০৬	২.৭৭	৪.১১	৩.৮৫	৩.৮৯	৩.৫২	৩.৫৫	৩.৫২	২.৯৫
বিদেশি	৫.৫৭	৫.৫৬	৩.৭৩	৫.৯৮	৬.০৮	৪.৯৯	৪.৩৫	৪.৩০	৪.২১	৪.২১
মোট	**৩.৪৮**	**২.৭৯**	**২.০২**	**৩.৫৬**	**৩.২৮**	**৩.২৭**	**৩.১৩**	**৩.২২**	**৩.১২**	**২.৭০**

উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১২ : ব্যাংকের শ্রেণিভেদে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণের হার

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪*	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৩১.৩	২৯.২	৪৪.৩	৪২.০	৪১.৪	৪০.০	৩০.৪	২৪.৮	২৭.৩	৩০.৮
বিশেষায়িত	৬.৯	১২.০	১৫.৩	৬.৬	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
বেসরকারি	২৩.৫	২৬.৩	২৮.০	২৮.২	১৯.৭	১৭.৮	১৪.৮	১৪.২	১৬.৪	১৮.০
বিদেশি	৩৪.১	৩৭.৫	৪৬.২	৫৬.৯	৫১.৮	৪৮.২	৪৩.৮	৪৮.৪	২৯.৭	৩৭.৯
মোট	**২৫.৪**	**২৭.১**	**৩২.৫**	**৩২.৭**	**২৬.৫**	**২৪.৯**	**১৯.৯**	**১৮.২**	**১৯.৯**	**২২.৩**

* সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ হতে পরিবর্তিত হারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে (এমপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৩)
উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ১৩ : ব্যাংক ব্যবস্থায় শাখা, আমানত এবং অগ্রিমের গতিধারা - গ্রাম ও শহর

	শাখার সংখ্যা			আমানত (বিলিয়ন টাকা)			অগ্রিম (বিলিয়ন টাকা)		
বছর	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট
২০০০	৩৬৫৯	২৪৬০	৬১১৯	১৬০.৬	৫৪৯.২	৭০৯.৮	১০০.১	৪৯৩.৫	৫৯৩.৬
২০০১	৩৬৮০	২৫০২	৬১৮২	১৬০.২	৬৫৬.৩	৮১৬.৫	৯৭.২	৫৯০.৬	৬৮৭.৮
২০০২	৩৬৯৩	২৫৩৮	৬২৩১	১৭৭.৬	৭৫৩.২	৯৩০.৮	১০০.০	৬৬৭.৭	৭৬৭.৭
২০০৩	৩৬৯৪	২৫২৬	৬২২০	১৯০.৮	৮৮৩.৩	১০৭৪.১	১০২.৫	৭৪৪.৮	৮৪৭.৩
২০০৪	৩৭২৪	২৫৭৯	৬৩০৩	১৯২.০	১০২৩.৮	১২১৫.৮	১০৩.৪	৮৪৭.৯	৯৫১.৩
২০০৫	৩৭৬৪	২৬৩৮	৬৪০২	২১৮.৩	১১৯৭.৬	১৪১৫.৯	১১৭.৬	৯৯৯.৭	১১১৭.৩
২০০৬	৩৮৩৪	২৭২৮	৬৫৬২	২৪১.৫	১৪৪৫.৮	১৬৮৭.৩	১২৮.৪	১১৬৩.৩	১২৯১.৭
২০০৭	৩৮৯৪	২৮২৩	৬৭১৭	২৬৩.০	১৬৮৯.১	১৯৫২.১	১৩০.১	১৩৩৫.৬	১৪৬৫.৭
২০০৮	৩৯৮১	২৯০৫	৬৮৮৬	৩০৬.২	২০০৯.৮	২৩১৬.০	১৪৮.৫	১৬৬৭.০	১৮১৫.৫
২০০৯	৪১৩৬	৩০৫১	৭১৮৭	৩৬৯.৯	২৪২৪.০	২৭৯৩.৯	১৬৯.৬	১৯২০.৯	২০৯০.৫
২০১০	৪৩৯৩	৩২৬৫	৭৬৫৮	৪৩৬.৯	২৯৪২.৩	৩৩৭৯.২	২০৬.৯	২৩৬৭.৫	২৫৭৪.৪
২০১১	৪৫৫১	৩৪১০	৭৯৬১	৫৩৬.০	৩৫৭৯.৯	৪১১৫.৯	২৫৪.৫	২৯৫৮.৩	৩২১২.৮
২০১২	৪৭৬০	৩৫৬২	৮৩২২	৮৫৩.১	৪০১১.০	৪৮৬৪.১	৪০৫.৬	৩৪৫৩.৭	৩৮৫৯.৩
২০১৩	৪৯৬২	৩৭২৩	৮৬৮৫	১১১৭.১	৪৯৮৮.২	৬১০৫.৩	৪৫০.৬	৩৯৮৭.৮	৪৪৩৮.৪
২০১৪	৫১৫০	৩৮৯০	৯০৪০	১৩২৬.০	৫৬০৫.২	৬৯৩১.১	৫০৫.১	৪৫৭১.২	৫০৭৬.৩
২০১৫	৫৩৩৪	৪০৬৩	৯৩৯৭	১৫৭৫.১	৬৩৬৪.৭	৭৯৩৯.৮	৫৭১.৩	৫২২৭.৩	৫৭৯৮.৬
২০১৬	৫৪৬৬	৪১৮৮	৯৬৫৪	১৮৪৩.৯	৭১৫০.৩	৮৯৯৪.১	৬৮০.০	৬০০৬.৬	৬৬৮৬.৬
২০১৭	৫৬২৪	৪৩৩১	৯৯৫৫	২০২৮.৭	৭৮৩৭.০	৯৮৬৫.৭	৮৩৯.৮	৭০৮৭.০	৭৯২৬.৮
২০১৮	৪৯৮৫	৫৩০১	১০২৮৬	২১৪২.৮	৮২২৩.৬	১০৩৬৬.৪	৮৬৩.১	৭৬০৭.১	৮৪৭০.২
২০১৯	৫১৩১	৫৪৪৭	১০৫৭৮	২৫৪৩.২	৯৬০১.৩	১২১৪৪.৫	১০৩৫.০	৯০০০.৫	১০০৩৫.৫
২০২০ (জুন)	৫১৩৬	৫৪৫২	১০৫৮৮	২৬১৯.২	১০০২২.৫	১২৬৪১.৭	১০৮৪.৫	৯৪০২.৪	১০৪৮৬.৯

উৎস: ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাসমূহের তালিকা

বার্ষিক

১. বার্ষিক রিপোর্ট (বাংলা)
২. বার্ষিক রিপোর্ট (ইংরেজি)
৩. ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট
৪. বিএফআইইউ বার্ষিক রিপোর্ট
৫. রপ্তানি আয়*
৬. আমদানি ব্যয়*
৭. ব্যালেন্স অব পেমেন্টস্*
৮. মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট*

অর্ধবার্ষিক

১. ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন বাংলাদেশ

ত্রৈমাসিক

১. সিডিউল ব্যাংক স্ট্যাটিস্টিকস্*
২. বাংলাদেশ ব্যাংক কোয়ার্টার্লি
৩. কোয়ার্টার্লি ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট

মাসিক

১. ইকোনোমিক ট্রেন্ডস্
২. বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

*বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিক্রয়যোগ্য কোনো মুদ্রিত কপি নেই, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে সফ্টকপি রয়েছে।
উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স্ এন্ড পাবলিকেশন্স্, বাংলাদেশ ব্যাংক।

www.bb.org.bd

বার্ষিক রিপোর্ট সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে যোগাযোগের জন্য:
মহাব্যবস্থাপক, গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
ফোন: ৯৫৩০৩০৮, ই-মেইল: abdul.kayum@bb.org.bd ।

জী.এম. আবুল কালাম আজাদ, মহাব্যবস্থাপক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত।
ই-মেইল: abul.kalam@bb.org.bd ।
আল-কাওসার প্রিন্টার্স, ১৬৭ মতিঝিল ইনার সার্কুলার রোড, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ৬০০ টাকা

ডিসিপি : ০৭-২০২১-৫৫০